বেদগ্রন্থমালা

দ্বিতীয় খণ্ড

সামবেদ

সামবেদ-সংহিতা

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

বেদগ্রন্থমালা (বাংলা অনুবাদ)

ঋগ্বেদ	**সংহিতা**	*ঋগ্বেদ-সংহিতা*	**প্রথম খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
সামবেদ	**সংহিতা**	*সামবেদ-সংহিতা*	**দ্বিতীয় খণ্ড**	
শুক্লযজুর্বেদ	**সংহিতা**	*মাধ্যন্দিন-সংহিতা*	**তৃতীয় খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
কৃষ্ণযজুর্বেদ	**সংহিতা**	*তৈত্তিরীয়-সংহিতা*	**চতুর্থ খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
		মৈত্রায়ণী-সংহিতা	**পঞ্চম খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
		কাঠক-সংহিতা	**ষষ্ঠ খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
অথর্ববেদ	**সংহিতা**	*অথর্ববেদ-সংহিতা*	**সপ্তম খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
ঋগ্বেদ	**ব্রাহ্মণ**	*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*	**অষ্টম খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
সামবেদ	**ব্রাহ্মণ**	*আর্ষেয় ব্রাহ্মণ*	**নবম খণ্ড**	
		জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	**দশম খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
		পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ	**একাদশ খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
		ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ	**দ্বাদশ খণ্ড**	
শুক্লযজুর্বেদ	**ব্রাহ্মণ**	*শতপথ ব্রাহ্মণ*	**ত্রয়োদশ খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
কৃষ্ণযজুর্বেদ	**ব্রাহ্মণ**	*তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*	**চতুর্দশ খণ্ড**	**প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...**
অথর্ববেদ	**ব্রাহ্মণ**	*গোপথ ব্রাহ্মণ*	**পঞ্চদশ খণ্ড**	
ঋগ্বেদ	**আরণ্যক**	*ঐতরেয় আরণ্যক*	**ষোড়শ খণ্ড**	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	**আরণ্যক**	*তৈত্তিরীয় আরণ্যক*	**সপ্তদশ খণ্ড**	
		মৈত্রায়ণী আরণ্যক	**অষ্টাদশ খণ্ড**	
প্রধান উপনিষৎসমূহ			**উনবিংশ খণ্ড**	
অপ্রধান উপনিষৎসমূহ			**বিংশ খণ্ড**	

উপদেষ্টামণ্ডলী :

অধ্যাপক সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী

অধ্যাপক ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ

স্বামী সুপর্ণানন্দ

স্বামী চিদ্রূপানন্দ

স্বামী যাদবেন্দ্রানন্দ

বেদগ্রন্থমালা

(বাংলা অনুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

সামবেদ

সামবেদ-সংহিতা

অনুবাদ

অধ্যাপিকা তৃষ্ণা চ্যাটার্জী

সম্পাদনা

অধ্যাপক পরশুরাম চক্রবর্তী

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ বেদের প্রচার চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন তাঁর গুরুভায়েরাও। এছাড়া অন্য কোনও উপায়ে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করা যাবে না। জীবনমুখী ভাবনায় উপনিষদগুলি সমৃদ্ধ; অথচ বেদ-উপনিষৎ পঠন-পাঠনের অভাবে আমরা জনসাধারণের মধ্যে সে ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। স্বামীজীর ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য বেদের অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। বড়ই পরিতাপের বিষয়, সমগ্র বেদের বাংলা অনুবাদ এখনও হয়নি। আমরা সে-কাজে ব্রতী হয়েছি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কৃতবিদ্য বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের আর পাওয়া যাচ্ছে না। বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। যাঁদের পেয়েছি তাঁদের অনেকের বয়েস বেশি। ফলে, অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। তবু আমাদের সংকল্প দৃঢ়; আমাদের পাথেয় শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ— এই চারটি ভাগে ঋক্, সাম, যজুর্বেদ বিভক্ত। অনেকের ধারণা, সমগ্র বেদের অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। আসল সত্য, বেদের কিছু কিছু অংশ যেমন সংহিতার অনুবাদ মাত্র হয়েছে। কেবল অথর্ববেদেরই উপনিষৎ ভাগ নেই। সুতরাং সমগ্র বেদের অনুবাদ করতে হলে প্রায় ৬০টি খণ্ড প্রকাশ করতে হবে। বিপুল আয়তন, অথচ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সময় মাত্র পাঁচ বছর। শুভ কাজে বিঘ্ন অনেক। তবু আমাদের পণ্ডিতবর্গ এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাধু, কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় নির্দিষ্ট সময়েই কাজটি শেষ হবে বলে বিশ্বাস করি।

এখন, সামবেদের সংহিতা খণ্ডের মধ্যে সামবেদ-সংহিতা চলিত ভাষায় অনুবাদ করে সংকলিত করা হল। এই সমগ্র খণ্ডের অনুবাদের কাজে সাহায্য করেছেন— **অধ্যাপিকা তৃষ্ণা চ্যাটার্জী** এবং সমগ্র খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন **অধ্যাপক পরশুরাম চক্রবর্তী**। এই মহৎ কাজ সফল করার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ।

আমাদের এই উদ্যোগের জন্য শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী (সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন), শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী (সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন) আনন্দ প্রকাশ করে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই পণ্ডিতবর্গকে যাঁরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, প্রীতি জানাই প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীদের এবং সেবকবৃন্দকে।

সবশেষে বলি —যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব (যা শুভ চিন্তা, তা আমাদের কাছে আসুক)।

স্বামী সুপর্ণানন্দ

অনুবাদকমণ্ডলী

শ্রী সমীরণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রী অমর কুমার চ্যাটার্জী
শ্রী ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রী নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত
শ্রীমতী সোমা বসু
শ্রীমতী রত্না বসু
শ্রীমতী ইন্দ্রাণী কর
শ্রীমতী গার্গী ভট্টাচার্য্য
শ্রী সত্যজিৎ লায়েক
শ্রী শশীভূষণ মিশ্র
শ্রী ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

শ্রী ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
শ্রীমতী শান্তি ব্যানার্জী
শ্রী তারকনাথ অধিকারী
শ্রীমতী নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত
শ্রীমতী তৃষ্ণা চ্যাটার্জী
শ্রীমতী মৌ দাশগুপ্ত
শ্রীমতী তৃপ্তি সাহা
শ্রীমতী দীধিতি বিশ্বাস
শ্রীমতী রীতা ভট্টাচার্য্য
শ্রীমতী স্বাতীলেখা পোদ্দার
শ্রীমতী চিরশ্রী ব্যানার্জী
শ্রী পরশুরাম চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় আবিরাবীর্ম এধি ॥

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

ভূমিকা

বেদ শব্দটি সংস্কৃত বিদ্ ধাতু (জানা) থেকে নিষ্পন্ন। 'বিদ্যতে অনেন'-ইতি √বিদ্+ঘঞ্ (করণে) অর্থাৎ এর দ্বারা জানা যায়। যার দ্বারা কিছু জানা যায় বা যার দ্বারা কিছু বিচার করা যায়, তা-ই বেদ। যে শব্দরাজির দ্বারা সত্তা-অভিন্ন, জ্ঞান-অভিন্ন বেদ-প্রমাণক পরব্রহ্মস্বরূপ সুখকে বিচারপূর্বক লাভ করা যায়, তাই বেদ। এই সুখলাভই পুরুষার্থসাধন যা বেদ কথিত যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে লাভ করা যায়। শাস্ত্রকার মনু বলেছেন— 'বেদোঽখিল ধর্মমূলম্'— অর্থাৎ সকল ধর্মের মূলে বেদ।

বেদ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ জ্ঞান; তার থেকে 'পবিত্র ধর্মীয় জ্ঞান', এর পরে পবিত্র জ্ঞানের আকর গ্রন্থাবলি। বহু শতাব্দী ধরে উদ্ভূত, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুখে মুখে প্রচারিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পবিত্র বলে পরিগণিত এক সম্পূর্ণ বিশাল সাহিত্যসমূহের সমষ্টি। সমগ্র মানবজাতির সামাজিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রাচীনতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থগুলির বৃহদায়তন বৈদিক সাহিত্যকৃতি— এ হল যুগ—তা বৈদিক যুগ। পৃথিবীর প্রায় ১২০ কোটি মানুষের— যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেন— তাঁদের ধর্ম হল বেদ-ভিত্তিক। তাঁরা এই অনন্যসাধারণ সাহিত্যরাজিকে মানুষের সৃষ্টি নয়, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর বা নিঃশ্বাস বলে মনে করে বেদকে অপৌরুষেয় বলে থাকেন।

বেদ-ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলেন— 'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি, স বেদঃ'। অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, তা-ই বেদ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা ।।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায়।

বেদ অপৌরুষেয়— বেদাধ্যায়ী ভারতীয় প্রাচীনপন্থীরা বেদকে অপৌরুষেয় আখ্যা দিয়েছেন, অর্থাৎ মানুষের বাক্, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বেদ রচিত হয়নি। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে বেদ নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ, অভ্রান্ত ও অলভ্য। তাঁরা মনে করেন, বেদ সনাতন সূর্যালোকের মতো— বেদ স্বয়ং প্রকাশ। পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসরূপে তা অবলীলাক্রমে প্রকাশিত— 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং

যদেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরসঃ'—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (২-৪-১০;৪-৫/১১)। স্বয়ং প্রকাশিত বলে বলা হয়েছে যে বেদের কোনও রচয়িতা নেই– 'ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি'— পরাশরসংহিতা-১।২০। অনাদি নিধনা নিত্যা বাক্ পরম ব্যোমে ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। ধ্যাননেত্রে সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষিগণ বেদমন্ত্র দর্শন করেন। ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন করা— তাই যিনি মন্ত্রদর্শন করেন তিনিই ঋষি (ঋষ্+ইন্)— 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'— মন্ত্রের দর্শক বা স্মরণকর্তা মাত্র। যুগান্তে প্রলয়কালে বেদ অপ্রকাশিত থাকে, যুগারম্ভে ঋষিগণ পুনরায় তপস্যার দ্বারা বেদকে লাভ করেন— যুগান্তে অন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।। (মহাভারত—শান্তিপর্ব-২১০।১৯)। পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত ও সাংখ্য— এই তিন দর্শনেই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। এই দর্শনগুলির মতে শব্দ হল নিত্য, তাই শব্দ নিত্য বলে বেদও নিত্য।

বর্তমানকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক যুগ ও সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন ও তাঁরা বেদকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এবং প্রাচীন ঋষিগণকে তার রচয়িতা বলে মনে করেছেন।

বেদাঃ প্রমাণম্— বেদই সবকিছুর প্রমাণ। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সকল সংশয়ের নিষ্পত্তিস্থল হল বেদ— বেদই ভারতীয় হিন্দুধর্মের অথরিটি— বেদ অনতিক্রম্য ও অলঙ্ঘনীয়। বেদমন্ত্র শাশ্বত ও সনাতন। সনাতন হল— যা ছিল, যা আছে ও যা থাকবে।

World Heritage- বেদ হল সমগ্র বিশ্ববাসীর উত্তরাধিকার— সমগ্র মানবজাতির চতুর্বর্গলাভের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হল বেদ। বেদ তথা বেদান্ত হল আর্য ঋষিগণের মনন ও উপলব্ধিসঞ্জাত নিধি— অমূল্য সম্পদ্। এতে সমগ্র বিশ্ববাসী মানুষের অধিকার। এ হল বিশ্বের ঐতিহ্য। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ হল ঋগ্বেদ যার বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর। বেদের সময়সীমা নির্ধারণ করা মানুষের অসাধ্য। আর্য ঋষিগণ কূপমণ্ডূক ছিলেন না— পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তম জ্ঞান তাঁদের কাছে আসুক— এই প্রার্থনা তাঁরা করেছেন— আ নো ভদ্রা ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ— পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে উত্তম জ্ঞান আমাদের কাছে আসুক। তাঁরা আত্মদর্শন করেছেন ও আত্মদর্শনের পথনির্দেশও করেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এই পিতৃসম্পদকে সামনে রাখতে বলেছেন। উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যেন আমরা পালন করি এবং এর রক্ষণাবেক্ষণে ও চর্চায় যত্নপর থাকি।

সামবেদ

বিষয়বস্তু

চত্বারো বেদাঃ— বেদ চারটি— ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। আমার আলোচ্য— সামবেদ। সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়(১০।২২) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি'— আমি বেদের মধ্যে সামবেদ। ভগবানের এই উক্তিতেই সামবেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত এবং ভারতীয়গণের নিকট সামবেদ এক উচ্চ মর্যাদার প্রতীক।

বৈদিক ঋষিগণের গীতির সংকলন হল— সামবেদসংহিতা। 'সাম' কথাটির অর্থ গীতি বা গান— 'গীতিষু সামাখ্যা।' বেদের প্রখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের ভাষায়— 'গীতিরূপা মন্ত্রা সামানি।' (সামবেদ ভাষ্যোপক্রমণিকা, পৃঃ ৬৭)। সামবেদের মন্ত্রগুলি হল— গান। ঋগ্বেদের মন্ত্র সুরসংযোজিত হয়ে সামমন্ত্রে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং সামবেদ হল— গেয় বেদ। আচার্য সায়ণ সামবেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলেছেন— 'গীয়মানস্য সাম্নঃ আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে'— 'যে সকল সামগান করা হয় তাহাদের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সামগান করা হয়, সেই ঋক্ সকল সামবেদে সংকলিত হইয়াছে।'

সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা হল—১৮৭৫, এর মধ্যে ৭৫টি মন্ত্র বাদ দিলে বাকী সমস্ত মন্ত্রই ঋগ্বেদের অন্তর্গত। কারও কারও মতে সামবেদের মন্ত্রসংখ্যা ১৫৪৯। ঋক্ ও সামের মধ্যে পার্থক্য হল— ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি গানশূন্য আর সামের মন্ত্রগুলি গানের সুরযুক্ত। যজ্ঞানুষ্ঠানে গানের জন্যই সামমন্ত্রগুলি নির্দিষ্ট। ঋক্ই সামের উৎপত্তিস্থল; তাই ঋক্-কে সামের 'যোনি' বলা হয়— 'ঋক্ সাম্নাং

যোনিঃ।' পুরোহিতগণ হস্ত ও অঙ্গুলি নানাপ্রকারে সঞ্চালন করে বিভিন্ন সুরের ইঙ্গিত দান করেন।

সামবেদের শাখা— বিষ্ণুপুরাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সামবেদের সহস্র শাখার উল্লেখ আছে— 'সহস্রবর্ত্মা সামন্।' প্রাচীনকালে বেদবিভাগের পর ঋষি জৈমিনি ব্যাসদেবের নিকট থেকে সামবেদ লাভ করেন। জৈমিনির পৌত্র সুকর্মা এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্তৃক সামবেদের একাধিক শাখা প্রচলিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

সহস্রং সংহিতা বেদং সুকর্মা তৎসুতস্ততঃ।
চকার তস্থ তচ্ছিষ্যৌ জুগুহাতে মহামতী।। (বিষ্ণুপুরাণম্-৩।৬।৫)

কালক্রমে সামবেদের অধিকাংশ শাখা বিনষ্ট হয়। সামবেদজ্ঞ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় মনে করেন যে, সামবেদের মাত্র ১৩টি শাখার নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে বর্তমানে মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া যায়। সেগুলি হল— রাণায়ণীয়, কৌথুমী ও জৈমিনীয়।
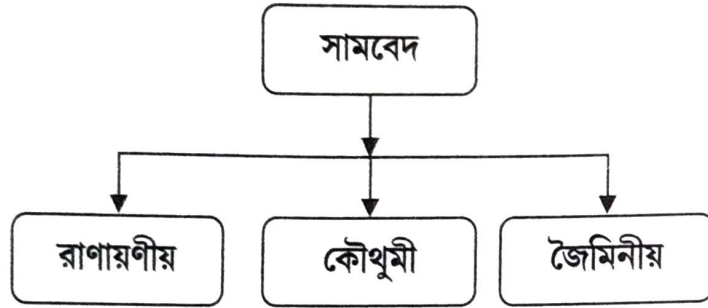
এদের মধ্যে কৌথুমী শাখাই প্রসিদ্ধ। এই শাখায় লব্ধ সামবেদসংহিতা দু-ভাগে বিভক্ত— 'আর্চিক' ও 'গান।' আর্চিক কথাটির অর্থ হল— একাধারে ছন্দঃ ও ঋক্-সংগ্রহ। ঋক্মন্ত্রগুলি সুরারোপে 'গান' নামে কথিত।

আর্চিক ও সূক্ত সংখ্যা— আর্চিক দু-ভাগে বিভক্ত— পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। আর্চিকগুলো ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি প্রপাঠকে দশটি করে সূক্ত আছে, তাই একে 'দশতি' বলা হয়। কেবল ষষ্ঠ প্রপাঠকে ৯টি সূক্ত আছে; সর্বমোট ৬৯টি সূক্ত আছে।

ছন্দঃ আর্চিকের সূক্তগুলো চারটি কাণ্ডে সাজানো। সেগুলি হল— (১)আগ্নেয়; (২)ঐন্দ্র; (৩)পাবমান; (৪)আরণ্যক। অগ্নিবিষয়ক আগ্নেয় কাণ্ডে ১২টি সূক্ত, ঐন্দ্রকাণ্ডে ছত্রিশটি, পাবমান কাণ্ডে ১১টি সূক্ত এবং আরণ্যক কাণ্ডে ১০টি সূক্ত আছে।
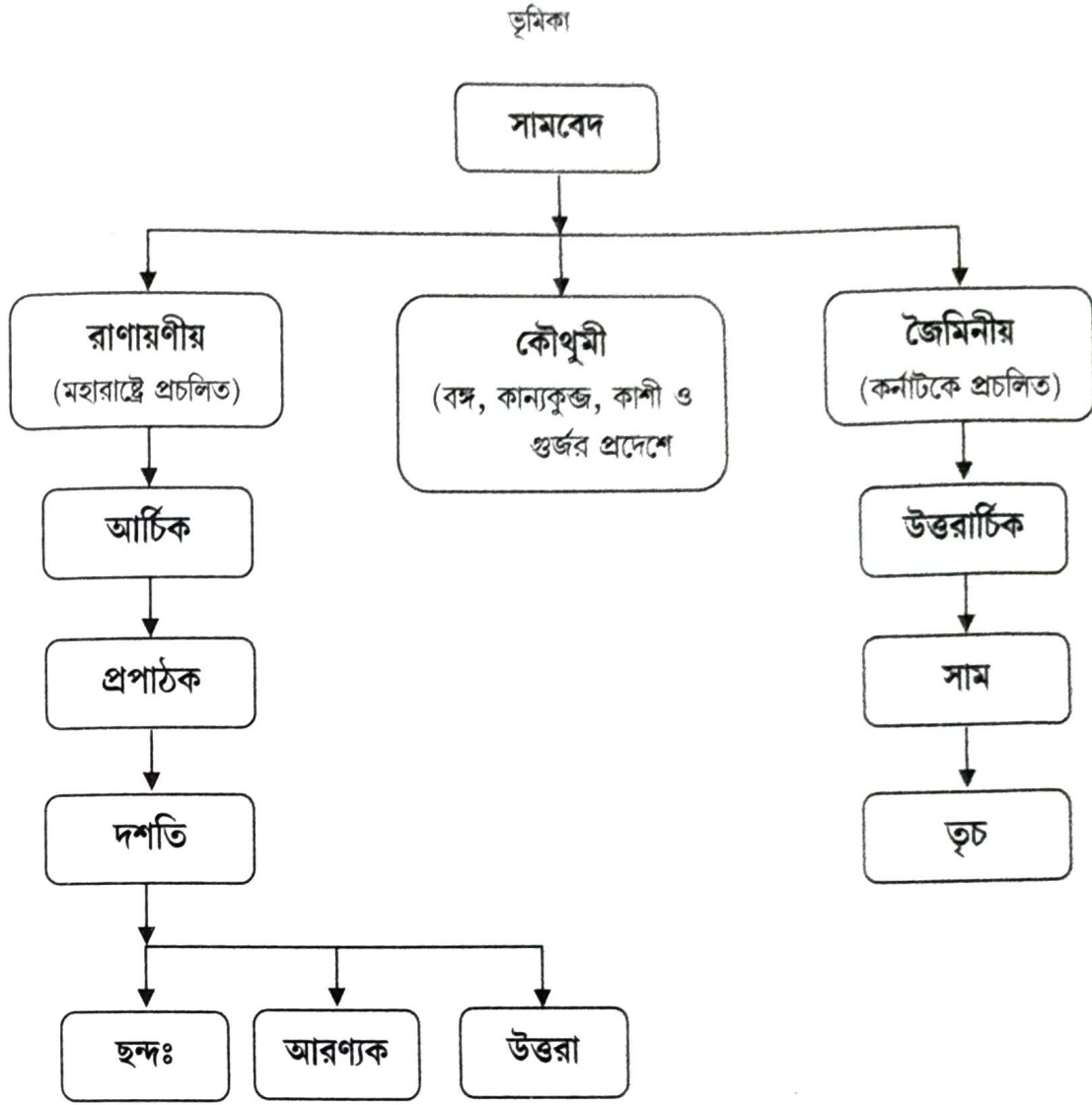
উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলো প্রধান প্রধান যাগের পরম্পরা অনুসারে সাজানো রয়েছে। যেমন— দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র,প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষুদ্র।

গান— উত্তরার্চিকের অন্য নাম 'গান'। পাদবদ্ধ ঋক্‌মন্ত্রের সুরারোপে হল সামগান। আর্চিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামগানের চারটি মন্ত্র পাওয়া যায়। তা হল— (১)গ্রামগেয় গান, (২)অরণ্যগেয় গান, (৩)উহগান ও (৪)উহ্যগান।

গ্রামে যে সকল গান গাওয়া হত, তা হল— গ্রামগেয় গান। যে সকল গান গ্রামে নিষিদ্ধ, তা অরণ্যে নির্জনে গুরুর নিকট শিক্ষা করতে হত, সেগুলি হল— অরণ্যগেয় গান।

যজ্ঞে সামগানের যে ক্রম অনুসরণ করতে হত, তার নির্দেশ আছে উহ এবং উহ্য নামক গ্রন্থ দুটিতে। উহে আছে গ্রামগেয় গানের ক্রম আর উহ্যে আছে অরণ্যগেয় গানের নির্দেশ। গ্রামগেয়

গানকে প্রকৃতিগান বা যোনিগান এবং উহ্যগানকে রহস্যগানও বলা হত। গ্রামগেয়,অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্য—এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে গ্রামগেয় গ্রন্থে সতেরোটি, অরণ্যগেয় গ্রন্থে ছয়টি, উহ গ্রন্থে তেইশটি ও উহ্য গ্রন্থে ছয়টি প্রপাঠক আছে। মোট ৫২টি প্রপাঠক আছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম তেরোটি প্রপাঠকের মন্ত্র অগ্নিদেবতাবিষয়ক। শেষ এগারোটি প্রপাঠকের মন্ত্র সোমদেবতার বিষয়ে এবং বাকি প্রপাঠকের মন্ত্রগুলো ইন্দ্রবিষয়ক।

সামবেদের ব্রাহ্মণ— সামবেদসংহিতায় সর্বাধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। ব্রাহ্মণগুলি হল— (১) প্রেঢ়ি পঞ্চবিংশ, (২) ষড়বিংশব্রাহ্মণ, (৩) সামবিধান, (৪) আর্ষেয়, (৫) দৈবত, (৬) মন্ত্রব্রাহ্মণ,(৭) সংহিতোপনিষদ্ এবং (৮) বংশব্রাহ্মণ। তাণ্ড্যব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের অপর নাম।

সায়ণাচার্য যে আটটি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করেছেন— সেগুলি সামবেদের কৌথুমী শাখার অন্তর্গত। সম্ভবত কৌথুমী শাখাবলম্বী সায়ণাচার্য উল্লিখিত আটটি ব্রাহ্মণেরই ভাষ্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন স্থানে আচার্য সায়ণ অন্যান্য ব্রাহ্মণের উল্লেখ করলেও তাদের ভাষ্য রচনা করেননি।

সামবেদের আরণ্যক— সামবেদের আরণ্যক গ্রন্থ দু-টি। একটি জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ,অপরটি হল— ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অংশ— যেখানে সামকে আশ্রয় করে নানা উপাসনার অবতারণা করা হয়েছে।

সামবেদের উপনিষদ্— সামবেদের উপনিষদ্ সংখ্যা হল দু-টি। (১) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও (২) কেনোপনিষদ্। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

কেনোপনিষদ্ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই দুটি উপনিষদ্ বিখ্যাত উপনিষদ্গুলির মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ আকারে বৃহৎ এবং আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে ষষ্ঠ থেকে শেষ পর্যন্ত বেদান্তদর্শনের কার্য-কারণবাদ, আত্মতত্ত্বজীবব্রহ্মৈক্যবাদ, ব্রহ্মস্বরূপবিচার প্রভৃতি অন্তর্গত। কেনোপনিষদ্ 'কেন' অর্থাৎ কার দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরিচালিত হচ্ছে— এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশ্বের উৎস ও ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্তিত হয়েছে।

সামবেদের সংহিতা ও আরণ্যক সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। বর্তমানকালেও তাঁর সংস্করণই সামবেদের প্রামাণিক সংস্করণরূপে বিদ্বৎসমাজে আদরণীয়। সামবেদের ব্রাহ্মণাদির পরিচয়—

সামবেদ	ব্রাহ্মণ—(১) প্রেঢ়ি বা পঞ্চবিংশ, (২)ষড়্বিংশ (৩)সামবিধান, (৪)আর্ষেয়, (৫)দৈবত, (৬)মন্ত্রব্রাহ্মণ, (৭)সংহিতোপনিষদ্ (৮)বংশব্রাহ্মণ।
	আরণ্যক— ছান্দোগ্য, উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ।
	উপনিষদ্— ছান্দোগ্য, কেনোপনিষদ্।

বেদাঙ্গ ছয়টি— শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। কল্পগ্রন্থগুলি বৈদিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্তব্যবিষয়ক বেদাঙ্গ। এগুলির চারটি ভাগ— শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম, ও শুল্ব। কল্পগুলি সূত্রাকারে রচিত। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞের বর্ণনা, গৃহ্যসূত্রে গৃহে অনুষ্ঠিত বিবিধ অনুষ্ঠানের বর্ণনা, ধর্মসূত্রে পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যবিধি আর শুল্বসূত্রে বৈদিক অনুষ্ঠানের বেদি, কুণ্ড, ইট, যূপ- ইত্যাদির পরিমাপ বর্ণিত আছে। প্রতিটি বেদের জন্য প্রতিটি বেদশাখার আলাদা আলাদা কল্পসূত্র আছে। শুল্বসূত্র ভারতীয় জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন নিদর্শন।

সামবেদের কল্পসূত্র হল—(১) শ্রৌতসূত্র— লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ন, জৈমিনীয় ও আর্ষেয় কল্প।
(২) গৃহ্যসূত্র— দ্রাহ্যায়ন, জৈমিনীয়, গোভিল, ও খাদির।
(৩) ধর্মসূত্র— গৌতম।
(৪) শুল্বসূত্র— নেই।

সপ্তস্বর— সামবেদই ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস। সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বানের উদ্দেশ্যেই সামগান গীত হলেও ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস হিসাবে সামবেদের মূল্য সর্বাধিক। সামগানগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত— হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধান।

সংগীতশাস্ত্রবিদ্দের মতে বৈদিক হিঙ্কার, প্রস্তাব ও উদ্গীথ অধুনা প্রচলিত গানের স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের সমতুল্য। সামবেদের সপ্তস্বরই পরবর্তিকালে ভারতীয় মার্গসংগীতে সপ্তসুরে পরিণত হয়েছে।

ষড়জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
(সা)	(রে)	(গা)	(মা)	(পা)	(ধা)	(নি)

সুতরাং সামগানই ভারতীয় সঙ্গীতের উৎসস্থল। কেবলমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানেই নয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসেও সামবেদের গুরুত্ব সীমাহীন। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক ভিন্তারনিৎস-এর অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য- The sāmveda samhita is not without value for the history of Indian sacrifice and magic and the gānas attached to it are certainly very important for the history of Indian Music. [History of Indian Literature, Vol.-I, page 147]

সামবেদের প্রারম্ভিক মন্ত্র— সামবেদের ছন্দ আর্চিকের আগ্নেয় পর্বের যে প্রারম্ভ মন্ত্র— সেটিকে আমরা ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ১৬নং সূক্তে পাই। সেটি হল— অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎ-সি বর্হিষি। (ঋগ্বেদ-৬।১৬।১০)

এই ঋকের ঋষি হলেন— ভরদ্বাজ, দেবতা হলেন— অগ্নি এবং ছন্দ হল— গায়ত্রী। ঋক্-টির অর্থ হল— 'হে অগ্নি, স্তুত হইয়া তুমি পুরোডাশাদি ভক্ষণের জন্য ও দেবতাদের উদ্দেশে হব্যপ্রদানের জন্য আগমন করো। হোতারূপে তুমি এই বিস্তীর্ণ দর্ভাসনে উপবিষ্ট হও।'

ঋক্-মন্ত্রটি সামবেদ সংহিতার প্রথম মন্ত্র। এই ঋক্-টি সামগানে রূপায়িত হলে পাঁচটি বিভাগ এরূপ হবে—

(১) 'ওঁ অগ্ন ই' (প্রস্তাব)

(২) 'ওঁ আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে' (উদ্গীথ)

(৩) 'নিহোতা সৎসি বর্হিষি ওঁ(ওম্)' (প্রতিহার)।

প্রতিহারটি আবার দু-ভাগে বিভক্ত—

(৪) 'নিহোতা সৎ-সি ব' (উপদ্রব)

(৫) 'র্হিষি ওম্(ওঁ)' (নিধান)

(বেদের পরিচয়— যোগীরাজ বসু, পৃঃ ৩৮ থেকে এই উদাহরণটি প্রাপ্ত।)

সামবেদের প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে সায়নাচার্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। অন্যান্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা হলেন ভরতস্বামী, স্কন্দস্বামী, মাধবভট্ট ও মহীধর। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে থিওডোর বেনফে, লাইপজিগ্ থেকে কৌথুম শাখার সামবেদসংহিতা সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সত্যব্রত সামশ্রমী সামবেদের সংহিতা ও আরণ্যকের সংস্করণ প্রকাশ করেন। কৌথুমশাখার পূর্বে সামবেদের রাণায়ণীয় শাখা প্রথম প্রকাশিত হয়। জে. স্টিভেন্ সন্ লণ্ডন থেকে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে রাণায়ণীয় শাখার সামবেদ সম্পাদন ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর পর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ডব্লিউ. ক্যালাণ্ড জৈমিনীয় সংহিতা নামে সামবেদের জৈমিনীয় শাখা প্রকাশ করেন। আচার্য বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মণ ও পদপাঠকারী আচার্যদেরই উল্লেখ করা উচিত বলে মনে করেছেন। পণ্ডিত তুলসীরাম স্বামীকৃত সামবেদের হিন্দী ভাষ্যটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়।

বিষয়গতভাবে সামবেদ উপাসনা কাণ্ড। জ্ঞান ও কর্ম; ধ্যাতা ও ধ্যেয়; উপাসক ও উপাস্য এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সমন্বয়ই হল উপাসনা। জীব, জগৎ ও পরমাত্মার ঐক্য বা সাম্যের উপর আধারিত উপাসনাই হল সাম। উপাসক উপাসনার মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে এই বিশ্বসংসার পরমেশ্বরের মহিমা। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত হন।

বর্তমানকালে যদিও মানুষের জ্ঞানচর্চা প্রায় সর্বতোভাবে বহির্মুখী, তথাপি বৈদিক সংস্কৃত ও ধ্রুপদী সংস্কৃতের আধারে বিধৃত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমৃদ্ধ জীবনচর্চা এখনও তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু সুধীজনকে আকৃষ্ট করে। ভারতবর্ষের নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার বেদ তাই সুদূর অতীতকাল থেকে শুরু করে এখনও বিদ্বজ্জনের সমাদরের বস্তু। সেই কারণেই গোলপার্কস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদিক সাহিত্যের বঙ্গানুবাদের প্রকল্পটি রূপায়ণে উদ্যোগী হওয়ায় নিঃসন্দেহে সুধীজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হবেন। এই জ্ঞানযজ্ঞে যুক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাই আমি কৃতজ্ঞচিত্তে এই বিশাল প্রকল্পের আয়োজক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক পরম পূজনীয় স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজের নিকট আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

আর যাঁদের কথা না বললে প্রত্যবায় হবে, তাঁরা হলেন স্বামী চিদ্রূপানন্দ মহারাজ এবং স্বামী যাদবেন্দ্রানন্দ মহারাজ। এঁদের ঐকান্তিক প্রেরণায় ও কর্মতৎপরতায় এ গ্রন্থ অন্ধকার থেকে প্রকাশনার আলোকে উদ্ভাসিত হচ্ছে— এঁদের উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের ভারততত্ত্ব বিভাগে বেদপ্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত উৎসাহী সুদক্ষ কর্মী শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরীকে এবং তাঁর সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

যথাজ্ঞান আলোচনা করলাম। ইতি শম্।

ডঃ তৃষ্ণা চ্যাটার্জী
প্রাক্তন অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান
সংস্কৃত বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ

ডঃ পরশুরাম চক্রবর্ত্তী (কাব্যপুরাণতীর্থ শাস্ত্রী)
প্রাক্তন লেকচারার, বিদ্যাসাগর কলেজ,
কলকাতা

বেদ ও উপনিষৎ-প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ

আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম 'ঋষি'। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।

এ-স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন—সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ। আচ্ছা, যদি এমন এক সময়ের কল্পনা করা যায়, যখন কিছুই ছিল না, তবে এই সকল ব্যক্ত শক্তি তখন ছিল কোথায় : কেহ বলিবেন যে, এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়—ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি।

কোন উপমা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়—সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ—নিত্যসক্রিয় বিধাতা; তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায়

ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। হিন্দু বালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকে : 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।'—অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

('বাণী ও রচনা' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১-১২)

বৈদিক যজ্ঞের বেদী হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

দেবতা বা দিব্যপুরুষদের আরাধনাই ছিল পূজার ভিত্তি। ইহার ভাব এই : যে-দেবতা আরাধিত হন, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন ও সাহায্য করেন। বেদের স্তোত্রগুলি কেবল স্তুতিবাক্য নয়, পরন্তু যথার্থ মনোভাব লইয়া উচ্চারিত হইলে উহারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া দাঁড়ায়।

স্বর্গলোকসমূহ অবস্থান্তর মাত্র, যেখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও উচ্চতর ক্ষমতা আরও অধিক। পার্থিব দেহের ন্যায় ঊর্ধ্বস্থিত সূক্ষ্ম দেহও পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজীবনে এবং পরজীবনে সর্বপ্রকার দেহেরই মৃত্যু ঘটিবে। দেবগণও মরণশীল এবং তাঁহারা কেবল ভোগসুখ-প্রদানেই সমর্থ।

দেবগণের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা—ঈশ্বর বর্তমান, যেমন এই দেহের পশ্চাতে এক উচ্চতর সত্তা অবস্থিত, যিনি অনুভব ও দর্শন করেন।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় বিধানের শক্তি ও সর্বত্রবিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা এবং সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী দেবগণেরও নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান।

পৃথিবীতে আমরা মরণশীল। স্বর্গেও মৃত্যু আছে। ঊর্ধ্বতম স্বর্গলোকেও আমরা মৃত্যুর কবলে পতিত হই। কেবল ঈশ্বরলাভ হইলেই আমরা সত্য ও প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হই।

উপনিষদ্ কেবল এই তত্ত্বগুলিরই অনুশীলন করে। উপনিষদ্ শুদ্ধ পথের প্রদর্শক। উপনিষদে যে-পথের নির্দেশ আছে, তাহাই পবিত্র পন্থা। বেদের বহু আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও স্থানীয় প্রসঙ্গ বর্তমানে বোঝা যায় না। কিন্তু উহাদের মাধ্যমে সত্য পরিস্ফুট হয়। সত্যের আলোক-প্রাপ্তির জন্য স্বর্গ ও মর্ত্য ত্যাগ করিতে হয়।

উপনিষদ্ ঘোষণা করিতেছেন :

সেই ব্রহ্ম সমগ্র জগতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহারই। তিনি সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, বিশ্বের মহান্ কবি, শুদ্ধ, সর্বদর্শী; সূর্য ও তারকাগণ যাঁহার ছন্দ—তিনি সকলকে যথানুরূপ কর্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা মনে করেন, এই জগৎ-প্রপঞ্চই সর্বস্ব, তাঁহারাও অন্ধকারে রহিয়াছেন। এই-সকল ভাবনার দ্বারা যাঁহারা প্রকৃতির বাহির যাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

তবে কি কর্মানুষ্ঠান মন্দ? না, যাহারা প্রবর্তক মাত্র, তাহারা এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা উপকৃত হইবে।

একটি উপনিষদে কিশোর নচিকেতা- কর্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে : মানুষের মরণ হইলে কেহ বলেন, তিনি থাকেন না; কেহ কেহ বলেন, তিনি থাকেন। আপনি যম, মৃত্যু স্বয়ং—আপনি নিশ্চিতই এই সত্য অবগত আছেন; আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। যম উত্তর করিলেন, 'মানুষ তো দূরের কথা, দেবতাগণের মধ্যেও অনেকে ইহা জ্ঞাত নন। হে বালক, তুমি আমাকে ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিও না।' কিন্তু নচিকেতা স্বীয় প্রশ্নে অবিচলিত রহিলেন। যম পুনরায় বলিলেন, 'দেবতাগণের ভোগ্যবিষয়সকল আমি তোমাকে প্রদান করিব। ঐ প্রশ্ন-বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না।' কিন্তু নচিকেতা পর্বতের ন্যায় অটল রহিলেন। অতঃপর মৃত্যুদেবতা বলিলেন, 'বৎস, তুমি তৃতীয়বারেও সম্পদ্, শক্তি, দীর্ঘ জীবন, যশ, পরিবার সকলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। চরম সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার মতো যথেষ্ট সাহস তোমার আছে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব। দুইটি পথ আছে—একটি শ্রেয়ের, অপরটি প্রেয়ের। তুমি প্রথমটি নির্বাচন করিয়াছ।'

এখানে সত্যবস্তু-প্রদানের শর্তগুলি লক্ষ্য কর। প্রথম হইল পবিত্রতা—একটি অপাপবিদ্ধ নির্মলচিত্ত বালক বিশ্বের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছে। দ্বিতীয়ত : কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা না রাখিয়া কেবল সত্যের জন্যই সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য সম্বন্ধে উপদেশ না আসিলে উহা ফলপ্রদ হয় না। গ্রন্থ উহা দান করিতে পারে না, তর্কবিচারে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যিনি সত্যের রহস্য অবগত, তাঁহার নিকটই সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

এই রহস্য জানিবার পর শান্ত হইয়া যাও। বৃথা তর্কে উত্তেজিত হইও না। আত্মসাক্ষাৎকারে লাগিয়া যাও। তুমিই সত্যলাভ করিতে সমর্থ।

ইহা সুখ নয়, দুঃখ নয়; পাপ নয়; পুণ্যও নয়; জ্ঞান নয়, অজ্ঞানও নয়। ইহা তোমাকে বোধে বোধ করিতে হইবে। ভাষার মাধ্যমে আমি কেমন করিয়া তোমার নিকট ইহা বর্ণনা করিব?

যিনি অন্তর হইতে কাঁদিয়া বলেন, প্রভু, আমি একমাত্র তোমাকেই চাই—প্রভু তাঁহারই নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। পবিত্র হও, শান্ত হও; অশান্ত চিত্তে ঈশ্বর প্রতিফলিত হন না।

'বেদ যাঁহাকে ঘোষণা করে, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা প্রার্থনা ও যজ্ঞ করিয়া থাকি, ওম্ (ওঁ) সেই অব্যক্ত পুরুষের পবিত্র নামস্বরূপ। এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দের মধ্যে পবিত্রতম! যিনি এই শব্দের রহস্য অবগত, তিনি প্রার্থিত বস্তু লাভ করেন।' এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ কর। যে-কেহ এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার নিকট পথ উদ্ঘাটিত হয়।

('বাণী ও রচনা', দশম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬-২৪৮)

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা

পূর্বার্চিক : ছন্দ আর্চিক

প্রথম অধ্যায়

আগ্নেয় কাণ্ড : অগ্নিস্তুতি

প্রথম খণ্ড

মন্ত্র সংখ্যা ১০।। মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। ছন্দ গায়ত্রী। মন্ত্রের ঋষি ১,২,৪,৭,৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য; ৩ মেধাতিথি; ৫ উশনা কাব্য; ৬ সুদীতি পুরুমীঢ় আঙ্গিরস; ৮ বৎস কাণ্ব; ১০ বামদেব।

অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি* ॥১॥[১]

হে অগ্নি! সর্বতোভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য এস। (হবির দ্বারা) সিঞ্চিত তুমি, দেবতাদের জন্য হব্য বহন কর। হব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য তুমি যজ্ঞবেদিতে এসে বস ।।১।।

১. কৌথুম শাখার সামবেদের প্রারম্ভিক মন্ত্র।
* বর্হিষি— দর্ভাসনে

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাঁ হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভির্মানুষে জনে ॥২॥

হে অগ্নি! তুমি সকল যজ্ঞে দেবতাগণের আহ্বানকারী। তুমি প্রত্যেক মানুষে দেবতাগণের সঙ্গে নিহিত ।।২।।

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥৩॥

এই যজ্ঞের দূত, দেবতাদের আহ্বানকর্তা, সর্বজ্ঞ, শোভনসংকল্পস্বরূপ অগ্নিকে বরণ করে নিই ।।৩।।

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥৪॥

স্তুতির দ্বারা আহুত, ঐশ্বর্যপ্রদানকারী, প্রজ্বলিত, উজ্জ্বল অগ্নি বারবার (আলোর) আবরকদের হত্যা করেছেন ।।৪।।

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥৫॥

প্রিয়তম অতিথি, মিত্রের মত প্রিয়, বেদিতে স্থিত, রথের ন্যায় দেবতাদের বাহন অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তুতি করি ।।৫।।

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ। উত দ্বিষো মর্ত্যস্য ॥৬॥

হে অগ্নি! তুমি তোমার শক্তিসমূহ দিয়ে বিশ্বগত সমস্ত দুঃখকারক ও মর্তের শত্রু থেকে আমাদের রক্ষা কর ।।৬।।

এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥৭॥

হে অগ্নি! এস, তোমার জন্য সত্য এবং অন্য লৌকিক বাক্য সুন্দরভাবে বলি। এই সকল যজ্ঞের দ্বারা তুমি বর্ধিত হও ।।৭।।

আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা ॥৮॥

হে অগ্নি, বাক্য দিয়ে তোমায় কামনা করি। তোমার থেকেই মন উৎকৃষ্ট হৃদয়স্থান থেকে বাক্যকে আকর্ষণ করে ।।৮।।

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥৯॥

হে অগ্নি! তোমাকে জ্ঞানী পুরুষ মস্তিষ্কের ধারক এবং সকলের বাহক হৃদয়কমলে প্রত্যক্ষ করেন ।।৯।।

অগ্নে বিবস্বদা ভরাস্মভ্যমূতয়ে মহে। দেবো হ্যসি নো দৃশে॥১০॥

হে অগ্নি! আমাদের পূর্ণ রক্ষার জন্য, আমাদের সুখে বাস করার কারণ যজ্ঞাদি কর্মকে পূর্ণ কর। আমাদের দৃষ্টির তুমি প্রকাশক (তুমিই আমাদের দর্শনীয় দেবতা।) ।।১০।।

দ্বিতীয় খণ্ড

মন্ত্র সংখ্যা ১০।। মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। ছন্দ গায়ত্রী। মন্ত্রের ঋষি ১ আয়ুঙ্ক্ষ্বাহি, ২ বামদেব গৌতম, ৩,৮,৯ প্রয়োগ ভার্গব, ৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৫,৭ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৬ মেধাতিথি কাণ্ব, ১০ বৎস কাণ্ব।

নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয় ॥১১॥

হে অগ্নি! তোমাকে নমস্কার। মানুষ তেজের নিমিত্ত তোমার স্তব করে বা সিঞ্চিত করে। হে দেব! তোমার শক্তি দিয়ে তুমি শত্রুদের পীড়িত কর ।।১১।।

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥১২॥

তোমাদের দূত, বিশ্ববেত্তা হব্য- (কর্মফল) বহনকারী, অবিনাশী শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তাকে তোমরা স্তবের দ্বারা শোভিত কর ।।১২।।

উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্ ॥১৩॥

হে অগ্নি! যজ্ঞকারীদের বারবার উচ্চারিত স্তুতিগুলি তোমাকে প্রাণবায়ুর সমীপে উপস্থিত করে ।।১৩।।

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া[১] বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥১৪॥

হে অগ্নি! আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃকালে ধ্যান সহ প্রণতি নিয়ে তোমার সমীপে আসি ।।১৪।।

১. দোষাবস্তঃ- বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য দোষা মানে রাত্রি এবং বস্তঃ মানে দিন বলেছেন। যেহেতু গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রমে অন্য অন্য কর্তব্যও করণীয়, সেই কারণে সমস্ত দিনরাত ব্যেপে উপাসনা সম্ভব নয়। তাই মন্ত্রে রাত্রিদিনের অর্তের সংকোচ বিবক্ষিত হয়েছে মনে করে 'দোষাবস্তঃ' পদের 'সায়ং প্রাতঃ' অর্থ করা হয়েছে।

জরাবোধ তদ্বিবিড়্‌ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥১৫॥

হে স্তুতির দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নি! জনে জনে আমাদের মন তুমি জান। যোগযজ্ঞের হিতকারী তীব্র প্রজ্বলিত রুদ্রের দর্শনযোগ্য স্তুতি করি ।।১৫।।

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥১৬॥

হে অগ্নি! প্রাণবায়ুসকল সহ তুমি এস। এই রমণীয় জ্ঞানযজ্ঞভূমির প্রতি রক্ষণের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি ।।১৬।।

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥১৭॥

যজ্ঞসমূহের মধ্যে সম্যকরূপে প্রকাশমান, পুচ্ছবিশিষ্ট অশ্বসদৃশ অগ্নি, তোমাকে প্রণামের দ্বারা বন্দনা করি ।।১৭।।

ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্[১] ॥১৮॥

পৃথিবীর সকল জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞাতার সমান ও সকল কর্মের সাধকের সমান অনন্তে ব্যাপ্ত পবিত্র অগ্নিকে সর্বতোভাবে আহ্বান করি ।।১৮।।

১. সমুদ্রে- অর্থ- অন্তরীক্ষে, পরমাত্মায়, জলময়দেবশরীরসমূহে বা ব্যাপনশীল ধীবৃত্তিসমূহে।

অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ। অগ্নিমিন্ধে বিবস্বভিঃ ॥১৯॥

মানুষ মনের দ্বারা অগ্নিরূপ পরমাত্মার ধ্যান করে বুদ্ধিকে সম্প্রাপ্ত হোক। জ্যোতিসমূহসহ পরমেশ্বরকে (হৃদয়ে) প্রজ্বলিত রাখি ।।১৯।।

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥২০॥

দ্যুলোকে যে পরম জ্যোতি জ্বলতে থাকে যা সারা দিন প্রকাশিত হয়, তাও সনাতন বীর্যবান্ কারণাগ্নির জ্যোতি! ।।২০।।

তৃতীয় খণ্ড

মন্ত্র সংখ্যা ১৪।। মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। ছন্দ গায়ত্রী। মন্ত্রের ঋষি ১ প্রয়োগ ভার্গব; ২,৫ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য; ৩,১০ বামদেব গৌতম; ৪,৬ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি; ৭ বিরূপ আঙ্গিরস; ৮ শুনঃশেপ আজীগর্তি; ৯ গোপবন আত্রেয়; ১১ প্রস্কণ্ব কাণ্ব; ১২ মেধাতিথি কাণ্ব; ১৩ সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ বা ত্রিত আপ্ত্য; ১৪ উশনা কাব্য।

অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমম্[১]। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥২১॥

তোমাদের জ্ঞানযজ্ঞের অতিশয় বর্ধনকারী অগ্নিকে বলবান বন্ধুতুল্য সহায়ের জন্য উপাসনা কর ।।২১।।

১. উরু, পুরু- শব্দ বেদে ব্যবহৃত হয়েছে- অতিশয় বা বহু অর্থে।

অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যংসদ্বিশ্বং ন্যত্রিণম্। অগ্নির্নো বংসতে রয়িম্ ॥২২॥

অগ্নি তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা সকল শত্রুকে নিগৃহীত করেন। আমাদের জন্য ঐশ্বর্য আনয়ন করেন ।।২২।।

অগ্নে মৃড মহাঁ অস্যয় আ দেবযুং জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্ ॥২৩॥

হে অগ্নি! আমাদের সুখ দাও। তুমি মহান্। দেবতা, যজ্ঞকারী মানুষের কাছে তুমি এস। যজ্ঞবেদির আসনে তুমি এসে বোস ।।২৩।।

অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতি স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈরজরো দহ ॥২৪॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের রক্ষা কর। হে দেব! তুমি জরাহীন। অন্যায়কারী ও হিংসককে তোমার তীব্র তেজে দগ্ধ কর ।।২৪।।

অগ্নে যুঙ্ক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্ত্যাশবঃ ॥২৫॥

হে দেব অগ্নি! তোমার যে সৎকর্মসাধনকারী ব্যাপক আলোকরশ্মিগুলি আছে সেগুলিকে শীঘ্র নিযুক্ত কর, যারা তোমাকে যথাযথভাবে বহন করে নিয়ে যাবে ।।২৫।।

নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্‌পতে দ্যুমন্তং ধীমহে বয়ম্। সুবীরমগ্ন আহুত ॥২৬॥

হে শরণ্য, হে প্রজাপতি, হে আহুত অগ্নি! প্রকাশস্বরূপ, সুবীর তোমাকে আমরা নিরন্তর ধ্যান করি ।।২৬।।

অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥২৭॥

এই অগ্নি দ্যুলোকের মস্তক, দ্যুতির শিখর, পৃথিবীর পালক। কর্মসকলের বীজকে অনুকূল হয়ে বহন করে নিয়ে যান ।।২৭।।

ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥২৮॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের গায়ত্রী ছন্দে রচিত নবীনতর স্তুতিরূপ উপহার দেবগণের নিকট সুন্দরভাবে প্রকাশ কর ।।২৮।।

যং ত্বা গোপবনো গিরা জনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ। স পাবক শ্রুধী হবম্ ॥২৯॥

হে অগ্নি! সেই তোমাকে পবিত্র বাণীযুক্ত উদ্গাতা স্তুতি দ্বারা প্রকট করলেন। সেই তুমি! হে পবিত্রকারী, আমাদের আহ্বান শোন! ।।২৯।।

পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যান্যক্রমীৎ। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥৩০॥

ঐশ্বর্যপতি সর্বদ্রষ্টা অগ্নি হব্যদাতার জন্য দেয় ধনসকল ধারণ করে সর্বত্র ব্যাপ্ত হন ।।৩০।।

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥৩১॥

যিনি সকল জাত বস্তুকে জানেন, সেই দেবতা সূর্যকে বিশ্ব দেখানোর জন্য রশ্মিসমূহ ঊর্ধ্ব থেকে বহন করে আনেন ।।৩১।।

কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনম্ ॥৩২॥

সর্বজ্ঞ, সত্যধর্মা, প্রকাশক, রোগবিনাশক অগ্নিকে সোমযজ্ঞে উপাসনা ও স্তুতি কর ।।৩২।।

শং[১] নো দেবীরভিষ্টয়ে শং নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥৩৩॥

(অগ্নির) দিব্য শক্তিসকল আমাদের আনন্দের জন্য সুখদায়িনী হোক, আমাদের তৃপ্তির জন্য সুখদায়িনী হোক। আমাদের জন্য অভীষ্ট সুখ বর্ষণ করুক। ।।৩৩।।

১. শম্— সুখ, মঙ্গল বা কল্যাণবাচক শব্দ।

কস্য নূনং পরীণসি ধিয়ো জিন্বসি সৎপতে। গোষাতা যস্য তে গিরঃ ॥৩৪॥

হে সজ্জনের রক্ষক! তোমার উদ্দেশ্যে যার বাণী অমৃতময়ী হয়, তার জন্য সুখদায়ক প্রচুর বুদ্ধি ভরপুর করে দাও ।।৩৪।।

চতুর্থ খণ্ড

মন্ত্র সংখ্যা ১০।। মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। ছন্দ বৃহতী। মন্ত্রের ঋষি ১,৩,৭ শংযু বার্হস্পত্য, তৃণপাণি; ২,৫,৮,৯ ভর্গ প্রাগাথ; ৪ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি; ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব; ১০ সৌভরি কাণ্ব।

যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে।
প্রপ্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্ ॥৩৫॥

আমরা মহান অগ্নির উদ্দেশ্যে কৃত যজ্ঞে যজ্ঞে, স্তুতিতে স্তুতিতে অমর, সকল জাত বস্তুর জ্ঞাতা, প্রিয় মিত্রের মত যিনি, তাঁকে স্তব করি ।।৩৫।।

পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যূত দ্বিতীয়য়া।
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥৩৬॥

হে বলপতি, হে অন্তর্যামী, হে অগ্নি! প্রথমের (ঋগ্বেদের) দ্বারা আমাদের পালন কর। দ্বিতীয়ের (যজুর্বেদের) দ্বারা আমাদের পালন কর, তিন বেদের (ঋক্, সাম, যজুঃ) বাণীর দ্বারা রক্ষা কর, চার বেদের (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব) দ্বারা রক্ষা কর ।।৩৬।।

বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা।
ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ্য রেবৎপাবক দীদিহি ॥৩৭॥

হে দ্যুতিশীল, হে সর্বকনিষ্ঠ অথবা মহান! বিশাল কিরণসমূহসহ, শুদ্ধ তেজসহ শক্তিসম্পন্ন উপাসক আমাকে উদ্বুদ্ধ করে, বিদ্যাদি ধনযুক্ত করে আলোকিত কর ।।৩৭।।

ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
যন্তারো যে মঘবানো জনানামূর্বং দয়ন্ত গোনাম্ ॥৩৮॥

হে সুষ্ঠুরূপে আহুত অগ্নি! যারা তোমার প্রিয় স্তুতিকর্তা, তারা বিদ্যাদিধনযুক্ত মনুষ্যগণের নেতা হবে এবং সম্পদের বাহুল্যকে ভাগ করে দেবে ।।৩৮।।

অগ্নে জরিতর্বিশ্পতিস্তপানো দেব রক্ষসঃ।
অপ্রোষিবান্ গৃহপতে মহাঁ অসি দিবস্পায়ুর্দুরোণয়ুঃ ॥৩৯॥

হে প্রাচীন অগ্নি, হে দ্যুতিশীল! তুমি মনুষ্যগণের রক্ষক, রাক্ষসগণের সন্তাপক, তুমি কখনও দূরে থাক না। হে গৃহপতি! তুমি মহান্, আলোর পালক! তুমি ঘরে ঘরে ওতপ্রোত হয়ে আছ ।।৩৯।।

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য।
আ দাশুষে[১] জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাং উষর্বুধঃ ॥৪০॥

হে সকল জাত বস্তুর বেত্তা। অমর অগ্নি! তুমি ভক্তিধনের দাতার জন্য প্রভাত বেলার বিচিত্র আলোর উদ্ভাস এবং প্রভাতবেলায় প্রবুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে আজ প্রাপ্ত করাও ।।৪০।।

১. দাশুষে- হবির্দানকারী যজমানের জন্য। দাশ্ + ক্বসু + ৪র্থীর একবচন। ক্বসু প্রত্যয়ের ব-কারের স্থানে সম্প্রসারণ উ-কার হয়েছে। 'দাশ্বান্ সাহবান্' সূত্রানুসারে পদটি নিপাতনে সিদ্ধ।

ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ ॥৪১॥

হে অন্তরবাসী অগ্নি! তুমি আমাদের রক্ষণসহ বিদ্যাদি ধন প্রাপ্ত করাও, তুমি এই ধনের বিচিত্র দাতা এবং আমাদের সন্তানের জন্য আশ্রয়দাতা! ।।৪১।।

ত্বমিৎসপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতর্ঋতঃ কবিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি বেধসঃ ॥৪২॥

হে যজ্ঞিয় ইন্ধনে স্থাপিত অগ্নি! হে দেদীপ্যমান রক্ষক! তুমি সকল দিকে ব্যাপ্ত, দিব্য নিয়ন্তা এবং জ্ঞানী। তোমাকেই মেধাবী বিপ্রগণ সর্বতোভাবে ভজনা করে ।।৪২।।

আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যম্।
রাস্বা চ ন উপমাতে পুরুস্পৃহং সুনীতী সুযশস্তরম্ ॥৪৩॥

হে অত্যন্ত কাছের, পাবক অগ্নি! আমাদের জন্য শক্তিবৃদ্ধিকারী প্রশংসনীয় ধন এবং অত্যন্ত অভীষ্ট, সুনীতিযুক্ত, অতি সুন্দর যশ দাও ।।৪৩।।

যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্বগ্নয়ে ॥৪৪॥

যিনি হোতা, আনন্দদাতা, মনুষ্যগণকে জন্য সকল প্রকার বিদ্যাদি ধন দান করেন, এই সেই অগ্নির জন্য মধুপূর্ণ পাত্রের মত মুখ্য স্তুতিমন্ত্রগুলি যাক ।।৪৪।।

পঞ্চম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা অগ্নি ।। ৮ ইন্দ্র ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি—১ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি; ২ ভর্গ প্রাগাথ; ৩।৭ সৌভরি কাণ্ব; ৪ মনু বৈবস্বত; ৫ সুদীতিপুরুমীঢ় আঙ্গিরস; ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব; ৮ কাণ্ব মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি; ৯ গাথি বিশ্বামিত্র; ১০ ঘৌর কণ্ব ।।

এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে।
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ॥৪৫॥

তোমাদের জন্য এই স্তোত্রের দ্বারা বলের রক্ষক, প্রিয়, চৈতন্যঘন, গমনশীল, সুষ্ঠু পূজনীয়, সকলের কর্মফলের প্রেরক, অমর অগ্নিকে আহ্বান করি ।।৪৫।।

শেষে বনেষু মাতৃষু সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে।
অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥৪৬॥

হে অগ্নি! বনে (দেহে) মাতৃরূপ কাষ্ঠের (হৃদয়ের) মধ্যে তুমি নিদ্রিত থাক। তোমাকে মানুষেরা প্রজ্বলিত করে (ধ্যান করে)। আলস্যহীন তুমি কর্মকর্তার কর্মফল বহন কর। তারপর (বায়ু প্রভৃতি) দেবতাদের মধ্যে বিরাজ কর ।।৪৬।।

অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ব্রতান্যাদধুঃ।
উপো ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ ॥৪৭॥

পথদ্রষ্টাদের মধ্যে যিনি উত্তম, যাঁতে সকল নিয়মনিষ্ঠ কর্ম অর্পিত হয়, তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হল। সেই উপাসকের সুন্দরভাবে উৎপন্ন জ্ঞানের বর্ধনকারী অগ্নির নিকট আমাদের স্তুতিগুলি উপনীত হোক ।।৪৭।।

অগ্নিরুক্‌থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতে দেবা অবো বরেণ্যম্ ॥৪৮॥

বাঙ্ময় যজ্ঞে অগ্নি অগ্রণী (বাক্), তাম্বাদি স্থান কুশাসন। প্রাণাদি বায়ু ঋত্বিগ্গণ। হে বেদের প্রকাশক অগ্নি। মন্ত্রের দ্বারা বরণীয় রক্ষা যাচ্ঞা করি ।।৪৮।।

অগ্নিমীডিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।
অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥৪৯॥

হে বহুধা উপদিষ্ট জীবাত্মা! তীক্ষ্ণ শিখাবিশিষ্ট, শ্রুত অগ্নিকে রক্ষার জন্য, অগ্নিকে ধনের জন্য, স্তুতিরূপ বাণীর দ্বারা স্তব কর। উত্তম রক্ষার জন্য অগ্নি গৃহস্বরূপ ।।৪৯।।

শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সয়াবভিঃ।
আ সীদতু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবভিরধ্বরে ॥৫০॥

হে শ্রবণসমর্থ (সাধক)! শোন, প্রাতঃকালে অনুষ্ঠানকারীদের (জ্ঞান) যজ্ঞস্থলে গমনকারীদের যাগযজ্ঞের (হৃদয়) আসনে প্রাণবায়ু (মিত্র), অপানবায়ু (অর্যমা) সহবর্তী (দেহবহনকারী উদানাদি) অন্য বায়ুসকল সহ এসে বসুন ।।৫০।।

প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্‌মনা।
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্মণি ।।৫১।।

ইন্দ্রের সমান বলবান্, দ্যুলোকের অনুচর (বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়) অগ্নি মাতা পৃথিবীর চারদিক বলপূর্বক আবৃত করে দ্যুলোকের আশ্রয়ে অবস্থান করেন ।।৫১।।

অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
অযা বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ ॥৫২॥[১]

হে (সুকর্মা) ইন্দ্র[২]! তুমি, পৃথিবীর উপর এবং অত্যন্ত প্রকাশমান দ্যুলোকের নীচে এই বিস্তৃত শরীরে আমার স্তুতিতে বেড়ে ওঠ। জাত (শস্যকে) পুষ্ট কর ।।৫২।।

১. সুক্রতু- সুকর্মা (সম্বোধনে- সুক্রতো)।

২. পূর্বমন্ত্রে দৈবোদাস অগ্নির কথা বলা হয়েছে। এই অগ্নিই দ্যুলোকে পৌঁছে ইন্দ্র হন, যিনি বর্ষার দেবতা। এই কারণেই আগ্নেয় পর্বে এই একটি ঋককে ইন্দ্র দেবতা, অন্যথায় প্রকরণবিরোধ হত।

কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ।
ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং যদ্ দূরে সন্নিহা ভুবঃ ॥৫৩॥

(হে তেজ বা জ্যোতিস্বরূপ অগ্নি!) এই যে তুমি শরীররূপ কাষ্ঠ দ্বারা কায়বিশিষ্ট হয়ে মাতৃস্বরূপ (পোষণকারী) কর্মপ্রবাহের দিকে যাও, সেই দূরে যাওয়া তোমার অভীষ্ট হয় না। দূরে থেকেও এখানে (এই হৃৎকমলে) ফিরে আস ।।৫৩ ।।

নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥৫৪॥

হে অগ্নি! যাকে সকল মানুষ নমস্কার করে, মননশীল মানুষ সেই সনাতন পুরুষ তোমাকে পাওয়ার জন্য জ্যোতিস্বরূপ তোমাকে অবিরত ধ্যান করে। মেধাবী আমাকে প্রকাশ দাও যাতে দৈবনীতির অনুসরণকারী (নব) জাত আমি মহান্ হই ।। ।৫৪।

ষষ্ঠ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৮ ।। দেবতা অগ্নি, ২ ব্রহ্মণস্পতি; ৩ যূপকাষ্ঠ ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১।৭ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২।৩।৫ ঘৌর কণ্ব, ৪ সৌভরি কাণ্ব, ৬ উৎকীল বা আৎকীল কাত্য, ৮ গাথি বিশ্বামিত্র ।।

দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥৫৫॥[১]

ধন ও বলদাতা অগ্নি তোমাদের পূর্ণ আহুতি কামনা করেন। তাঁকে তৃপ্ত কর। তাঁকে (ভক্তিরসে) সিক্ত কর। দেবতা তোমাদের আহুতি তৎকালেই বহন করবেন ।।৫৫ ।।

১. দ্রবিণোদা দেবঃ- ধনদানকারী দেব অর্থাৎ অগ্নিদেব।

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা।
অচ্ছা বীরং নর্যং পংক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥৫৬॥

পরমাত্মা আমাদের নিকট আসুন। (অর্থাৎ, মননের দ্বারা পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারা তাঁকে প্রাপ্ত হই)। প্রকাশরূপিণী সত্যবাণী আসুন। বীর মানুষের হিতকারক পাঁচ পুরুষের[১] দ্বারা সেবিত যজ্ঞকে দেবতারা নিয়ে যান ॥ ৫৬॥

১. যজমান, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, হোতা, উদ্গাতা। অথবা, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়।

উর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
উর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে ॥৫৭॥

(হে অগ্নি!) আমাদের রক্ষার জন্য সূর্যদেবতার মত উচ্চভাবযুক্ত হয়ে থাক। আত্মবলের উচ্চ দাতা হও, কারণ আমরা স্নেহও ভক্তিযুক্ত মেধাবিগণের সঙ্গে আহ্বান জানাচ্ছি ॥৫৭॥

প্র যো রায়ে নিনীষতি মর্তো যস্তে বসো দাশৎ।
স বীরং ধত্তে অগ্ন উক্থশংসিনং ত্মনা সহস্রপোষিণম্ ॥৫৮॥

হে সর্বত্রবাসকারী প্রকাশস্বরূপ অগ্নি! যে মানুষ (বিদ্যাদি) ধনের ইচ্ছা করে, যে তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সে বহুজনের পালক, স্তোত্রপাঠকারী ও বীর হয় ॥৫৮॥

প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাম্।
অগ্নিং সূক্তেভির্বচোভির্বৃণীমহে যং সমিদন্য ইন্ধতে ॥৫৯॥

বহু দেবভক্ত প্রজাদের আরাধ্য মহান্ অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তববাণীগুলির দ্বারা বরণ করে নিই, যাঁকে অন্যেরাও সুষ্ঠুভাবে ধ্যান করে থাকে ॥৫৯॥

অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে হি সৌভগস্য।
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাম্ ॥৬০॥

এই অগ্নি সুবীর্য এবং সৌভাগ্যের ঈশ্বর, (বিদ্যাদি) ধনের ঈশ্বর, সুন্দর সন্তান ও গবাদি ধনের ঈশ্বর, অন্ধকার নাশের ঈশ্বর ॥৬০॥

ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং হোতা নো অধ্বরে।
ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি যাসি চ বার্যম্ ॥৬১॥

হে অগ্নি! তুমি বিশ্ববরেণ্য, তুমি আমাদের কর্মযজ্ঞে ও জ্ঞানযজ্ঞে যজমান, তুমি হোতা, তুমি শুদ্ধিকর্তা, চৈতন্যের উদ্বোধক, তুমিই যজ্ঞ কর ও কর্মফল বহন করে নিয়ে যাও ।।৬১।।

সখায়স্ত্বা ববৃমহে দেবং মর্তাস উতয়ে।
অপাং নপাতং[১] সুভগং সুদংসসং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥৬২॥

মর্ত্যবাসী আমরা তোমার মিত্র (আমাদের) রক্ষার জন্য কর্মফলের যথাযথ দাতা তোমাকে বরণ করি! তুমি দ্যুতিমান, শোভন ঐশ্বর্যশালী, সুদক্ষ, অতিশয় বিজেতা, উপদ্রবরহিত, শান্তস্বরূপ। তোমার মিত্র মর্তবাসী আমরা (আমাদের) রক্ষার জন্য দ্যুতিমান, কর্মফলের যথাযথ দাতা, শোভন ঐশ্বর্যশালী, সুদক্ষ, অতিশয় বিজেতা, উপদ্রবরহিত, শান্তস্বরূপ তোমাকে বরণ করি। ।।৬২।।

১. অপাং নপাতম্- কর্ম অনুসারে যথাযথ ফলদাতা। নিরুক্ত অনুসারে (৮/৫) অগ্নির নাম অপান্নপাৎ অর্থাৎ জলের পৌত্র। (অন্তরিক্ষস্থ জল বৃষ্টি বয়ে ওষধি, বনস্পতির জন্ম দেয় এবং ওষধি বনস্পতির কাষ্ঠ থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়।)

সপ্তম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা অগ্নি ।। ছন্দ ১।৩, ৫-৯ ত্রিষ্টুপ, ২।৪ জগতী, ১০ ত্রিপাদবিরাট্ গায়ত্রী।। ঋষি - ১ শ্যাবাশ্ব আত্রেয় বা বামদেব গৌতম; ২ উপস্তুত বার্ষ্টিহব্য; ৩ বৃহদুক্থ বামদেব্য; ৪ কুৎস আঙ্গিরস; ৫।৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য; ৭ বামদেব গৌতম; ৮।১০ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি; ৯ ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র ।।

আ জুহোতা হবিষা মর্জয়ধ্বং নি হোতারং গৃহপতিং দধিধ্বম্।
ইডস্পদে নমসা রাতহব্যং সপর্যতা যজতং পস্ত্যানাম্ ॥৬৩॥

সোমনিষ্কাশণের স্থানে, আহুতি প্রদানের বেদিতে, গৃহপতিকে (অগ্নিকে) নিরন্তর আধান কর। ঘৃতাদির দ্বারা হোম কর, বেদি মার্জনা কর, হব্যদানকারী হোতাকে নমস্কারাদি দ্বারা পুজো কর। (এইভাবে) যজ্ঞ কর ।।৬৩।।

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবন্বেতি ধাতবে।
অনূধা যদজীজনদধা চিদা ববক্ষৎসদ্যো মহি দূত্যাং চরন্ ॥৬৪॥

আশ্চর্য এই যে, শিশু অবস্থাতেই তরুণের মত হবি বহন করেন (অগ্নি)। স্তন্যপানের জন্য দুই মাতার[১] সঙ্গে লগ্ন হন না। যখনই জন্ম নিলেন, তখনই স্তন্য অপেক্ষা না করে মহান্ দূতের কাজ করতে করতে হব্য প্রেরণে নিযুক্ত হলেন ।।৬৪।।

১. উত্তরারণি, অধরারণি।

ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনস্তন্বে চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে ॥৬৫॥

(হে অগ্নি) এই (বিদ্যুৎ) তোমার একটি রূপ। দ্বিতীয়-আদিত্যরূপ, তৃতীয় পার্থিব জ্যোতির দ্বারা (যজ্ঞ কুণ্ডে) প্রবিষ্ট হও। শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থলে প্রবেশ করে (বাগাদি) দেবতাদের দেহের জন্য প্রিয় এবং সুন্দর হও ।।৬৫।।

ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥৬৬॥

আমারা এই স্তোত্রকে যোগ্য, সকল জাতবস্তুর জ্ঞাতার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা রথের মত এগিয়ে নিয়ে যাই। এঁর যজ্ঞসভায় আমাদের পবিত্র বুদ্ধি কল্যাণময়ী! হে অগ্নি! তোমার সখ্য প্রাপ্ত হয়ে আমরা দুঃখ পাব না ।।৬৬।।

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥৬৭॥

দেবতারা আমাদের যজ্ঞে দ্যুলোকের মস্তক, পৃথিবীর জ্বালা, সকল মানুষের হিতকারী, উৎপন্ন হয়ে প্রকাশক, সুশোভমান, সদা গমনশীল, জনগণের পালক, দেবতাদের মুখ অগ্নিকে সব দিক থেকে প্রকাশ করেন ।।৬৭।।

বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্‌থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ।
তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ববাহো জিগ্যুরশ্বাঃ ॥৬৮॥

যেমন ভাবে পর্বততুল্য মেঘের পৃষ্ঠ থেকে জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, তেমনিভাবে, হে অগ্নি! বিদ্বান মানুষ বেদবাক্যের দ্বারা তোমার থেকে বিবিধ তেজ উৎপন্ন করেন। সেই তোমাকে, বলামাত্রই চলতে থাকা অশ্ব যেমন সংগ্রাম জয় করে, সেইভাবে শোভন স্তুতিরূপ বেদবাণী বলযুক্ত করে ॥৬৮॥

আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ।
অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্ ॥৬৯॥

যোগযজ্ঞের রাজা, কর্মফলদাতা, (পাপীদের) রোদনকারক, দ্যুলোক ও পৃথিবীতে সত্য যজ্ঞকারী, জ্যোতির্ময় অগ্নিকে, তোমাদের বিদ্যুৎতুল্য মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান কর ॥৬৯॥

ইন্ধে রাজা সমর্যো নমোভির্যস্য প্রতীকমাহুতং ঘৃতেন।
নরো হব্যেভিরীড়তে সবাধ আগ্নিরগ্রমুষসামশোচি ॥৭০॥

প্রজ্বলনের দ্বারা যাঁর প্রতীকে আহুতি দেওয়া হয়, যোগযজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ হব্য দ্বারা যাঁর স্তুতি করেন, নমস্কারের দ্বারা যিনি (হৃদয়ে) প্রকাশিত হন, চরাচরের প্রভু, প্রকাশমান সেই অগ্নি প্রাতঃকালের শুরুতে এসে সর্বতোভাবে পবিত্র করুন ॥৭০॥

প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি।
দিবশ্চিদন্তাদুপমামুদানডপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥৭১॥

অগ্নি বিশাল শিখার দ্বারা দ্যুলোকেরও অন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন। দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে (বর্ষণহেতু) বৃষের ন্যায় গর্জন করে চলেন। (মেঘস্থ) জলের উপস্থান অন্তরিক্ষে সমীপে থেকে উপরে ব্যাপ্ত হন। বিশালরূপে বেড়ে ওঠেন ॥৭১॥

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্। দূরেদৃশং গৃহপতিমথব্যুম্ ॥৭২॥

হে মনুষ্যগণ! দূরে দৃশ্যমান, গৃহের পালক, গমনশীল, উত্তম হস্তচালিত অগ্নিকে দুই অরণির[১] মধ্যে উজ্জ্বল তেজসমূহের দ্বারা উৎপন্ন কর ॥৭২॥

১. প্রাণ ও অপান।

অষ্টম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৮ ।। দেবতা অগ্নি; ৩ পূষা ।। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ।। ঋষি - ১ আত্রেয় বুধ ও গবিষ্টির, ২।৫ ভালন্দন বৎসপ্রি; ৩ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৪।৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৬ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৮ পায়ু ভারদ্বাজ ।।

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ ।।৭৩।।

দুগ্ধদাত্রী গাভীর মতন ঊষাকাল আগত হলে অগ্নি যজ্ঞকর্তা মানুষদের হাতে প্রজ্বলিত হন। পক্ষিশাবককে ত্যাগকারী বড় পাখির মত দ্যুলোকের দিকে অগ্রসর হন ।।৭৩।।

প্র ভূর্জয়ন্তং মহাং বিপোধাং মূরৈরমূরং পুরাং দর্মাণম্।
নয়ন্তং গীর্ভির্বনা ধিয়ং ধা হরিশ্মশ্রুং ন বর্মণা ধনর্চিম্ ।।৭৪।।

বিজয়ী, মহান বুদ্ধিমানদের ধারক, বন্ধনরহিত, মূলসহ দুর্গবিদারণকারী, জ্যোতিবহনকারী, সূর্যের কিরণের মত তেজস্বী অর্চিষ্মান্ অগ্নি এবং মেধাকে বেদবচনরূপ কবচের দ্বারা ধারণ কর ও সমর্থ হও ।।৭৪।।

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ।।৭৫।।

হে জলযুক্ত, পুষ্টিকারক দেব! তুমি দ্যুলোকের মত। তোমার জ্যোতি অন্য, তোমার যজ্ঞ অন্য। বিষমরূপবিশিষ্ট দিন ও রাত, সমস্ত চৈতন্যবিশিষ্টকে তুমি নিশ্চয় রক্ষা কর। ইহলোকে তোমার দান মঙ্গলদায়ক হোক ।।৭৫।।

ইড়ামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বসেম ।।৭৬।।

হে অগ্নি! তোমার নিরন্তর যজ্ঞকারীর জন্য আলো উপহার দাও এবং বীর্যময় কর্মযুক্ত স্তুতিকে সিদ্ধ কর। আমাদের জন্য দিব্য রশ্মির বিস্তার গতিলাভ করুক। হে অগ্নি, সেই শোভন বুদ্ধি আমাদের থাক ।।৭৬।।

প্র হোতা জাতো মহান্নভোবিন্নৃষদ্মা সীদদপাং বিবর্তে।
দধদ্যো ধায়ী সুতে বয়াংসি যন্তা বসূনি বিধতে তনূপাঃ ॥৭৭॥

যিনি কর্মফলদাতা হয়ে (উপাসকের হৃদয়ে) প্রাদুর্ভূত, সর্বব্যাপী, অনন্তের ব্যক্ত, মানুষের অন্তরস্থ হয়ে শরীরের পালক, উপাসক, তোমার জন্য ধারণকর্তা হয়ে কর্মফলের চক্রাকার আবর্তনের নাশপূর্বক আয়ু ও ঐশ্বর্যের নিয়ামক হয়ে মঙ্গলময় দাতা হলেন ।।৭৭।।

প্র সম্রাজমসুরস্য প্রশস্তং পুংসঃ কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য।
ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দদ্বারা বন্দমানা বিবষ্টু ॥৭৮॥

পৌরুষযুক্ত, সংস্কৃত মনুষ্যগণ দ্বারা প্রশংসিত, ইন্দ্রের ন্যায় বলবান্ আদিত্যকে স্তুতি দ্বারা বন্দনা করা স্বাভাবিক কর্ম। দীপ্যমান, উত্তম অগ্নিকে (প্রকরণ দ্বারা অগ্নি বা পরমাত্মার স্তুতি) অধিক কামনা কর ।।৭৮।।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইবেৎসুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবেদিব[১] ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥৭৯॥

গর্ভবতী নারীর গর্ভে অদৃশ্যভাবে যেমন গর্ভ থাকে, সেইভাবে জাত সকল বস্তুকে যিনি জানেন, সেই অগ্নি বা পরমাত্মা (প্রাণ ও অপানরূপ) অরণিদ্বয়ে গুপ্ত রয়েছেন। সচেতন হব্যদানকারী মনুষ্যগণ কর্তৃক সেই অগ্নি প্রতিদিন স্তুতির যোগ্য ।।৭৯।।

১. দিবেদিবে— দিন দিন (প্রতিদিন)।

সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
অনু দহ সহমূরান্ কয়াদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥৮০॥

হে অগ্নি! তুমি রাক্ষসদের শীঘ্র নাশ কর, রাক্ষসগণ যাতে সংগ্রামে না জিততে পারে। সেইজন্য সেই মনুষ্যভক্ষকদের মূলসহ ভস্ম কর, যেন দৈব বজ্র থেকে তারা না বাঁচে ।।৮০।।

নবম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০; দেবতা অগ্নি ।। ছন্দ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি - ১ গয় আত্রেয়, ২ বামদেব, ৬।৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৫ দ্বিত মুক্তবাহা আত্রেয়, ৩ অত্রিপুত্র বসুগণ, ৭।৯ গোপবন আত্রেয়, ৮ পুরু আত্রেয়, ১০ বামদেব কশ্যপ বা মারীচ অথবা বৈবস্বত মনু অথবা উভয়কৃত ।।

অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো। প্র নো রায়ে পনীয়সে রৎসি বাজায়[১] পন্থাম্ ॥৮১॥

হে অবাধগতি অগ্নি! উত্তম বীর্যশালী প্রকাশমান ধন আমাদের দাও, আমাদের অত্যাশ্চর্য শক্তি ও ধনের জন্য পথ দেখাও ।।৮১।।

১. বাজ=ধন।

যদি বীরো অনুষ্যাদগ্নিমিন্ধীত মর্ত্যঃ। আজুহ্বদ্ধব্যমানুষক্ শর্ম ভক্ষীত দৈব্যম্ ॥৮২॥

মরণশীল মানুষ যদি অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে ও তারপর নিরন্তর হোম করে, তাহলে বীর হয় এবং দিব্য সুখ ভোগ করে ।।৮২।।

ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি দিবি স ঞ্ছুক্র আততঃ। সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে ॥৮৩॥

হে পাবক অগ্নি! তোমার উজ্জ্বল বীর্য ধূম হয়ে আকাশে বিস্তার লাভ করে বারিরূপে পরিণত হয়। নিশ্চয়ই তুমি সূর্যের মত সমর্থ দীপ্তির সঙ্গে প্রকাশিত হও ।।৮৩।।

ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে মিত্রো ন পত্যসে। ত্বং বিচর্ষণে শ্রবো বসো পুষ্টিং ন পুষ্যসি ॥৮৪॥

হে অগ্নি! তুমি সূর্যের মত রাজকীয় যশ প্রদান কর। হে দ্রুতগতি বসু! তুমি যশ ও পুষ্টি দিয়ে আমাদের বাড়িয়ে তোল ।।৮৪।।

প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশ স্তবেতাতিথিঃ। বিশ্বে যস্মিন্নমর্ত্যে হব্যং মর্তাস ইন্ধতে ॥৮৫॥

সমস্ত মরণধর্মী মনুষ্য যে অবিনশ্বরকে হোম করে, বহুজনের প্রিয়, সদাগমনশীল সেই অগ্নি প্রাতঃকালে পূজিত হন ।।৮৫।।

যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো। মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে ॥৮৬॥

যে বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ বহনযোগ্য দ্রব্য তা দিয়ে অগ্নির জন্য হোম কর। হে বিভাবসু, তোমার থেকে বিপুল ধন ও শক্তির উদয় হয় ।।৮৬।।

বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ [১]পুরুপ্রিয়ম্। অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ ॥৮৭॥

হে শক্তিকামী মনুষ্যগণ, তোমাদের জন্য অতি হিতকারী, নিরন্তর গমনশীল, সুখের ধাম অগ্নিকে মন্ত্রাত্মক বাক্যে তুষ্ট করি ।।৮৭।।

১. পুরু কথাটির অর্থ- বহু/অতিশয়।

বৃহদ্বয়ো হি ভানবেঽর্চা দেবায়াগ্নয়ে। যং মিত্রং ন প্রশস্তয়ে মর্তাসো দধিরে পুরঃ ॥৮৮॥

মরণশীল মানুষেরা মিত্রের তুল্য যাঁকে স্তুতি করার জন্য সম্মুখে রেখে ধ্যান করে, সেই প্রকাশমান দেবতা অগ্নির জন্য নিশ্চয় বৃহৎ আয়ু দিয়ে অর্চনা কর ।।৮৮।।

অগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবম্। যঃ স্ম শ্রুতর্বন্নার্ক্ষ্যে বৃহদনীক ইধ্যতে ॥৮৯॥

যিনি নক্ষত্র সম্বন্ধীয় বৃহৎ কিরণে বিখ্যাত কিরণযুক্ত সূর্যে প্রকাশ পান সেই দুষ্টবিনাশক, মানুষের হিতকারী মহান্ অগ্নিকে আমরা জেনেছি ।।৮৯।।

জাতঃ পরেণ ধর্মণা যৎসবৃদ্ধিঃ সহাভুবঃ। পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ ॥৯০॥

যে অগ্নি সূর্যের পিতা, তিনি যখন সহবর্তী ঋত্বিকদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্মযজ্ঞে উৎপন্ন হন, তখন (অগ্ন্যাধ্যানকারী) সত্যের ধারক মননশীল মেধাবী পুরুষ (সেই অগ্নির) জ্ঞাতা হন ।।৯০।।

দশম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৬ ।। দেবতা -১ বিশ্বেদেবগণ, ২ অঙ্গিরা, ৩-৬ অগ্নি ।। ছন্দ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি -১ অগ্নিস্তাপস, ২।৩ বামদেব কশ্যপ বা অসিত দেবল, ৪ সোমাহুতি ভার্গব ভর্গাহুতি সোম, ৫ পায়ু ভারদ্বাজ, ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব।।

সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥৯১॥

আমরা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন অগ্নি, জল, প্রকাশমান সূর্য, (ব্যাপক) বিষ্ণু, (জগৎকর্তা), ব্রহ্মা এবং (পরমাত্মা) বৃহস্পতিকেও প্রসন্ন করি ।।৯১।।

ইত এত উদারুহন্দিবঃ পৃষ্ঠান্যারুহন্। প্র ভূর্জয়ো যথা পথো দ্যামঙ্গিরসো যযুঃ ॥৯২॥

যেমনভাবে বিশ্বজয়ী পথে উন্নত হয়ে চলেন, তেমনই অগ্নিকুণ্ড থেকে উত্থিত অঙ্গার এখান থেকে আকাশের পৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্যুলোকে গমন করে ।।৯২।।

রায়ে[১] অগ্নে মহে ত্বা দানায় সমিধীমহি। ঈড়িষ্বা হি মহে বৃষন্ দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী ॥৯৩॥

হে অগ্নি মহাধন লাভের নিমিত্ত হব্যদান করার জন্য আমরা তোমাকে প্রদীপ্ত করি। হে বর্ষণকারী! আকাশ ও পৃথিবীতে মহান্ আহুতি কর্মের জন্য আমরা তোমার স্তুতি করি ।।৯৩।।

১. রায়— ধনসম্পদ্।

দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্ব্রহ্মেতি বেরু তৎ। পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভুবৎ ॥৯৪॥

বেদমন্ত্র পাঠের সময় নিশ্চিতভাবে যে হব্য এই অগ্নিকে লক্ষ্য করে (অধ্বর্যু) ধারণ করেন, তা এমনভাবে ধারণ করতে হবে যাতে, ঋত্বিক্দের দেওয়া সমস্ত হব্যকে নেমি যেমন চক্রকে ব্যাপ্ত করে, সেইভাবে অগ্নিও ব্যাপ্ত করে থাকেন ।।৯৪।।

প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণাহি বিশ্বতস্পরি। যাতুধানস্য রক্ষসো বলং ন্যুব্জবীর্যম্ ॥৯৫॥

হে অগ্নি, দুষ্ট দস্যু বা রোগাদি হরণকারী বলকে তেজের দ্বারা সকল দিক দিয়ে ঘিরে নষ্ট কর। দস্যু বা রোগাদির পরাক্রমকে নিঃশেষ করে ভগ্ন কর ।।৯৫।।

ত্বমগ্নে বসূংরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত। যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্ ॥৯৬॥

হে অগ্নি, তুমি (অষ্ট) বসু, (একাদশ) রুদ্র, (দ্বাদশ) আদিত্য, পবন, প্রজাপতি মনুজাত মনুষ্য ও সকল প্রাণীকে এই যজ্ঞে অনুকূল ও সঙ্গত কর ।।৯৬।।

একাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা অগ্নি; ৫ পবমান সোম; ৬ অদিতি ।। ছন্দ উষ্ণিক্ ।। ঋষি -১ দীর্ঘতমা ঔচথ্য, ২।৪ গাথি বিশ্বমিত্র, ৩ গৌতম রাহুগণ, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৭।৮।১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৯ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ ।।

পুরুমন্ত্রঃ ত্বা দাশিবাঁবোচেঽরিরগ্নে তব স্বিদা। তোদস্যেব শরণ আ মহস্য ॥৯৭॥

হে অগ্নি, হব্য দিয়ে তোমার সেবাকারী আমি তোমারই আশ্রয়ে তোমাকে বহুভাবে স্তুতি করি, যেমনভাবে (শিষ্য) মহান্ গুরুর কাছে (থেকে করে) ।।৯৭।।

প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ। বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে ॥৯৮॥

জগৎস্রষ্টার তুল্য, মেধাবিজনেদের জ্যোতির ধারক, দেবতাদের আহ্বানকারী অগ্নির জন্য সনাতন, মহান্ বাণী উচ্চারণ কর ।।৯৮।।

অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥৯৯॥

হে জাতবেদা (জন্মেই যিনি জ্ঞাতা)! হে অগ্নি! তুমি আলোময় শক্তির প্রভু (অথবা গবাদিধনযুক্ত অন্নের প্রভু), বলের সন্তান। আমাদের জন্য মহান্ বল দাও। (আলোয় আলোকময় করে দাও) ।।৯৯।।

অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবাং দেবয়তে যজ। হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ ॥১০০॥

হে অগ্নি! তুমি শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক, হব্যদাতা, আনন্দদাতা। দেবকামদের জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংগত কর। কামাদি শত্রুদের উল্লঙ্ঘিত করে উপাসনাতে বিরাজ কর ।।১০০।।

জজ্ঞানঃ সপ্ত মাতৃভি[১]র্মেধামাশাসত শ্রিয়ে। অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেতদা ॥১০১॥

এই পবন সাত মায়ের থেকে জন্ম নিয়ে সম্পদের জন্য স্থিরবুদ্ধিকে সর্বথা কামনা করে। ধীর যজমান সকল দিক থেকে ধন সঞ্চয় করতে পারেন ।।১০১।।

১. সপ্ত মাতা= সপ্ত লোক

উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যাগমৎ। সা শন্তাতা ময়স্করদপ স্রিধঃ ॥১০২॥

আর সেই অখণ্ড মেধা আমাদের রক্ষার জন্য জাগরণকালে আগত হোক। সেই বুদ্ধি আমাদের কল্যাণকর সুখ দান করুক এবং শত্রুদের দূর করুক। ।।১০২।।

ঈডিষ্বা হি প্রতীব্যাঁ যজস্ব জাতবেদসম্। চরিষ্ণু ধূমমগৃভীতশোচিষম্ ॥১০৩॥

যাঁর ধূম বিচরণশীল, যাঁর তেজকে গ্রহণ করা যায় না, সামনে আগত সেই জন্মেই জ্ঞাতা অগ্নিকে নিশ্চয় স্তুতি কর, যজ্ঞ কর ।।১০৩।।

ন তস্য মায়য়া চ ন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ। যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতয়ে ॥১০৪॥

যে মানুষ দেবতাদের হব্যদানকারী অগ্নিকে দান করে, তার শত্রু ছলনার দ্বারাও ক্ষতি করতে পারে না ।।১০৪।।

অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যম্। দবিষ্ঠমস্য[১] সৎপতে কৃধী সুগম্ ॥১০৫॥

হে সজ্জনের পালয়িতা অগ্নি, ওই পাপী, শত্রু, চোর, দুঃখদায়ীকে অত্যন্ত দূরে নিক্ষেপ কর অথবা সুপথগামী কর ।।১০৫।।

১. দবিষ্ঠম্— দূরতম (দূর+ইষ্ঠন্)।

শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্পতে। নি মায়িনস্তপসা রক্ষসো দহ ॥১০৬॥

হে বীর, প্রজাপালক অগ্নি, আমার সদ্য স্তুতিপাঠের (বিঘ্নকারক) মায়াবী রাক্ষসদের তেজের দ্বারা শীঘ্র ভস্ম কর ।।১০৬।।

দ্বাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৮ ।। দেবতা অগ্নি ।। ছন্দ ১-৭, ককুপ্, ৮ উষ্ণিক ।। ঋষি - ১।৪ প্রয়োগ ভার্গব অথবা সৌভরি কাণ্ব, ২।৩।৫।৬।৭ সৌভরি কাণ্ব, ৮ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ।।

প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাব্নে[1] বৃহতে শুক্রশোচিষে। উপস্তুতাসো অগ্নয়ে ॥১০৭॥

হে স্তুত্য অগ্নির সমীপবর্তিগণ! মহত্তম, পবিত্র, মহান, উজ্বল দীপ্তিমান, অগ্নির উদ্দেশ্যে স্তুতি কর ।।১০৭।।

১. ঋতাব্নে— পাঠান্তর- ঋতাব্রে।

প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্মভিঃ। যস্য ত্বং সখ্যমাবিথ ॥১০৮॥

হে অগ্নি, তুমি যার সখ্য জান, সে তোমার বলযুক্ত কর্মের দ্বারা, সুন্দর বীর্যবান রক্ষণসকলের দ্বারা পার হয়ে যায় ।।১০৮।।

তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমুহিষে ॥১০৯॥

প্রাণাদি দেবতার নিকট হব্য পদার্থ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুখের নেতা গতিশীল দেবতাকে (অগ্নিকে) বিদ্বান্গণ প্রাপ্ত হন। তাঁকে স্তুতি কর ।।১০৯।।

মা নো হৃণীথা অতিথিং বসুরগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ। যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ ॥১১০॥

যিনি আমাদের দেবগণের শোভন আহ্বানকারী, সুযাজ্ঞিক, বহুভাবে প্রশংসিত, ধনদানকারী সেই সদা গমনশীলকে কেউ না হরণ করে ।।১১০।।

ভদ্রো[1] নো অগ্নিরাহুতে ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥১১১॥

আমরা যাঁকে আহ্বান করি, সেই অগ্নি আমাদের কল্যাণকারী হোন। আমাদের দান কল্যাণকর হোক, আমাদের যজ্ঞ সুফলযুক্ত হোক আর আমাদের স্তুতিসকল কল্যাণী হোক ।।১১১।।

১. ভদ্র— মঙ্গল।

যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥১১২॥

দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক, হব্যবহনকারী, অমর, এই যজ্ঞের সুসংকল্পকারী দেবতা তোমাকে বরণ করি ॥১১২॥

তদগ্নে দ্যুম্নমা ভর যৎসাসাহা সদনে কং চিদত্রিণম্। মন্যুং জনস্য দূঢ্যম্ ॥১১৩॥

হে অগ্নি, সেই ধন আমাদের দাও যা যোগ অভ্যাসের ক্ষেত্রে (অভ্যাসী) জনের যে কোন বুদ্ধিনাশকারী, ভক্ষক শত্রু, ক্রোধকে অভিভূত করে রাখে ॥১১৩॥

যদ্বা উ বিশ্‌পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশে। বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি ॥১১৪॥

যখন প্রজাপালক তীব্র অগ্নি মানুষের ঘরে অত্যন্ত প্রীত থাকেন, তখন সকল বিঘ্ন নিবৃত্ত করেন ॥১১৪॥

॥ আগ্নেয় কাণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐন্দ্র কাণ্ড : ইন্দ্রস্তুতি

প্রথম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৩য় ঋকের দেবতা অগ্নি বা হবীংষি) ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১ শংযুর্বার্হস্পত্য, ২ শ্রুতকক্ষ সুকক্ষ অথবা আঙ্গিরস, ৩ হর্যত প্রাগাথ, ৪।৫ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ (৫ সুকক্ষ আঙ্গিরস), ৬ দেবজামি ইন্দ্রমাতা ঋষিকা, ৭।৮ গোষুক্তি-অশ্বসুক্তি কাণ্বায়ন, ৯।১০ মেধাতিথি কাণ্ব, আঙ্গিরস প্রিয়মেধ ।।

তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদগবে ন শাকিনে ॥১১৫॥

যিনি পৃথিবীর মতো সুখদায়ক তোমাদের সোমাভিষবে বহুস্তুত সেই শত্রুগণকে পরাভূতকারী শক্তিমান ইন্দ্রের জন্য এক সঙ্গে গান কর ।।১১৫।।

যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র[১] দ্যুম্নিতমো মদঃ। তেন নূনং মদে মদেঃ ॥১১৬॥

হে বহুকর্মকারী ইন্দ্র, যা তোমার নিশ্চিত অত্যন্ত ঝলমলে আনন্দ, সেই আনন্দের দ্বারা অবশ্যই (আমাদের) আনন্দিত কর ।।১১৬।।

১. শতক্রতুঃ— শত যজ্ঞকারী ইন্দ্র।

গাব উপ বটাবটে মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥১১৭॥

হে বাক্যসমূহ! যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে (প্রকরণগত ইন্দ্রের) স্তুতি কর। যজ্ঞের ভূমি বেদপাঠের প্রবাহযুক্ত হোক। (শ্রোতৃগণের) কর্ণদ্বয় প্রকাশময় হোক ।।১১৭।।

অরমশ্বায় গায়ত শ্রুতকক্ষারং গবে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥১১৮॥

হে বাহুমূলে বেদধারণকারী! ইন্দ্রের কিরণের জন্য পর্যাপ্ত গান কর, বাণ বা জ্যার জন্য পর্যাপ্ত গান কর, (ইন্দ্রের) স্বরূপের জন্য পর্যাপ্ত গান কর ।।১১৮।।

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥১১৯॥

বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট মেঘকে বধ করার জন্য (ভূমিতে পাতিত করার জন্য) ওই ইন্দ্রকে বলিষ্ঠ কর। সেই বর্ষণকারী বর্ষণ করুন ।।১১৯।।

ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ। ত্বং সন্বৃষন্বৃষেদসি ॥১২০॥

হে ইন্দ্র, তুমি বল, তেজ ও ধৈর্য থেকে জাত হয়েছ। অভীষ্ট বর্ষণকারী তুমি সর্বোত্তম বর্ষণকারী ।।১২০।।

যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ। চক্রাণ ওপশং দিবি ॥১২১॥

যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছে, ভূমিকে সুবৃত্ত করেছে, স্বর্গে আসন (নির্মাণ) করেছে ।।১২১।।

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ ॥১২২॥

হে ইন্দ্র, যেমনভাবে (পূর্ব মন্ত্রোক্ত যজ্ঞ দ্বারা) তুমি (একাই ধন লাভ করেছ), সেইভাবে আমি ঐশ্বর্যের প্রভু হব, আমার স্তুতিকারী ধনযুক্ত হবে ।।১২২।।

পন্যংপন্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায়। সোমং বীরায় শূরায় ॥১২৩॥

হে সোমাভিষবকারিগণ, হর্ষযোগ্য, বিক্রমশীল, শৌর্যবান ইন্দ্রের (জীবাত্মার) জন্য আশ্চর্য, প্রশংসনীয় সোম প্রাপ্ত করাও ।।১২৩।।

ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্। অনাভয়িন্ররিমা তে ॥১২৪॥

হে ঐশ্বর্যবান (ইন্দ্র)! হে ভয়রহিত! এই সম্পন্ন সৌম্য আনন্দ (তোমার জন্য) নিবেদিত হল। এস, পান কর। এই (হৃৎ)কন্দর সম্যকরূপে পূর্ণ (হল) ।।১২৪।।

দ্বিতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৯ অগ্নি ও ইন্দ্র) ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১।২ সুকক্ষ ও শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ ভরদ্বাজ (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৪ শ্রুতকক্ষ (ঋগ্বেদে সুকক্ষ আঙ্গিরস), ৫।৬ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭।৯।১০ ত্রিশোক কাণ্ব, ৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ।।

উদ্‌ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য ॥১২৫॥

হে (পরমেশ্বর) সূর্য! বিখ্যাত ঐশ্বর্যশালী, নরশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যোচিত কর্মকারী ও অন্তঃশত্রু বিনাশকারীকে তুমি অভ্যুদয়যুক্ত কর ।।১২৫।।

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য। সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥১২৬॥

হে (পরমাত্মা) সূর্য! হে পাপরূপ অন্ধকারের বিনাশক! আজ যা কিছু আছে তাতে উদীয়মান হও। সব কিছু তোমার বশে ।।১২৬।।

য আনয়ৎপরাবতঃ সুনীতী তুর্বশং যদুম্[১]। ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা ॥১২৭॥

যে ইন্দ্র দূরবর্তী (অজ্ঞানে নিমজ্জিত) মানুষকে সুন্দর নীতির দ্বারা সমীপে নিয়ে আসেন, সেই যৌবনশক্তিসম্পন্ন (ইন্দ্র) আমাদের সখা ।।১২৭।।

১. তুর্বশ– ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষযুক্ত মানুষ। যদু– আচার্যের উপদেশহেতু বিপথ থেকে প্রত্যাগত মানুষ। (নিঘন্টু ভাষ্য)।

মা ন ইন্দ্রাভ্যা দিশঃ সূরো অক্তুষ্বা যমৎ। ত্বা যুজা বনেম তৎ ॥১২৮॥

হে ইন্দ্র! অজ্ঞানকালে বা রাত্রিতে চারদিক থেকে অন্ধকার বা কামক্রোধাদি আমাদের দিকে যেন না আসে, তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের হনন কর ।।১২৮।।

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥১২৯॥

হে ইন্দ্র। সকল প্রহার সহনশীল, বিজয়ী (সেনাসমূহ) সহ প্রচুর সেবনযোগ্য ধন (আমাদের) রক্ষার জন্য এনে দাও ।।১২৯।।

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে। যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ॥১৩০॥

আমরা মহাসংগ্রামে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, অল্প সংগ্রামেও শত্রুকে দণ্ডদানকারী, বজ্রধারী, সঙ্গী ইন্দ্রকে আহ্বান করি ।।১৩০।।

অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে। তত্রাদদিষ্ট পৌংস্যম্ ॥১৩১॥

ইন্দ্র (জীবাত্মা) সহস্রশক্তিযুক্ত শত্রুকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, পিঙ্গল (নবীন, সদ্যজাগ্রত) শান্তস্বরূপকে সম্পন্ন করলেন। সেখানে পৌরুষকে প্রকাশ করলেন ।।১৩১।।

বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র নোনুমো বৃষন্। বিদ্ধী ত্বা স্য নো বসো ॥১৩২॥

হে ইন্দ্র! আমরা তোমার যজ্ঞ করতে চেয়ে সর্বতোভাবে প্রশস্ত স্তুতি করি। হে বর্ষণকারী, ঐশ্বর্যদাতা, এই (স্তুতি) প্রাপ্ত হও ।।১৩২।।

আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥১৩৩॥

যাঁরা সম্মুখে যোগাগ্নিকে প্রদীপ্ত করেন, যাঁদের (অভিষ্টবর্ষণকারী) ইন্দ্র বলবান সখা, (তাঁরা) ক্রমপূর্বক (অমৃত) জ্যোতিকে আস্বাদ করেন ।।১৩৩।।

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥১৩৪॥

(হে ইন্দ্র)! সকল শত্রু এবং বাধাকে ছিন্নভিন্ন কর। সংগ্রামকারী শত্রুদের সব দিক থেকে বধ কর। তারপর কামনাযোগ্য ধনে ভরে দাও ।।১৩৪।।

তৃতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (১ মরুদগণ, ৪ বিশ্বদেবগণ; ৫ ব্রহ্মণস্পতি; ৭ সবিতা)।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১ কণ্ব ঘৌর, ২ ত্রিশোক কাণ্ব, ৩।৯ বৎস কাণ্ব, ৪ কুসীদী কাণ্ব, ৫ মেধাতিথি কাণ্ব, ৬ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৭ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৮ প্রগাথ কাণ্ব, ১০ ইরিম্বিঠি কাণ্ব ।।

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্। নি যামং চিত্রমৃঞ্জতে ॥১৩৫॥

যা বলছি তা যেন এখানেই দুজনে শুনছি। এদের (বায়ুগণের) হাতের লাগাম আশ্চর্যজনকভাবে পথকে সরলভাবে প্রাপ্ত করায় ।।১৩৫।।

ইম উ ত্বা বি চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তো যথা পশুম্ ॥১৩৬॥

হে ইন্দ্র পোষণকারী (উদ্ভিদাদি)! যেমনভাবে পশুকে দেখে, সেইভাবে (জীবাত্মা) (বায়ুগণ) শান্তস্বভাবকারী তোমার মিত্ররা তোমাকে দেখেন ।।১৩৬।।

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥১৩৭॥

যেমন সমুদ্রের কাছে নদীসকল নিজেদের সমর্পণ করে, সেইভাবে সকল সংস্কারসম্পন্ন মানুষ এঁর (ইন্দ্রের) তেজের কাছে নত হয় ।।১৩৭।।

দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ম্। বৃষ্ণামস্মভ্যমূতয়ে ॥১৩৮॥

আমাদের জন্য বর্ষণকারী দেবতাদের যে মহৎ রক্ষণ, তা আমরা (আমাদের প্রতি) অনুকূলতার জন্য স্বীকার করি ।।১৩৮।।

সোমানাং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥১৩৯॥

হে পরমেশ্বর! মেধাবী বিদ্বানের পুত্র, আমাকে সকল সৌম্যস্বরূপের ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ধীর করে তোল ।।১৩৯।।

বোধন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্যাসুতিঃ। শৃণোতু শক্র আশিষম্ ॥১৪০॥

অবিদ্যাবিনাশক অখণ্ডানন্দস্বরূপ শক্তিমান পরমাত্মা আমাদের প্রার্থনা শুনুন এবং আমাদের মনকে বোধসম্পন্ন করুন ।।১৪০।।

অদ্য নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম্। পরা দুঃষ্বপ্ন্যং সুব ॥১৪১॥

সর্বোৎপাদক পরমেশ্বর! আজ আমাদের জন্য সুসন্তানযুক্ত শোভন ধন প্রেরণ করুন। আমাদের দারিদ্র দূর করুন ।।১৪১।।

কৃতস্য বৃষভো যুবা তুবিগ্রীবো অনানতঃ। ব্রহ্মা কস্তং সপর্যতি ॥১৪২॥

সেই বর্ষণকারী, বলবান, বিশালগ্রীব, অনম্র ইন্দ্র কোথায়? কোন বেদজ্ঞ তাঁকে আহুতি দেন! ।।১৪২।।

উপহ্বরে গিরীণাং সঙ্গমে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ॥১৪৩॥

(শরীররূপ) পর্বতের আবর্তিত পথে, নাদকারী (প্রাণাদি বায়ুসকলের) মিলনস্থলে বোধের উন্মেষের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ জন্মালেন ।।১৪৩।।

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্ ॥১৪৪॥

মনুষ্যাদির রাজা, স্তুতিযোগ্য নায়ক, মনুষ্যগণকে ন্যায়ের পথে যিনি চালিত করেন, সেই শ্রেষ্ঠ দাতা ইন্দ্রকে মন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তব কর ।।১৪৪।।

চতুর্থ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৪ ইন্দ্র ও পূষা) ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদ শংযু বার্হস্পত্য), ৩ গৌতম রাহুগণ, ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৫ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস, ৬।৭ শ্রুতকক্ষ ক সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৮ বৎস কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১০ শুনঃশেপ আজীগর্তি বা বামদেব ।।

অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্রহোষিণঃ। ইন্দরিন্দ্রো যবাশিরঃ ॥১৪৫॥

সুগ্রহীতা ইন্দ্র (পরমেশ্বর) মনস্বী আত্মনিবেদনকারী সাধকের (অন্তরে) প্রবহমান উজ্জ্বল সৌম্য সুধারস পান করলেন ।।১৪৫।।

ইমা উ ত্বা পুরূবসোঽভি প্র নোনুনবুর্গিরঃ। গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥১৪৬॥

হে বহুধন! গোবৎসের কাছে দুগ্ধবতী গাভীর মতো তোমার দিকে আমাদের এই স্তুতিগুলি গমন করে ।।১৪৬।।

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥১৪৭॥

এই চন্দ্রমণ্ডলে (জীবাত্মায়) সূর্যেরই (পরমাত্মারই) অতি সুন্দর জ্যোতি— তা জান ।।১৪৭।।

যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরপো বৃষন্তমঃ। তত্র পূষাভবৎসচা ॥১৪৮॥

যখন অত্যন্ত পৌরুষশালী ইন্দ্র (জীবাত্মা) প্রবল সৌম্য সুধাপ্রবাহকে নিয়ে আসেন, তখন পূষা (পরমাত্মা) মিলিত হন ।।১৪৮।।

গৌর্ধয়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাম্। যুক্তা বহ্নী রথানাম্ ॥১৪৯॥

বলশালীদের মাতৃতুল্য পৃথিবী উৎসবের জন্য উৎসুক হয়ে গমনশীল বায়ুসমূহ বহন করে বায়ুসহ (বারিধারা) পান করেন ।।১৪৯।।

উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥১৫০॥

হে আনন্দের পতি! ব্যাপক কিরণরূপ অশ্ব দ্বারা আমাদের সোমযজ্ঞে এস, ব্যাপক কিরণরূপ অশ্ব দ্বারা আমাদের সোমযজ্ঞে এস ।।১৫০।।

ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং বৃধন্তো অধ্বরে[১]। অচ্ছাবভৃথমোজসা[২] ॥১৫১॥

যোগযজ্ঞে বলের দ্বারা (বৃষ্টির দেবতা) ইন্দ্রকে বাড়িয়ে তুলতে অভীষ্ট আহুতিসকল উৎসর্গ কর। যজ্ঞান্তে অবগাহন-স্নানের জন্য যাও ।।১৫১।।

১. অধ্বর– হিংসারহিত যজ্ঞ।

২. অবভৃথম্– যজ্ঞশেষে অবগাহন স্নানকে অবভৃথস্নান বলা হয়।

অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ। অহং সূর্য ইবাজনি ॥১৫২॥

আমি পালকের (ইন্দ্রের) সত্যের ধারণাবতী বুদ্ধিকে গ্রহণ করেছি। আমি সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়েছি ।।১৫২।।

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥১৫৩॥

ইন্দ্র অনুকূল হলে আমাদের অতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন প্রচুর বল হবে। যেগুলির দ্বারা শক্তিমান হয়ে আমরা আনন্দলাভ করব ।।১৫৩।।

সোমঃ পূষা চ চেততুর্বিশ্বাসাং সুক্ষিতীনাম্। দেবত্রা রথ্যোর্হিতা ॥১৫৪॥

সকল দেবতার মধ্যে পুষ্টিকর্তা ইন্দ্র এবং চন্দ্র প্রকাশিত হন এবং সকল পৃথিবী প্রভৃতি সুলোকের সম বিষম মার্গের হিতকারক হন ।।১৫৪।।

পঞ্চম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি -১।৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ মেধাতিথি কাণ্ব, প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৫ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৬।১০ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ ত্রিশোক কাণ্ব, ৮ কুসীদী কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি ।।

পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত। বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥১৫৫॥

তোমাদের অন্ধকার থেকে রক্ষাকারী, সকলের উপরে বিরাজমান, অনন্তজ্ঞানী, জ্ঞানী পুরুষদের পূজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিগান কর ।।১৫৫।।

প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত। সখায়ঃ সোমপাব্নে ॥১৫৬॥

হে মিত্রগণ! হরণশীল এবং ব্যাপক গুণযুক্ত, সোমপানকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে সানন্দে স্তুতিগান কর ।।১৫৬।।

বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ। কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥১৫৭॥

হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখা, তোমাকেই চাই, তোমার অনন্য ভক্ত এবং স্তবকারী বেদমন্ত্র দ্বারা তোমার পূজা করি। ।।১৫৭।।

ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ। অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥১৫৮॥

স্তুতিকর্তাগণ পরমেশ্বরের অর্চনা করুক। আমাদের বাণীগুলি আনন্দমগ্ন ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোমের স্তুতি করুক ।।১৫৮।।

অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি। এহীমস্য দ্রবা পিব ॥১৫৯॥

হে ইন্দ্র! এই অত্যন্ত পবিত্র সৌম্যসুধা তোমার জন্য (হৃদয়ের) কুশাসনে আহুতি দেওয়া হয়েছে। এস এর দ্রবণ পান কর ।।১৫৯।।

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে[১] সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥১৬০॥

দুগ্ধবতী গাভীকে যেমন গোদোহনের জন্য প্রতিদিন ডাকা হয়, তেমনই শোভনরূপকারী ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য প্রতিদিন আহ্বান করি ।।১৬০।।

১. সুরূপকৃত্নুম্– শোভনকর্মা- অর্থান্তর।

অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে। তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ॥১৬১॥

হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! সোম প্রস্তুত হলে পানের জন্য তোমায় আহুতি দিই। তৃপ্ত হও। তোমার আনন্দকে ব্যাপ্ত কর ।।১৬১।।

য ইন্দ্র চমসেষ্বা সোমশ্চমূষু তে সুতঃ। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥১৬২॥

হে ইন্দ্র! যে (হৃদয়রূপ) তোমার জন্য সত্ত্বভাব চমূগুলিতে অভিষুত হয়েছে; সেই শান্তস্বরূপের তুমি অধিষ্ঠাতা। তাই চমসগুলিতে (স্থিত সোম) পান কর ।।১৬২।।

যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥১৬৩॥

ইন্দ্রের সখা আমরা প্রত্যেক সংগ্রামে, প্রত্যেক যোগে অতিবল ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য আহ্বান করি ।।১৬৩।।

আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত। সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥১৬৪॥

হে অনবরত সামগানকারী মিত্রগণ, এস, এস, বোস, ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিগান কর ।।১৬৪।।

ষষ্ঠ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৭ সদসম্পতি; ১০ মরুদগণ) ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১ গাথি বিশ্বামিত্র, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ কুসীদী কাণ্ব, ৪ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৫।৮ বামদেব গৌতম, ৬।৯ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস।।

ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে। পিবা ত্বা স্য গির্বণঃ ॥১৬৫॥

হে ধনপতি! বীর্যের দ্বারা সিদ্ধ এই শুদ্ধসত্ত্বের ভাগ পান কর ।।১৬৫।।

মহাঁ ইন্দ্রঃ পুরশ্চ নো মহিত্বমস্তু বজ্রিণে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥১৬৬॥

মহান ইন্দ্র (জীবাত্মা) আমাদের সামনে। বজ্রধারীর জন্য মহত্ব থাকুক। বিস্তারের দ্বারা তিনি দ্যুলোকের মতো ছেয়ে থাকেন ।।১৬৬।।

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সং গৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥১৬৭॥

হে ইন্দ্র! তুমি আজানুবাহু, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আমাদের জন্য শক্তিসম্পন্ন বিচিত্র সম্পদ সব দিক থেকে সংগ্রহ কর ।।১৬৭।।

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে। সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥১৬৮॥

আলোর পালক, সত্যের পুত্র, সজ্জনের রক্ষক ইন্দ্রকে যেমন জান, সেইভাবে সকল স্তুতির দ্বারা সকল প্রকারে অর্চনা কর ।।১৬৮।।

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥১৬৯॥

কীপ্রকারে (ইন্দ্র) আমাদের মিত্র হবেন? রক্ষার দ্বারা। কোন কর্ম বা গুণ দ্বারা বিচিত্র হবেন? প্রজ্ঞাযুক্ত হয়ে। (এইভাবে) সর্বদা বৃদ্ধিযুক্ত হবেন ।।১৬৯।।

ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বাষতম্। আ চ্যাবয়স্যূতয়ে ॥১৭০॥

সত্যের দ্বারা যিনি সব কিছু জয় করেন, সকল স্তুতিতে বিস্তারিতভাবে যিনি স্তুত হন, সেই তাঁকে (ইন্দ্রকে) রক্ষার জন্য কাছে নিয়ে এস ।।১৭০।।

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষম্ ॥১৭১॥

ইন্দ্রের কাম্য, আশ্চর্যস্বরূপ, সভাপতির সমান, প্রিয় উপহার প্রজ্ঞাকে কামনা করি ।।১৭১।।

যে তে পন্থা অধো দিবো যেভির্ব্যশ্বমৈরয়ঃ। উত শ্রোষন্তু নো ভুবঃ ॥১৭২॥

যে পথ তোমার, যে ব্যাপক রশ্মিসমূহ দ্বারা দ্যুলোকের অধোভাগে প্রচুর অন্ন প্রেরণ কর, আমাদের পৃথিবীর সবাই তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে ।।১৭২।।

ভদ্রংভদ্রং[১] ন আ ভরেষমূর্জং শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃড়য়াসি নঃ ॥১৭৩॥

হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য মঙ্গলময়, কল্যাণময় ইষ্ট বস্তু ও শক্তি প্রাপ্ত করাও, হে বহুকর্মা! যার দ্বারা আমাদের সুখী কর ।।১৭৩।।

১. ভদ্র– মঙ্গল। বিশেষ্যপদ। কিন্তু এখানে ভদ্রং ভদ্রম্ বিশেষণ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥১৭৪॥

এই সৌম্যসুধা প্রস্তুত হয়েছে। স্বয়ংপ্রকাশ প্রাণসমূহ তা পান করে এবং দিন, রাত বা দ্যুলোক, ভূলোক বা সূর্য, চন্দ্র (পান করে) ।।১৭৪।।

সপ্তম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৪ অশ্বিদ্বয়, ১০ বায়ু) ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১ ইন্দ্রমাতা দেবজামিগণ, ২ গোধা ঋষিকা, ৩ দধ্যঙ্ আথর্বণ, ৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৫ গৌতম রাহূগণ, ৬ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ বামদেব গৌতম, ৮ বৎস কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১০ উল বাতায়ন ।।

ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে। বন্বানাসঃ সুবীর্যম্ ॥১৭৫॥

কর্মযোগেচ্ছু উপরে, নীচে গতিশীল সেবক পুরুষগণ হৃদয়ে সাক্ষাৎকৃত সুবীর্য ইন্দ্রের উপাসনা করেন ।।১৭৫।।

নকি দেবা ইনীমসি ন ক্যা যোপয়ামসি। মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি ॥১৭৬॥

হে দেবতাগণ আমরা হিংসা করি না, কাউকে অজ্ঞানযুক্ত করি না, শ্রুত মন্ত্র অনুসারে কর্ম করি ।।১৭৬।।

দোষো আগাদ্ বৃহদ্‌গায় দ্যুমদগামন্নাথর্বণ। স্তুহি দেবং সবিতারম্ ॥১৭৭॥

হে বৃহৎসামের গায়ক! হে প্রকাশযুক্ত জ্ঞানি! হে ব্রহ্মণ্। রাত্রি এসেছে, সর্বোৎপাদক দেবতার স্তুতি কর ।।১৭৭।।

এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥১৭৮॥

এই নবীনা, প্রিয়া উষা দ্যুলোক থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। হে বেদের অধ্যাপক ও অধ্যেতা! তোমরা বৃহৎ পরমাত্মার স্তুতি কর ।।১৭৮।।

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব ॥১৭৯॥

অপ্রতিহত ইন্দ্র লক্ষ্যে পতিত হওয়ার যোগ্য কিরণতুল্য বাণ দ্বারা আটশো দশবার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বা মেঘতুল্য শত্রুসেনাকে হত্যা করেন ।।১৭৯।।

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ। মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥১৮০॥

হে ইন্দ্র, তুমি বলের দ্বারা মহান এবং শত্রুদমনকারী সকল উজ্জ্বল অংশসহ তুমি সৌম্য সত্ত্বের আনন্দ প্রাপ্ত হও ।।১৮০।।

আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্ধমা[১] গহি। মহান্মহীভিরূতিভিঃ ॥১৮১॥

অন্ধকারের নাশকারী ইন্দ্র! মহীয়ান্ রক্ষার দ্বারা মহান (তুমি) আমাদের সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাও আর আমাদের কাছে এস ।।১৮১।।

১. বৃত্রহন্— বৃত্রনামক অসুর বধকারী হে ইন্দ্র। এখানে অন্ধকার নাশকারী ইন্দ্র।

ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎসমবর্তয়ৎ। ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥১৮২॥

যখন এঁর বল প্রকাশ করেন, তখন ইন্দ্র উভয় পৃথিবী ও দ্যুলোককে ঢালের মতো চারদিক থেকে সুরক্ষিত রাখেন ।।১৮২।।

অয়মু তে সমতোসি কপোত ইব গর্ভধিম্। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥১৮৩॥

কপোত যেমন গর্ভধারিণী কপোতীকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি তোমার প্রজা (তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়), এইজন্য আমাদের প্রজাদের প্রার্থনাও প্রাপ্ত হও ।।১৮৩।।

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ॥১৮৪॥

আমাদের হৃদয়ে রোগশমনকারক, সুখদায়ক ভেষজকে বায়ু বহন করুক, আমাদের আয়ুকে বাড়িয়ে তুলুক ।।১৮৪।।

অষ্টম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৯ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - কাণ্ব, ২।৩।৯ বৎস কাণ্ব (ঋগ্বেদে ২।৯ বশোঽশ্ব্য), ৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ বামদেব গৌতম, ৭ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৮ সত্যধৃতি বারুণি ।।

যং রক্ষিন্ত প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্যমা। ন কিঃ স দভ্যতে জনঃ ॥১৮৫॥

যাকে মহাজ্ঞানী, বরণীয় মিত্র এবং ন্যায়কারী রক্ষা করেন, সেই মানুষকে কখনও দমন করা যায় না ।।১৮৫।।

গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্ ॥১৮৬॥

আগের মতো আমাদের জ্যোতি লাভের ইচ্ছা, আমাদের ব্যাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা, আমাদের পথের শেষে যাওয়ার ইচ্ছা, মহান ধনের ইচ্ছা দ্বারা ইন্দ্রকে সেবিত কর ॥১৮৬॥

ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরম্। এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ ॥১৮৭॥

হে ইন্দ্র! তোমার দিব্য নিয়মের ছড়িয়ে পড়া কিরণগুলি অমৃত সুধারাশিকে দোহন করে ॥১৮৭॥

অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন্পুরুষ্টুত। যৎসোমেসোম আভুবঃ ॥১৮৮॥

হে বহুনামবিশিষ্ট, বহুস্তুত ইন্দ্র! যখন তুমি প্রত্যেক সৌম্য পুরুষে আবির্ভূত হবে, তখন এই বুদ্ধি এবং জ্যোতির দ্বারা (পূর্ণ হবে) ॥১৮৮॥

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ[১] ॥১৮৯॥

আমাদের জ্ঞানযুক্ত, পবিত্র উপদেশকারিণী এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা শক্তিমতী, বুদ্ধির দ্বারা প্রোজ্জ্বল বাণী আমাদের যজ্ঞকে কামনা করুন ॥১৮৯॥

১. ধিয়াবসুঃ- যাস্ক 'ধিয়াবসুঃ' শব্দটির অর্থ করেছেন— কর্মবসুঃ। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ— দেবী সরস্বতী যজমানকে তার প্রাপ্য দান করেন।

ক ইমং নাহুষীষ্বা ইন্দ্রং সোমস্য তর্পয়াৎ। স নো বসূন্যা ভরাৎ ॥১৯০॥

পরমেশ্বর মানুষের জন্য এই ইন্দ্রকে (জীবাত্মাকে) শান্তস্বরূপের দ্বারা তৃপ্ত করুন। সেই ইন্দ্র আমাদের সর্বসম্পদে ভরিয়ে দিন ॥১৯০॥

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্। এদং বর্হিঃ সদো মম ॥১৯১॥

হে ইন্দ্র! এস, তোমার জন্য সোমসুধা প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি পান কর। আমার এই (হৃদয়ের) যজ্ঞাসনে বোস ॥১৯১॥

মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥১৯২॥

(পরমাত্মা যিনি) মিত্র, বরণীয় এবং ন্যায়কারী, তাঁর মহান, প্রদীপ্ত এবং অপ্রতিরোধ্য রক্ষণ (আমাদের জন্য) থাকুক ॥১৯২॥

ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্ ॥১৯৩॥

হে দেবরশ্মিরূপ অশ্বসমূহের অধিষ্ঠাতা, বহুধন, উত্তম নেতা ইন্দ্র! আমরা তোমার মতো (দেবতাকেই) চাই ।।১৯৩।।

নবম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১ প্রগাথ কাণ্ব, ২ গাথি বিশ্বামিত্র, ৩।১০ বামদেব গৌতম, ৪।৬ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ গৃৎসমদ শৌনক, ৮।৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ।।

উত্ত্বা মন্দন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ। অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি॥১৯৪॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! শুদ্ধসত্ত্বসমূহ তোমাকে প্রসন্ন করুক। ধন দান কর। ব্রহ্মদ্বেষিগণকে নাশ কর ।।১৯৪।।

গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে। ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ ॥১৯৫॥

হে বাণীর দ্বারা স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, তুমি আমাদের অভিষুত সোম পান কর। মধুর সোমের ধারায় তুমি অর্চিত হও। যশরূপ ধন তোমার থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।।১৯৫।।

সদা ব ইন্দ্রশ্চর্কৃষদা উপো নু স সপর্যন্। ন দেবো বৃতঃ শূর ইন্দ্রঃ ॥১৯৬॥

সেই ইন্দ্র (পরমাত্মা) সর্বদা তোমার সমীপে বর্তমান থেকে যেন সৎকারপূর্বক আকর্ষিত করেন। ইন্দ্র নির্ভয়, প্রকাশক— এইরূপে তাঁকে বরণ করো ।।১৯৬।।

আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব[১] সিন্ধবঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥১৯৭॥

হে ইন্দ্র, নদীসকল যেমন সমুদ্রে (প্রবেশ করে), তেমনই মনের সত্বৃত্তিগুলি তোমাতে প্রবেশ করুক। তোমাকে ছাড়িয়ে কিছুই থাকতে পারে না ।।১৯৭।।

১. সমুদ্রে— ভূতসকল যার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তাদৃশ সমুদ্রে অর্থাৎ পরমাত্মায়। সায়ণাচার্য শব্দটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন— "সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা।"

ইন্দ্রমিদগাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥১৯৮॥

সামগায়ক উদ্‌গাতারা ইন্দ্রকে বৃহৎসামে স্তব করেন, হোতাগণ ঋকবেদের মন্ত্রে এবং অধ্বর্যুগণ যজুর্বেদের বাণীর দ্বারা স্তব করেন ।।১৯৮।।

ইন্দ্র ইষে দদাতু ন ঋভুক্ষণমৃভুং রয়িম্। বাজী দদাতু বাজিনম্ ॥১৯৯॥

ইন্দ্র আমাদের জন্য ইষ্টবস্তু দান করুন। ঐশ্বর্যশালী পরমাত্মা মহান ধনরূপ আমাদের মেধাবী ঐশ্বর্যশালী স্বরূপ দান করুন ।।১৯৯।।

ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভীষদপ চুচ্যবৎ। স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥২০০॥

শোন, ইন্দ্র অনুকূল হলে মহাভয়কে দূর করে দেন। তিনি স্থির আবার দ্রুত গমন করেন ।।২০০।।

ইমা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ। গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥২০১॥

হে স্তুতির দ্বারা বন্দনীয়! এই আমাদের স্তুতিগুলি প্রত্যেক সোম অভিষবে তোমাকে প্রাপ্ত হয়, দুগ্ধবতী গাভী যেমন গোবৎসকে প্রাপ্ত হয় ।।২০১।।

ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে। হুবেম বাজসাতয়ে ॥২০২॥

আমরা বলের জন্য, কল্যাণের জন্য ও মিত্রতার জন্য ঐশ্বর্যবান্ (ইন্দ্র) ও পুষ্টিকর্তা (পূষা)-কে আহুতি দিই ।।২০২।।

ন কি ইন্দ্র ত্বদুত্তরং ন জ্যায়ো অস্তি বৃত্রহন্। ন ক্যেবং যথা ত্বম্ ॥২০৩॥

হে অবিদ্যাবিনাশক (বৃত্রহন্তা) ইন্দ্র! তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। তোমার থেকে বৃহৎ কেউ নেই, তুমি যেমন, তেমন কেউ নয় ।।২০৩।।

দশম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১।৪ ত্রিশোক কাণ্ব, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ বৎস কাণ্ব (ঋগ্বেদে অশ্বপুত্র বশ), ৫ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৬।৯ বামদেব গৌতম, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৮ গোষুক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্ব, ১০ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস ।।

তরণিং বো জনানাং ত্রদং বাজস্য গোমতঃ। সমানমু প্র শংসিষম্ ॥২০৪॥

তোমাদের মানুষদের উত্তরণকর্তা জ্যোতির্ময় শক্তির প্রকাশক একরোসকেই স্তুতি কর ।।২০৪।।

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। সজোষা বৃষভং পতিম্ ॥২০৫॥

হে ইন্দ্র! তোমার বেদবাণী আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করছি (যেগুলি) বর্ষণকারী, পালক তোমাকে ঊর্ধ্বলোকে অতিশয় আনন্দিত করে ।।২০৫।।

সুনীথো ঘা স মর্ত্যো যং মরুতো যমর্যমা। মিত্রাস্পান্ত্যদ্রুহঃ ॥২০৬॥

নিশ্চয় যাকে দ্রোহরহিত প্রাণবায়ুগণ রক্ষা করেন, পরমাত্মা বা ন্যায়কারী সুহৃদ যাকে রক্ষা করেন, সেই মানুষ প্রশংসিত হয় ।।২০৬।।

যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎস্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥২০৭॥

হে ইন্দ্র! যে ধন বীর্যের মধ্যে, যা স্থির বস্তুর মধ্যে, যা মেঘের মধ্যে গুপ্ত রেখেছ, সেই স্পৃহনীয় ধন প্রাপ্ত করাও ।।২০৭।।

শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং প্র শর্ধং চর্ষণীনাম্। আশিষে রাধসে মহে ॥২০৮॥

তোমাদের মানুষদের বৃহৎ ধনপ্রাপ্তির জন্য দুষ্টদমনকারী শ্রুতকীর্তি বলিষ্ঠ ইন্দ্রের কাছে উত্তমরূপে প্রার্থনা করি ।।২০৮।।

অরং ত ইন্দ্র শ্রবসে গমেম শূর ত্বাবতঃ। অরং শক্র পরেমণি ॥২০৯॥

হে সর্বশক্তিমান পরমসামর্থ্য যুক্ত ইন্দ্র! তোমার তুল্য যশোলাভে যেন সমর্থ হই এবং মোক্ষদায়ক সমাধি প্রাপ্ত হওয়ার সামর্থ্য যেন লাভ করি ।।২০৯।।

ধানাবন্তং করোম্ভিণমপূপবন্তমুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥২১০॥

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রাতঃকালীন যজ্ঞে সোমমিশ্রিত শস্য, ছাতুমিশ্রিত দই, পুরোডাশ এবং স্তুতিকে প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর ।।২১০।।

অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ। বিশ্বা যদজয় স্পৃধঃ ॥২১১॥

হে ইন্দ্র! জলের বাষ্পসহ বর্তমান বর্ষণবিমুখ মেঘের মস্তক যখন ছিন্ন করল, তখন সকল স্পর্ধাকারী মেঘদের জয় করল ।।২১১।।

ইমে ত ইন্দ্র সোমাঃ সুতাসো যে চ সোত্বাঃ। তেষাং মৎস্ব প্রভূবসো ॥২১২॥

হে মেঘবর্ষক, বহুধন! তোমার জন্য যে ওষধিগুলি সম্পাদিত হয়েছে এবং যেগুলি সম্পাদিত হবে, তার দ্বারা তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ।।২১২।।

তুভ্যং সুতাসঃ সোমাঃ স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্র মৃড়য় ॥২১৩॥

হে জ্যোতির্ময় ইন্দ্র! তোমার জন্য সোম অভিষুত হয়েছে। যজ্ঞের আসনাদি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্তুতিকারীদের সুখ দাও ।।২১৩।।

একাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৯ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ২ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ ত্রিশোক কাণ্ব, ৪।৯ মেধাতিথি কাণ্ব, ৫ গৌতম রাহুগণ, ৬ ব্রহ্মাতিথি কাণ্ব, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র বা জমদগ্নি ভার্গব, প্রস্কণ্ব কাণ্ব ।।

আ ব ইন্দ্রং কৃবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্। মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥২১৪॥

অন্নের উৎপত্তি- কামনাকারী যেমন জল দিয়ে খেত সেচন করে, তেমনভাবে তোমরা অনন্ত কর্মকারী, অত্যন্ত পূজনীয় শতকর্মা ইন্দ্রকে উজ্জ্বল সৌম্যসুধায় সিক্ত কর ।।২১৪।।

অতশ্চিদিন্দ্রি ন উপা যাহি শতবাজয়া। ইষা সহস্রবাজয়া[১] ॥২১৫॥

অতঃপর, হে ইন্দ্র! শতশক্তি নিয়ে এবং সহস্র (আত্মিক) শক্তিযুক্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের কাছে এস ।।২১৫।।

১. 'বাজ' অর্থে বল ও অন্ন।

আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছাদ্ব বিমাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥২১৬॥

(ইন্দ্র বা জীবাত্মা) জ্ঞান লাভ করলেন। অবিদ্যারূপ অন্ধকারনাশক (হয়ে) (নূতনভাবে) জন্মালেন। (জিজ্ঞাসু) বিজ্ঞাতাকে জিজ্ঞাসা করুক— কারা জেনেছেন? কারা শুনেছেন? ।।২১৬।।

বৃবদুক্থং হবামহে সুপ্রকরোস্নমূতয়ে। সাধঃ কৃণ্বন্তমবসে ॥২১৭॥

(আমাদের) পালনের জন্য প্রসারিতবাহু এবং সাধনরূপ ধন কর গ্রহণকারী অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য তোমাকে আহ্বান করি ।।২১৭।।

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তি বিদ্বান্। অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥২১৮॥

বরণযোগ্য, সখা, জ্ঞাতা ও নীতিজ্ঞ আপনি দেবগণের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের সরল নীতিতে শাসন করেন ।।২১৮।।

দূরাদিহেব যৎ সতোঽরুণপ্সুরশিশ্বিতৎ। বি ভাণুং বিশ্বথাতনৎ ॥২১৯॥

সূর্য যেমন দূর থেকে বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থকে সমীপবর্তীর মতো শ্বেত রূপ দান করেন (প্রকাশ করেন), আপনিও তেমনি রাজকীয় প্রকাশকে বিস্তৃত করুন ।।২১৯।।

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ॥২২০॥

হে শোভনসংকল্প মিত্র ও বরুণ! সোমধারায় আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের বিচরণভূমি সিক্ত কর। স্নিগ্ধসত্ত্বরসে কর্মসকল শুদ্ধ কর ।।২২০।।

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা যজ্ঞেষ্বত্নত। বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে ॥২২১॥

আর শব্দকারী বেদবাণীর সন্তানধারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য যজ্ঞসমূহে অবিরত বল প্রসারিত হয় ।।২২১।।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্[1]। সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥২২২॥

সর্বব্যাপী পরমেশ্বর (বিষ্ণু) এই জগৎকে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক— এই তিনপ্রকারে নিজ স্বরূপ দ্বারা ব্যাপ্ত করেছেন। এই জগতের প্রত্যেক ধূলিকণায় অদৃশ্য তাঁর স্বরূপকে ধারণ করে রেখেছেন ।।২২২।।

১. মন্ত্রটিতে ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু অন্তরিক্ষে অবস্থান করে তিন প্রকার পদ স্থাপনের দ্বারা উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি তিন কালেই এই সমগ্র বিশ্বপরিক্রমা করেন। এইক্ষেত্রে বিষ্ণু অর্থে সূর্যকেও বোঝায়।

দ্বাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি - ১।৭।৮ মেধাতিথি কাণ্ব, ২ বামদেব গৌতম, ৩।৫ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৬ দুর্মিত্র বা সুমিত্র কৌৎস, ৯ গাথি বিশ্বামিত্র বা অভীপাদ্ উদল, ১০ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস ।।

অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপেরয়। অস্য রাতৌ সুতং পিব ॥২২৩॥

তুমি হিংসাপ্রসবকারীকে ত্যাগ কর। শোভনসত্ত্বসম্পন্নকে তোমার নিকট রাখ। এঁর আহুতিতে সম্পন্ন সোমরস পান কর ।।২২৩।।

কদু প্রচেতসে মহে বচো দেবায় শস্যতে। তদিধ্যস্য বর্ধনম্ ॥২২৪॥

মহান জ্ঞানী দেবতার জন্য স্তুতিবাক্য কেন বলা হয়? কারণ এই বাক্য এঁর বৃদ্ধির কারণ হয় ।।২২৪।।

উক্থং চ ন শস্যমানং নাগো রয়িরা চিকেত। ন গায়ত্রং গীয়মানম্ ॥২২৫॥

জ্ঞানী ইন্দ্র স্পষ্টবক্তার দ্বারা স্তুয়মান স্তোত্র এবং গীয়মান গায়ত্রীছন্দের গান বোঝেন না, এমন নয় ।।২২৫।।

ইন্দ্র উক্‌থেভির্মন্দিষ্ঠো বাজানাং[১] চ বাজপতিঃ। হরিবাংৎসুতানাং সখা ॥২২৬॥

ইন্দ্র প্রশংসাবচনের দ্বারা অত্যন্ত হৃষ্ট হন। তিনি সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি, বলের অধিপতি এবং পুত্রতুল্য প্রজাগণের সখা ।।২২৬।।

১. বাজঃ শব্দের অর্থ সায়ণাচার্যের মতে- "বাজঃ বলমন্নং বা"- বাজ হল বল ও অন্ন।

আ যাহ্যুপ নঃ সুতং বাজেভির্মা হৃণীয়থাঃ। মহাঁ ইব যুবজানিঃ ॥২২৭॥

যুবতী পত্নীর প্রতি অনুরক্তের মতো এবং পুত্রের কাছে পিতার মতো মহান তুমি ঐশ্বর্যসহন আমাদের কাছে এস, ক্রোধ কর না ।।২২৭।।

কদা বসো স্তোত্রং হর্যত আ অব শ্মশা রুধদ্বাঃ। দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায় ॥২২৮॥

হে ঐশ্বর্যের অধিপতি, যদি কখনও বর্ষার জল রুদ্ধ হয়, তাহলে পিতৃপুরুষদের জলদানের জন্য স্তোত্রসহ জল কামনাকারীর দীর্ঘ সোমযাগ সর্বতোভাবে রক্ষা কর ।।২২৮।।

ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূংরনু। তবেদং সখ্যমস্তৃতম্ ॥২২৯॥

হে ইন্দ্র! সিদ্ধ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞের কাছ থেকে ঋতুদের অনুসরণ করে সোম (বিচিত্র শুদ্ধসত্ত্বসুধা) পান কর। তোমার এই সখ্য অবিচ্ছিন্ন ।।২২৯।।

বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ। ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥২৩০॥

হে ইন্দ্র! তুমি বাণীর দ্বারা প্রশংসনীয়। তুমি সোমকে পান ও পালন কর। আমরা তোমার স্তোতৃবর্গ তুমিও আমাদের ধারণ কর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও ।।২৩০।।

এন্দ্র পৃক্ষু কাসু চিন্নৃম্ণং তনূষু ধেহি নঃ। সত্রাজিদুগ্র পৌংস্যম্ ॥২৩১॥

ইন্দ্র! যে কোনও সংগ্রামে আমাদের দেহে পুরুষার্থযুক্ত বল আধান কর। (কারণ) তুমি উগ্রবল, সোমযজ্ঞজয়ী! ।।২৩১।।

এবাহ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ। এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥২৩২॥

তুমি বীরকেই চাও। তুমি নিশ্চয় বীর, নিশ্চয় স্থির, তোমার মন প্রশংসার যোগ্য ।।২৩২।।

তৃতীয় অধ্যায়

ঐন্দ্র কাণ্ড : ইন্দ্রস্তুতি

প্রথম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৯ম ঋকের দেবতা মরুদগণ) ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১।৬।৯ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৩ প্রস্কণ্ব কাণ্ব (বালখিল্য সূক্তমন্ত্র), ৪ নোধা গৌতম, ৫ কলি প্রাগাথ, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ৮ ভর্গ প্রাগাথ, ১০ প্রাগাথ ঘৌরি কাণ্ব ।।

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥২৩৩॥

হে বীর! দোহন করা হয়নি এইরূপ দুগ্ধবতী গাভীদের মতো (ভক্তিভারে নম্র হয়ে) তোমাকে আমরা সর্বতোভাবে নমস্কার করছি। হে ইন্দ্র! তুমি এই জঙ্গমের প্রভু, তুমি স্থাবরের প্রভু। তুমি সূর্যকেও প্রকাশ কর ।।২৩৩।।

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥২৩৪॥

হে ইন্দ্র! অশ্বারোহী দ্রুতগামী মানুষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে যেমন তোমাকে ডাকে, আমরা স্তোতারাও সকল দিকে সজ্জনের রক্ষক বলদানের নিমিত্ত তোমাকেই ডাকি ।।২৩৪।।

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥২৩৫॥

যিনি বহুধনবিশিষ্ট পরমেশ্বর, স্তোতাদের জন্য যিনি সহস্রপ্রকারে দান করেন, সেই সুন্দর ধনশালী ইন্দ্রকে আমি যেমন জানি, সেইভাবে তোমরাও তাঁকে প্রকৃষ্টরূপে অর্চনা করো ।।২৩৫।।

তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥২৩৬॥

তোমাদের কামাদি শত্রুর তিরস্কারকারী ও ক্ষয়কারী এবং তোমাদের সত্ত্বস্বভাবের ঐশ্বর্যহেতু আনন্দিত ইন্দ্রকে আমরা বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা স্তুতি করি, যেমনভাবে দুগ্ধবতী গাভীগণ নিজেদের গোশালায় অন্নের দ্বারা পরিতুষ্ট বৎসকে লক্ষ্ করে আহ্বান করে ।।২৩৬।।

তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ উতয়ে।
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে[১] হুবে ভরং ন কারিণম্ ॥২৩৭॥

তোমাদের আহ্বান করে বলি— ঋত্বিক্গণ অহিংসিত যজ্ঞে, যেখানে সোম অভিষুত হয়, যজ্ঞরক্ষার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বৃহৎ সামগান করে ধনদাতা ইন্দ্রকে স্তুতি করেন, যেমনভাবে কুটুম্বপোষক হিতকারী গৃহস্বামীকে (পুত্রাদি স্তুতি করে) ।।২৩৭।।

১. অধ্বরে— হিংসারহিত যজ্ঞে।

তরণিরিৎসিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা।
আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রুবম্ ২৩৮॥

সহবর্তিনী প্রজ্ঞার সঙ্গে সূর্য ঐশ্বর্যকে শীঘ্র সেবন করেন। (আমি) যাজ্ঞিক তোমাদের বহুস্তুত ইন্দ্রের প্রতি স্তুতির দ্বারা নত করাচ্ছি, যেমনভাবে দ্রুতগতিসম্পন্ন ব্যক্তি (চক্র) নেমিকে অত্যন্ত নত করে ।।২৩৮।।

পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
আপির্নো বোধি সধমাদ্যে বৃধেঽস্মাঁ অবন্তু তে ধিয়ঃ।।২৩৯।।

হে ইন্দ্র! তুমি ঐশ্বর্যযুক্ত রসিক যজ্ঞকর্তার অভিষুত সোম পান কর। এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ব্যাপক তুমি আমাদের জ্ঞানদাতা। সোমযজ্ঞে বৃদ্ধির জন্য তোমার প্রজ্ঞা আমাদের রক্ষা করুক ।।২৩৯।।

ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে।
উদ্বাবৃষস্ব মঘবন্ গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥২৪০॥

হে ইন্দ্র! তোমার ভক্তের জন্য (বিদ্যাদি) ধন দানার্থে তুমি এসো। হে অনন্ত বিদ্যাদি ধনযুক্ত! ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধরূপ যজ্ঞের জন্য (মনকে) সিক্ত কর, প্রাণকে যোগযজ্ঞের জন্য সিক্ত কর। যৌগৈশ্বর্যকে লাভ করাও ।।২৪০।।

ন হি বশ্চরমং চ ন বসিষ্ঠঃ পরিমংসতে।
অস্মাকমদ্য মরুতঃ সুতে সচা বিশ্বে পিবন্তু কামিনঃ ॥২৪১॥

হে প্রাণবায়ুগণ! বশিষ্ঠ (আত্মা) তোমাদের অন্তিম জনকেও পরিত্যাগ করেন না। প্রার্থিগণ! আমাদের সংস্কারসম্পন্ন মনে একসঙ্গে (আনন্দামৃত) পান কর ।।২৪১।।

মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্‌থা চ শংসত ॥২৪২॥

হে সখাগণ! অন্য কাউকে স্তুতি কর না। মন শুদ্ধ করে ইচ্ছাপূরণকারী ইন্দ্রকেই সবাই একসঙ্গে স্তুতি কর এবং বারবার স্তোত্র পাঠ কর। হিংসা কর না ।।২৪২।।

দ্বিতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ২।৩ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৫ গৌতম রাহুগণ, ৬ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৭।৮।৯ মেধাতিথি বা মেধ্যাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধাতিথি), ১০ দেবাতিথি কাণ্ব ।।

নকিষ্টং কর্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা ॥২৪৩॥

সর্বদা (ভক্তের) বৃদ্ধিকারী, সকলের স্তুতির যোগ্য মহান, যাঁকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে না এবং অনন্ত বলের দ্বারা যিনি সকলের উপর অধিকার রাখেন, সেই ইন্দ্রকে যিনি যোগাদি যজ্ঞসকলের দ্বারা উপাসনা করেন, কর্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না ।।২৪৩।।

য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ।
সন্ধাতা সন্ধিং মঘবা [১]পুরূবসুর্নিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥২৪৪॥

যিনি সংযোগসাধক বস্তু ছাড়া (শরীর) ভেদ করার পূর্বেই গ্রীবাদির অস্থির সংযোগস্থল জুড়ে দেন, পুনরায় যখন চান তখনই (অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধনকেও) ভেঙে দেন, তিনি ঐশ্বর্যশালী বহু (শরীরে) বাসকারী ইন্দ্র ।।২৪৪।।

১. পুরূবসুঃ— প্রভূত ধনসম্পন্ন।

আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥২৪৫॥

হে ইন্দ্র! তেজোময় রথের মতো রমণীয় (দেহে) যুক্ত ব্রহ্মরূপ আত্মার কেশতুল্য সহস্র সহস্র কিরণ তোমাকে শত শত সোমপানের জন্য বহন করুক ।।২৪৫।।

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিন্নি যেমুরিন্ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাং ইহি ॥২৪৬

হে ইন্দ্র! ময়ূরের রোমগুলির ন্যায় আনন্দদায়ক রশ্মিগুলিসহ এস। তোমাকে যেন কেউ না বাধা দিতে পারে, বরং (বাধা প্রদানকারী) তাদের তুমি অতিক্রম কর, যেমনভাবে ব্যাধ পক্ষিদের মেরে ফেলে, ধনুর্ধর শত্রুদের মেরে ফেলে ।।২৪৬।।

ত্বমঙ্গ[১] প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্।
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ ॥২৪৭॥

শোন, তুমি প্রশংসা করে বল, 'হে- অনন্তধন ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন অন্য কোনও দেবতা মরণশীল মানুষের সুখদায়ক নয়। হে অতিবল, তোমার উদ্দেশে স্তুতি বচন উচ্চারণ করি' ।।২৪৭।।

১. অঙ্গ অর্থ— প্রিয়।

ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ।
ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইৎপুর্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ[১] ॥২৪৮॥

হে ইন্দ্র! তুমি যশস্বী, সমৃদ্ধ, বলের পতি, মনুষ্যের ধারক হও। তুমি অত্যন্ত অপ্রতিরোধ্য চৈতন্যজ্যোতির আবরক কামাদি শত্রুদের একাই স্বয়ংপ্রেরিত হয়ে নষ্ট কর ।।২৪৮।।

১. চর্ষণী শব্দটি যাস্করচিত নিঘন্টুতে মনুষ্যবাচক বাদসূচীর অন্তর্গত। চর্ষণীধৃতিঃ কথাটির অর্থ— মনুষ্যদের ধারক।

ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে ॥২৪৯॥

আমরা ইন্দ্রকেই যজ্ঞের জন্য, এবং যজ্ঞ আরম্ভ হলে, যজ্ঞ চলাকালীন, (যজ্ঞীয়) ধনের ভাগ দান করার জন্য আহ্বান করি ।।২৪৯।।

ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভিস্তোমৈরনূষত ॥২৫০॥

হে বহুধন! আমার যে স্তুতিসকল তোমার প্রতি, সেগুলি বৃদ্ধি পাক। যে অগ্নিসম তেজস্বী, পবিত্র বিদ্বান্ স্তোতারা গীয়মান স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করেন, তাঁরাও বৃদ্ধি লাভ করুন ।।২৫০।।

উদু ত্যে মধুমত্তমা গির স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥২৫১॥

রথের ন্যায় সদাবিজয়ী, ধনকামী, অক্ষয়রক্ষাদানকারী শক্তিসম্পন্ন এই অতি মধুর স্তোত্রবাণীগুলি উচ্চ ভাব থেকে উচ্চারিত হয় ।।২৫১।।

যথা গৌরো অপা কৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব ।।২৫২।।

যেমন তৃষ্ণার্ত মৃগাদি জন্তু মরুভূমি জলের দ্বারা সংস্কৃত হলে সেই দিকে যায়, সেইভাবে (আমরা) স্তুতি করতে থাকলে আমাদের মিত্রতা লাভের জন্য শীঘ্র এস একসঙ্গে (আনন্দামৃত) পান কর ।।২৫২।।

তৃতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র; ৩য় মন্ত্রের দেবতা মিত্রাবরুণ ও আদিত্যগণ ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১ ভর্গ প্রাগাথ, ২।৮ রেভ কাশ্যপ, ৩ জমদগ্নি ভার্গব, ৪।৯ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি কাণ্ব), ৫।৬ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৭ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য) ।।

শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥২৫৩॥

হে অনন্ত পরাক্রমী, কর্ম ও বুদ্ধির অধিপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষণসহ সূর্যের মতো শোভন যশের সামর্থ্য দাও আর নিশ্চিতভাবে বিদ্যাদি ধনের (কর্মানুসারে) দাতা, তোমার অনুকূলে চলব ।।২৫৩।।

যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাং অসুরেভ্যঃ।

স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥২৫৪॥

হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! মেঘ বা দুষ্ট জনদের কাছ থেকে প্রকাশ বা আনন্দযুক্ত যে ভোগ্য বস্তু-সকল নিয়ে এসেছ, তার দ্বারা তোমার এই স্তবকারীকে এবং যারা তোমার জন্য যজ্ঞের বিস্তার করে তাদের বর্ধিত কর ।।২৫৪।।

প্র মিত্রায় প্রার্যম্ণে সচথ্যমৃতাবসো।

বরূথ্যে বরুণে ছন্দ্যং বচঃ স্তোত্রং রাজসু গায়ত ॥২৫৫॥

হে সত্যধন! প্রকাশমান দেবতাদের মধ্যে মিত্রের জন্য ভক্তিপূর্ণ বৈদিক ছন্দোবচনরূপ স্তোত্র গান কর, অর্যমার[১] জন্য গান কর এবং আশ্রয়দাতা (রাত্রির দেবতা) বরুণের জন্য গাও ।।২৫৫।।

১. অর্যমা— অন্ধকারনাশক দেব।

অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।

সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥২৫৬॥

হে ইন্দ্র! তুমি প্রথমে সোমপান করবে বলে স্তোত্রসমূহের দ্বারা সনাতন তোমার উদ্দেশে মেধাবী স্তোতারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাকে সিক্ত করে সামগান করছেন ।।২৫৬।।

প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চত।

বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা ॥২৫৭॥

হে প্রাণবায়ুগণ! তোমরা মহান ইন্দ্রের জন্য প্রকৃষ্টভাবে সামগান কর। পাপনাশক, শতকর্মা ইন্দ্র শতধারবিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা আলোর আবরককে নাশ করেন ।।২৫৭।।

বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্।

যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি ॥২৫৮॥

হে প্রাণবায়ুগণ! দেবতা ইন্দ্রের জন্য বৃহৎসাম গান কর, যাতে যজ্ঞবিস্তারকারী উপাসকগণ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক দিব্য জাগ্রত জ্যোতিকে (নিজ হৃদয়ে) উৎপন্ন করতে পারে ।।২৫৮।।

ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্‌পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥২৫৯॥

হে পরমেশ্বর! পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করেন, তেমনি তুমি আমাদের সুসংকল্প বা জ্ঞান দাও। হে বহুস্তুত সকলের নিয়ন্তা! তুমি আমাদের শিক্ষা দাও। এই পরমাত্মাতে আমরা জীবগণ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হই ।।২৫৯।।

মা ন ইন্দ্র পরা বৃণগ্‌ভবা নঃ সধমাদ্যে।
ত্বং ন উতী ত্বমিন্ন আপ্যং মা ন ইন্দ্র পরাবৃণক্‌ ॥২৬০॥

হে ইন্দ্র! আমাদের পরিত্যাগ কর না। আমাদের সঙ্গে আনন্দদায়ক যজ্ঞে তুমি আমাদের রক্ষক হও। তুমিই আমাদের বন্ধু। হে পরমেশ্বর! আমাদের ত্যাগ কর না ।।২৬০।।

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্‌পরি স্তোতার আসতে ॥২৬১॥

হে অন্ধকারনাশক! যারা সোম প্রস্তুত করেছে, যারা যজ্ঞ বিস্তার করেছে, সেই স্তুতিকর্তা আমরা নিশ্চয়। যেমন পবিত্র স্থানের জলাধারসমূহে জল সবদিক থেকে শান্তভাবে স্থিত হয়, সেভাবে শান্ত চিত্তে উপাসনা করি ।।২৬১।।

যদিন্দ্র নাহুষীষ্বা ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু।
যদ্বা পঞ্চক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা ॥২৬২॥

হে ইন্দ্র! মানুষের মধ্যে যে আত্মিক বল, শারীরিক বল আছে, অথবা পৃথিবী আদি পঞ্চভূতে যে বল আছে, এই যজ্ঞে সেইসব পৌরুষ বল দান কর ।।২৬২।।

চতুর্থ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি কাণ্ব), ২ রেভ কাশ্যপ, ৩ বৎস (ঋগ্বেদে অশ্বপুত্র বশ), ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৫ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৬ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ৭ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ মেধাতিথি বা মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ১০ কলি প্রাগাথ ।।

সত্যমিত্থা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽবিতা।
বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্বাবতি শ্রুতঃ ॥২৬৩॥

এটি সত্য যে তুমি (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) বর্ষণ কর। তুমি সর্বব্যাপক হয়ে বর্ষণ কর। তুমি আমাদের রক্ষক। এই জন্য বৃষা নামে তুমি খ্যাতি লাভ কর। দূরে এবং কাছে বৃষ নামে তুমি বিখ্যাত ।।২৬৩।।

যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্।
অতস্ত্বা গীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতাবাং আ বিবাসতি ॥২৬৪॥

হে শক্তিমান, তুমি দূর দেশে থাক অথবা হে অবিদ্যানাশক, সমীপবর্তী দেশে থাক, এখান থেকে সোমাভিষবকারী যজমান ঋত্বিক্‌গণের সঙ্গে অথবা কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহের সাহায্যে শীঘ্র তোমাকে স্তুতিসমূহের দ্বারা কাছে নিয়ে আসে ।।২৬৪।।

অভি বো বীরমন্ধসো মদেষু গায় গিরা মহা বিচেতসম্।
ইন্দ্রং নাম শ্রুত্যং শাকিনং বচো যথা ॥২৬৫॥

তোমাদের জন্য অন্ধকারকে যিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন, যিনি চেতনাকে জাগিয়ে তোলেন, শক্তিমান সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে মহানন্দে শ্রুতি বচনানুসারে স্তুতির দ্বারা সর্বতোভাবে গান কর ।।২৬৫।।

ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তয়ে।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥২৬৬॥

হে ইন্দ্র! ত্রিধাতু (বাত, পিত্ত, কফ)- বিশিষ্ট (দেহনামক) ঘরকে পৃথক কর এবং আমাকে এবং তোমার পূজাকারী এদের কল্যাণের জন্য (আধ্যাত্মিকাদি) তিন দুঃখরোধকারী প্রকাশময় আশ্রয় দাও ।।২৬৬।।

শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি ভাগং ন দীধিমঃ ॥২৬৭॥

সূর্য থেকে উৎপন্ন কিরণসমূহ যেমন সূর্য থেকেই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরকম এই সব যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে, যা উৎপন্ন হবে, বলের দ্বারা ধন ইন্দ্রেরই। আমরা নিজের ভাগ (যেমনভাবে পিতার ধন পুত্র নেয়) সেইভাবে ধারণ করি ।।২৬৭।।

ন সীমদেব আপ তদিষং দীর্ঘায়ো মর্ত্যঃ।
এতগ্বা চিদ্য এতশো যুযোজত ইন্দ্রো হরী যুযোজতে ॥২৬৮॥

হে নিত্য জীবাত্মা! ঈশ্বর বিনা মানুষ কোনও ভোগ্য বস্তু লাভ করতে পারে না। অশ্বের প্রভুই অশ্বকে (রথে) সংযুক্ত করেন এবং ইন্দ্র (চৈতন্যরূপ) কিরণকে (জীবদেহে) সংযুক্ত করেন ।।২৬৮।।

আ নো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্‌পরমজ্যা ঋচীষম ॥২৬৯॥

হে স্তুত্য, পরম শক্তিশালি, অন্ধকারনাশক ইন্দ্র! সকল যুদ্ধাদি বাধায় রক্ষার জন্য আমাদের বৈদিক স্তোত্র এবং সোমাভিষবগুলি আহ্বানযোগ্য ইন্দ্রকে সুশোভিত করুক ।।২৬৯।।

তবেদিন্দ্রাবমং বসু ত্বং পুষ্যসি মধ্যমম্।
সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি ন কিষ্টা গোষু বৃণ্বতে ॥২৭০॥

হে ইন্দ্র! নীচে পৃথিবীলোক তোমারই ধন, মধ্যস্থ অন্তরিক্ষলোক তুমিই পালন কর। পরম দ্যুলোকে তুমিই শোভা পাও, সমস্ত বিশ্বে একসঙ্গে শোভমান তোমাকে লোকসমূহে কেউ বাধা দিতে পারে না। (কারণ তুমি ব্যাপক) ।।২৭০।।

ক্বেযথ ক্বেদসি পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ।
অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎপুরংদর প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ ॥২৭১॥

হে যোদ্ধা, মন্থনকারী, দেহবন্ধনবিদারণকারী পরমেশ্বর! তুমি কোথায় গিয়েছ, কোথায় আছ? তোমার মন সর্বত্রই আছে। তুমি সকল স্থানে বর্তমান। সামগায়কগণ তোমার উদ্দেশে স্তুতি গান করছে ।।২৭১।।

বয়মেনমিদা হ্যোপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥২৭২॥

আমরা এই বজ্রধারীকেই অতীতে সর্বতোভাবে প্রসন্ন করেছি। আজ বিখ্যাত সোমযজ্ঞে অভিষুত সোম অবশ্যই নিয়ে এস এবং তাঁকে ভূষিত কর ।।২৭২।।

পঞ্চম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৩য় মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র বা বাস্তোষ্পতি; ৪ সূর্য, ৯ ইন্দ্রাগ্নি) ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১।৬ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ২ ভর্গ প্রাগাথ, ৩ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৪ জমদগ্নি ভার্গব, ৫।৭ দেবাতিথি কাণ্ব, ৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১০ মেধ্য কাণ্ব ।।

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠং যো বৃত্রহা গৃণে ॥২৭৩॥

যিনি মনুষ্যগণের রাজা, রথে গমন করেন, অপ্রতিহতরশ্মিযুক্ত, (কাম ক্রোধাদি) শত্রুকে হনন করেন, যিনি সংগ্রামে সকল সেনাদের ত্রাণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে স্তুতি করি ।।২৭৩।।

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥২৭৪॥

হে ইন্দ্র! যা থেকে আমরা ভয় পাই তার থেকে আমাদের নির্ভয় কর। হে ঐশ্বর্যশালী, তোমার (ভক্ত) আমাদের রক্ষার জন্য ওই অভয়দানে তুমি সমর্থ। শত্রুদের নাশ কর আর সংগ্রামে বিজয় দাও ।।২৭৪।।

বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাং সত্রং সোম্যানাম্।
দ্রপ্সঃ পুরাং ভেত্তা শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা ॥২৭৫॥

হে গৃহের পালক। তুমি সৌম্যস্বভাব প্রজাগণের স্থির গৃহস্তম্ভতুল্য আধার, কবচতুল্য রক্ষক। তুমি বৃষ্টি হয়ে বারবার অনন্ত শত্রুদুর্গ ভেঙ্গে দাও। পরম ঐশ্বর্যবান তুমি মুনিদের সখা ।।২৭৫।।

বণ্মহাঁ অসি সূর্য বডাদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহ্না দেব মহাঁ অসি ॥২৭৬॥

হে কর্মে প্রেরণাদাতা সূর্য! তুমি প্রকৃতই মহান। হে রসশোষণকারী। তুমি সত্যই মহান। সৎস্বরূপ তোমার মহিমা বিশাল। তুমি প্রশংসনীয়, হে জ্যোতির্ময়! মহৎ কর্মের দ্বারা তুমি মহান ।।২৭৬।।

অশ্বী রথী সুরূপ ইদ্গোমাং যদিন্দ্র তে সখা।
শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রৈর্যাতি সভামুপ ॥২৭৭॥

হে ইন্দ্র, যাঁরা তোমার সখা, তাঁরা সর্বব্যাপী, স্বাধীন, জ্যোতির্ময়, সুপ্রকাশ। তাঁরা পরাক্রম ও তেজ এবং মনোরম সহচরগণসহ একত্রে সভায় গমন করেন ।।২৭৭।।

যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥২৭৮॥

হে পরমেশ্বর! যদি দ্যুলোক শতসংখ্যক হয়, তবুও তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারবে না, আর যদি পৃথিবী শতসংখ্যক হয়, তবুও তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারবে না। হে বজ্রধারী, সহস্র সূর্য তোমাকে প্রকাশ করতে পারবে না। দ্যুলোক, ভূলোক তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারবে না, জাত কোনও বস্তুই তোমায় ব্যাপ্ত করতে পারবে না ।।২৭৮।।

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগ্ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরু নৃষূতো অস্যানবেহসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥২৭৯

হে পরমেশ্বর! যখন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিক থেকে তোমাকে মানুষেরা ডাকে, তখন সর্বত্র এক সঙ্গে সকলের সামনে তুমি থাক। হে সব থেকে অধিক তেজস্বী! মনুষ্যদের দ্বারা অতিশয় আহুত তুমি প্রত্যেক মানুষে আছ ।।২৭৯।।

কস্তমিন্দ্র ত্বা বসবা মর্ত্যো দধর্ষতি।
শ্রদ্ধা হি তে মঘবন্ পার্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি ॥২৮০॥

হে সমুজ্জ্বল ইন্দ্র! তোমাকে কোন মানুষ বলে অতিক্রম করতে পারে? যোগবলসম্পন্ন তোমার (ভক্ত) শ্রদ্ধাপূর্বক (মর্তের) ওপারে দ্যুলোকে নিশ্চয় তেজ লাভ করতে চায় ।।২৮০।।

ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎপদ্বতীভ্যঃ।
হিত্বা শিরো জিহ্বয়া রারপচ্চরৎত্রিংশৎপদা ন্যক্রমীৎ ॥২৮১॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই বিদ্যুৎ পদহীন হয়েও পদযুক্ত প্রাণিদের থেকে আগে আসে এবং শির ত্যাগ করেও জিহ্বা দ্বারা বার বার শব্দ করতে থাকে, তিরিশ পা অতিক্রম করে বিচরণ করে ।।২৮১।।

ইন্দ্র নেদীয় এদিহি মিতমেধাভিরূতিভিঃ।
আ শন্তম শন্তমাভিরভিষ্টিভিরা স্বাপে স্বাপিভিঃ ॥২৮২॥

হে ইন্দ্র! হে অতিসমীপ! পরিমিত বুদ্ধি ও রক্ষার সঙ্গে এস। হে সুখদাতা, অতিসুখদায়িকা অভিলষিত প্রাপ্তির সঙ্গে এস। নিদ্রাকালে স্বরূপে বন্ধুগণের সঙ্গে এস ।।২৮২।।

ষষ্ঠ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৫ মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয়) ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১ নৃমেধ আঙ্গিরস, ২।৩ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৫ পরুচ্ছেপ দৈবদাসি, ৬ বামদেব গৌতম, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ৮ ভর্গ প্রাগাথ, ৯।১০ মেধ্যাতিথি বা মেধ্যাতিথি কাণ্ব ।।

ইত উতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
আশুং জেতারং হোতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্রিয়াবৃধম্ ॥২৮৩॥

তোমাদের মঙ্গলের জন্য, জরাহীন, সকলের প্রেরক, স্থির, ব্যাপক, বিজয়ী, সর্বত্রগামী, দেহরূপ রথের শ্রেষ্ঠ চালক, অপ্রতিহত, শুদ্ধসত্ত্বের অনুগ্রহকারীকে প্রাপ্ত হও! ।।২৮৩।।

মো ষু ত্বা বাঘতশ্চ নারে অস্মন্নি রীরমন্।
আরাত্তাদ্বা সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি ॥২৮৪॥

বিদ্বান ঋত্বিক্‌গণ আমাদের থেকে দূর দেশে যেন স্তুতি না করেন, কিন্তু সমীপে বসে যেন স্তুতি করেন। আমাদের কাছে এসে অবশ্যই যজ্ঞভূমিকে প্রাপ্ত হও। অথবা আমাদের অন্তঃকরণে থেকে প্রার্থনা শ্রবণ কর ।।২৮৪।।

সুনোত সোমপাব্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
পচতা পক্তীরবসে কৃণুধ্বমিৎপৃণন্নিৎপৃণতে ময়ঃ ॥২৮৫॥

সোমপায়ী বজ্রধারী ইন্দ্রের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব প্রস্তুত কর। রক্ষার নিমিত্ত সিদ্ধির যোগ্য সাধন কর। এমন কাজ করে যাতে প্রীত হয়ে তিনি সুখ দান করেন ॥২৮৫॥

যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্।
সহস্রমন্যো তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে ॥২৮৬॥

হে সহস্রতেজা! হে বহুবল! হে সৎপুরুষের রক্ষক! যিনি একসঙ্গে সবকিছু নাশ করতে পারেন, যিনি বিশিষ্ট সংস্কারক, সংগ্রামে আমাদের বৃদ্ধির জন্য উপস্থিত থাকেন, সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি ॥২৮৬॥

শচীভির্নঃ শচীবসূ[১] দিবা নক্তং দিশস্যতম্।
মা বাং রাতিরুপদসৎকদাচনাস্মদ্রাতিঃ কদাচন ॥২৮৭॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের দিবারাত্র দক্ষতা ও ধন দাও। কর্মসমূহ সহ তোমার দান যেন কখনও ক্ষীণ না হয়। আমাদের হব্য দানও যেন কখনও ক্ষীণ না হয় ॥২৮৭॥

১. শচীবসু- অশ্বিদ্বয়= অহোরাত্র অথবা দেশ ও কাল।

যদা কদা চ মীঢুষে স্তোতা জরেত মর্ত্যঃ।
আদিদ্বন্দেত বরুণং বিপা গিরা ধর্ত্তারং বিব্রতানাম্ ॥২৮৮॥

স্তুতিকারী মানুষ যখন দানবর্ষণকারী পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তুতি করে, তখনই বিবিধ কর্মের ধারক, বরণ করার যোগ্য পরমাত্মাকে বিদ্বান স্তুতিবাণী সহ বন্দনাও করুক ॥২৮৮॥

পাহি গা অন্ধসো মদ ইন্দ্রায় মেধ্যাতিথে।
যঃ সংমিশ্লো হর্যোর্যো হিরণ্যয় ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥২৮৯॥

হে শুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ অতিথি! পরমেশ্বরের (ইন্দ্রের) প্রাপ্তির জন্য অন্ধকারের আনন্দে মত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে রক্ষা কর। জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর (ইন্দ্র), যিনি (অবিদ্যার দ্বারা) হরণযোগ্যের (জীবাত্মা ও মনের) সঙ্গে ব্যাপকভাবে মিশে থাকেন, তিনি বজ্রবলে অন্ধকার নাশকারী তেজস্বরূপ ॥২৮৯॥

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবান্‌ৎসোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥২৯০॥

সম্মুখে উচ্চারিত আমাদের স্তুতি ও বন্দনা ইন্দ্র শুনুন এবং অতিবল ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র সোমপানের জন্য মন ও বুদ্ধিসহ আগমন করুন ।।২৯০।।

মহে চ ন ত্বাদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দীয়সে।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ ॥২৯১॥

হে মেঘের ধারক, দুষ্টের তাড়ণকারী শতধন! তুমি মহান মূল্যের বিনিময়েও ত্যাগের যোগ্য নও, সহস্র ধনের জন্য, দশ সহস্রের জন্য, তার থেকে বেশির জন্যও নয় ।।২৯১।।

বস্যাং ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ।
মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বসো বসুত্বনায় রাধসে ॥২৯২॥

হে দয়ালু ইন্দ্র! আমার পালনকারী পিতা ও ভ্রাতার থেকে তুমি বেশি ধনশালী এবং আমার জননীমান তুমি ধন ও শক্তির জন্য আমায় পোষণ কর ।।২৯২।।

সপ্তম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৭ মন্ত্রের দেবতা বহু) ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২।৬।৭ বামদেব গৌতম, ৩ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব অথবা বিশ্বামিত্র, ৪ নোধা গৌতম, ৫ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি), ৮ শ্রুষ্টিগু কাণ্ব (বালখিল্য), ৯ মেধ্যাতিথি বা মেধাতিথি কাণ্ব, ১০ নৃমেধ আঙ্গিরস ।।

ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
তাং আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যোক আ ॥২৯৩॥

হে বজ্রহস্ত! এই ধারণশক্তিসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্বসুধা ইন্দ্রের জন্য সুসম্পন্ন হয়েছে। আনন্দের জন্য তা পান করতে (প্রাণ ও অপানরূপ) রশ্মিদ্বয়ের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে এস ।।২৯৩।।

ইম ইন্দ্র মদায় তে সোমাশ্চিকিত্র উক্থিনঃ।
মধোঃ পপান উপ নো গিরঃ শৃণু রাস্ব স্তোত্রায় গির্বণঃ ॥২৯৪॥

হে বাণীর দ্বারা স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! মধুরভাষী স্তুতিকর্তাদের এই শুদ্ধ সৎ আনন্দের নিমিত্ত হয়, রোগ নিরাময় করে। আমাদের বাক্য স্তোত্রের জন্য। তুমি শোন এবং রক্ষাকারী তুমি অভীষ্ট পদার্থ দাও ॥২৯৪॥

আ ত্বাদ্য সবর্দুঘাং হুবে গায়ত্রবেপসম্।
ইন্দ্রং ধেনুং সুদুঘামন্যামিষমুরুধারামরঙ্কৃতম্ ॥২৯৫॥

আজ স্তুতিগানের দ্বারা উৎসাহিত ইন্দ্র তোমাকে আহ্বান করি, যে তুমি সুদোহনযোগ্য দুগ্ধবতী গাভীর মতো প্রবলধারায় অমৃতবর্ষণকারী এবং অন্য ইষ্ট বস্তু প্রদানের জন্য প্রস্তুত হয়েছ ॥২৯৫॥

ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো বরন্ত ইন্দ্র বীডবঃ।
যচ্ছিক্ষসি স্তুবতে মাবতে বসু ন কিষ্টদা মিনাতি তে ॥২৯৬॥

হে ইন্দ্র! বিশাল ও দৃঢ় পর্বতগুলিও তোমাকে নিবৃত্ত করতে পারে না। স্তুতিকারী আমাদের মতো ভক্তকে যে ধন দাও, সেই (ধনকেও) কেউ বাধা দিতে পারে না ॥২৯৬॥

ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥২৯৭॥

শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হওয়ার পর (বায়ু আদি দেবতাসহ) একসঙ্গে পানকারী এঁকে কোন শক্তি ধারণ করতে পারে? সোমরসগ্রহণে তৃপ্ত তিনি তেজে পূর্ণ হয়ে দেহ দুর্গ ভেঙে দেন ॥২৯৭॥

যদিন্দ্র শাসো অব্রতং চ্যাবয়া সদসস্পরি।
অস্মাকমংশুং মঘবন্ পুরুস্পৃহং বসব্যে অধি বর্হয় ॥২৯৮॥

হে ইন্দ্র! কর্মনিষ্ঠাহীনকে শাসন কর, আমাদের যজ্ঞগৃহের চারদিক থেকে দূর কর। হে ঐশ্বর্যশালী! অত্যন্ত কাম্য জ্যোতিকে এই ঐশ্বর্যস্থলে সবদিক থেকে বাড়িয়ে তোল ॥২৯৮॥

ত্বষ্টা নো দৈব্যং বচঃ পর্জন্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরদিতির্নু পাতু নো দুষ্টরং ত্রামণং বচঃ ॥২৯৯॥

অগ্নি, বেদমন্ত্র, মেঘ, সূর্য, দ্যুলোক এখন আমাদের পুত্র ও ভ্রাতাসহ রক্ষা করুন। আমাদের রক্ষক স্তুতিবাক্য অনতিক্রমণীয় হোক ॥২৯৯॥

কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে।
উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥৩০০॥

হে ইন্দ্র! হে পরমধনবান! তুমি কখনও পরিত্যাগ কর না। (বিদ্যাদি ধন) দাতাকে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই (কর্মফল) অনুসরণ করে। দেবতার (কর্মানুসারী) দান পুনর্জন্মেও অবশ্যই সমৃদ্ধ হয় ।।৩০০।।

যুঙ্‌ক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম হরী ইন্দ্র পরাবতঃ।
অর্বাচীনো মঘবন্‌ৎসোমপীতয় উগ্র ঋষ্বেভিরা গহি ॥৩০১॥

হে পরম ঐশ্বর্যশালী, বলিষ্ঠ, অজ্ঞাননাশক ইন্দ্র! তুমি অবশ্যই তোমার থেকে দূরে চলে যাওয়া অশ্বদুটিকে (প্রাণ ও অপান) তোমার সঙ্গে যুক্ত কর। ফিরে আসলে তুমি সোমপানের জন্য তোমার মহান গুণগুলি সহ এস ।।৩০১।।

ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ।
স ইন্দ্র স্তোমবাহস ইহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমা গহি ॥৩০২॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তোমাকে স্তবকারী কর্মী মানুষেরা অতীতে এবং বর্তমানে তোমাকে আপ্যায়িত করেছে। সেই তুমি এখানে এসে শোন এবং চলে এস ।।৩০২।।

অষ্টম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ১ উষা; ২।৩ অশ্বিদ্বয়; ৪-১০ ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৪ মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয়) ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি - ১।২।৭।৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ বৈবস্বত অশ্বিদ্বয়, ৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৫ মেধাতিথি-মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৬ দেবাতিথি কাণ্ব, ৯ নৃমেধ আঙ্গিরস ১০ নোধা গৌতম ।।

প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যুচ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
অপো মহী বৃণুতে চক্ষুষা তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ॥৩০৩॥

অন্ধকার নাশ করতে করতে আগমনরতা দ্যুলোকের কন্যা আবির্ভূতা হলেন। মহতী উষা দর্শন দিয়ে অন্ধকার নিবৃত্ত করলেন। জ্যোতিকে বিস্তার করলেন ।।৩০৩।।

ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ ॥৩০৪॥

হে উজ্জ্বল সূর্য, বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চৈতন্যসম্পন্ন জীবাত্মা ও চন্দ্র (পরমাত্মা), জ্যোতিপ্রার্থী এই সকল মানুষ তোমাদের দুজনকে আহ্বান করে। এই আমিও তোমাদের রক্ষা করার জন্য আহ্বান করছি, যেহেতু, হে শক্তিমান্ (অশ্বিদ্বয়)! শক্তি ও আলোকদানকারী তোমরা প্রত্যেক জনের কাছে যাও ।।৩০৪।।

কুষ্ঠঃ কো বামশ্বিনা তপানো দেবা মর্ত্যঃ।
ঘ্নতা বামশ্ময়া ক্ষপমাণোংশুনেত্থমু আদ্বন্যথা ॥৩০৫॥

হে সূর্য ও চন্দ্র! পৃথিবীতে স্থিত কোন মানুষ তোমাদের দুজনকে প্রকাশ করতে পারে? তোমাদের দুজনের জন্য পাথরে নিষ্পিষ্ট সোমের দ্বারা ক্ষীণ যজমান তোমাদের মতো এইভাবে জ্যোতিষ্মান হয় ।।৩০৫।।

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু।
তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥৩০৬॥

হে সূর্য ও চন্দ্র! তোমাদের জন্য দিব্য যজ্ঞে এই অতিমধুর সোম অভিষুত হয়েছে। দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণে পান কর এবং হব্যদাতার জন্য রমণীয় পদার্থ ধারণ কর ।।৩০৬।।

আ ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং জ্যা।
ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু[১] চুক্রুধং ক ঈশানং ন যাচিষৎ ॥৩০৭॥

হে ইন্দ্র! সোমরসধারা ও জয়শীল স্তুতিসহ আমি সর্বদা তোমার কাছে প্রার্থনাকারী। আমি বন্য পশুর প্রতি যেন ক্রোধ না করি। তিন বেলা সবনের সময় ঈশ্বরের কাছে কে না প্রার্থনা করে? ।।৩০৭।।

১. সবনেষু- প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন- এই তিনবেলার যজ্ঞকর্ম।

অধ্বর্যো দ্রাবয়া ত্বং সোমমিন্দ্রঃ পিপাসতি।
উপো নূনং যুযুজে বৃষণা হরী আ চ জগাম বৃত্রহা ॥৩০৮॥

হে অধ্বর্যু! তুমি সোমের দ্রবণ প্রস্তুত কর। ইন্দ্র পান করতে চান। শক্তিমান ব্যাপক অশ্বদুটিকে (প্রাণ ও মন) তিনি উপযুক্ত করেছেন। অজ্ঞান নাশ করে (ইন্দ্র) এসে গেছেন ॥৩০৮॥

অভীষতস্তদা ভরেন্দ্র জ্যায়ঃ কনীয়সঃ।
পুরূবসুর্হি[১] মঘবন্বভূবিথ ভরেভরে চ হব্যঃ ॥৩০৯॥

হে পরমৈশ্বর্যশালী! বড় ছোট যা কিছু প্রার্থনা তা পূর্ণ কর, কারণ তুমি বহুধন হও এবং প্রত্যেক সংগ্রামে তুমি আহ্বানযোগ্য ॥৩০৯॥

১. পুরূবসুঃ- বহুধনবিশিষ্ট।

যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্দধিষে রদাবসো ন পাপত্বায় রংসিষম্ ॥৩১০॥

তোমার যত ধন আছে, আমি যদি ততটা ধনের স্বামী হই, তাহলে ধর্মাত্মাকে ধারণ পোষণ করব। হে ধনদাতা! পাপ কর্মের জন্য দেব না ॥৩১০॥

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥৩১১॥

হে ইন্দ্র! (কামাদিশত্রু) সংগ্রামে শত্রুসেনাদের তুমি তিরস্কৃত কর। তুমি জনক, অজ্ঞাননাশক, পাপহরণকারী, আক্রমণকারীকে তুমি নাশ কর ॥ ৩১১॥

প্র যো রিরিক্ষ ওজসা দিবঃ সদোভ্যস্পরি।
ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র পার্থিবমতি বিশ্বং ববক্ষিথ ॥৩১২॥

হে ইন্দ্র! যে তুমি বলের দ্বারা দ্যুলোকের পরিমণ্ডলকে ছাপিয়ে যাও, সেই তোমাকে পৃথিবীর মলিনতা ব্যাপ্ত করতে পারে না। বিশ্বসংসারকে তুমি পার করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা কর ॥৩১২॥

নবম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৫ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ; ৮ মন্ত্রের দেবতা বেন) ।। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ।। ঋষি - ১।২।৬ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ গাতু আত্রেয় অথবা গৃৎসমদ, ৪ পৃথু বৈন্য, ৫ সপ্তগু আঙ্গিরস, ৭ গৌরিবীতি শাক্ত্য, ৮ বেন ভার্গব, ৯ বৃহস্পতি বা নকুল, ১০ সুহোত্র ভারদ্বাজ ।।

অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ।
বোধামসি ত্বা হর্যশ্ব[১] যজ্ঞৈর্বোধা ন স্তোমমন্ধসো মদেষু ॥৩১৩॥

জ্যোতির্ময় সৌম্য সত্ত্বসুধা আমরা উৎপন্ন করেছি। এতে ইন্দ্র রুচি অভিব্যক্ত করেছেন। হে জ্যোতিহরণশীল গতিবান! যজ্ঞের দ্বারা দেবতা তোমাকে আমাদের (শ্রদ্ধার) বোধ করাই। উত্তম শুদ্ধসত্ত্বসুধার আনন্দের নিমিত্ত আমাদের স্তুতি স্বীকার কর ।।৩১৩।।

১. হর্যশ্ব— রশ্মির অধিপতি যিনি রসহরণ করেন।

যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে অকারি তমা নৃভিঃ পুরূহূত প্র যাহি।
অসো যথা নোঽবিতা বৃধশ্চিদ্দদো বসূনি মমদশ্চ সোমৈঃ ॥৩১৪॥

হে ইন্দ্র! এই বিশ্রামস্থানে তোমার আসন তৈরি করেছি। হে বহুরূপে আহুত! সেখানে সপার্ষদ এসে বস, যাতে তুমি আমাদের রক্ষক এবং বর্ধক হতে পার। আমাদের (বিদ্যাদি) ধনসকল দাও। সোমরসসমূহ দ্বারা হর্ষান্বিত হও ।।৩১৪।।

অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্বদ্বধানাং অরম্ণাঃ।
মহান্তমিন্দ্র পর্বতং বি যদ্বঃ সৃজদ্ধারা অব যদ্দানবান্হন্ ॥৩১৫॥

জলের উৎস মেঘকে তুমি বিদীর্ণ করেছ। আকাশকে মেঘশূন্য করেছ। ক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলকে তুমি স্থির জল করেছ, জলদায়ক তুমি মেঘকে নষ্ট করেছ এবং জলপ্রবাহ বর্ষণ করেছ। পর্বতাকার মেঘকে বিনষ্ট করেছ। আধ্যাত্মিক পক্ষে তুমি মিথ্যাজ্ঞানের আশ্রয় অবিদ্যাকে বিদীর্ণ করেছ, হৃদয়কে অবিদ্যাশূন্য করেছ। ক্ষুব্ধ মনের বিক্ষোভকে শান্ত করেছ। অবিদ্যা নাশ করেছ। জ্ঞানধারা বর্ষণ করেছ। পর্বতাকার অবিদ্যার বাধাকে বিমষ্য করেছ ।।৩১৫।।

সুম্বাণাস ইন্দ্র স্তুমসি ত্বা সনিষ্যন্তশ্চিত্তুবিনৃম্ণ বাজম্।
আ নো ভর সুবিতং যস্য কোনা তনা ত্মনা সহ্যামাত্বোতাঃ ॥৩১৬॥

হে ইন্দ্র! সোম অভিষবকারী এবং ধন পেতে ইচ্ছুক আমরা তোমাকে স্তুতি করি। হে বহুবল! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা যে ধন কামনা করি, সেই প্রাপ্তিযোগ্য ধন আমাদের দাও। আমরা নিজেদের দ্বারা তোমার কৃপায় সেই বিস্তৃত ধন পাব ।।৩১৬।।

জগৃহ্যা তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তং বসূযবো বসুপতে বসূনাম্।
বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥৩১৭॥

হে ইন্দ্র! তুমি ধনসমূহের ধনপতি। ধনাকাঙ্ক্ষী আমরা তোমার (উৎসাহযুক্ত) দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করলাম। হে বীর! জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়াধিপতি তোমাকে আমরা জানি। আমাদের জন্য বিচিত্র ধন বর্ষণ কর ।।৩১৭।।

ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ।
শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কাম আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥৩১৮॥

যখন মানুষ সংগ্রামে ইন্দ্রকে আশ্রয় করে, তখন সেই উত্তরণযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিগুলি যুক্ত হয়। বীর ইন্দ্র মানুষকে ঐশ্বর্য প্রদান করেন। (হে ইন্দ্র!) তুমি যশ কামনাকারী আমাদের জ্যোতির্ময় পথে সৎকারপূর্বক রক্ষা কর ।।৩১৮।।

বয়ঃ সুপর্ণা উপ সেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যাস্মান্নিধয়েব বদ্ধান্ ॥৩১৯॥

গমনশীল পক্ষীর ন্যায় জীবাত্মা—যাঁরা যজ্ঞপ্রিয় ঋষি—তাঁরা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনাপূর্বক উপস্থিত হলেন— অজ্ঞানান্ধকার দূর কর। জ্ঞানকে প্রকাশ কর। পাশবদ্ধের মতো মোহবদ্ধ আমাদের মুক্ত কর ।।৩১৯।।

নাকে সুপর্ণমুপ যৎপতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ ॥৩২০॥

যেমনভাবে দ্যুলোকে পতনশীল হিরণ্ময় পক্ষযুক্ত, বৃষ্টিকারক বায়ুর দূত, বিদ্যুৎসম্বন্ধী অগ্নির স্থানে বর্তমান পক্ষিতুল্য আকাশে স্থিত সূর্যকে হৃদয় দিয়ে কামনাকারী মানুষগণ সবদিক থেকে দেখে তেমনভাবে তোমাকেও দেখে ।।৩২০।।

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ ॥৩২১॥

পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথম উৎপন্ন বিশাল সূর্যমণ্ডলকে বিস্তৃর্ণ করলেন। তিনি নিম্নে অন্তরিক্ষে উৎপন্ন এই সূর্যমণ্ডলের সমীপে পরিমাপযোগ্য সীমা ছাড়িয়ে জ্যোতির্ময় বিশেষ স্থান বিবৃত করলেন। ব্যক্ত এবং অব্যক্তের গর্ভকে বিবৃত করলেন ।।৩২১।।

অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ মহে বীরায় তবসে তুরায়।
বিরপ্শিনে বজ্রিণে শন্তমানি বচাংস্যাস্মৈ স্থবিরায় তক্ষুঃ ॥৩২২॥

মহান বীর, বলবান, শীঘ্র গতিসম্পন্ন, প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন, বজ্রধারী, জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রত্যক্ষ এই ইন্দ্রের জন্য অভিনব, সুখকারী বহু স্তুতিবাক্য রচনা করি ।।৩২২।।

দশম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৯ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ ১-৫, ৭-৯ ত্রিষ্টুপ্, ৬ বিরাট্ ।। ঋষি - ১।২।৪ দ্যুতান মারুত (ঋগ্বেদে তিরশ্চী আঙ্গিরস), ৩ বৃহদুক্থ, বামদেব্য, ৫ বামদেব গৌতম, ৬।৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৯ গৌরিবীতি শাক্ত্য ।।

অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদীয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নীহিতিং নৃমণা অধদ্রাঃ ॥ ৩২৩॥

কৃষ্ণ (চিন্তন) বৃষ্টি স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত (বুদ্ধিকে) ঘিরে ছিল। দশ দশ সহস্র বল নিয়ে ইন্দ্র নিকটে এলেন এবং শক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা তাকে দগ্ধ করে মানুষের মন থেকে দূর করলেন ।।৩২৩।।

বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ।
মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি ॥৩২৪॥

(হে ইন্দ্র)! সকল (তৈজস) ইন্দ্রিয়গুলি, যারা তোমার সখা, অজ্ঞানান্ধকারের নিঃশ্বাস থেকে পালিয়ে এসে তোমায় ত্যাগ করল না। প্রাণবায়ুগুলির সঙ্গে তোমার মিত্রতা হোক, তারপর সকল সংগ্রামে জয় লাভ কর ।।৩২৪।।

বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥৩২৫॥

সত্যের পুত্র, শক্তিমান্, একাকী বিচরণশীল, বহুর সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষীণশক্তিকে বার্ধক্য গ্রাস করে। দেবতার কাব্যের মহত্ত্ব দেখ— আজ যে মৃত, কাল সে গৌরবযুক্ত ছিল ।।৩২৫।।

ত্বং হ ত্যৎসপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র।
গূঢে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিন্দো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥৩২৬॥

হে ইন্দ্র! তুমি নিশ্চয় সেই কারণে সপ্তলোকের অশত্রুদের জন্য প্রকটীভূত হলে। শত্রু হয়ে অন্ধকারে আবৃত আকাশ ও পৃথিবীকে তুমি জয় করলে এবং শশ্বৎকালীন সর্বব্যাপী ভুবনগুলির জন্য সংগ্রাম করলে ।।৩২৬।।

মেডিং ন ত্বা বজ্রিণং ভৃষ্টিমন্তং পুরুধস্মানং বৃষভং স্থিরপ্স্নুম্।
করোষ্যর্যস্তরুষীর্দুবস্যুরিন্দ্র দ্যুক্ষং বৃত্রহণং গৃণীষে ॥৩২৭॥

হে ইন্দ্র! প্রভু, তুমি জয় কর। বজ্রধারী, তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী, প্রজ্ঞাবান, শক্তিশালী, স্থিররূপ জ্যোতির্ময় অন্ধকারনাশক তোমাকে সখার মতো শুশ্রূষা করতে চাই ও স্তব করি ।।৩২৭।।

প্র বো মহে মহে বৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চর চর্ষণিপ্রাঃ ॥৩২৮॥

তোমাদের মহান্ বৃদ্ধিকারী, মহান প্রজ্ঞাবানের উদ্দেশে স্তুতি কর। অনুকূলতা কর। (হে ইন্দ্র!) মনুষ্যদের পালক তুমি, সনাতনী প্রজাদের অনুকূল রাখ ।।৩২৮।।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্‌ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানি॥৩২৯॥

সুখদায়ী, ঐশ্বর্যশালী, মনুষ্যগণের মধ্যে উত্তম, এই জয়ের ধন প্রদানকালে শ্রবণকারী, প্রচণ্ড বলশালী যিনি সংগ্রামে অন্ধকারকে নাশ করেন এবং ধন জয় করেন, সেই ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য আহ্বান করি ।।৩২৯।।

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত অবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ।
আ যো বিশ্বানি শ্রবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি ॥৩৩০॥

হে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী মানুষ! অতি মহান প্রখ্যাত ইন্দ্রসম্বন্ধীয় আমার বেদোক্ত স্তুতিগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে শোন, এবং যিনি ধনের দ্বারা সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করেন, সেই ইন্দ্রকে সংগ্রামের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি কর ।।৩৩০।।

চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ।
পৃথিব্যামতিষিতং যদুধঃ পয়ো গোম্বদধা ওষধীষু ॥৩৩১॥

এঁর যে (আত্মারূপী) চক্র জলাদিতে স্থিত, সেই চক্র এঁর জন্য জলকে সবদিকে ছাপিয়ে তোলে, পৃথিবীতে নিষিক্ত জলধারা গবাদি পশু ও ওষধিসমূহে রসের আধান করে ।।৩৩১।।

একাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ১ তার্ক্ষ্য, ২-৬।৮।১০ ইন্দ্র, ৭ পর্বত ও ইন্দ্র, ৯ যম বৈবস্বত ।। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ।। ঋষি - ১ অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য, ২ ভরদ্বাজ (ঋগ্বেদে গর্গ ভারদ্বাজ), ৩ বিমদ ঐন্দ্র, বসুকৃৎ বা বাসুক (ঋগ্বেদে প্রাজাপত্য), ৪।৫।৬।৯ বামদেব গৌতম (ঋগ্বেদে ৯ যম বৈবস্বত), ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৮ রেণু বৈশ্বামিত্র, ১০ গৌতম রাহুগণ ।।

ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতং সহোবানং তরুতারং রথানাম্।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥৩৩২॥

সেই দ্রুতগতি, দেবগণ দ্বারা উদ্দীপিত, মহাবলী, (দেহরূপ) রথজয়ী, যাঁর রথচক্র নিরাপদ, শত্রুজয়ী, ব্যাপক সেই (প্রাণবায়ুরূপ) অশ্বকে কল্যাণের জন্য এইখানে (এই দেহে) সুষ্ঠুরূপে আহ্বান করি ।।৩৩২।।

ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।
হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রমিদং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ ॥৩৩৩॥

পালক ইন্দ্রকে, রক্ষক ইন্দ্রকে, প্রতি যজ্ঞে যিনি সহজেই আহ্বানযোগ্য, সেই বীর ইন্দ্রকে শক্তিমান ও বহুবার আহুত ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র এই আহ্বান শীঘ্র জ্ঞাত হন ।।৩৩৩।।

যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যা বিব্রতানাম্।
প্র শ্মশ্রুভির্দোধুবদূর্ধ্বধা ভুবদ্বি সেনাভির্ভয়মানো বি রাধসা ॥৩৩৪॥

দক্ষিণহস্তে বজ্রধারণকারী, বিবিধ কর্মবহনকারীদের মার্গোপদেশক ইন্দ্রকে পূজা করি। ধন থেকে বিযুক্ত হয়ে, সেনাদের থেকে বিযুক্ত হয়ে, ভয়ে ভীত শত্রু এদিক ওদিক পালাতে থাকবে এবং মূর্ছিত হয়ে বিতাড়িত হবে ।।৩৩৪।।

সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং মহামপারং বৃষভং সুবজ্রম্।
হন্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ ॥৩৩৫॥

যিনি উদার, সুন্দর ধনের অধিকারী, অন্ধকারনাশকারী, এবং ঐশ্বর্য ভাগ করে ধন দান করেন, সেই অতিবল শত্রুর নাশক, সাহসী, কঠিন, মহান, অলঙ্ঘণীয়, পুরস্কারবর্ষণকারী, ন্যায়ানুযায়ী দণ্ডদাতা ইন্দ্রের ভজনা করি ।।৩৩৫।।

যো নো বনুষ্যন্নভিদাতি মর্ত উগণা বা মন্যমানস্তুরো বা।
ক্ষিধী যুধা শবসা বা তমিন্দ্রাভী ষ্যাম বৃষমণস্ত্বোতাঃ ॥৩৩৬॥

হে ইন্দ্র! হে রাজা! যে অতিমানী অথবা হিংসক মানুষ আমাদের অথবা আমাদের বর্ধিত সেনাদের হত্যা করার জন্য সম্মুখে আসে, তাকে নষ্ট কর। তাকে তোমার দ্বারা রক্ষিত বলবান আমরা বলের দ্বারা অথবা যুদ্ধের দ্বারা অভিভূত করব ।।৩৩৬।।

যং বৃত্রেষু ক্ষিতয় স্পর্ধমানা যং যুক্তেষু তুরযন্তো হবন্তে।
যং শূরসাতৌ যমপামুপজ্মন্যং বিপ্রাসো বাজয়ন্তে স ইন্দ্রঃ ॥৩৩৭॥

অজ্ঞানরূপ শত্রু সামনে এলে বীর মানুষ শত্রুকে পরাজিত করতে চেয়ে যাঁকে আহ্বান করে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রু নিধন করার সময় যাঁকে আহ্বান করে, বীর্যপূর্ণ সংগ্রামে, কর্মফলভোগের পথে যাকে আহ্বান করে, জ্ঞানিগণ যাঁকে আত্মশক্তি লাভের জন্য আহ্বান করেন, তিনি ইন্দ্র ।।৩৩৭।।

ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আ বহতং সুবীরাঃ।
বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভিরিডয়া মদন্তা ॥৩৩৮॥

সুবীর্যশালী হে দিব্যস্বভাব বজ্র বিদ্যুতের প্রভু ও পর্বতপ্রমাণ বর্ষণকারি! বিশাল রথে আগত রমণীয় ধনের বর্ষণ নিয়ে এস। অহিংসিত যজ্ঞে হবণীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হও। বেদমন্ত্রসহ স্তুতির দ্বারা হৃষ্ট হয়ে তুমি বৃদ্ধি পাও ।।৩৩৮।।

ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রৈরয়ৎসগরস্য বুধ্নাৎ।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়ৌ শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥৩৩৯॥

ইন্দ্রের উদ্দেশে অবিরত স্তুতিসমূহ করা হচ্ছে, যিনি অন্তরিক্ষের সূর্য থেকে জলকে প্রেরণ করেছেন, যিনি অক্ষের মতো শক্তিপূর্ণ সহায়ক হয়ে চক্রতুল্য ঘূর্ণমান পৃথিবী ও দ্যুলোককে সব দিক থেকে স্তম্ভিত করেছেন ।।৩৩৯।।

আ ত্বা সখায়ঃ সখ্যা ববৃত্যুস্তিরঃ পুরূ চিদর্ণবাং জগম্যাঃ।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অস্মিন্‌ক্ষয়ে প্রতরাং দীধ্যানঃ ॥৩৪০॥

তোমার ভক্তেরা সখ্যসহ তোমার কাছে ফিরে যাক। বিক্ষুব্ধ অন্তরিক্ষে (মনে) চৈতন্যপুরুষ অদৃশ্য হয়ে ব্যাপ্ত আছেন। এই ক্ষয়িষ্ণু নিবাসস্থলে অত্যন্ত দীপ্যমান হয়ে পুত্রকে যেমন পিতা ধারণ করেন, সেইভাবে বিধাতা, তুমি (ভক্তকে) ধারণ করো ।।৩৪০।।

কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হণায়ূন্।
আসন্নেষামপ্সুবাহো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎস জীবাৎ ॥৩৪১॥

দিব্য নিয়মের রথে শক্তিশালী, অমৃতের প্রবাহকে নিয়ে আসা, জ্বলন্ত, ভয়ানক, আনন্দদায়ক জ্যোতিগুলিকে কে মুক্ত করেন? যিনি এগুলিকে নিজের আশ্রয় জানেন এগুলিকে পুষ্ট করেন, এগুলিকে বাড়িয়ে তোলেন তিনি চিরজীবী হন। ।।৩৪১।।

দ্বাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ২ জেতা মাধুচ্ছন্দস, ৩।৬ গৌতম রাহুগণ, ৪ অত্রি ভৌম, ৫।৮ তিরশ্চী আঙ্গিরস, ৭ নীপাতিথি কাণ্ব, ৯ বিশ্বামিত্র গাথিন, ১০ শংযু বার্হস্পত্য অথবা তিরশ্চী আঙ্গিরস ।।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥৩৪২॥

হে বহুকর্মা (বা, হে বহুবুদ্ধি) ইন্দ্র! সামগানে কুশলগণ আপনার গান করেন, অর্চনাকুশলগণ আপনার পূজা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ উচ্চবংশজাত আপনার প্রশংসা করেন ।।৩৪২।।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥৩৪৩॥

যিনি আকাশব্যাপী ঈশ্বর, রথীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী, বলের রক্ষক, জাত সকল বস্তুর প্রভু, সেই ইন্দ্রকে সকল স্তুতিবাক্য শক্তিশালী করে তুলুক ।।৩৪৩।।

ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে ॥৩৪৪॥

হে ইন্দ্র! এই সম্যকরূপে সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ অমৃত আনন্দ পান কর। এই পবিত্র উজ্জ্বল (হৃদয়ের) ঘরে সত্যের ধারা তোমার অভিমুখে ক্ষরিত হবে ।।৩৪৪।।

যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যা ভর ॥৩৪৫॥

হে বজ্রধারী, ধনশালী, বিচিত্র ইন্দ্র! এখানে যে ধন আমার নেই তা তুমি দিয়েছ। ওই ধন আমার জন্য দুহাত ভরে দাও ।।৩৪৫।।

শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি।
সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাং অসি ॥৩৪৬॥

হে ইন্দ্র! তুমি মহান, তোমাকে পূজনকারী, শুদ্ধবীর্য, আলোকপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী যে তিরশ্চী ঋষি, তার আহ্বান শোন এবং (বিদ্যাদি) ধন দাও ।।৩৪৬।।

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি।
আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥৩৪৭॥

হে অতিবলবান পাপীদলনকারী ইন্দ্র। তুমি এস। তোমার জন্য আমরা শান্ত ভাব উৎপন্ন করেছি। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুমি যুক্ত হও, যেমন সূর্য কিরণসমূহ দ্বারা ধূলিকণার সঙ্গে মিলিত হয় ।।৩৪৭।।

এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥৩৪৮॥

হে ইন্দ্র! হরণশীল কিরণগুলি সহ দ্যুলোক শাসনকারী ওই মেধাবীর সুন্দর স্তুতিগুলি প্রাপ্ত হও এবং প্রকাশকে দাও ।।৩৪৮।।

আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভি ত্বা সমনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥৩৪৯॥

হে বাণীর দ্বারা সেবনীয় ইন্দ্র! অভিষুত সৌমসত্ব সম্পন্ন হলে স্তুতিবাণীগুলি রথীর মতো সব দিক থেকে তোমায় ঘিরে থাক। যেমন করে দুগ্ধবতী গাভী বাছুরকে ডাকে, তেমনভাবে তোমার উদ্দেশে সকলে স্তুতি করে ।।৩৪৯।।

এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্‌থৈ[১]র্বাবৃধ্বাংসংশুদ্ধৈরাশীর্বান্মমত্তু ॥৩৫০॥

এস, এস! পবিত্র সামগান সহ এবং পবিত্র স্তোত্রসমূহ দ্বারা অতি মহান, পবিত্র ইন্দ্রকে স্তুতি কর। পবিত্র স্তোত্রগুলির দ্বারা আশীর্বাদযুক্ত (ইন্দ্র) শীঘ্র আমাদের উপর প্রসন্ন হবেন ।।৩৫০।।

১. উক্‌থৈঃ— উক্‌থ শব্দের অর্থ স্তুতিবচন। সোমাভিষবকালে ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক উচ্চারিত আজ্য প্রউগাদি শস্ত্রবিশেষ।

যো রয়িং বো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥৩৫১॥

হে পরমাত্মা ইন্দ্র! তোমার জন্য যা অভিষুত সোম ধনমধ্যে শ্রেষ্ঠ ধন, যা তেজসমূহ দ্বারা অতিশয় দীপ্যমান, তা তোমার আনন্দদায়ক হোক ।।৩৫১।।

চতুর্থ অধ্যায়

ঐন্দ্র কাণ্ড : ইন্দ্রস্তুতি

প্রথম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৮ ।। দেবতা ১।৪।৬।৮ ইন্দ্র, ৫ মরুদ্‌গণ, ৭ দধিক্রাবা ।। ছন্দ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ২ বামদেব গৌতম বা শাকপূত, ৩ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ প্রগাথ কাণ্ব, ৫ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৬ শংযু বার্হস্পত্য, ৭ বামদেব গৌতম, ৮ জেতা মাধুচ্ছন্দস ।।

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদধ্বনে নরঃ ॥৩৫২॥

হে মনুষ্য! এই বিদ্বান্, পানেচ্ছু, সর্ববেত্তা, সদা গমনশীল, অগ্রগামী ইন্দ্রের কাছে সবকিছু সমর্পণ কর। তিনি প্রত্যুপকার করবেন ।।৩৫২।।

আ নো বয়ো বয়ঃশয়ং মহান্তং গহ্বরেষ্ঠাং মহান্তং পূর্বিনেষ্ঠাম্।
উগ্রং বচো অপাবধীঃ ॥৩৫৩॥

(হে ইন্দ্র)! আমাদের আয়ু মহান্ অন্তঃকরণের গভীরে স্থিত, আয়ুতে শায়িত আত্মা এবং ক্রমাগত মহান বুদ্ধিকে আবিষ্ট কর। উগ্র বচন দূর কর ।।৩৫৩।।

আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্তয়ামসি।
তুবিকূর্মিমৃতীষহমিন্দ্রং শবিষ্ঠ সৎপতিম্ ॥৩৫৪॥

হে (আত্মিক) বলযুক্ত! বহুকর্মকারী, শত্রদমনকারী তোমাকে আমার রক্ষা ও সুখের জন্য সবদিক দিয়ে রথের মতো ভ্রমণ করাচ্ছি ।।৩৫৪।।

স পূর্ব্যো মহোনাং বেনঃ ক্রতুভিরানজে।
যস্য দ্বারা মনুঃ পিতা দেবেষু ধিয় আনজে ॥৩৫৫॥

তিনি মেধাবী, সংকল্প দ্বারা পূজ্যগণের অগ্রণীরূপে প্রকাশ পান, যাঁর দ্বারা মননশীল মানুষ পিতৃতুল্য পূজ্য হন এবং ইন্দ্রিয়গুলিতে বুদ্ধিকে প্রকাশ করেন ।।৩৫৫।।

যদী বহন্ত্যাশবো ভ্রাজমানা রথেষ্বা।
পিবন্তো মদিরং মধু তত্র শ্রবাংসি কৃণ্বতে ॥৩৫৬॥

যখনই দীপ্তিশীল, শীঘ্রগামী প্রাণবায়ুগুলি আনন্দময় সোমরস পান করতে করতে (দেহ) রথগুলিতে তোমাকে বহন করে, তখন (মানুষ) বিদ্যাধন লাভ করে ।।৩৫৬।।

ত্যমু বো অপ্রহণং গৃণীষে শবসস্পতিম্।
ইন্দ্রং বিশ্বাসাহং নরং শচিষ্ঠং বিশ্ববেদসম্ ॥৩৫৭॥

সেই অহিংসক, বলিষ্ঠ, সকলের প্রভু, নেতা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞ ইন্দ্র এবং তাঁর সহচর তোমাদের স্তুতি করি ।। ৩৫৭।।

দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করোৎপ্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ॥৩৫৮॥

জয়শীল, শীঘ্রগামী বলবান হব্যবহনকারী অগ্নিকে স্তুতি করি, যাতে (তিনি) আমাদের মুখাদি অঙ্গসকল সুগন্ধযুক্ত করেন ও আয়ুবৃদ্ধি করেন ।।৩৫৮।।

পুরাং[১] ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥৩৫৯॥

জীবদেহভেদকারী, বলশালী, ক্রান্তদর্শী, অপরিমিত ওজস্বী সকল কর্মের ধারক পাপহন্তা, (বেদে) অধিকস্তুত ইন্দ্র জন্মালেন ।।৩৫৯।।

১. পুরাং ভিন্দুঃ— জীবদেহের অন্তরাত্মা।

দ্বিতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ১-৭ ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৬ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি), ৮ উষা, ৯ বিশ্বদেবগণ, ১০ ঋক্ ও সাম ।। ছন্দ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি ১।৩।৫ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ২।১০ বামদেব গৌতম, ৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৭ অত্রি ভৌম, ৮ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৯ ত্রিত আপ্ত্য ।।

প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং বন্দদ্বীরায়েন্দবে।
ধিয়া বো মেধসাতয়ে পুরন্ধ্যা বিবাসতি ॥৩৬০॥

বীরবন্দিত, বর্ষণকারী ইন্দ্রের জন্য তিন স্তোমযুক্ত সাম গান কর ও সোম আহুতি দাও, তিনি বহু জ্ঞান দ্বারা (অজ্ঞান) মেঘ ধ্বংস করে আলোকিত করেন ।।৩৬০।।

কশ্যপস্য স্বর্বিদো যাবাহুঃ সযুজাবিতি।
যযোর্বিশ্বমপি ব্রতং যজ্ঞং ধীরা নিচায্য ॥৩৬১॥

আত্মবিদ বীরগণ নিশ্চিতভাবে দর্শন করে বলেন, পরমাত্মার যে-দুটি একসঙ্গে যুক্ত (ধারণ ও আকর্ষণ গুণ), তার মধ্যে সকল কর্ম যজ্ঞ (বিধৃত) ।।৩৬১।।

অর্চত প্রার্চতা নরঃ প্রিয়মেধাসো অর্চত।
অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরমিদ্ ধৃষ্ণ্বর্চত ॥৩৬২॥

হে যজ্ঞপ্রিয় মানুষেরা! ইষ্টপূরণকারী, দমনকারী ইন্দ্রকে অর্চনা কর, ভালোভাবে পূজন কর। সন্তানেরাও যজন করুক, অবশ্যই অর্চনা করুক ।।৩৬২।।

উক্‌থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিঃষিধে।
শক্রো যথা সুতেষু নো রারণৎসখ্যেষু চ ॥৩৬৩॥

(পিতা) যেভাবে পুত্রদের এবং (মিত্র) যেভাবে মিত্রদের (উপদেশ দেয়), সেই ভাবে সবর্শক্তিমান পরমেশ্বর শত্রুনিবারণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃদ্ধিকারক স্তুতিযোগ্য মন্ত্র আমাদের উপদেশ করেন ।।৩৬৩।।

বিশ্বানরস্য বস্পতিমনানতস্য শবসঃ।
এবৈশ্চ চর্ষণীনামূতী হুবে রথানাম্ ॥৩৬৪॥

সকলের নেতা, অনম্র বলের পতিকে তোমাদের (দেহ) রথগুলির রক্ষার জন্য বিধিসমূহ দ্বারা আহ্বান করি ।।৩৬৪।।

স ঘা যন্তে দিবো নরো ধিয়া মর্তস্য শমতঃ।
উতী স বৃহতো দিবো দ্বিষো অংহো ন তরতি ॥৩৬৫॥

জ্ঞানের দ্বারা অন্তরের বিক্ষোভশূন্য তোমার যিনি ধারক সেই দ্যুলোকের নেতা, মহান দ্যুলোকের রক্ষণকারী, পাপের ন্যায় মর্তের বিদ্বেষকারীদের থেকে তোমাকে পার করেন ।।৩৬৫।।

বিভোষ্ট ইন্দ্র রাধসো বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।
অথা নো বিশ্বচর্ষণে দ্যুম্নং সুদত্র মংহয় ॥৩৬৬॥

হে শতযজ্ঞকর্তা, সুদাতা, ইন্দ্র! তোমার মহান ধনের মহান দান। তাই, হে বিশ্বের প্রকাশক! আমাদের এশ্বর্য বাড়িয়ে তোল ।।৩৬৬।।

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপাচ্চতুষ্পাদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূংরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি ॥৩৬৭॥

হে শুভ্রবর্ণা উষা! দ্যুলোকের প্রান্ত থেকে আগত তোমার রশ্মিগুলির অনুসরণ করে দ্বিপদ (মনুষ্য) চতুষ্পদ (গবাদি) ও পক্ষিসকল সব দিক দিয়ে পরিণতি প্রাপ্ত হয় ।।৩৬৭।।

অমী যে দেবা স্থন মধ্য আ রোচনে দিবঃ।
কদ্ব ঋতং কদমৃতং কা প্রত্না ব আহুতিঃ ॥৩৬৮॥

এই যে দ্যুলোকের আলোকিত মধ্যভাগে তোমরা দেবতারা আছ, তোমাদের দিব্য নিয়ম কী? অমৃত কী, সনাতনী যজ্ঞক্রিয়া কী? ।।৩৬৮।।

ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্মাণি কৃণ্বতে।
বি তে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেষু বক্ষতঃ ॥৩৬৯॥

যে-দুটির দ্বারা যজ্ঞকর্ম করা হয়, সেই বেদমন্ত্র ও সামগানকে যজন করি। তারা (বেদমন্ত্র ও সামগান) যজ্ঞমণ্ডপে বিরাজ করে, দেবতাদের কাছে যজ্ঞকে পৌঁছে দেয় ।।৩৬৯।।

তৃতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১১ ।। দেবতা ইন্দ্র, ২ দ্যাবাপৃথিবী ।। ছন্দ জগতী, ১ অতি জগতী, ১০ মহাপঙ্ক্তি ।। ঋষি ১ রেভ কাশ্যপ, ২ সুবেদা শৈরীষি বা শৈলুষি, ৩ বামদেব গৌতম, ৪।৭।৮ সব্য বা সত্য আঙ্গিরস, ৫ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৬ কৃষ্ণ বা কৃষ্ট আঙ্গিরস, ৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১০ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মান্ধাতা যৌবনাশ্ব), ১১ কুৎস আঙ্গিরস ।।

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বে বরে স্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তরসং তরস্বিনম্ ॥৩৭০॥

মানুষেরা সকলে একসঙ্গে মিলে সকল শত্রুর পরাজয়কারী শ্রেষ্ঠ স্থির আসনে আরূঢ়, শত্রুনাশক, তেজস্বী ও অত্যন্ত প্রতাপশালী বলীয়ান, বেগবান ইন্দ্রকে জন্ম দিল এবং প্রকাশ ও যজ্ঞের জন্য (মন দিয়ে) কুঁদে তৈরি করে নিল ।।৩৭০।।

শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেঽহন্যদ্দস্যুং নর্যং বিবেরপঃ।
উভে যত্বা রোদসী ধাবতামনু ভ্যসাতে শুষ্মাৎপৃথিবী চিদদ্রিবঃ ॥৩৭১॥

হে বজ্রধারী! তোমার প্রধান ও বিস্তৃত তেজের জন্য শ্রদ্ধা করি, যার দ্বারা মানুষের কর্মনাশা দুষ্ট জনকে তুমি বধ কর এবং কর্মকে বিস্তৃত কর। তোমার বল থেকে পৃথিবী ভীত হয় এবং দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই তোমার অনুকূলে চলে ।।৩৭১।।

সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং দিবো য এক ইদ্ভূরতিথির্জনানাম্।
স পূর্ব্যো নূতনমাজিগীষং তং বর্তনীরনু বাবৃত এক ইৎ ॥৩৭২॥

হে সকল মনুষ্যগণ! (আত্মিক) বলের দ্বারা দ্যুলোকের প্রভুর শরণ নাও, যিনি একাই সকল জনের সেবনীয় এবং সনাতন, তিনি জয়েচ্ছু নতুনকে একই পথে নিয়ে গিয়ে বিজয়ী করেন ।।৩৭২।।

ইমে ত ইন্দ্র তে বযং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।
ন হি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎক্ষোণীরিব প্রতি তদ্ধর্য নো বচঃ ॥৩৭৩॥

হে সর্বাধিক ধনযুক্ত, বহুস্তুত ইন্দ্র! এই যে প্রত্যক্ষ মানুষেরা এবং পরোক্ষ জনেরা, আমরা তোমারই, তোমাকে অবলম্বন করে আমরা বর্তমান, স্তুতিযোগ্য তুমি ভিন্ন বেদবাণীগুলিকে কেউ ধারণক্ষম নয়। তাই আমাদের স্তোত্র পৃথিবীর মতো তুমি স্বীকার কর ।।৩৭৩।।

[১]চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্যামিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত।
বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্যং জরমাণং দিবেদিবে ॥৩৭৪॥

আমাদের মহান স্তুতিবাক্যগুলি মনুষ্যের ধারক, ধনশালী, প্রশংসনীয়, (বলের দ্বারা) সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বহুস্তুত, অমর, সুন্দর বেদবাণীর দ্বারা প্রতিদিন স্তুত ইন্দ্রকে সকলভাবে স্তুত করুক ।।৩৭৪।।

১. চর্ষণী— মনুষ্য।

অচ্ছা ব ইন্দ্রং মতোয়ঃ স্বর্যুবঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত।
পরি ষ্বজন্ত জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥৩৭৫॥

যেমনভাবে শুদ্ধ ধনবান মানুষকে (ধনাদির দ্বারা) নিজেদের রক্ষার জন্য মানুষ ধরে থাকে, যেমনভাবে স্ত্রী পতিকে আলিঙ্গন করে থাকে, সেই ভাবে পরমানন্দকামনাকারী তোমাদের একসঙ্গে কামনাকারী বুদ্ধিসকল উত্তমরূপে ইন্দ্রকে স্তুতি করুক ।।৩৭৫।।

অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিযমিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম্।
যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষং ভুজে মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চত ॥৩৭৬॥

সেই কামপূরক, বহুর দ্বারা আহুত ঋকমন্ত্রের দ্বারা অনুভবনীয়, ধনের সমুদ্র ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন কর। যার দ্যুলোকের মতো জ্যোতি মানুষকে ব্যেপে বিচরণ করে। (পরমানন্দ) ভোগের জন্য অত্যন্ত পূজনীয় সেই জ্ঞানীকে সর্বতোভাবে অর্চনা কর ।।৩৭৬।।

ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য সুভুবঃ সাকমীরতে।
অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমিন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥৩৭৭॥

যাঁর অসংখ্য সুন্দর ভুবন সুন্দর স্তুতিসকল সহ একসঙ্গে চলতে থাকে, সেই কামনাপূরক আনন্দদাতা পরমেশ্বরকে রক্ষার্থে আরাধনা কর যাতে তাঁকে বলশালী, স্পর্ধিত অশ্ববাহিত রথের মতো সবদিকে আবর্তন করতে পারি ।।৩৭৭।।

ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥৩৭৮॥

বরণীয় পরমেশ্বর ধারণ করে আছেন বলে উদকযুক্ত, লোক লোকান্তরের আশ্রয়স্বরূপ বিপুল ও বিস্তীর্ণ মধুধারা দানকারী সুন্দররূপবিশিষ্ট, জরাহীন, বহুপ্রজননসমর্থ দ্যুলোক ও পৃথিবী যথাস্থানে আছে ।।৩৭৮।।

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।
মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥৩৭৯॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি উষার মতো দ্যুলোক এবং ভূলোক উভয়কে নিজ জ্যোতিতে পূর্ণ কর, দিব্যজননী মহানদের থেকে মহান, মনুষ্যগণের আলোকদাতা আপনাকে প্রকট করলেন। কল্যাণময়ী জননী আপনাকে প্রকট করলেন ।।৩৭৯।।

প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখ্যায় হুবেমহি ।।৩৮০।।

প্রশংসনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্যযুক্ত সুসংস্কৃত স্তব কর, যে ইন্দ্র কৃষ্ণগর্ভকে আঘাত করলেন। বৃষ্টিকারক, উত্তম বজ্রযুক্ত, বায়ুগণ সহিত অনুকূলতার জন্য রক্ষণপ্রার্থী আমরা আহ্বান করি ।।৩৮০।।

চতুর্থ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র ।। ছন্দ উষ্ণিক্ ।। ঋষি ১ নারদ কাণ্ব, ২।৩ গোষূক্তি ও অশ্বসুক্তি কাণ্বায়ন, ৪ পর্বত কাণ্ব, ৫।৬।৭।১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৮ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৯ গৌতম রাহূগণ।।

ইন্দ্র সুতেষু সোমেষুং ক্রতুং পুনীষ উক্থ্যম্।
বিদে বৃধস্য দক্ষস্য মহাং হি ষঃ ।।৩৮১।।

হে ইন্দ্র! সোমসকল অভিষুত হলে স্তোত্রযুক্ত যজ্ঞকে তুমি পবিত্র কর, সেই যজ্ঞ বৃহৎ শক্তির জ্ঞানের জন্য মহান ।।৩৮১।।

তমু অভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্।
ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবীষমা বিবাসত ।।৩৮২।।

বহুজনের দ্বারা আহুত, বহুজনের দ্বারা স্তুত মহান সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রকৃষ্টরূপে গান কর। স্তুতির দ্বারা তুষ্ট কর ।।৩৮২।।

তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃক্ষু সাসহিম্।
উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্ ।।৩৮৩।।

হে বজ্রধারী! সেই তোমার কামনাপূরক কামাদিশত্রুদমনকারী, লোককল্যাণকৃৎ ব্যাপক শোভাবিশিষ্ট আনন্দস্বরূপকে আমরা প্রশংসা করি ।।৩৮৩।।

যৎসোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে।

যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ ॥৩৮৪॥

হে ইন্দ্র! সর্বব্যাপক তোমার মধ্যে যে অমৃত আছে, যোগীদের (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না) তিনটিতে অবশ্যই যে অমৃত আছে, অথবা প্রাণবায়ুগুলিতে যে অমৃত আছে, অন্যত্র যা অমৃত আছে— সেই অমৃত আনন্দের দ্বারা তুমিই আনন্দিত হও ।।৩৮৪।।

এদু মধোর্মদিন্তরং সিঞ্চাধ্বর্যো অন্ধসঃ।

এবা হি বীরস্তবতে সদাবৃধঃ ॥৩৮৫॥

হে যজ্ঞের নেতা! মধুর রসযুক্ত হব্য অন্নের অত্যন্ত আনন্দকর অংশ সেচন কর। তার ফলে সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বীর ইন্দ্র স্তুত হন ।।৩৮৫।।

এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু।

প্র রাধাংসি চোদয়তে মহিত্বনা ॥৩৮৬॥

ইন্দ্রের জন্য সোমরস সিঞ্চন কর। সোমসম্বন্ধী মধু তিনি পান করেন এবং নিজের নিজের বৃদ্ধির দ্বারা ধনরাশি বৃদ্ধির জন্য প্রেরণা দেন ।।৩৮৬।।

এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম সখায়ঃ স্তোম্যং নরম্।

কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ ॥৩৮৭॥

হে বন্ধুগণ! এস, এস। সকল মানুষের একই প্রভু। স্তুতিযোগ্য, সকলের নেতা ইন্দ্রকে শীঘ্র স্তুতি করি ।।৩৮৭।।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।

ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥৩৮৮॥

বেদকর্তা, জ্ঞানী, মেধাবী, মহান ও পূজনীয় পরমেশ্বরের (ইন্দ্র) উদ্দেশে বৃহৎ নামক মহান সামগান কর ।।৩৮৮।।

য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে[১]।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥৩৮৯॥

যিনি একাই দানী পুরুষের জন্য শীঘ্র ধন দান করেন, তিনি অপ্রতিহত পরমেশ্বর ইন্দ্র ॥৩৮৯॥

১. দাশুষে— হবির্দানকারী যজমানকে (অর্থান্তর)।

সখায় আ শিষামহে ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে।
স্তুষ উ ষু বো নৃতমায় ধৃষ্ণবে ॥৩৯০॥

হে বন্ধুগণ! তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা, যিনি বলশালী বলের দণ্ডদাতা পরমেশ্বর, তাঁর উদ্দেশে বেদোক্ত স্তোত্র পাঠ করি এবং সুষ্ঠুভাবে প্রার্থনা করি ॥৩৯০॥

পঞ্চম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৮ ॥ দেবতা ১।২।৩।৪।৮ ইন্দ্র, ৫।৭ আদিত্যগণ, ৬ অগ্নি ॥ ছন্দ উষ্ণিক্, ৮ বিরাট্ উষ্ণিক্ ॥ ঋষি ১ প্রগাথ ঘৌর কাণ্ব, ২ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৩ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৪ পর্বত কাণ্ব, ৫।৭ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৬ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ॥

গৃণে তদিন্দ্র তে শব উপমাং দেবতাতয়ে। যদ্ধংসি বৃত্রমোজসা শচীপতে ॥৩৯১॥

হে কর্মসাধনের সহায় প্রভু! দিব্য যে বল দ্বারা তুমি পাপকে নাশ করেছ, দিব্য যজ্ঞের জন্য তোমার সেই বলকে উৎকৃষ্টরূপে স্তুতি করি ॥৩৯১॥

যস্য ত্যচ্ছম্বরং মদে দিবোদাসায় রন্ধয়ন্। অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥৩৯২॥

হে ইন্দ্র! যে সোমপানের আনন্দে তুমি দ্যুলোক ও পৃথিবীকে উপহার দেওয়ার জন্য সেই পাপকে ধ্বংস করেছিলে, এই সেই সোম তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে, পান কর ॥৩৯২॥

এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য। গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দিবঃ ॥৩৯৩॥

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রিয়, সর্বদা জয়শীল, অগোপনীয় (প্রকাশময়) তুমি মেঘের মতো সকল দিক ব্যেপে আছ। অন্তরিক্ষের পালক তুমি এস, মিলিত হও ॥৩৯৩॥

য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি। যেনা হংসি ন্যাত্রিণং তমীমহে ॥৩৯৪॥

হে বলিষ্ঠ ইন্দ্র! তোমার যে আনন্দ প্রকাশিত হয়, যার দ্বারা শ্রেষ্ঠ সোমপানকারী তুমি শত্রুকে ধ্বংস কর সেই আনন্দ আমরা চাই ।।৩৯৪।।

তুচে তুনায় তৎসু নো দ্রাঘীয় আয়ুর্জীবসে। আদিত্যাসঃ সমহসঃ কৃণোতন ॥৩৯৫॥

হে সুপ্রকাশিত অদিতিপুত্রগণ! আমাদের পুত্র ও পৌত্রের জন্য জীবনার্থে সুন্দর অতিদীর্ঘ আয়ু এনে দাও ।।৩৯৫।।

বেত্থা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্‌।অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব ॥৩৯৬॥

হে বজ্রহস্ত আদিত্য! শুদ্ধিকারক তুমি প্রতিদিন পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়া মৃত্যুময় ধ্বংসগুলির সবদিকে থেকে বর্জনের উপায়কে জান ।।৩৯৬।।

অপামীবামপ স্রিধমপ সেধত দুর্মতিম্‌।আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ ॥৩৯৭॥

আদিত্যকিরণসমূহ রোগ দূর করে, শত্রুকে দূর করে, (কামনাদি বিকারজনিত) দুষ্ট বুদ্ধিকে দূর করে। পাপ থেকে আমাদের বিযুক্ত করে ।।৩৯৭।।

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।সোতুর্বাহুভ্যাং সুযতো নার্বা ॥৩৯৮॥

হে সুশিক্ষিত ঘোড়ার মতো (ঘোড়া যেমন সারথির হাতের আকর্ষণে প্রেরিত হয়ে অভীষ্ট স্থানে যায়) সেই ভাবে হে (পাপ) হরণশালী কিরণশালী ইন্দ্র! সোম অভিষবকারী প্রাণ ও অপানরূপ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে এই প্রস্তর কঠিন শরীরে সোম অভিষব করে ওই সোম পান কর। ওই সোম তোমায় হৃষ্ট করুক ।।৩৯৮।।

ষষ্ঠ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ইন্দ্র (৩।৬ মরুদ্‌গণ) ।। ছন্দ ককুপ্‌ ।। ঋষি ১-৬, ৯, ১০ সৌভরি কাণ্ব; ৭।৮ নৃমেধ আঙ্গিরস ।।

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥৩৯৯॥

হে ইন্দ্র! তুমি বাস্তবিক জন্মাবধি সকল সময় শত্রুরহিত, বন্ধুরহিত। কেবল যুদ্ধের দ্বারা সৌহার্দ ইচ্ছা কর ।।৩৯৯।।

যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু ব স্তুষে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥৪০০॥

হে বন্ধুগণ! যিনি আমাদের জন্য প্রথম এইরকম, এইরকম ধনাদি এনে দিয়েছেন, সেই ইন্দ্রকেই তোমাদের রক্ষার জন্য স্তুতি করি ।।৪০০।।

আ গন্তা মা রিষণ্যত প্রস্থাবানো মাপ স্থাত সমন্যবঃ। দৃঢা চিদ্যময়িষ্ণবঃ ॥৪০১॥

হে যুদ্ধার্থে যাত্রাকারী মরুদ্গণ! ফিরে এস না। যুদ্ধবিমুখ হয়ো না। শত্রুকে বশকারী তোমরা ক্রোধসহিত দৃঢ় কর ভাবে শত্রুসৈন্যদের হত্যা কর ।।৪০১।।

আ যাহ্যযমিন্দবেহশ্বপতে গোপত উর্বরাপতে। সোমং সোমপতে পিব ॥৪০২॥

হে ব্যাপ্তিপতি, হে জ্যোতিস্পতি, হে উর্বরভূমির পতি, হে অমৃতের পতি। অমৃত পান কর এবং প্রকাশের জন্য এইখানে এস ।।৪০২।।

ত্বয়া হ স্বিদ্যুজা বয়ং প্রতি শ্বসন্তং বৃষভ ব্রুবীমহি। সংস্থে জনস্য গোমতঃ ॥৪০৩॥

হে কামপূরণকারী! আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্বান ব্যক্তির সভায় প্রতি জীবিত মানুষের কাছে বলেছি ।।৪০৩।।

গাবশ্চিদ্ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥৪০৪॥

হে মরুৎগণ, কিরণগুলি অবশ্যই তোমার স্বজাতি বলে সমান তেজসম্পন্ন ও সমানবন্ধনযুক্ত হয়ে আকাশে একসঙ্গে ব্যাপ্ত হয় ।।৪০৪।।

ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে। আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥৪০৫॥

হে বহুকর্মা। বহুপুরুষবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য বল ও ধন পূর্ণ করে দাও। সংগ্রামসহনশীল বীরদের এনে দাও ।।৪০৫।।

অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কাম ঈমহে সসৃগ্মহে। উদেব গ্মন্ত উদভিঃ ॥৪০৬॥

হে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র! জলে গমনকারী যেমন জলের সঙ্গে মেশে, তেমনি তোমার কাছে যখন আমরা কামনা করি, তখনই অভীষ্ট কামনাকে লাভ করি ।।৪০৬।।

সীদন্তস্তে বয়ো যথা গোশ্রীতে মধৌ মদিরে বিবক্ষণে। অভি ত্বামিন্দ্র নোনুমঃ ॥৪০৭॥

হে ইন্দ্র! তোমার তেজোরাশি যেমন জ্যোতির্ময় মধুর রসযুক্ত আনন্দকারক বলশালী সোমে মগ্ন হয়, তেমনই আমরা তোমাকে পেয়ে তোমার অভিমুখে নত হই ॥৪০৭॥

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্ভরন্তোঽবস্যবঃ। বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥৪০৮॥

হে অনাদি ইন্দ্র! আমরা কি নিজেদের রক্ষা কামনা করে শক্তিমান পাপনাশক, বিচিত্র তোমাকে ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের মতো ধরে রাখিনা? ॥৪০৮॥

সপ্তম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১-৮ ইন্দ্র, ৯ বিশ্বদেবগণ, ১০ অশ্বিদ্বয় ॥ ছন্দ পঙ্ক্তি ॥ ঋষি ১-৮ গৌতম (বা সম্মদ) রাহূগণ, ৯ ত্রিত আপ্ত্য অথবা কুৎস আঙ্গিরস, ১০ অবস্যু আত্রেয় ॥

স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধোঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সয়াবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥৪০৯॥

সূর্যের সঙ্গে থেকে কিরণগুলি যেমন স্বাদু, সমভাবে ভাগ- করা (পৃথিবীর) জল পান করে এবং বর্ষণে হৃষ্ট হয়, সেই ভাবে আলোকপ্রাপ্ত তুমি ইন্দ্রের সাথী হয়ে মধ্যস্থ স্বাদু অমৃত পান করে, বর্ষণে হৃষ্ট হয়ে স্ব (আত্ম)— রাজ্যে শোভা পাও ॥৪০৯॥

ইত্থা হি সোম ইন্মদো ব্রহ্ম চকার বর্ধনম্।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা অহিমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৪১০॥

ব্রহ্ম অমৃত আনন্দকে বাড়িয়ে তুললেন। এই ভাবে তুমিও, হে বলিষ্ঠ, পাপনাশক! শত্রুকে পৃথিবী থেকে দূর কর, তারপর স্ব (আত্ম) রাজ্যকে সমৃদ্ধ করতে থাকো ॥৪১০॥

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥৪১১॥

উপদ্রবকারীদের নাশক ইন্দ্র আনন্দ ও বলের জন্য বীর পুরুষদের সঙ্গে বাড়তে থাকেন। সেই রক্ষককেই বড় সংগ্রাম এবং ক্ষুদ্র সমস্যায় আমরা ডাকি। তিনি আমাদের শক্তিসমূহে প্রকাশিত হন ॥৪১১॥

ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবোনুত্তং বজ্রিন্বীর্যম্।
যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তব ত্যন্মায়য়াবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৪১২॥

অজ্ঞানের শত্রু, পাপহন্তা হে ইন্দ্র। তোমার স্বভাবসিদ্ধ শক্তি তোমারই তুল্য, যার দ্বারা তুমি মায়ামৃগ (যার স্বরূপত অস্তিত্ব নেই)—কে মায়ার দ্বারা বধ কর, তারপর স্ব (আত্ম) রাজ্যে নিজেকে বাড়াতে থাক ।।৪১২।।

প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে।
ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া অপোঽর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৪১৩॥

হে ইন্দ্র, উচ্চ ভাব প্রাপ্ত হও। শত্রুর সম্মুখীন হও এবং তাকে পরাভূত কর। তোমার পাপ নাশক অস্ত্র থেমে থাকে না। তোমার শক্তিই তোমার ঐশ্বর্য। অজ্ঞানকে নাশ কর, কর্মফল জয় কর, তারপর স্ব (আত্ম) রাজ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ কর ।।৪১৩।।

যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনম্।
যুঙ্ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাং ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥৪১৪॥

হে ইন্দ্র! যখন শত্রুকে বলপ্রয়োগে দূর করার জন্য সকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়, তখন ধন লাভ হয়। শত্রুর আনন্দনাশক তোমার দুই অশ্ব (প্রাণ ও মন) তোমার সঙ্গে যুক্ত কর। কাউকে বধ কর। কাউকে ধন দাও। আমাদের ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত কর ।।৪১৪।।

অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥৪১৫॥

হে ইন্দ্র! তোমার দুই (প্রাণ ও মন) অশ্বকে যুক্ত কর যাতে প্রীতিযুক্ত প্রজ্ঞাদীপ্ত বিদ্বানগণ পূর্ণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন, হৃষ্ট হয়ে নূতনতম বুদ্ধি সহ তোমার প্রশংসা করেন এবং শত্রুগণকে দূর করেন ।।৪১৫।।

উপো ষু শৃণুহী গিরো মঘবন্মাতথা ইব।
কদা নঃ সূনৃতাবতঃ করো ইদর্থযাস ইদ্যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥৪১৬॥

হে ঐশ্বর্যবান! আমাদের প্রার্থনা শীঘ্র উত্তমরূপে শোন। কখনও প্রতিকূলের মতো হয়ো না। আমাদের সত্য বাক্যের সঙ্গে যুক্ত কর— এই প্রার্থনা করি। হে ইন্দ্র! তোমার দুই (প্রাণ ও মন) অশ্বকে যুক্ত কর ।।৪১৬।।

চন্দ্রমা অপ্স্বাঽন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥৪১৭॥

হে দ্যুলোক ও পৃথিবী! দ্যুলোকে, অন্তরিক্ষস্থানে সুন্দর গতিযুক্ত চন্দ্রলোক কর্মফলগুলিকে বিষয় করে ছুটে চলেছে। তোমাদের স্বর্ণপ্রভ চক্রপ্রান্তস্থ জ্যোতির প্রাপ্তব্য স্থান (তারা) জানে না। আমি তা জেনেছি ।।৪১৭।।

প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্।
স্তোতা বামশ্বিনাবৃশি স্তোমেভির্ভূষতি প্রতি মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥৪১৮॥

হে মধুরস্বভাব অশ্বিদ্বয়! ভোরের আগে ঘোড়ায় টানা সোনার রথে আকাশে আবির্ভূত দুই দেবতা! বেদমন্ত্র উচ্চারণকারী স্তোতা সামগানের দ্বারা তোমাদের কামপূরক ধনবহনকারী অতিপ্রিয় রথকে ভূষিত করছে। তোমরা আমার আহ্বান শোন ।।৪১৮।।

অষ্টম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৮ ।। দেবতা ১।২।৭ অগ্নি, ৩ উষা, ৪ সোম, ৫।৬ ইন্দ্র, ৮ বিশ্বদেবগণ ।। ছন্দ ১-৭ পঙ্‌ক্তি, ৮ উপরিষ্টাদ্ বৃহতী ।। ঋষি ১।৭ বসুশ্রুত আত্রেয়, ২।৪ বিমদ ঐন্দ্র, বা প্রাজাপত্য বা বাসুক বসুকৃৎ, ৩ সত্যশ্রবা আত্রেয়, ৫।৬ গৌতম রাহূগণ, ৮ অংহোমুক বামদেব্য বা কুল্মল শৈলুষি ।।

আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যুদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৪১৯॥

হে দেব অগ্নি! প্রকাশযুক্ত, জরারহিত তোমাকে প্রজ্বলিত করি, যাতে তোমার ওই প্রশংসাযোগ্য দীপ্তি আকাশে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। স্তোতাদের জন্য তুমি অভীষ্ট বস্তু নিয়ে এস ।।৪১৯।।

আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
শীরং পাবকশোচিষং বি বো মদে যজ্ঞেষু স্তীর্ণবর্হিষং বিবক্ষসে ॥৪২০॥

তীক্ষ্ণ, শোধকশিখাযুক্ত, যজ্ঞসমূহে যজ্ঞবেদিস্থ কুশাসনে ব্যাপ্ত অগ্নির মতো সমুজ্জ্বল মহান আনন্দে স্থিত হোতা তোমাকে আমরা স্বকৃত স্তুতির দ্বারা বরণ করে নিই ।।৪২০।।

মহে নো অদ্য বোধযোষো রায়ে দিবিত্মতী।
যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥৪২১॥

সত্যের দ্বারা খ্যাতা, শোভাযুক্ত হয়ে উদিতা, ব্যাপ্তিপ্রিয়া, ছড়িয়ে পড়া উষা, যেভাবে আমাদের আগে জাগিয়েছ, সেই ভাবে প্রকাশবর্তী তুমি মহাধনের জন্য আমাদের জাগাও ॥৪২১॥

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্।
অথা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে রণা গাবো ন যবসে বিবক্ষসে ॥৪২২॥

(হে সোম) আমাদের মনকে মঙ্গলময় দক্ষ এবং সংকল্পযুক্ত করে প্রেরিত কর, আর তোমার অনুকূলতায় শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দে আমরা তোমায় প্রাপ্ত হই (আলোক রশ্মিসকল), যেমনভাবে প্রীতিযুক্ত হয়ে গোসকল গতির দ্বারা ব্যক্ত হয় ॥৪২২॥

ক্রত্বা মহাং অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃতে শবঃ।
শ্রিয় ঋষ্ব উপাকযোর্নি শিপ্রী হরিবাং[১] দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্[২] ॥৪২৩॥

ইন্দ্র, কর্ম দ্বারা মহান, নিজের ইচ্ছামতো শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ভয়ঙ্কর, মহান্, সুন্দর হনুযুক্ত, অশ্বযুক্ত, লক্ষ্মীর সমীপবর্তী দুই হাতে লৌহময় বজ্রকে ধারণ করেন ॥৪২৩॥

১. হরিবাং- পাঠান্তর হরিবান্

২. আয়সম্- লৌহনির্মিত। অয়স্+অণ্=আয়সম্।

স ঘা তং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদম্।
যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্রাচিকেততি যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥৪২৪॥

হে ইন্দ্র! যে অধিকারী প্রাণ ও মনের যোগ পূর্ণরূপে জানে, সে-ই একমাত্র সেই জ্যোতির জ্ঞাতা, কামপূরক রথে অধিষ্ঠান করে। ইন্দ্র, তোমার অশ্বদুটিকে (প্রাণ ও মনকে) যুক্ত কর ॥৪২৪॥

অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৪২৫॥

আমি সেই অগ্নিকে মানি যিনি রশ্মিময়, যাঁতে সকল হব্য বস্তু লয় পায়, সকল দ্রুতগতিশীল বিলুপ্ত হয়, সকল নিত্য ধন বিলীন হয়। (হে অগ্নি) স্তোতাদের অভীষ্ট পূরণ কর ॥৪২৫॥

ন তমংহো ন দূরিতং দেবাসো অষ্ট মর্ত্যম্।
সজোষসো যমর্যমা মিত্রো নয়তি বরুণো অতি দ্বিষঃ ॥৪২৬॥

হে প্রীতিযুক্ত! আলোকপ্রাপ্ত বিদ্বানগণ! যাকে (ন্যায়কারী) অর্যমা, সর্বহিতকারী মিত্র এবং বর্ষণকারী (বরুণ) হিংসা অতিক্রম করে নিয়ে যান, তাকে পাপ এবং পাপজনিত দুঃখ ব্যাপ্ত করতে পারে না ॥৪২৬॥

নবম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা ১-৬, ১০ পবমান সোম, ৭ মরুদ্গণ, ৮ অগ্নি, ৯ বাজিগণ ॥ ছন্দ ১।৩।৪।৫।৭।১০ দ্বিপদা পঙ্ক্তি, ৮ পদপঙ্ক্তি, ৯ পরোষ্ণিক্, ২।৬ ত্রিপদা অনুষ্টুপ্ পিপীলিকামধ্যা ॥ ঋষি ১।৩।৪।৫।১০ অগ্নি ধিষ্ণ্য দেবগণ, ২।৬ ত্র্যরুণ ত্রসদস্যু, ৭ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৮ বামদেব গৌতম, ১০ বাজি স্তুতি ॥

পরি প্র ধন্বেন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায় ॥৪২৭॥

হে শান্তস্বরূপ! তুমি মিত্র, পুষ্টিকর্তা ও ঐশ্বর্যশালী পুরুষের জন্য মাধুর্যধারা হয়ে এস ॥৪২৭॥

পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ। দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে ॥৪২৮॥

(হে শান্তস্বরূপ!) আমাদের ঐশ্বর্যলাভের জন্য সহনশীল, ঋণদূরকারী তুমি অবশ্যই সব দিক থেকে উত্তম আনন্দধারা নিয়ে এস। বিদ্বেষকারী (কামাদি) শত্রুদের দূর করার জন্য সব দিক থেকে প্রাপ্ত হও ॥৪২৮॥

পবস্ব সোম মহান্ৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম ॥৪২৯॥

হে শান্তস্বরূপ! মহান সমুদ্র, (প্রকাশস্বরূপ) দেবতাদের পিতা, তুমি সকল লোককে সর্বতোভাবে পবিত্র কর ॥৪২৯॥

পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায় ॥৪৩০॥

হে শান্তস্বরূপ! শুদ্ধ ঐশ্বর্যশালী তুমি প্রভুর মতো মহান মানস শক্তি ও ধনের জন্য আমাদের পবিত্র কর ॥৪৩০॥

ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥৪৩১॥

রমণীয়, মেধাবী ইন্দু (চাঁদ বা ক্ষরণশীল পরমেশ্বর) কর্মের ক্রোড়ে আনন্দ ও ঐশ্বর্যের জন্য (আমাদের) পবিত্র করেন ।।৪৩১।।

অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে। বাজাং অভি পবমান প্র গাহসে ॥৪৩২॥

হে শান্তস্বরূপ! মহান তোমার অনুগামিদের রাজ্যে তোমারই অভিষুত আনন্দের অনুসরণে লোকে আনন্দিত হয়। হে পবিত্রকারক! ঐশ্বর্যকে সর্বত্র প্রবাহিত কর ।।৪৩২।।

ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীডা রুদ্রস্য মর্যা অথা স্বশ্বাঃ ॥৪৩৩॥

এখন এইরূপ একস্থানবাসী, প্রাণের সুন্দর বাহক, নীতিযুক্ত মানুষ— এঁরা কারা? (উত্তর—ক্রিয়াযজ্ঞ বা যোগযজ্ঞের ঋত্বিক-মরুৎগণ) ।।৪৩৩।।

অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥৪৩৪॥

হে অগ্নি! তোমার সামগান স্তুতিসমূহের দ্বারা তোমার নিকটবর্তী হয়ে অশ্বের মতো (বেগবান) এবং বুদ্ধির মতো (কল্যাণকরো) হৃদয়স্পর্শী সুখকে আজ আমরা বাড়িয়ে তুলব ।।৪৩৪।।

আবির্মর্যা আ বাজং বাজিনো অগ্মং দেবস্য সবিতুঃ সবম্। স্বর্গাং অর্বন্তো জয়ত ॥৪৩৫॥

প্রকাশমান গতিশীল দেবতা সবিতার প্রেরণায় ঐশ্বর্যলাভ পর্যন্ত সংগ্রামপূর্বক মর্ত্য মানুষেরা, দ্রুতগতিতে স্বর্গকে জয় কর ।।৪৩৫।।

পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারো মহাং অবীনামনুপূর্ব্যঃ ॥৪৩৬॥

হে শান্তস্বরূপ! তুমি, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, মহান, রক্ষকদের মধ্যে মুখ্য। ক্রমশ শুদ্ধ কর ।।৪৩৬।।

দশম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ১-৫, ৮-১০ ইন্দ্র, ৬ বিশ্বদেবগণ, ৭ উষা ।। ছন্দ দ্বিপদা বিরাট্ (কোন কোন পুস্তকে ১।৬।৯ পঙ্ক্তি বিরাট্ বা গায়ত্রী); ২ দ্বিপদা অনুষ্টুপ, ৩।৪ ত্রিষ্টুপ, ৫ বৃহতী, ১০ জগতী বা গায়ত্রী ।। ঋষি ৩ ত্রসদস্যু, পৌরকুৎস্য,৭ সম্পাত (সংবর্ত আঙ্গিরস), অন্য মন্ত্রের ঋষি কোন পুস্তকে বশিষ্ট, কোন পুস্তকে বামদেব গৌতম ।।

বিশ্বতোদাবন্বিশ্বতো ন আ ভর যং ত্বা শবিষ্ঠমীমহে[১] ।।৪৩৭।।

হে সর্বতোভাবে দাতা (ইন্দ্র)! শক্তিমান তোমার কাছে যা আমরা যাচ্ঞা করি, আমাদের তা সব দিক দিয়ে পূর্ণ করে দাও ।।৪৩৭।।

১. শবিষ্ঠম্- যে ধন বলিষ্ঠ।

এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে ।।৪৩৮।।

ইনি (ভক্তের) বৃদ্ধিকারী, যিনি প্রত্যেক ঋতুতে হিতকারী, ইন্দ্র নামে খ্যাত। এঁকে স্তুতি করি ।।৪৩৮।।

ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো অর্কৈরবর্ধযন্নহয়ে হন্তবা উ ।।৪৩৯।।

পাপকে নাশ করার জন্য মহান যাজ্ঞিকগণ মন্ত্রসমূহ দ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করে তাঁর বল বৃদ্ধি করেছেন ।।৪৩৯।।

অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষুস্ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূত দ্যুমন্তম্ ।।৪৪০।।

মানুষেরা ব্যাপ্তি লাভের জন্য তোমার রথ কুঁদে তৈরি করে নেয়। হে বহুবার আহূত (ইন্দ্র)! (বিদ্বান) তোমার তৈরি অস্ত্র প্রদীপ্ত ।।৪৪০।।

শং পদং মঘং রয়ীষিণো ন কামমব্রতো হিনোতি ন স্পৃশদ্রয়িম্ ।।৪৪১।।

ধনকামীর জন্য কল্যাণকর স্থান ও ধন হয়। অকর্মী ধনকে ছুঁতে পারে না, অভীষ্ট পদার্থকে পায় না ।।৪৪১।।

সদা গাবঃ শুচয়ো বিশ্বধায়সঃ সদা দেবা অরেপসঃ ।।৪৪২।।

জ্যোতিসকল সর্বদা শুদ্ধ, বিশ্বের পোষক, সদা দীপ্যমান, পাপহীন ।।৪৪২।।

আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্ত্তনিং যদূধভিঃ ॥৪৪৩॥

রমণীয় রূপে উষা এসো, যাতে দুগ্ধপূর্ণ স্তনসহ গাভীগুলির ন্যায় (স্তুতিগুলি সহ) আমাদের বাণীগুলি (যজ্ঞ) মার্গে মিলিত হতে পারে ।।৪৪৩।।

উপ প্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যেম রয়িং ধীমহে ত ইন্দ্র ॥৪৪৪॥

হে ইন্দ্র! তোমার (আত্মিক) আনন্দযুক্ত প্রকৃষ্ট ক্ষেত্রে শান্তভাবে থেকে আমরা (বিদ্যাদি) ধনকে পুষ্ট করব। তোমার ধ্যান করব ।।৪৪৪।।

অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ॥৪৪৫॥

সুন্দরভাবে স্তুতিকারী প্রাণবায়ুগণ পূজ্য ঈশ্বরকে অর্চনা করে। সেই চিরশক্তিমান্, শ্রুতিতে খ্যাত ইন্দ্র (পরমেশ্বর) প্রশংসাপূর্বক ধ্বনি করেন ।।৪৪৫।।

প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রায় গাথং গায়ত যং জুজোষতে ॥৪৪৬॥

ক্রোধাদি শত্রুর বিনাশক, মেধাবী পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুন্দরভাবে সামগান কর। যে- স্তোত্রে পরমেশ্বর প্রীত হন ।।৪৪৬।।

একাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ১।২ অগ্নি, ৩।৪।৮।১০ ইন্দ্র, ৫ উষা, ৬।৭।৯ বিশ্বদেবগণ ।। ছন্দ ১।২।৫।৭ দ্বিপদা পঙ্‌ক্তি, ৩।৪ পঞ্চদশাক্ষরা আসুরী গায়ত্রী, ৬।৮।৯ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্, ১০ একপদা অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী ।। ঋষি ১ পৃষধ্র কাণ্ব বা সম্পাত, ২।৩।৪ বন্ধু সুবন্ধু বিপ্রবন্ধু গোপায়ন বা লোপায়ন, ৫ সংবর্ত আঙ্গিরস, ৬ ভৌবন আপ্ত্য, ৭ কবষ ঐলুষ, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ আত্রেয়, ১০ বশিষ্ট মৈত্রাবরুণি ।।

অচেত্যগ্নিশ্চিকিতির্হব্যবাড়্ন সুমদ্রথঃ ॥৪৪৭॥

যাঁর রথ রমণীয় (তেজস্বরূপ), যিনি হব্যকে বহন করে নিয়ে যান, সেই অগ্নির মতো চেতন অগ্নি (পরমেশ্বর) উপাসকের দ্বারা জ্ঞাত হন (যিনি কর্মফলকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেন) ।।৪৪৭।।

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভুবো বরূথ্যঃ ॥৪৪৮॥

হে অগ্নি (প্রকাশস্বভাব)! তুমি অন্তর্যামী এবং বরণীয়। তুমি আমাদের রক্ষক এবং সুখদায়ক হও ॥৪৪৮॥

ভগো ন চিত্রো অগ্নির্মহোনাং দধাতি রত্নম্ ॥৪৪৯॥

সূর্যের ন্যায় বিচিত্র অগ্নি (পরমাত্মা) মহানদের জন্য (বিদ্যাদি) ধন ধারণ করেন ॥৪৪৯॥

বিশ্বস্য প্র স্তোভ পুরো বা সন্যদি বেহ নূনম্ ॥৪৫০॥

হে সর্বোত্তম স্তুতিযুক্ত ইন্দ্র! যদি সম্মুখে থাক তাহলে নিশ্চয় এখানে আছ ॥৪৫০॥

উষা অপ স্বসুষ্টমঃ সং বর্ত্তয়তি বর্ত্তনিং সুজাততা ॥৪৫১॥

উষা-ভগ্নী রাত্রির অন্ধকারকে নিজের শোভন জন্মের দ্বারা ফিরে যাওয়ার পথে ফিরিয়ে দেয় ॥৪৫১॥

ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥৪৫২॥

এই জীবাত্মা (ইন্দ্র), সকল ইন্দ্রিয় (দেব) তথা এই ভুবনগুলি বারবার সুখের সাধনা করে ॥৪৫২॥

বি স্রুতয়ো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্যন্তু রাতয়ঃ ॥৪৫৩॥

হে ইন্দ্র (পরমেশ্বর)! যেমনভাবে (প্রবাহ) পথে সমস্ত নদীগুলি যায়, সেই ভাবে তোমাতে বিদ্যাদি ধনগুলি যাক ॥৪৫৩॥

অযা বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥৪৫৪॥

এই প্রার্থনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরদত্ত ঐশ্বর্যলাভ করব এবং সুবীর্যশালী হয়ে একশো হেমন্ত আনন্দ ভোগ করব ॥৪৫৪॥

ঊর্জা মিত্রো বরুণঃ পিন্বতেডাঃ পীবরীমিষং কৃণুহী ন ইন্দ্র ॥৪৫৫॥

শক্তিমান মিত্র ও বরুণ আমাদের অন্নকে বাড়িয়ে তুলুন। আমাদের অন্নকে হে ইন্দ্র! পুষ্ট কর ॥৪৫৫॥

ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি ॥৪৫৬॥

ইন্দ্র (পরমেশ্বর) সকলের মধ্যে বিরাজমান ॥৪৫৬॥

দ্বাদশ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা ১।৩।৪।১০ ইন্দ্র, ২ সূর্য, ৫ বিশ্বদেবগণ, ৬ মরুদ্‌গণ, ৭ পবমান সোম, ৮ সবিতা, ৯ অগ্নি।। ছন্দ ১।৩।৫।৭।৯ অত্যষ্টি (কোন কোন পুস্তকে ১ অষ্টি), ২।৪।৬ অতি জগতী, ৮।১০ অতিশক্করী (কোন কোন পুস্তকে ৮ অত্যষ্টি) ।। ঋষি ১।১০ গৃৎসমদ শৌনক, ২ গৌরাঙ্গিরস, ৩।৫।৯ পরুচ্ছেপ দৈবদাসি, ৪ রেভ কাশ্যপ, ৬ এবয়ামরুৎ আত্রেয়, ৭ অনানত পারুচ্ছেপি, ৯ নকুল ।।

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥৪৫৭॥

অতি তেজস্বী এবং মহান ইন্দ্র ব্যাপক বায়ুর সঙ্গে (জ্যোতি, গৌ এবং আয়ু নামক) গবাময়ন[১] যজ্ঞের (অভিপ্লবিক) নামক তিনদিনে অভিষুত সোম নিজের খুশিমতো পান করেছিলেন এবং তৃপ্ত হয়েছিলেন, সেই সোম এই মহান ইন্দ্রকে মহৎ কর্ম করতে প্রভূত আনন্দিত করেছিল। সেই সত্য, দীপ্ত সোম এই সত্য, প্রকাশশীল ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হল ।।৪৫৭।।

১. গবাময়ন— সংবৎসরসাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

অয়ং সহস্রমানবো দৃশঃ কবীনাং মতির্জ্যোতির্বিধর্ম।
ব্রধ্নঃ সমীচীরুষসঃ সমৈরয়দরেপসঃ সচেতসঃ স্বসরে মন্যুমন্তশ্চিতা গোঃ ॥৪৫৮॥

সহস্র মানুষের দৃষ্টি, কবিদের (ক্রান্তদর্শিদের) বুদ্ধি, জ্যোতিধারণকারী এই সূর্য প্রভাতে কিরণসমন্বিত উষার তমোরূপ পাপরহিত, চেতনাদায়ক, তেজবিশিষ্ট উপচয়গুলি একত্র করে প্রেরণ করলেন ।।৪৫৮।।

এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতো নায়মচ্ছা বিদথানীব সৎপতিরস্তা রাজেব সৎপতিঃ।
হবামহে ত্বা প্রযস্বন্তঃ সুতেষ্বা পুত্রাসো ন পিতরং বাজসাতয়ে মংহিষ্ঠং বাজসাতয়ে ॥৪৫৯॥

হে ইন্দ্র! তুমি তোমার থেকে দূরে সরে যাওয়া আমাদের কাছে এস, যেমনভাবে ভূতপদার্থের পালক সূর্য স্বচ্ছ কিরণের দ্বারা জ্ঞানকে প্রসারিত করেন, সজ্জনের পালক রাজা ন্যায়াসনগৃহে প্রবেশ করেন। সোম অভিষুত হলে হব্য সহ আমরা ঐশ্বর্যলাভের জন্য পূজনীয়তম তোমাকে আহ্বান করি, যেমনভাবে পুত্রেরা ধনের জন্য পিতাকে আহ্বান করে ।।৪৫৯।।

তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিস্কুতং শ্রবাংসি ভূরি।
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্ত্ত রায়ে নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী ॥৪৬০॥

ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী, অপ্রতিহতশক্তি, সর্বদা বহু যজ্ঞধারণকারী সেই ইন্দ্রকে বারবার আহ্বান করি। অতিশয় দাতা অস্ত্রধারী, পূজনীয় সকল দিকে বর্তমান থাকেন এবং আমাদের স্তুতির দ্বারা বিদ্যাদি ধনের জন্য সকল শুভ পথ প্রস্তুত করেন ।।৪৬০।।

অস্তু শ্রৌষট্ পুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আ নু ত্যচ্ছর্ধো দিব্যং বৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূ বৃণীমহে।
যদ্ধ ক্রাণা বিবস্বতে নাভা সন্দায় নব্যসে। অধ প্র নূনমুপ যন্তি ধীতয়ো দেবাং অচ্ছা ন ধীতয়ঃ ॥৪৬১॥

শ্রবণ হোক। বুদ্ধি দ্বারা সম্মুখে স্থিত (পরমেশ্বর) অগ্নিকে ধারণ করেছি। সেই দিব্য শক্তিকে বরণ করি শীঘ্র, নতুন উদিত প্রাণসূর্যকে নাভিচক্রে শুদ্ধ করে প্রসিদ্ধ ক্রিয়াশীল মন ও প্রাণ (ইন্দ্র ও বায়ু) বরণ করি, তার পরে অবশ্যই আমাদের সকল চিন্তা ও জ্ঞান প্রাণাদি দেবতাদের সমীপে প্রাপ্ত হোক ।।৪৬১।।

প্র বো মহে মতোয়ো যন্তু বিষ্ণবে মরুত্বতে গিরিজা এবয়ামরুৎ।
প্র শর্ধায় প্র যজ্যবে সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায় শবসে ॥৪৬২॥

হে শীঘ্রগতি প্রাণবায়ুর দ্বারা রক্ষিত মানুষ! মহান ব্যাপ্তিশীল প্রাণবায়ুর জন্য, প্রকৃষ্ট বলের জন্য, ভক্তিপূর্ণ যজ্ঞের জন্য, সুখপূর্বক ভোগের জন্য, সাহসের জন্য, কল্যাণময় সৌভাগ্য লাভের জন্য, শব্দময় ব্রতের জন্য, মানস বলের জন্য তোমাদের প্রার্থনাবাণী থেকে জাত বুদ্ধি উচ্চ ভাব প্রাপ্ত হোক ।।৪৬২।।

অযা রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি সযুগ্বভিঃ সূরো ন সযুগ্বভিঃ।
ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।
বিশ্বা যদ্রূপা পরিয়াস্যৃক্কভিঃ সপ্তাস্যেভির্ঋক্কভিঃ ॥৪৬৩॥

রসহরণকারী জ্যোতির ন্যায় সূর্য যেমন একত্রিত কিরণসমূহ দ্বারা সকল বিরোধী অন্ধকার নাশ করেন, সেই ভাবে পবিত্রাত্মা পুরুষ সকল বিদ্বেষ একত্রীভূত প্রজ্ঞানদ্বারা নাশ করেন। যেমনভাবে রূপবান সূর্য এবং ধরাপৃষ্ঠে সূর্যের কিরণধারা দীপ্তি পায় এবং সকল রূপবিশিষ্ট বস্তু শতরঙের মুখবিশিষ্ট হয়ে প্রশংসিত হয়ে ব্যাপ্ত হয়, সেই ভাবে পবিত্রাত্মা পুরুষ প্রশংসার দ্বারা ব্যাপ্ত হন ।।৪৬৩।।

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্।
উর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎসবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ ॥৪৬৪॥

সেই দ্যুতিমান, দ্যুলোক ও পৃথিবীস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সত্য ঐশ্বর্যের স্রষ্টা রমণীয় রত্ন বা প্রজ্ঞানের ধারক, সর্বজনের প্রিয়, মান্য, সর্বদ্রষ্টাকে সর্বতোভাবে অর্চনা করি। যাঁর উচ্চ দীপ্তি দ্বারা জড় প্রকৃতি উৎপত্তিকালে প্রকাশিত হয়, সেই হিরণ্ময় কিরণযুক্ত, সুকর্মা নিজ সামর্থ্যে নিজেকে রচনা করেন ॥৪৬৪॥

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্।
য উর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা।
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥৪৬৫॥

জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত বিদ্বানের ন্যায় আমি অগ্নিকে হোতা, ধনের দাতা, বলের পুত্র, জন্মমাত্রেই জ্ঞাতা বলে মনে করি, যিনি যজ্ঞশুদ্ধিকারী, দেবতাগণের উদ্দেশে গমন করেন, নিজের সামর্থ্যে হব্য ঘৃতাহুতি দ্বারা উজ্জ্বলশিখাযুক্ত হয়ে ঘৃতের নাশের পরে উর্ধ্বগামী হন ॥৪৬৫॥

তব ত্যন্নর্যং নৃতোঽপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রবাচ্যং কৃতম্।
যো দেবস্য শবসা প্রারিণা অসু রিণন্নপঃ।
ভুবো বিশ্বমভ্যদেবমোজসা বিদেদূর্জং শতক্রতুর্বিদেদিষম্ ॥৪৬৬॥

হে (সূর্যাদিকে) ছন্দে ব্যাপৃতকারী পরমেশ্বর (ইন্দ্র)! তোমার ওটি মনুষ্যহিতকারী, দ্যুলোকে বিস্তৃত, সনাতন, প্রশংসনীয় কৃত কর্ম। যিনি দৈববলে প্রাণধারণ করে কর্মের প্রারম্ভ করেন, বহুকর্মা তিনি সকল দেববিরোধীকে অভিভূত করেন এবং পরাক্রম লাভ করেন, ইষ্ট বস্তু লাভ করেন ॥৪৬৬॥

॥ ঐন্দ্র কাণ্ড সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অধ্যায়

পাবমান কাণ্ড (বা সৌম্য পর্ব)

প্রথম কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি ১।৪ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ২ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ কাশ্যপ মারীচ, ৭ জমদগ্নি ভার্গব, ৮ দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য, ৯।১০ কাশ্যপ অসিত বা দেবল ।।

উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ।।৪৬৭।।

হে সোম! সৌম্য, শান্ত-স্বভাব অন্ধকারের উর্ধ্বে দ্যুলোকে জাত তোমার মহান সুখ ও মহান যশ সৎক্ষেত্র দ্বারা গৃহীত হয় ।।৪৬৭।।

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ।।৪৬৮।।

হে সোম! পানকারী ইন্দ্রের জন্য অভিষুত তুমি (তোমার) স্বাদুতম ও উত্তম আনন্দযুক্ত ধারায় পবিত্র কর ।।৪৬৮।।

বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ। বিশ্বা দধান ওজসা ।।৪৬৯।।

বল সহ সকল গুণের ধারণকারী, হর্ষকারক ও বীর্যবৃদ্ধিকারক সোম প্রাণ সহ (ইন্দ্রের জন্য) প্রবাহিত হয়ে পবিত্র কর ।।৪৬৯।।

যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ।।৪৭০।।

(হে সোম!) তোমার যে বরণীয়, দেবতাদের রক্ষক এবং অসুরগণের নাশক আনন্দরস, সেই (শান্ত) রসের দ্বারা পবিত্র কর ।।৪৭০।।

তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ। হরিরেতি কনিক্রদৎ ।।৪৭১।।

(ঋক্, যজুঃ, সাম— এই তিনলক্ষণযুক্ত) বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, দুগ্ধবতী গাভী দোহনের জন্য আহ্বান করছে। (সোম) বহনকারী (অগ্নি) চড় চড় শব্দ করতে করতে গমন করছেন ।।৪৭১।।

ইন্দ্রায়েন্দ্রো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥৪৭২॥

হে সোম! প্রাণবায়ুগণ সহ ইন্দ্রের জন্য তুমি অতিশয়মাধুর্যযুক্ত হয়ে প্রাপ্ত হও। যজ্ঞের বেদির সমীপে আমি বসে আছি ।।৪৭২।।

অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদম্ ॥৪৭৩॥

মেঘের (অন্ধকারের) গর্ভে স্থিত (জ্ঞানরূপ)কিরণ কর্মসমূহরূপ জলের দ্বারা বলিষ্ঠ ও গতিসম্পন্ন হয়ে, আনন্দের জন্য বিদ্যুত্বেগে স্বকারণে উপনীত হল ।।৪৭৩।।

পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে। মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ ॥৪৭৪॥

হে সোম! বলসাধক এবং হরিত্বর্ণ তুমি প্রাণবায়ুসকলের জন্য, মুখ্য প্রাণের জন্য এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের জন্য প্রাপ্ত হও ।।৪৭৪।।

পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ। মদেষু সর্বধা অসি ॥৪৭৫॥

(অন্ধকাররূপ) মেঘে স্থিত শান্তভাব শব্দ করতে করতে পবিত্রক্ষেত্রে সবদিক থেকে ক্ষরিত হল। সকল আনন্দে সর্বতোভাবে তুমি আছ ।।৪৭৫।।

পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ ॥৪৭৬॥

ক্রান্তদর্শী, মেধাবী, আকাশ ও পৃথিবীর হিতকারী (সত্ত্বগুণান্বিত পুরুষ) শব্দসমূহের দ্বারা দ্যুলোকস্থ প্রিয় আয়ুকে সব দিক থেকে প্রাপ্ত হয় ।।৪৭৬।।

দ্বিতীয় কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি ১ কবি মেধাবী, ২ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৩ ত্রিত আপ্ত্য, ৪।৮ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৫ ভৃগু বারুণি, ৬ কাশ্যপ মারীচ, ৭ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৯।১০ কাশ্যপ অসিত বা দেবল ।।(দেবতা বিষয়ে এই খণ্ডের মন্ত্রগুলির উল্লেখ সকল পুস্তকে একরূপ নয়)।।

প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনম্। সুতা বিদথে অক্রমুঃ ॥৪৭৭॥

প্রকৃষ্টভাবে ছেঁকে নেওয়া আনন্দস্রাবী সোমরসধারা শক্তিমান আমাদের জ্ঞানে যশের জন্য প্রবাহিত হন ।।৪৭৭।।

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোপো নয়ন্ত উর্মযঃ। বনানি মহিষা ইব ॥৪৭৮॥

বুদ্ধিবর্দ্ধক শান্তরস (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষয়, মৃত্যু, দুঃখ ও মোহ এই ছয়) উর্মিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যেমন ভাবে মহিষসকল বনগুলিকে ধ্বংস করে ।।৪৭৮।।

পবস্বেন্দ্রো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥৪৭৯॥

হে সোম! পবিত্র কর। বীর্যবর্ধক, অভিযুত তুমি মনুষ্যমধ্যে আমাদের যশকে (প্রসারিত) কর, সকল শত্রুকে নাশ কর ।।৪৭৯।।

বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বর্দৃশম্ ॥৪৮০॥

হে পবিত্রকারক! প্রকাশের দ্বারা দীপ্তিমান, জ্যোতির দ্রষ্টা তোমাকে আমরা আহ্বান করি। তুমি অবশ্যই বীর্যবর্ধক ।।৪৮০।।

ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতিঃ। সৃজদশ্বং রথীরিব ॥৪৮১॥

মনকে শুদ্ধকারী, বুদ্ধিকে জাগ্রতকারী, বুদ্ধিমানদের প্রিয় শান্তস্বভাব, রথী যেমন অশ্বকে চালিত করে, সেইভাবে (আধারে) প্রবিষ্ট হোক ।।৪৮১।।

অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥৪৮২॥

জ্যোতিজাত, ঐশ্বর্যশালী বীর্যবর্ধক, বেগমান শান্তস্বভাবগুলি ব্যাপ্তি ও বীর্যের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ল ।।৪৮২।।

পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ। বায়ুমা রোহ ধর্মণা ॥৪৮৩॥

হে দেব! পবিত্র কর। তোমার আয়ুহিতকর আনন্দ ইন্দ্রের নিকট গমন করুক। স্বভাবের দ্বারা তুমি প্রাণবায়ুতে আরোহণ কর ।।৪৮৩।।

পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্। জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥৪৮৪॥

পবিত্র শান্ত স্বভাব দ্যুলোকের বিচিত্র বিস্তীর্ণ বৃহৎ ঈশ্বরীয় তেজকে যেন (আত্মাতে) প্রকটিত করল ।।৪৮৪।।

পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা। মধো অর্ষন্তি ধারয়া ॥৪৮৫॥

শব্দকারী সোমসকল মহান বেদবাণী সহ মধুর ধারায় আনন্দের জন্য সকল দিকে গমন করছে ।।৪৮৫।।

পরি প্রাসিষ্যদৎকবিঃ সিন্ধোরূর্মাবধি শ্রিতঃ। কারুং বিভ্রৎপুরুস্পৃহম্ ॥৪৮৬॥

ক্রান্তদর্শী (শান্তভাব), অত্যন্ত স্পৃহনীয় জ্ঞানকে ধারণ করে মনের তরঙ্গসমূহের উপর ছড়িয়ে পড়ে সব দিক থেকে প্রকৃষ্টরূপে ঢেকে দিল ।।৪৮৬।।

তৃতীয় কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি ১।৮।৯ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ২ বৃহস্মতি আঙ্গিরস, ৩ জমদগ্নিভার্গবঃ, ৪ প্রভুবসু আঙ্গিরস, ৫ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৬।৭ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ১০ উচথ্য আঙ্গিরস ।।

উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অয়াসিষুঃ ॥৪৮৭॥

জ্যোতিসমূহের দ্বারা (আবরণ) ভেঙে প্রকাশিত, স্বচ্ছ, ক্রিয়াশীল, সুজাত সোমকে দেবতারা সমীপে প্রাপ্ত হলেন ।।৪৮৭।।

পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ ॥৪৮৮॥

বিশেষরূপে দ্রুত ক্রিয়াশীল পবিত্র (সোম) সকল শত্রুসেনাকে অতিভূত করলেন। বুদ্ধিতত্ত্বকে জাগরণকারী (সোম)-কে জ্ঞানের দ্বারা (সাধক) শুদ্ধ করেন ।।৪৮৮।।

আবিশন্কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥৪৮৯॥

(কামাদি) সম্পন্ন যোগৈশ্বর্যশালী পুরুষ সকল যৌগেশ্বর্যকে সব দিক দিয়ে প্রকাশ করে প্রজাপতিতে আবিষ্ট হয়ে পরমেশ্বরের জন্য স্থিত হন ।।৪৮৯।।

অসর্জি রথ্যো যথা পবিত্রে চম্বোঃ সুতঃ। কার্ষ্মন্বাজী ন্যক্রমীৎ ॥৪৯০॥

যেমনভাবে রথে যুক্ত ঘোড়া এদিক ওদিক আকর্ষণকারী, দুই সেনা মধ্যে থেকে (লক্ষ্যকে) অতিক্রম করে, সেইভাবে সম্পন্ন সোম (অপবিত্রের আকর্ষণ অতিক্রম করে) পবিত্রে সমর্পিত হয় ।।৪৯০।।

প্র যদগাবো ন ভূর্ণযস্ত্বেষা আয়াসো অক্রমুঃ। ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্ ॥৪৯১॥

যেমনভাবে ত্বরাযুক্ত, প্রকাশযুক্ত, গমনশীল কিরণগুলি অন্ধকার রাত্রির ঢাকনাকে দূর করতে করতে প্রকৃষ্টরূপে চলতে থাকে, সেইভাবে (সোম) আবরণকারী অজ্ঞানকে ভেদ করে (চৈতন্যকে) প্রকাশ করে ।।৪৯১।।

অপঘ্নন্পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎসোম মৎসরঃ। নুদস্বাদেবয়ুং জনম্ ॥ ৪৯২॥

হে সোম! হর্ষদায়ক এবং বুদ্ধিলাভকারক তুমি শত্রুদের বিনষ্ট করে পবিত্র কর, দিব্যস্বভাববর্জিত (নাস্তিক) মানুষকে তুমি দূরে সরিয়ে দাও ।।৪৯২।।

অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ। হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥৪৯৩॥

যে ধারায় তুমি সূর্যকে প্রকাশ কর সেই ধারায় মনুষ্যগণকে কর্মে প্রেরণ করতে করতে (চৈতন্যময় করে) পবিত্র কর ।।৪৯৩।।

স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে। বব্রিবাংসং মহীরপঃ ॥৪৯৪॥

যে তুমি মহান চৈতন্যধারাকে রোধকারী পাপকে বিনষ্ট করার জন্য জীবাত্মায় (ইন্দ্রতে) আবিষ্ট হও সেই তুমি পবিত্র কর ।।৪৯৪।।

অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দ্রো মদেম্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥৪৯৫॥

হে সোম! ওই ব্যাপ্তির দ্বারা (অমৃত) বর্ষণ কর, যার দ্বারা আপ্যায়িত জীবাত্মা তোমার (অমৃত বর্ষণ থেকে উৎপন্ন) আনন্দে থেকে সব দিক থেকে আটশ দশবার পাপকে হনন করে ।।৪৯৫।।

পরি দ্যুক্ষং সনদ্রয়িং ভরদ্বাজং নো অন্ধসা। স্বানো অর্ষ পবিত্র আ ॥৪৯৬॥

হে ধ্বনিময় সোম! আমাদের জন্য তোমার সোমধারাসহ প্রকাশমান ধনদায়ক বলকে সব দিক থেকে প্রাপ্ত করাতে করাতে পবিত্র হৃদয়ে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও ।।৪৯৬।।

চতুর্থ কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১৪ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ গায়ত্রী ।। ঋষি ১ মেধাতিথি কাণ্ব, ২।৭ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৩ উচথ্য আঙ্গিরস, ৪ অবৎসার কাশ্যপ, ৫।৬ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৮।৯ কাশ্যপ মারীচ, ১০ অসিত কাশ্যপ বা দেবল ।। ১১ কবি ভার্গব, ১২ জমদগ্নি ভার্গব, ১৩ অয়াস্য আঙ্গিরস, ১৪ অমহীয়ু আঙ্গিরস ।।

অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্যেণ বিদ্যুতে ॥৪৯৭॥

বীর্যবর্ধক হরণশীল মিত্রের ন্যায় মহান দর্শনযোগ্য (সোম) সূর্য সহ প্রকাশ করছেন ও শব্দ করছেন ।।৪৯৭।।

আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥৪৯৮॥

(হে সোম!) তোমার সুখকারক সর্বতো রক্ষাকারী বহুকাম্য বলরূপী তেজকে আজ সবদিক থেকে বরণ করি ।।৪৯৮।।

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে ॥৪৯৯॥

হে অধ্বর্যু! (অন্ধকাররূপ) মেঘপুঞ্জ থেকে নিঃসৃত সোমকে পবিত্র (হৃদয়ে) আনয়ন কর। জীবাত্মার রক্ষার জন্য পবিত্র কর ।।৪৯৯।।

তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥৫০০॥

সকল অন্ধকারকে শক্তিহীন করে সম্পন্ন সোমের ধারা তীব্রগতিতে ছুটে যাচ্ছে। সকল অন্ধকারকে শক্তিহীন করে তীব্রগতিতে ছুটে যাচ্ছে ।।৫০০।।

আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং[1] সোম সুবীর্যম্। অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥৫০১॥

হে সোম! আমাদের জন্য সহস্র শোভন বীর্যযুক্ত ধনকে পবিত্র কর, যশ সমূহ ধারণ কর ।।৫০১।।

১. রয়িম্— ধন।

অনু প্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ। রুচে জনন্ত সূর্যম্ ॥৫০২॥

(শান্তস্বভাবের দ্বারা) বৃদ্ধ পুরুষ ক্রমশ নবযৌবন প্রাপ্ত হয়, (এই কারণে) প্রকাশলাভের জন্য (লোকে) সূর্যবৎ সোমকে উৎপন্ন করে ।।৫০২।।

অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোহভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদন্যোনৌ বনেষ্বা ॥৫০৩॥

হে সোম! অতিশয় দীপ্তিযুক্ত হৃদয়কমলরূপ গৃহে বিরাজমান হয়ে (উপাসনারূপ যজ্ঞের দ্রোণকলস) আমাদের হৃদয়-অভিমুখে (বেদ) শব্দের উপদেশ করতে করতে প্রাপ্ত হও ।।৫০৩।।

বৃষা সোম দ্যুমাং অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধ্রিষে ॥৫০৪॥

হে সোম! হে দিব্যগুণযুক্ত! তুমি অমৃত বর্ষণ কর, তুমি বীর্যদাতা, বীর্যবান, প্রকাশবান, শ্রেষ্ঠ কর্মকারী বা যজ্ঞকারী ধর্মযুক্ত কর্ম বা যজ্ঞকে ধারণ কর ।।৫০৪।।

ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইন্দ্রো রুচাভি গা ইহি ॥৫০৫॥

হে সোম! যজ্ঞের অধ্বর্যু বা উপাসকদের দ্বারা, শোধিত হয়ে, তৃপ্তিকারক ধ্যানানন্দের জন্য ধারণা দ্বারা প্রাপ্ত হও এবং জ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা স্তুতিকর্তাদের নিকট সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও ।।৫০৫।।

মন্দ্রয়া সোম ধারয়া বৃষা পবস্ব দেবযুঃ। অব্যা বারেভিরস্মযুঃ ॥৫০৬॥

হে সোম! দেবত্বের আকাঙ্ক্ষী, অমৃতবর্ষী তুমি আমাদের কামনা করে বরণীয় গুণগুলি দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। (তোমার) গম্ভীর অমৃতধারায় পবিত্র কর ।।৫০৬।।

অয়া সোম সুকৃত্যপা মহান্সন্নভ্যবর্ধথাঃ। মন্দান ইদ্বৃষায়সে ॥৫০৭॥

হে সোম! আনন্দস্বরূপ মহান তুমি বৃদ্ধিলাভ কর। তোমার উত্তম ধারায় অমৃতবর্ষাকে বাড়িয়ে তোল ।।৫০৭।।

অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ স চেততি। হিন্বান আপ্যং বৃহৎ ॥৫০৮॥

এই (সোম) প্রকাশক, হিতকারী, শুদ্ধিকারক, এ বৃহৎ কর্মফল প্রেরণ করতে করতে বুদ্ধিকে বাড়ায় ।।৫০৮।।

প্র ণ ইন্দ্রো মহে তু ন ঊর্মিং ন বিভ্রদর্ষসি। অভি দেবাং অয়াস্যঃ ॥৫০৯॥

হে সোম! তুমি বিদ্বান উপাসকদের নিকট সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও এবং আমাদের (হৃদয়ে) মহান শক্তির বিস্তারকে তরঙ্গের মত ধারণ করিয়ে উচ্চভাব প্রাপ্ত করাও ।।৫০৯।।

অপঘ্নন্পবতে মৃধোপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥৫১০॥

সোম (শান্তভাব) যজ্ঞবিরোধী বা অদাতা পাপীদের হত্যা এবং শত্রুদের দূর করতে করতে পরমাত্মার পরম পদ প্রাপ্ত করাতে করাতে পবিত্র করে ।।৫১০।।

পঞ্চম কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১২ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ বৃহতী ।। ঋষি— এই খণ্ডের মন্ত্রসমূহের সপ্ত ঋষিগণ যথাক্রমে ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গৌতম রাহূগণ, অত্রিভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব, বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ।।

পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেবো হিরণ্যয়ঃ ॥৫১১॥

হে সোম! অমৃতধারায় পবিত্র করতে করতে তুমি (জীবাত্মার) কর্মকে উজ্জ্বল করে আমাদের কাছে এসো। রমণীয় পদার্থধারণকারী, জ্যোতিস্বরূপ অমৃতের উৎস দেবতা তুমি (সকলের) কারণস্বরূপ সর্বতোভাবে আসীন হও ।।৫১১।।

পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাং যো নর্যো অপ্স্বান্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥৫১২॥

যে সোম জ্ঞান যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ হব্য পদার্থ, কর্মের সাক্ষিভূত সেই সোমকে যিনি প্রাণায়ামের দ্বারা সাক্ষাৎ করেন তিনি মনুষ্যমাত্রের হিতকারী এবং সম্পন্ন সোমকে ধারণ করে এই সংসারে থেকে তোমরা সেই (আত্মজ্ঞানকে) সব দিকে ছড়িয়ে দাও। (যজ্ঞপক্ষে) যে সোম উত্তম হব্য পদার্থ, যে সোমকে অধ্বর্যু আদি পুরুষ জলের মধ্যে পাষাণসমূহ দ্বারা পিষ্ট করে রস নিষ্কাষণ করেন। মনুষ্যের হিতকারী অভিষুত সেই সোমকে ধারণ করে তোমরা এখানে সর্বতোভাবে সেচন কর ।।৫১২।।

আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধ্রিষে ॥৫১৩॥

প্রাণায়ামের দ্বারা গৃহীত, সূর্যের অক্ষয় কিরণরাশিকে তিরস্কারকারী সর্বাপহারী সোম দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকে সর্বত্র প্রবেশ করে বর্তমান, যেমন প্রাণিবর্গ নগরে সর্বত্র প্রবিষ্ট থাকে। (এই সোম) একান্ত ধ্যানযোগ্য স্থানে (বনে), (হৃৎকমলরূপ) গৃহে ধারণযোগ্য হন ।।৫১৩।।

প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্ ॥৫১৪॥

হে সোম! যেমনভাবে সমুদ্র জলের দ্বারা সর্বতোভাবে পূর্ণ হয় সেইভাবে জ্যোতির জলে তুমি পূর্ণ। হর্ষকারক এবং চেতন। তুমি বিদ্বান উপাসকের তৃপ্তির জন্য আত্মজ্যোতিরূপ মধু ক্ষরণকারী (হৃদয়) কোশকে প্রাপ্ত হও ।।৫১৪।।

সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥৫১৫॥

যেমনভাবে সোমরস, অভীষ্টকারী অধ্বর্যুদের দ্বারা ছাকনী থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে গৃহীত হয় ও শীঘ্রগামী সবুজ ধারায় প্রবাহিত হয়। সেইভাবে ধীরগতি ধ্যানের ধারণায় (পরমাত্মা ভক্তের দ্বারা) প্রাপ্ত হন ।।৫১৫।।

তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দ্রো দিবেদিবে।
পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীংরতি তাং ইহি ॥৫১৬॥

হে বিশ্বম্ভর! হে শান্তস্বরূপ সোম! আমি তোমার সাহচর্যে দিনের পর দিন ঘুরতে ঘুরতে বহুবার ভূতলে বিচরণ করেছি। আমাকে সেই বন্ধনগুলি থেকে মুক্তি দাও ।।৫১৬।।

মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥৫১৭॥

হে পবিত্র! তোমার সুকৌশলযুক্ত হস্তে পরিস্কৃত হৃদয়ান্তরিক্ষে বাণীকে প্রেরণ কর এবং অত্যন্ত স্পৃহনীয় প্রভূত হিরণ্ময় ধন সব দিক থেকে প্রাপ্ত করাও ।।৫১৭।।

অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপে মনীষিণো মৎসরাসো মদচ্যুতঃ ॥৫১৮॥

জ্ঞানী, শান্তস্বভাব, (সোমের) আনন্দে মগ্ন, আনন্দের উপদেশকারী মনুষ্যগণ, আনন্দকারক রসকে হৃদয়ান্তরিক্ষের উচ্চতম স্থানে পবিত্ররূপে সম্পন্ন করেন ।।৫১৮।।

পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ঃ।
ত্বং বিপ্রো অভবোঽঙ্গিরস্তম মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ ণঃ ॥৫১৯॥

হে সোম! তুমি মেধাবীদের মধ্যে উত্তম। তুমি হলে পবিত্র, চেতন, প্রিয়, সর্বজ্ঞ (তোমার) বরণীয় গুণের দ্বারা সব দিক দিয়ে রক্ষা কর, আমাদের যজ্ঞকে আনন্দরসে মিশ্রিত কর ।।৫১৯।।

ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ।
সহস্রধারো অত্যব্যমর্ষতি তমী মৃজন্ত্যায়বঃ ॥৫২০॥

হর্ষকারক, সম্পন্ন, সহস্রধারায় প্রবাহিত, সোম প্রাণবায়ু সহ ইন্দ্রকে (জীবাত্মাতে) পবিত্র করে। এই কারণে মনুষ্যগণ তাকে পরিমার্জনা করে, এবং (তা) রক্ষাযোগ্য পুরুষকে অতিশয় প্রাপ্ত হয় ।।৫২০।।

পবস্ব বাজসাতমোভি বিশ্বানি বার্যা।
ত্বং সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মং দেবেভ্যঃ সোম মৎসরঃ ॥৫২১॥

হে সোম! শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের দাতা, আনন্দদায়ক, সকল বরণীয় স্তোত্রকে লক্ষ্য করে পবিত্র কর। দেবতাদের জন্য শ্রেষ্ঠধারক তুমি অনন্তরসভাণ্ডার ।।৫২১।।

পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া।
মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধামভি প্রয়াংসি চ ॥৫২২॥

পবিত্র প্রাণবন্ত আনন্দমগ্ন (মনুষ্যগণ) (অমৃত) ধারায় পবিত্র পরমাত্মাকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলিকে, বুদ্ধি ও তদুপলক্ষিত মন, চিত্ত ও অহঙ্কার কে ও সাংসারিক আনন্দসমূহকে পরিত্যাগ করেন ॥৫২২॥

ষষ্ঠ কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১০ ॥ দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ॥ ঋষি ১।৯ উশনা কাব্য, ২ বৃষগণ বাশিষ্ট, ৩।৭ পরাশর শাক্ত্য, ৪।৬ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ৫।১০ প্রতর্দন দৈবদাসি, ৮ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ॥

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ন্তি ॥৫২৩॥

মনুষ্যগণের দ্বারা শোধিত তুমি প্রকৃষ্ট ধারায় (হৃদয়) কোশ ব্যেপে স্থিত হও। যেমনভাবে প্রকৃষ্টরূপে বলবান ঘোড়াকে মার্জনা করে (অশ্বসেবকগণ) লাগাম দ্বারা (যথাস্থানে) নীত করে, সেইভাবে তোমাকে (সাধকগণ) জ্যোতিসমূহ দ্বারা হৃদয়বেদির অভিমুখে নিয়ে যান এবং তুমি শক্তি প্রদান কর ॥৫২৩॥

প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ ॥৫২৪॥

মহান শক্তির দ্বারা শাসনকারী পবিত্র পুরুষের বন্ধু, পবিত্রকারী দেবতাদের দেবতা (পরমাত্মা) যেন কামনা করে বেদ উপদেশ দিতে দিতে সৃষ্টিকে ব্যক্ত করলেন। বেদপদগুলি (ঋষিদের) হৃদয়-অভ্যন্তরে প্রকাশ করে কল্পরূপ দিনের আরম্ভকারী (বেদপ্রকাশক ঋষিদের দ্বারা) প্রাপ্ত হন ॥৫২৪॥

তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নিঋর্তস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ ॥৫২৫॥

(ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানের) বহনকারী (ঋক্, সাম, যজুঃ) তিনপ্রকার বাণী সত্যের ধারণা ও পরমাত্মার সত্যপ্রজ্ঞাকে প্রচারিত করেন। বেদের বাণী বেদাধিপতি (পরমাত্মা) দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে বাহিরে প্রকাশিত হয়। (বেদবহনকারী ঋষিদের) বুদ্ধি কামনাপূর্বক (বেদপ্রতিপাদিত) শান্তভাবকে প্রাপ্ত হয় ।।৫২৫।।

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্ মিতেব সদ্ম[১] পশুমন্তি হোতা ॥৫২৬॥

এই (বেদের) হিরণ্ময় (জ্ঞানজ্যোতিসম্পন্ন) আত্মার দ্বারা সম্পন্ন ও শব্দকারী (সোম) চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। দেবতা (মুখ্য প্রাণ) অন্য দেবতাদের (সকল প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয় সকলকে) নিয়ে পশুযজ্ঞে সংযত হোতা যেমন পশুর নিকটে যজ্ঞস্থলে মিলিত হয়, সেইভাবে শুদ্ধ রসের সঙ্গে মিলিত হয় ।।৫২৬।।

১. সদ্ম— গৃহ। এখানে অগ্নিগৃহে বা যজ্ঞস্থলে।

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥৫২৭।।

(প্রকাশকারী) বুদ্ধিসমূহের উৎপাদক (প্রকটকারী) দ্যুলোকের উৎপাদক (বিস্তৃত) পৃথিবীর উৎপাদক (চলমান) অগ্নির উৎপাদক, (প্রসবিতা) সূর্যের উৎপাদক (ঐশ্বর্য আকর্ষণকারী) ইন্দ্রের (জীবাত্মার) উৎপাদক এবং (ব্যাপক) সূর্যকিরণের উৎপাদক অমৃত পরমাত্মা (সোম) (যাজ্ঞিককে) পবিত্র করেন ।।৫২৭।।

অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামঙ্গোষিণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূর্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥৫২৮॥

(বেদ)বাণীসকল তিন লোক (ভূলোক, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক) বর্ষণের হেতু, আয়ুর ধারক, স্তুতির যোগ্যকে সর্বতোভাবে কামনা করে।। যেমন ভাবে প্রাচুর্যের ধারক সমুদ্র বিশেষভাবে দান করে সেইভাবে বরণীয় পরমাত্মা (সোম) বরণীয় শ্রেষ্ঠ রত্ন বিশেষরূপে দান করেন ।।৫২৮।।

অক্রান্সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মং জনযন্ প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥৫২৯॥

(পৃথিবী আদি লোকের)পালক পরমাত্মা ভূলোকের প্রজাদের উৎপন্ন করতে করতে সকলের আগে (থেকে) (সকলের) ধারক হয়ে সকলকে অতিক্রম করে থাকলেন ও কামনা পূরণ করতে থাকলেন। পর্বতের একান্তে পবিত্র স্থানে (ধ্যানের দ্বারা) শব্দকে প্রাপ্ত হয়ে অভিষিক্ত আনন্দামৃত মেঘের ন্যায় বৃহৎ হয়ে বাড়তে থাকল ।।৫২৯।।

কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ।
নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গামতো মতিং জনয়ত স্বধাভিঃ ॥৫৩০॥

যেহেতু অরণ্যের (মনের) গর্ভে আসীন হয়ে, মনুষ্যগণের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে পবিত্রকারক সোম নিজ রূপ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেন, তাই আহুতি সহ বেদবাণী ও তার অর্থের বিচারণা উৎপন্ন কর ।।৫৩০।।

এষ স্য তে মধুমাং ইন্দ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণঃ পরি পবিত্রে অক্ষাঃ।
সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ ॥৫৩১॥

হে ইন্দ্র! এই তোমার মধুর সোম, সর্বোত্তম যিনি পবিত্র ক্ষেত্রে সবদিক থেকে ব্যাপী হয়ে পরিশুদ্ধ করেন। ইনি (সহস্রদাতা, শতদাতা ভূরিদাতা) তোমার বলযুক্ত সনাতন যজ্ঞবেদিকে সর্বত স্থিত করেন ।।৫৩১।।

পবস্ব সোম মধুমাং ঋতাবাপো বসানো অধি সানো অব্যে।
অব দ্রোণানি ঘৃতবন্তি রোহ মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রপানঃ ॥৫৩২॥

হে সোম! মধুর রসযুক্ত তুমি সত্যবান, কর্মের ধারক, ছাঁকনী দিয়ে ছেঁকে নেওয়া তুমি স্নিগ্ধ (দেহ)কলসে অবরোহণ কর। তুমি হর্ষকারক অতিশয় আনন্দজনক, ইন্দ্রের পানযোগ্য পবিত্র কর ।।৫৩২।।

সপ্তম কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১২ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ প্রতর্দন দৈবদাসি, ২।১০ পরাশর শাক্ত্য, ৩ ইন্দ্রপ্রমতি বাশিষ্ট, ৪ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ৫ কর্ণশ্রুৎ মৃড়ীক বা বাশিষ্ট, ৬ নোধা গৌতম, ৭ কণ্ব ঘৌর, ৮ মন্যু বাশিষ্ট, ৯ কুৎস আঙ্গিরস, ১১ কশ্যপ মারীচ, ১২ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ।।

প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি হর্ষতে অস্য সেনা।
ভদ্রান্ কৃণ্বন্নিন্দ্রহবাংৎসখিভ্য আ সোমো বস্ত্রা রভসানি দত্তে ॥৫৩৩॥

সেনানয়ক (সোম) শত্রুগণের বাধক শত্রুভূমিকে গ্রহণ করে, রথগুলির সম্মুখে চলেন। এঁর সেনা হৃষ্ট হয়। সোম ইন্দ্রের আহ্বানকে যথার্থ জেনে সখাদের (প্রাণবায়ুদের) জন্য আচ্ছাদক (বা আলোকিত) আনন্দসমূহ নিয়ে আসেন ।।৫৩৩।।

প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্বারং যৎপূতো অতোষ্যব্যম্।
পবমান পবসে ধাম গোনাং জনয়ন্ৎসূর্যমপিন্বো অর্কৈঃ ॥৫৩৪॥

হে পবিত্রকারী সোম! মধুরতাযুক্ত তোমার ধারা অক্ষয় বাধাকে দূর করল যাতে পবিত্র তুমি (বাধাকে) অতিক্রম করে প্রকৃষ্টরূপে এলে। জ্যোতিসমূহের পুঞ্জকে উৎপন্ন করে তেজের দ্বারা সূর্যকে ছাপিয়ে গেলে। পবিত্র করলে ।।৫৩৪।।

প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবাংৎসোমংহিনোত মহতে ধনায়।
স্বাদুঃ পবতামতি বারমব্যমা সীদতু কলশং দেব ইন্দুঃ ॥৫৩৫॥

দিব্য সোম (দেহ)কলসে উপবেশন করুক। স্বাদু সোম ছাঁকনী থেকে নিষ্কাশিত হয়ে পবিত্র করুক, সোমকে প্রেরণ কর (প্রাণবায়ু আদি) দেবতাদের সংস্কৃত কর। মহান ঐশ্বর্যের জন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ কর ।।৫৩৫।।

প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো রথো ন বাজং সনিষন্নয়াসীৎ।
ইন্দ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ ॥৫৩৬॥

দ্যুলোক ও ভূলোকের জন্মদাতা উত্তম গতিসম্পন্ন হয়ে, ঐশ্বর্য লাভের জন্য ইন্দ্রের (আত্মা) নিকট গমন করে (শত্রুর বিরুদ্ধে) অস্ত্র শানাতে শানাতে সকল ধন দু'হাত ভরে নিয়ে রথের ন্যায় গমন করলেন ।।৫৩৬।।

তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাগ্জ্যেষ্ঠস্য ধর্মং দ্যুক্ষোরনীকে।
আদীমায়ন্বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং কলশে গাব ইন্দুম্ ॥৫৩৭॥

যদি মনকে কামনা করে বাক্ উজ্জ্বল দুই তেজের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ধারণকারী তেজে প্রবিষ্ট হয়, তাহলে (দেহ)কলশে স্থিত প্রীতিপাত্র, পালনকারী বরণীয় উজ্জ্বল কিরণ সোমকে কামনা করে (সাধক তাতে প্রবিষ্ট হবে) ।।৫৩৭।।

সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী ॥৫৩৮॥

ধ্যানশীল সাধকের দশটি ভগিনী (পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে দুঃখকে অতিক্রম করে (স্বীয় সাধককে) একসঙ্গে অভিষিক্ত করে মার্জনা করল। সোম (দেহ)কলসের কাছে এল, শীঘ্রগামী বলবান অশ্বের মত সূর্যজাত (কিরণসমূহকে) সবদিক থেকে প্রাপ্ত হল ।।৫৩৮ ।।

অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্ধন্তে ধিয়ঃ সূরে ন বিশঃ।
অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ান্ব্রজং ন পশুবর্ধনায় মন্ম ॥৫৩৯॥

যেমন বলবান ঘোটকীর মত বুদ্ধিসকল এই সোমকে বিষয় করে পরস্পরকে স্পর্ধা করে তেমনিভাবে জ্ঞানীর ন্যায় আচরণকারী শুদ্ধ মানুষ কর্মকে বরণ করে স্বীয় আত্মার বৃদ্ধির জন্য চিন্তার বিচরণক্ষেত্রে (নিজেকে) পবিত্র করে চলে ।।৫৩৯।।

ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতিং বরিবস্কৃণ্বন্বৃজনস্য রাজা ॥৫৪০॥

উজ্জ্বল বিন্দু, বলবান, দ্রুত গমনশীল সোম আনন্দের জন্য ইন্দ্রতে (জীবাত্মা) বলকে প্রবৃষ্ট করিয়ে পবিত্র করেন। রাক্ষসদের হত্যা করেন, শত্রুকে সংহার করেন, শ্রেষ্ঠ ধনকে উৎপন্ন করে বলের উপর আধিপত্য করেন ।।৫৪০।।

অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দ্রো সরসি প্র ধন্ব।

ব্রঘ্নশ্চিদ্যস্য বাতো ন জূতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ ॥৫৪১॥

হে সোম! এই পবিত্র ধারায় অশ্ববৎ বেগগামী (তুমি) বাক্যে প্রবাহিত হও। এই ঐশ্বর্যগুলিকে পবিত্র কর। যে তোমার বায়ুর সমান বহনকারী বেগকে গমনের জন্য বহুপ্রজ্ঞাযুক্ত মানুষ ও সূর্য ধারণ করে ।।৫৪১।।

মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদগর্ভোবৃণীত দেবান্।

অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোজনয়ৎসূর্যে জ্যোতিরিন্দুঃ ॥৫৪২॥

সোমরস (অমৃত পরমাত্মা) যিনি কর্মের গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলিকে (অথবা, জলের গ্রাহক বায়ু আদি দেবতাদের) বরণ করেন, গুণের দ্বারা মহান (সেই সোম) মহৎ কর্ম করেন, পাবক সোম জীবাত্মাতে বলকে ধারণ করেন, আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশকে উৎপন্ন করেন ।।৫৪২।।

অসর্জি বক্কা রথ্যে যথাজৌ ধিয়া মনোতা প্রথমা মনীষা।

দশ স্বসারো অধি সানো অব্যে মৃজন্তি বহ্নিং সদনেষ্বচ্ছ ॥৫৪৩॥

বহমান সোম যখন সংগ্রামের পথে বুদ্ধির দ্বারা মনে ওতপ্রোত শ্রেষ্ঠ মনীষাকে সৃষ্টি করলেন তখন ভগিনীসমা দশ ইন্দ্রিয় পর্বতের উপত্যকাতুল্য (জীবাত্মার) শরীরে (প্রবিষ্ট) বহনকারী মনকে (বা বুদ্ধিকে) শুদ্ধ করে তুলল ।।৫৪৩।।

অপামিবেদূর্মযস্তর্তুরাণাঃ প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ।

নমস্যন্তীরুপ চ যন্তি সং চাচ বিশন্ত্যুশতীরুশন্তম্ ॥৫৪৪॥

একের পর এক বেগে ধেয়ে আসা জলের তরঙ্গসমূহের মত সৌম্য পুরুষকে প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসকল প্রাপ্ত হয়। মান্যতা প্রদর্শন করে কাময়মান (বুদ্ধিসকল) কাম্য পুরুষের নিকট যায় এবং তাতে আবিষ্ট হয় ।।৫৪৪।।

অষ্টম কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৯ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ অনুষ্টুপ্, ৭ বৃহতী ।। ঋষি ১ অন্ধীগুঃ শ্যাবাশ্বি, ২ নহুষ মানব, ৩ যযাতি নাহুষ, ৪ মনু সাংবরণ, ৫।৮ অম্বরীষ বার্ষাগির ও ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ৬।৭ রেভ ও সূনূ কাশ্যপ, ৯ বাক্ বা বিশ্বামিত্র পুত্র প্রজাপতি ।।

পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥৫৪৫॥

হে সখাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী অন্ধকারের জয়কারী ধন তোমাদের আনন্দদায়ক অভিষুত (শান্তস্বরূপ) সোমের প্রাপ্তির জন্য দীর্ঘ জিহ্বাবিশিষ্ট (যজ্ঞীয় হবি লেহনকারী) কুকুরের মত (ধ্যানামৃতের বিঘ্নকারী প্রভৃত অনিষ্টকারী) ক্রোধাদিকে হত্যা করুক ।।৫৪৫।।

অয়ং পূষা রয়িৰ্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥৫৪৬॥

এই সোম পুষ্টিকর্তা, সেবনীয় ধন, পবিত্র করতে করতে বয়ে চলেছে; সকল প্রাণিবর্গের পালনকারী উভয় পৃথিবী ও দ্যুলোককে বিশেষভাবে প্রকাশিত করেছে ।।৫৪৬।।

সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দ্রিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্ দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥৫৪৭॥

হর্ষদায়ক, অত্যন্ত মধুর শান্ত হৃদয়বৃত্তিগুলি ইন্দ্রের (জীবাত্মার) জন্য অভিষুত হয়েছে। তোমাদের পবিত্রতাযুক্ত আনন্দসমূহ ঝরে পড়ছে। দেবতাদের (ইন্দ্রিয়গুলির) নিকট (সেই আনন্দসমূহ) গমন করুক ।।৫৪৭।।

সোমাঃ পবন্ত ইন্দ্রবোস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ ॥৫৪৮॥

উজ্জ্বল, যথাযথ মার্গবেত্তা, সকলের হিতকারী, শব্দকারী, পাপরহিত, সুসমাহিত আত্মজ্ঞ সোমসমূহ (শুদ্ধসত্ত্বগুলি) আমাদের জন্য পবিত্রতার প্রবাহ আনছে ।।৫৪৮।।

অভী নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ শতস্পৃহম্।
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভাসহম্ ॥৫৪৯॥

হে প্রকাশস্বরূপ! আমাদের অভিমুখে বলপ্রদানকারী, শতরূপে স্পৃহনীয়, সহস্রপ্রকারে ভরণ পোষণকারী, অত্যন্ত যশোযুক্ত (অন্যান্য) প্রকাশকে অভিভবকারী (বিদ্যাদি) ধনকে প্রাপ্ত করাও ।।৫৪৯।।

অভী নবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্।
বৎসং ন পূর্ব আয়ুনি জাতং রিহন্তি মাতরঃ ॥৫৫০॥

ক্রোধহীন (সৌম্য) পুরুষগণ ইন্দ্রের (জীবাত্মার) প্রিয় ও কাম্য বিষয়কে অভিনবরূপে লাভ করেন। যেমনভাবে মায়েরা প্রথম গর্ভজাত শিশুকে বারবার চুম্বন করেন ।।৫৫০।।

আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুষ্টন্বন্তি পৌংস্যম্।
শুক্রা বি যন্ত্যসুরায় নির্ণিজে বিপামগ্রে মহীয়ুবঃ ॥৫৫১॥

(ব্রহ্মচর্যের দ্বারা) বীর্যবান্ পুরুষ, আক্রমণকারী ও অহংবোধযুক্ত শত্রুবিনাশের জন্য পৌরুষযুক্ত ধনুর বিস্তার করেন। পৃথিবীজয়ী, বিদ্বানদের অগ্রে বর্তমান এঁরা নিজেকে পরিষ্কৃত করার জন্য সংগ্রাম করেন ।।৫৫১।।

পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাং ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥৫৫২॥

সেই কামনার যোগ্য বহনকারী ও পালনকারী (সোমকে) প্রত্যেক দিনের দ্বারা (বিদ্বানগণ) সর্বতোভাবে শোধন করেন, যে সোম (শান্তভাব) সকল ইন্দ্রিয়গুলির নিকট সানন্দে সব দিক থেকে গমন করেন ।।৫৫২।।

প্র সুন্বানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসংহতা মখং ন ভৃগবঃ ॥৫৫৩॥

(অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারজনিত কর্ম সম্পাদনের অভিমুখী হয় মরণশীল মানুষ। তার বাক্যকে আঘাত করো না। হে জ্ঞানিগণ! ঐশ্বর্যহীন কর্মকে ধ্বংস করো না। কুকুর(তুল্য) (কর্মবিঘ্নকারী ক্রোধাদিকে) হত্যা করো ।।৫৫৩।।

নবম কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১২ ।। দেবতা পবমানসোম ।। ছন্দ জগতী ।। ঋষি ১।২।৩।৫ কবি ভার্গব, ৪।৬ সিকতা নিবাবরী, ৭ রেণু বৈশ্বামিত্র, ৮ বেনো ভার্গব, ৯ বসু ভারদ্বাজ, ১০ বৎসপ্রি ভালন্দন, ১১ অত্রি ভৌম, ১২ পবিত্র আঙ্গিরস।।

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বঞ্চমরুহদ্বিচক্ষণঃ ॥৫৫৪॥

দ্রুতগামী সোম অনুকূল হয়ে সকল প্রিয় নামগুলিকে সবদিক থেকে পবিত্র করেন। যাঁদের ভিতর অধিষ্ঠান করে বাড়তে থাকেন বৃহৎ সূর্যের সর্বত্রগামী রথে অধিষ্ঠান করে বাড়তে থাকা (সেই সোম) বিলক্ষণ প্রকাশযুক্ত হয়ে আরোহণ করেন ।।৫৫৪।।

অচোদসো নো ধন্বন্ত্বিন্দবঃ প্র স্বানাসো বৃহদ্দেবেষু হরয়ঃ।
বি চিদশ্নানা ইষয়ো অরাতয়োঽর্যো নঃ সন্তু সনিষন্তু নো ধিয়ঃ ॥৫৫৫॥

অনন্যপ্রেরিত শব্দকারী, বহনস্বভাব উজ্জ্বল সোমসমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে বৃহৎরূপে প্রবাহিত হোক এবং আমাদের দানরহিত শত্রুতুল্য বিষয়েচ্ছু কামাদিগণ নির্বিষয় হয়ে থাক। (শান্তস্বভাবসমূহ) আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতিতে প্রবেশ করুক ।।৫৫৫।।

এষ প্র কোশে মধুমাং অচিক্রদদিন্দ্রস্য বজ্রো বপুষো বপুষ্টমঃ।
অভ্যৃতস্য সদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সা চ ধেনবঃ ॥৫৫৬॥

ইন্দ্রের এই বজ্রস্বরূপ সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম, মধুরতাযুক্ত (সোম) (হৃদয়ের) পাত্রে প্রকৃষ্টরূপে শব্দ করল এবং দিব্য নিয়মের ধারকগণ উত্তমরূপে দোহনযোগ্য অমৃতবর্ষী শব্দসহ সকল দিকে সুধাবর্ষণ করলেন ।।৫৫৬।।

প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতয়ামনা পথা ॥৫৫৭॥

শান্তস্বভাব জীবাত্মা ইন্দ্রের (পরমাত্মার) স্বচ্ছ পদকে শোধিত হয়ে প্রাপ্ত হন। সখার সখা সুন্দর শব্দকে নষ্ট করেন না কিন্তু যেমনভাবে মানুষ যুবতীদের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত হয়ে গমন করে তেমনিভাবে সৌম্য পুরুষ (হৃদয়ের)কলশে (পরমাত্মাকে) শতসংখ্যক পথে প্রাপ্ত হন ।।৫৫৭।।

ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা ॥৫৫৮॥

নেতৃস্থানীয় মানুষদের দ্বারা ঢেলে দেওয়া ইন্দ্রিয়সমূহের হর্ষকারক, দ্যুলোকের ধারক, সম্পাদিত রসরূপ, শক্তিমান্ বহনকারী (শান্তস্বভাব) ঘোড়ার সমান বেগে পবিত্র করে, শব্দসমূহতে বিনা যত্নে সব দিক থেকে বলকে বাড়িয়ে তোলে ।।৫৫৮।।

বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ।
প্রাণা সিন্ধূনাং কলশাং অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্মনীষিভিঃ ॥৫৫৯॥

বুদ্ধিসমূহের বর্ষণকারী, বিশেষরূপে প্রকাশক, দিনসমূহ, প্রভাত ও দ্যুলোকের বিস্তারকারী, চতুর্দিগন্তের প্রাণ সোম শব্দ করলেন। বুদ্ধিমানদের দ্বারা পরমাত্মার হৃদয়ে আবিষ্ট হলেন ।।৫৫৯।।

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥৫৬০॥

যখন (সোম) দিব্য নিয়মে বাড়তে থাকল তখন সাতটি ছন্দ এর জন্য আশীর্বাদ নিয়ে এল। পরম আকাশে অন্য চার ভুবনকে (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও দিকগুলি) শুদ্ধ করার জন্য (সোম) সুন্দর কল্যাণরূপ ধারণ করল ।।৫৬০।।

ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ পরি স্রবাপামীবা ভবতু রক্ষসা সহ।
মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বন্ত ইহ সন্ত্বিন্দবঃ ॥৫৬১॥

হে সোম! উত্তমরূপে সাক্ষাৎকৃত তুমি ইন্দ্রের জন্য (জীবাত্মার জন্য) অমৃত বর্ষণ কর। রোগ সমূহ (বায়ু আদিতে স্থিত) দুষ্ট বিকার সহ দূর হোক। তোমার রথের দ্বারা দুষ্ট লোক যেন হৃষ্ট না হয়। এই (ধ্যান) যজ্ঞে তোমার রস ধনসম্পন্ন হোক ।।৫৬১।।

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥৫৬২॥

রূপবান্, বহনকারী, বলবান, পবিত্রকারী, প্রকাশমান সোম (সত্ত্বভাব) সম্পন্ন হয়েছে। অদ্ভুতকর্মা জ্যোতির অভিমুখে শব্দ করছে যেন। অপরির্তনীয় বাধাকে উল্লঙ্ঘন করছে। বাজপাখি যেমন জলপূর্ণ আধারকে প্রাপ্ত হয় সেইভাবে অমৃতময় উৎসকে প্রাপ্ত হল ।।৫৬২।।

প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবোঽসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ।
বর্হিষদো বচনাবন্ত ঊধভিঃ পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে ॥৫৬৩॥

মাধুর্যযুক্ত, শব্দকারী, স্বচ্ছ সোমপ্রবাহ দেবতার অভিমুখে প্রবাহিত হল। জ্যোতিসমূহ (ধ্যান) যজ্ঞের বেদিতে (সাধকের হৃদয়ে) প্রবাহিত, শুদ্ধিকারক সোমকে ধারণ করল, যেমন ভাবে দুগ্ধবতী গাভীরা বাঁটসমূহ দ্বারা দুধকে ধারণ করে ।।৫৬৩।।

অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে ॥৫৬৪॥

জ্যোতির দ্বারা পবিত্র সাধকগণ (কর্ম) যজ্ঞকে সুন্দর করে তোলেন, সুপ্রকটিত করেন, সুন্দরভাবে একত্রে মিশিয়ে দেন। প্রকাশশীল সোমকে কর্মে গ্রহণ করেন এবং মধুময় করে সর্বতোভাবে কর্মে লেপন করেন। (হৃৎ)সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত পতনশীল (সোমকে) আস্বাদ করেন ।।৫৬৪।।

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তঃ সং তদাশত ॥৫৬৫॥

হে বেদবিদ্ পরমাত্মা সোম! তুমি পবিত্র, বিস্তৃত, প্রভু। সর্বতোভাবে দেহের অঙ্গগুলিকে সব দিক থেকে ব্যেপে থাক। (ব্রতাচরণাদি) তপ যে না করে সেই অপক্ব শরীর মন সেই (পবিত্রতাকেও) প্রাপ্ত হয় না। যিনি পরিপক্ব তিনি সেই পবিত্রতাকে ভোগ করেন ।।৫৬৫।।

দশম কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১২ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ উষ্ণিক্ ।। ঋষি ১।৭।১১ চাক্ষুষ অগ্নি, ২মানব চক্ষু, ৩।১০ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, শিখণ্ডিনী ও অপ্সরা কাশ্যপা, ৪।৯ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ আপ্সব মনু, ৮।১১ দ্বিত আপ্ত্য ।।

ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ। শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ ॥৫৬৬॥

এই অভিষুত, উৎপন্ন, জ্যোতির্ময়, বহনকারী সোমপ্রবাহ শীঘ্র বর্ষণকারী ইন্দ্রকে (দাতা পরমাত্মাকে) প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হয় ।।৫৬৬।।

প্র ধন্বা সোম জাগৃবিরিন্দ্রায়েন্দ্রো পরি স্রব। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর স্বর্বিদম্ ॥৫৬৭॥

হে শান্তস্বরূপ পরমেশ্বর! জীবাত্মার জন্য চেতনাস্বরূপ তুমি (অমৃত) বর্ষণ কর এবং (আমাদের দ্বারা) প্রাপ্ত হও। প্রকাশযুক্ত, জ্যোতির্ময় আলো ভরে দাও।।৫৬৭।।

সখায় আ নি ষীদত পুনানায় প্র গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥৫৬৮॥

হে সখাগণ! এস, বস শুদ্ধিকারক সোমের জন্য গুণবর্ণনকারী গান কর। শোভার জন্য কর্মসমূহের দ্বারা (সোমকে) সুসংস্কৃত কর যেমন ভাব শিশুকে সংস্কারের দ্বারা সাজিয়ে তোলা হয় ।।৫৬৮।।

তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত। শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ ॥৫৬৯॥

হে সখাগণ! তোমাদের আনন্দের জন্য পবিত্রকারক ওই সোমকে প্রশংসিত কর। শিশুকে যেমন ভাবে (ক্ষীরাদির দ্বারা) তুষ্ট করা হয় সেইভাবে হবণীয় পদার্থ দ্বারা পরমেশ্বরকে (সোমকে) আপ্যায়িত কর ।।৫৬৯।।

প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ॥৫৭০॥

ভূমিনিবাসী মনুষ্যাদির শিশুর তুল্য প্রাণ (প্রিয়) সোম সত্যছন্দের দীপ্তিকে প্রেরণ করে সকল প্রিয় বস্তুকে ছাপিয়ে গেল এবং (পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ) এই দুয়ে স্থিত হল ।।৫৭০।।

পবস্ব দেববীতয় ইন্দ্রো ধারাভিরোজসা। আ কলশং মধুমান্সোম নঃ সদঃ ॥৫৭১॥

হে সোম! দেবতাদের (ইন্দ্রিয় সমূহের) প্রীতির জন্য তোমার প্রবাহের দ্বারা বল সহ পবিত্র কর। আমাদের (দেহ) কলশে (বা হৃদয়ঘটে) আনন্দস্বরূপযুক্ত তুমি বিরাজ কর ।।৫৭১।।

সোমঃ পুনান উর্মিণাব্যং বারং বি ধাবতি। অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥৫৭২॥

পবিত্র এবং পবিত্রকারী সোম প্রবাহসহ অপরিবর্তনীয় বাধাকে অতিক্রম করে যায়। বাক্যের আগে আগে শব্দ করতে থাকে ।।৫৭২।।

প্র পুনানায় বেধসে সোমায় বচ উচ্যতে। ভৃতিং ন ভরা মতিভির্জুজোষতে ॥৫৭৩॥

পবিত্র, মেধাবী, শান্ত আত্মার জন্য স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে। সেবকের মত বুদ্ধিসমূহ দ্বারা সেবনীয়ের জন্য সেবা ভরে দাও ।।৫৭৩।।

গোমন্ন ইন্দ্রো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধনিব। শুচিং চ বর্ণমধি গোষু ধারয় ॥৫৭৪॥

হে সোম! হে সুদক্ষ! সম্পন্ন তুমি আমাদের জন্য জ্যোতির্ময় ও গতিযুক্ত ধন প্রাপ্ত করাও। ইন্দ্রিয়সমূহে সত্ত্বগুণ ধারণ করাও ।।৫৭৪।।

অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত। গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি ॥৫৭৫॥

আমাদের হিতের জন্য বেদবাণীসমূহ, জ্ঞানরূপ ধনের জ্ঞাতা তোমাকে স্তুত করে; বেদবাণীর দ্বারা তোমার স্বরূপ আমরা জানি ।।৫৭৫।।

পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা। অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবদ্যশঃ ॥৫৭৬॥

(অজ্ঞান) হরণকারী সোম বক্রগতি পদার্থসকল উল্লঙ্ঘন করে দ্রুতবেগে পবিত্র করায়। স্তোতাদের জন্য বীর্যযুক্ত যশ প্রাপ্ত করায় ।।৫৭৬।।

পরি কোশং মধুশ্চুতং সোমঃ পুনানো অর্ষতি। অভি বাণীর্ঋষীণাং সপ্তা নূষত ॥৫৭৭॥

পবিত্রকারী সোম, মধুবর্ষণকারী (হৃদয়) কোশকে সব দিক থেকে প্রাপ্ত হোক। ঋষিদের সপ্তছন্দে রচিত বাণী তাকে লক্ষ্য করে স্তুতি করছিল ।।৫৭৭।।

একাদশ কাণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৮ ।। দেবতা পবমান সোম ।। ছন্দ ককুপ্, ৫ যবমধ্যা গায়ত্রী ।। ঋষি ১ গৌরিবীত শাক্ত্য, ২ উর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, ৩।৮ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ৪ কৃতযশা আঙ্গিরস, ৫ ঋণঞ্জয় রাজর্ষি আঙ্গিরস, ৬ শক্তি বাশিষ্ঠ, ৭ উরু আঙ্গিরস ।।

পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥৫৭৮॥

হে সোম (পরমেশ্বর)! অত্যন্ত মধুরতাযুক্ত, উত্তম প্রজ্ঞা ও শক্তিদানকারী, আনন্দদায়ক পূজনীয় উত্তম দিব্য প্রকাশযুক্ত তুমি জীবাত্মার (ইন্দ্র) জন্য প্রাপ্ত হও ।।৫৭৮।।

অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুম্। বি কোশং মধ্যমং যুব ॥৫৭৯॥

হে শক্তির অধিপতি! হে দেবতা! সর্বতোভাবে প্রকাশিত (উজ্জ্বল), বৃহৎ যশকে প্রকাশ কর। দেবকাম, মধ্যম কোশ হৃদয়কে খুলে দাও ।।৫৭৯।।

আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্। বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥৫৮০॥

অশ্বের মত বেগবান, কর্মের প্রেরক, কর্মশক্তির প্রেরক, শরীর মধ্যে শব্দকারী ঊর্ধ্বে প্রবাহিত (সোমকে) সম্পাদন কর এবং সবদিকে ছড়িয়ে দাও ।।৫৮০।।

এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবোদুহম্। বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্ ॥৫৮১॥

সেই এই সোমকে যিনি মধুক্ষরা, সহস্রধারায় (অনুগ্রহ) বর্ষণ করেন, দিব্যলোক থেকে দোহন করে এনে সমস্ত ধনকে ধারণ করেন (তাঁকে সম্পাদন কর ও ছড়িয়ে দাও।) ।।৫৮১।।

স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইডানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥৫৮২॥

যে সোম বসুসংজ্ঞক (অষ্ট) দেবতাকে প্রাপ্ত করান, যিনি ঐশ্বর্য, প্রাণশক্তি ও দক্ষ মানুষজনকে প্রাপ্ত করান সেই সোমের অভিষব কর ।।৫৮২।।

ত্বং হ্যাঙ্গ দৈব্য পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ন্ ॥৫৮৩॥

হে প্রিয়, পবিত্র সোম! তুমি অবশ্যই অতি উজ্জ্বল, দ্যুলোকস্থিত। জাত-মানুষে অমৃতত্বের জন্য ঘোষণা করতে থাক ।।৫৮৩।।

এষ স্য ধারয়া সুতোঽব্যো বারেভিঃ পবতে মদিন্তমঃ। ক্রীডন্নূর্মিরপামিব ॥৫৮৪॥

সেই এই অভিষুত, নিত্য সোম জলের তরঙ্গের মত বাধাসমূহ সহ কর্ম তরঙ্গে খেলতে খেলতে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়ে প্রবাহ ধারায় পবিত্র করে চলেছেন ।।৫৮৪।।

য উস্রিয়া অপি যা অন্তরশ্মনি নির্গা অকৃন্তদোজসা।
অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যমশ্ব্যং বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ।
ওম্ বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ ॥৫৮৫॥

যে জ্যোতির্ময় সোম, বলের দ্বারা অন্তরের পর্বতপ্রতিম বাধাকে অতিক্রম করে ভেদ করল, জ্যোতি ও গতির যোগ্য বিচরণভূমির বিস্তার সাধন করল, সে দুর্ধষ বর্মধারী বীরের মত (ক্রোধাদি) শত্রুদলকে নাশ করল ।।৫৮৫।।

॥ পাবমান কাণ্ড সমাপ্ত ॥

॥ ইতি পূর্বার্চিকঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরণ্যক কাণ্ড

প্রথম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৯ ।। দেবতা ১-৩ ইন্দ্র, ৪বরুণ, ৫।৭।৮ পবমান সোম, ৬ বিশ্বদেবগণ, ৯ অন্ন ।। ছন্দ ১ বৃহতী, ২।৯ ত্রিষ্টুপ্, ৩।৭।৮ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ অথবা চতুষ্পদা গায়ত্রী, ৬ একপাৎ জগতী বা গায়ত্রী ।।

ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পুপুরি শ্রবঃ।
যদ্দিধৃক্ষেম বজ্রহস্ত রোদসী উভে সুশিপ্র পপ্রাঃ ॥৫৮৬॥

হে বজ্রহস্ত ও সুনাসিকাযুক্ত ইন্দ্র। দ্যুলোক ও পৃথিবীর জন্য যে (শব্দময় আয়ুধ ও গন্ধ) পূর্ণ করে রেখেছ সেই প্রথম ও বলিষ্ঠ শ্রবণশক্তি ও গতি আমাদের জন্য ভরে দাও যাতে আমরা তা ধারণ করতে পারি ।।৫৮৬।।

ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনামধিক্ষমা বিশ্বরূপং যদস্য।
ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্রাধ উপস্তুতং চিদর্বাক্ ॥৫৮৭॥

জগতের রাজা ইন্দ্র! মনুষ্যগণের ধারণীয় যত প্রকার রূপ তা এঁর। তাই যজ্ঞে আহুতিদানকারী পুরুষকে ধন দান করেন এবং আমাদের সামনে মনোবাঞ্ছিত ধন প্রেরণ করেন ।।৫৮৭।।

যস্যেদমা রজোযুজস্তুজে জনে বনং স্বঃ।
ইন্দ্রস্য রন্ত্যং বৃহৎ ॥৫৮৮॥

যে ইন্দ্রের কর্মশক্তিযুক্ত রমণীয়, বৃহৎ ও কাম্য এই সুখ শক্তিমানের নিমিত্ত সব দিক থেকে বর্তমান (তা আমাদের জন্য ধন প্রেরণ করুক।) ।।৫৮৮।।

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥৫৮৯॥

হে আদিত্য (প্রাণ), হে বরুণ (অপান) আমাদের থেকে উত্তম, মধ্যম ও অধম বন্ধন শিথিল করে খুলে দাও এবং আমরা তোমার নিয়মে থেকে খণ্ডনরহিত হওয়ার নিমিত্ত অপরাধমুক্ত হব ।।৫৮৯।।

ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৫৯০॥

হে শান্তস্বভাব! আমরা পবিত্রকারী তোমার সহায়তায় ভরণপোষণকারী (গৃহস্থাশ্রমে) কর্মকে সঞ্চয় করব। আমাদের সেই কর্মকে মিত্র (প্রাণ), বরুণ (অপান) অদিতি (বুদ্ধি) সিন্ধু (অন্তরিক্ষ), পৃথিবী ও দ্যুলোক বাড়িয়ে তুলুক ।।৫৯০।।

ইমং বৃষণং কৃণুতৈকমিন্মাম্ ॥৫৯১॥

(মিত্র প্রভৃতিরা) একাকী এই আমাকেও শক্তিমান করে তোল ।।৫৯১।।

স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।
বরিবোবিৎপরিস্রব ॥৫৯২॥

সেই সৌম্যস্বরূপ, যিনি মুক্তিদাতা; যজ্ঞকারী জীবাত্মা, অপান এবং প্রাণসমূহের জন্য সর্বতোভাবে ক্ষরিত হোন ।।৫৯২।।

এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্।
সিষাসন্তো বনামহে ॥৫৯৩॥

হে পরমাত্মা! মনুষ্যগণের লভ্য সকল অনুকূল ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য কামনা করি ।।৫৯৩।।

অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য পূর্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য নাম।
যো মা দদাতি স ইদেবমাবদহমন্নমন্নমদন্তমদ্মি ॥৫৯৪॥

আমি দেবতাদের মধ্যে প্রথম জাত (অন্ন)। আমি সত্যের, অমৃতের। যে আমাকে দান করে সে-ই এইরূপে (প্রাণিগণকে) রক্ষা করে। নিজের জন্য যে অন্ন ভক্ষণ করে আমি সেই অন্ন নষ্ট করি ।।৫৯৪।।

দ্বিতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ৭ ।। দেবতা ১।৩।৪।৭ ইন্দ্র, ২ পবমান সোম, ৫ বিশ্বদেবগণ, ৬ বায়ু ।। ছন্দ ১।৩।৪।৬ গায়ত্রী, ২ জগতী, ৫ ত্রিষ্টুপ্, ৭ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ২ পবিত্র আঙ্গিরস, ৩।৪ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৫ প্রথ বাশিষ্ঠ, ৬ গৃৎসমদ শৌনক, ৭ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস ।।

ত্বমেতদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ।
পরুষ্ণীষু রুশৎপয়ঃ ॥৫৯৫॥

হে ইন্দ্র! তুমি কৃষ্ণবর্ণ, লালবর্ণ এবং বঙ্কিমগতি নদীসমূহে উজ্জ্বল জল স্থাপন করেছ ।।৫৯৫।।

অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ।
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমাদধুঃ ॥৫৯৬॥

উষার প্রথম জাত কিরণ ঝলমল করে। মেঘ লোকসমূহে অন্ন ও বলের বৃদ্ধি চেয়ে সদা গর্জন করে। অলৌকিক শক্তি ধারণকারিগণ এঁর (পরমাত্মার) মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করে চলেন। মনুষ্যগণকে প্রকাশ দানকারী চন্দ্রকিরণসমূহ (পিতৃগণ) ওষধিসমূহে গর্ভাধান করেন ।।৫৯৬।।

ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥৫৯৭॥

পরমেশ্বরই (ইন্দ্র) বচনবদ্ধ সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে সর্বত্র মিলিত হন। ইন্দ্র দণ্ডদানকারী জ্যোতিঃস্বরূপ ।।৫৯৭।।

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।
উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥৫৯৮॥

হে ইন্দ্র! তুমি ভয়ঙ্কর বীর্যশালী, তোমার শক্তিপূর্ণ রক্ষার দ্বারা সকল সংগ্রামে এবং সংগ্রামে জিত ধনরাশিসমূহে আমাদের বাঁচিয়ে রাখ ।।৫৯৮।।

প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য হবিষো হবির্যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎসবিতুশ্চ বিষ্ণো রথন্তরমা জভারা বসিষ্ঠঃ ॥৫৯৯॥

যে অনুষ্টুপ্ ছন্দোযুক্ত (গ্রহণযোগ্য বাণীরূপ) হবির প্রথ (বিস্তৃত) ও সপ্রথ নাম বিখ্যাত, যে হব্য সব থেকে উজ্জ্বল, জগতের ধারক এবং উৎপাদক পরমেশ্বরের (বিষ্ণুর) সেই হব্যই রথন্তর নামক সামগানকে আহরণ করল ।।৫৯৯।।

নিযুত্বান্বায়বা গহ্যয়ং শুক্রো অয়ামি তে।
গন্তাসি সুন্বতো গৃহম্ ॥৬০০॥

হে (প্রাণাদি) বায়ু! তোমার অশ্বসমূহ (গতি) নিয়ে তুমি এস। এই উজ্জ্বল সোম তোমার জন্য নিয়মিত। সোমসম্পাদনকারীর (হৃদয়)গৃহে তুমি গমন কর ।।৬০০।।

যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়।
তৎপৃথিবীমপ্রথযস্তদস্তভ্না উতো দিবম্ ॥৬০১॥

হে অনাদি পরমেশ্বর! যখনই তুমি অজ্ঞান নিবারণের নিমিত্ত (হৃদয়ে) অনুভূত হয়েছ, তখনই পৃথিবীকে প্রসারিত করেছ এবং দ্যুলোককে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছ ।।৬০১।।

তৃতীয় খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১৩ ।। দেবতা ১ প্রজাপতি, ২।৩ সোম, ৪।৫।৮।১৩ অগ্নি, ৬ অপাংনপাৎ, ৭ রাত্রি, ৯ বিশ্বদেবগণ; ১০ লিঙ্গোক্ত ১১ ইন্দ্র, ১২ আত্মা বা অগ্নি ।। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, ১।৭ অনুষ্টুপ্, ৪ গায়ত্রী, ৮।৯ জগতী, ১০ মহাপঙ্ক্তি ।। ঋষি ১।৫।৭।১০ বামদেব গৌতম, ২।৩ গৌতম রাহুগণ, ৫ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ গৃৎসমদ শৌনক, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ১১ হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস, ১২।১৩ বিশ্বামিত্র গাথিন ।।

ময়ি বর্চো অথো যশোঽথো যজ্ঞস্য যৎপয়ঃ।
পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দিবি দ্যামিব দৃংহতু ॥৬০২॥

সর্বব্যাপী প্রজাপালক আমাতে ব্রাহ্ম তেজ এবং যশ তথা যজ্ঞকর্মের প্রাণশক্তিকে দ্যুলোকে স্থিত দ্যুতির মত দৃঢ়রূপে বাড়িয়ে তুলুন ।।৬০২।।

সং তে পয়াংসি সমু যন্ত বাজাঃ সং বৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ।
আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব ॥৬০৩॥

হে শান্তস্বরূপ! গর্বদূরকারী! তুমি তোমার দেওয়া অমৃতধারা সংগত হোক, এবং ঐশ্বর্যসমূহ সংগত হোক, বীর্য সংগত হোক। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তুমি মোক্ষদানের জন্য দ্যুলোকে উত্তম যশকে ধারণ কর ।।৬০৩।।

ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ।
ত্বমাতনোরুর্বান্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥৬০৪॥

হে পরমাত্মা! তুমি এই সকল ঔষধিকে উৎপন্ন করেছ, তুমি জলকে, তুমি জ্যোতিসমূহকে, তুমি বিশাল অন্তরিক্ষকে বিস্তীর্ণ করেছ। তুমি জ্যোতির দ্বারা অন্ধকারকে বিনিবৃত্ত করেছ ।।৬০৪।।

অগ্নিমীডে পুরোহিতং[1] যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥৬০৫॥

(প্রকাশস্বরূপ) অগ্নি যিনি যজ্ঞকর্মে সবার আগে বর্তমান, প্রকাশক, প্রত্যেক ঋতুতে পূজনীয়, দান করেন ও গ্রহণ করেন, (যজ্ঞফলরূপ) উৎকৃষ্ট ধন ধারণ করেন, তাঁর স্তুতি করি ।।৬০৫।।

১. অগ্নিদেবকে পুরোহিত বলা হচ্ছে- রাজার পুরোহিত যেমন তাঁর অভীষ্ট কার্য সম্পাদন করেন, সেইরকম অগ্নিও যজ্ঞের অপেক্ষিত হোম সম্পাদন করেন। অথবা যজ্ঞে পূর্বভাগে আহবনীয়রূপে অবস্থান করেন।

তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্।
তা জানতীরভ্যনূষত ক্ষা আবির্ভুবন্নরুণীর্যশসা গাবঃ ॥৬০৬॥

(হে প্রকাশস্বরূপ অগ্নি) পৃথিবীস্থ প্রজাগণ বেদবাণীসমূহে তোমার নামকে প্রথম বলে মনে করে। একুশপ্রকার ছন্দোযুক্ত বেদশাস্ত্রসমূহে পরম নাম রূপে জানে। জেনে তোমার স্তুতি করে। তোমার যশের দ্বারা জ্যোতিসমূহ অরুণবর্ণ হয়ে প্রকটিত হল ।।৬০৬ ।।

সমন্যা যন্ত্যুপযন্ত্যন্যাঃ সমানমূর্বং নদ্যস্পৃণন্তি।
তমূ শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপান্নপাতমুপ যন্ত্যাপঃ ॥৬০৭॥

(হে প্রকাশস্বরূপ অগ্নি) কোন কোন জল সমুদ্রস্থিত বড়বানলে মেশে, কোন কোন জল সমুদ্রের সমীপে পৌঁছায়, কোন নদী সমানভাবে স্থিত সমুদ্রকে প্রীত করে। সেইভাবে সেই অত্যন্ত প্রকাশমান কর্মের অনাশক অগ্নিকে কর্মসমূহ সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে প্রাপ্ত হয় ।। ৬০৭ ।।

আ প্রাগাদ্ভদ্রা যুবতিরহ্নঃ কেতূন্ৎসমীৎর্সতি।
অভূদ্ভদ্রা নিবেশনী বিশ্বস্য জগতো রাত্রী ॥৬০৮॥

কল্যাণী রাত্রি সকল জগতের সুখের আশ্রয় হল। দিনের কল্যাণী যুবতি (উষা) তারপর এল। দিনের কিরণসমূহকে বাড়িয়ে তুলতে চাইল ।। ৬০৮ ।।

প্রক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ মহঃ প্র নো বচো বিদথা জাতবেদসে।
বৈশ্বানরায় মতির্নব্যসে শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে ॥৬০৯॥

সর্বব্যাপী, কাম্যবর্ষণকারী, প্রকাশমান তোমার স্তুতিকারী আমাদের বচন শীঘ্র জ্ঞানে সমর্থ হোক, জাতমাত্রই বেত্তা, সর্বনিয়ন্তা নূতন অগ্নি— তোমার জন্য পবিত্র বুদ্ধি সুন্দর সোমের মত আমাদের পবিত্র করুক ।। ৬০৯ ।।

বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞমুভে রোদসী অপাং নপাচ্চ মন্ম।
মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি বোচং সুম্নেষ্বিদ্বো অন্তমা মদেম ॥৬১০॥

সকল দেবতা, উভয় দ্যুলোক ও পৃথিবী, কর্মের অনাশক (অগ্নি) আমার বুদ্ধিকৃত যজ্ঞকে গ্রহণ করুন। আপনাদের নিন্দাযোগ্য বাক্যসকল বলব না। আপনাদের অতিসমীপস্থ হয়ে সুখে থেকে হৃষ্ট হব ।। ৬১০ ।।

যশো মা দ্যাবাপৃথিবী যশো মেন্দ্রবৃহস্পতী।
যশো ভগস্য বিন্দতু যশো মা প্রতিমুচ্যতাম্।
যশসাস্যাঃ সংসদোঽহং প্রবদিতা স্যাম্ ॥৬১১॥

দ্যুলোক ও পৃথিবী আমাকে যশ দান করুন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি (রাজা ও বিদ্বান) আমাকে যশ দান করুন। ঐশ্বর্যে যশ প্রাপ্ত হব। যশ আমাকে যেন কখনও না ছাড়ে। যশস্বী আমি যেন এই বিদ্বৎসভায় প্রবক্তা হই ।। ৬১১ ।।

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎপর্বতানাম্ ॥৬১২॥

ইন্দ্রের (জীবাত্মার) পরাক্রমযুক্ত বর্ণনা করছি, বজ্রধারী ইন্দ্র যেগুলি মুখ্যরূপে করে আসছেন, বৃত্ররূপ অজ্ঞানকে নাশ করে শীঘ্র অমৃতের প্রবাহ আনলেন, পর্বতরূপ শরীরের দেয়াল ভেঙে দিলেন ।। ৬১২ ।।

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
ত্রিধাতুরর্কো রজসো বিমানোজস্রং জ্যোতির্হবিরস্মি সর্বম্ ॥৬১৩॥

আমি অগ্নি! জন্ম থেকেই জ্ঞানের প্রকাশক। ঘৃত আমার প্রকাশক। প্রকাশ আমার মুখে, আমি তিন লোক ধারণ করে আছি, আমি সূর্যরূপে অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাতা। আমি নিরন্তর জ্যোতি, সকল হব্য আমি ।। ৬১৩ ।।

পাত্যগ্নির্বিপো অগ্রং পদং বেঃ পাতি যহ্বশ্চরণং সূর্যস্য।
পাতি নাভা সপ্তশীর্ষাণমগ্নিঃ পতি দেবানামুপমাদমৃষ্বঃ ॥৬১৪॥

বিদ্বান্ অগ্নি গতিস্বভাববিশিষ্ট জীবাত্মার মুখ্য পদ (মোক্ষ)-কে রক্ষা করেন। চঞ্চল অগ্নি সূর্যের বিচরণস্থলকে রক্ষা করেন। নাভিমণ্ডলে থেকে সপ্তলোককে পালন করেন। মহান অগ্নি দেবতাদের আনন্দকে রক্ষা করেন ।। ৬১৪ ।।

চতুর্থ খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১২ ।। দেবতা ১।২ অগ্নি, ৩-৭ পুরুষ, ৮ দ্যাবাপৃথিবী, ৯-১১ ইন্দ্র, ১২ গোগণ (=রশ্মিগণ) ।। ছন্দ অনুষ্টুপ্, ১।২ পঙ্ক্তি, ৮।১১।১২ ত্রিষ্টুপ্ ।।

ভ্রাজন্ত্যগ্নে সমিধান দীদিবো জিহ্বা চরত্যন্তরাসনি।
স ত্বং নো অগ্নে পয়সা বসুবিদ্রয়িং বর্চো দৃশেঽদাঃ ॥৬১৫॥

হে প্রজ্বলিত অগ্নি! জ্যোতির্ময় হয়ে তুমি প্রকাশিত হতে থাকলে মুখের ভিতর জিহ্বা সবল হয়। সেই তুমি ধনবেত্তা (সত্য) দর্শনকারীর জন্য শক্তি সহ ঐশ্বর্য ও তেজ দান কর ।।৬১৫।।

বসন্ত ইন্নু রন্ত্যো গ্রীষ্ম ইন্নু রন্ত্যঃ।
বর্ষাণ্যনু শরদো হেমন্তঃ শিশির ইন্নু রন্ত্যঃ ॥৬১৬॥[১]

বসন্ত রমণীয় এবং নিশ্চয়ই গ্রীষ্ম রমণীয়। বর্ষা এবং তার পরে শরৎ, হেমন্ত, শীত নিশ্চয়ই রমণীয় ।। ৬১৬ ।।

১. সামবেদেও ছয় ঋতুর উল্লেখ। সৃষ্টিপ্রকরণে ও জীবসংরক্ষণে ঋতুচক্রের আবর্তন একান্ত অপরিহার্য। সূর্যের বার্ষিকগতির সঙ্গে প্রাণিকুলের নিবিড় সম্পর্ক।

সহস্রশীর্ষাঃ[১] পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥৬১৭॥

অনন্তশীর্ষযুক্ত, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত পদ (বিরাট) পুরুষ। তিনি (ব্রহ্মাণ্ড) ভূমিকে সর্বতোভাবে ব্যেপে হৃদয়দেশকে উল্লঙ্ঘন করে স্থিত ॥৬১৭॥

১. সহস্রশীর্ষাঃ- ইত্যাদির দ্বারা এক বিশ্বব্যাপী সত্তাকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্রব্যাপ্ত করে দশ আঙ্গুল পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
তথা বিষ্বঙ্ ব্যক্রামদশনানশনে অভি ॥৬১৮॥

ত্রিপাদ পুরুষ (পূর্ণস্বভাব) সংসারের উর্ধ্বে উৎক্রমণ করেন। পুনরায় এঁর একপাদ এই জগতে বারবার প্রকটিত হয়। এবং ভোজনকারী (চেতন) এবং ভোজনরহিত (অচেতন) পদার্থে সর্বত্র অভিব্যাপ্ত হন ॥৬১৮॥

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৬১৯॥

এই সব কিছু, যা হয়েছিল এবং হবে তা পুরুষই। এই সকল স্পষ্ট বস্তু তাঁর একপাদ আর এঁর তিন পাদ অমর আকাশ ॥ ৬১৯ ॥

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥৬২০॥

এরূপ এই পুরুষের মহিমা, পুনরায়, তার থেকেও (ওই মহিমা থেকেও) তিনি অত্যন্ত মহান, যা কিছু অন্ন দ্বারা উর্ধ্বে বেড়ে ওঠে সেগুলির এবং মোক্ষের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ॥৬২০॥

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৬২১॥

তাঁর থেকে বিরাট (ব্রহ্মাণ্ড দেহ) উৎপন্ন হল। বিরাটের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা। সেই বিরাট জাত হল, তারপর পৃথিবী ও জীবদেহে অবস্থান করেও তিনি অতিক্রম করে বিরাজমান হলেন ॥৬২১॥

মন্যে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসৌ যে অপ্রথেথামমিতমভি যোজনম্।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৬২২॥

হে দ্যুলোক ও পৃথিবী! তোমরা শোভন পালয়িত্রী— তা জানি। তোমরা অপরিমিত যোজন ব্যাপ্ত করে আছ। হে দ্যুলোক ও পৃথিবী আমাদের পাপ থেকে মুক্ত কর, সুখদায়ক হও ।।৬২২।।

হরী ত ইন্দ্র শ্মশ্রূণ্যুতো তে হরিতৌ হরী।
তং ত্বা স্তুবন্তি কবয়ঃ পুরুষাসো বনর্গবঃ ॥৬২৩॥

হে ইন্দ্র! তোমার রশ্মিগুলি হরণকারী এবং তোমার অশ্বদ্বয় (দেশ ও কাল) হরণকারী, সেই তোমাকে কবিগণ সেবনীয় বাণীযুক্ত পুরুষগণ স্তুতি করেন ।। ৬২৩ ।।

যদ্বর্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চো গবামুত।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চস্তেন মা সং সৃজামসি ॥৬২৪॥

অক্ষয়বস্তুর যে জ্যোতি, রশ্মিসমূহের যে জ্যোতি, ত্রিকালৈক রস-ব্রহ্মের যে তেজ তার সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত কর ।। ৬২৪।।

সহস্তন্ন ইন্দ্র দদ্ধ্যোজ ঈশে হ্যস্য মহতো বিরপ্শিন্।
ক্রতুং ন নৃম্ণং স্থবিরং চ বাজং বৃত্রেষু শত্রূন্ৎসহনা কৃধী নঃ ॥৬২৫॥

হে ইন্দ্র! আমাদের বল ও তেজ দাও, হে মহান, কারণ তুমি এই মহান ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এবং কর্মানুসারে পৌরুষ ও স্থির ঐশ্বর্য দাও। আমাদের পাপীদের বিষয়ে সহিষ্ণুতা দাও ।।৬২৫।।

সহর্ষভাঃ সহবৎসা উদেত বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতীর্দ্ব্যূধ্নীঃ।
উরুঃ পৃথুরয়ং বো অস্তু লোক ইমা আপঃ সুপ্রপাণা ইহ স্ত ॥৬২৬॥

আনন্দময় স্ত্রী ও সন্তান সহ (দিন, রাত বা দেশ কাল) দুই স্তনযুক্তা পৃথিবীর উদয় হোক। এই লোক দীর্ঘ ও প্রশস্ত হোক। এই কর্মসকল সুছন্দযুক্ত হয়ে এখানে থাকো ।।৬২৬।।

পঞ্চম খণ্ড

মন্ত্রসংখ্যা ১৪ ।। দেবতা ১ পবমান অগ্নি, ২-৪ সূর্য (৪-৬ সূর্য বা আত্মা) ।। ছন্দ ১,৪-১৪ গায়ত্রী, ২ জগতী, ৩ ত্রিষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ শতং বৈখানস, ২ বিভ্রাট্ সৌর্য, ৩ কুৎস আঙ্গিরস, ৪-৬ সর্পরাজ্ঞী, ৭-১৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব।।

অগ্ন আয়ূংষি পবস আসুবোর্জমিষং চ নঃ।
আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥৬২৭॥

হে অগ্নি! আমাদের আয়ুসকল পবিত্র কর। আমাদের জন্য শক্তি ও কাম্যবস্তু প্রেরণ কর। দুষ্ট বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে দাও ।। ৬২৭ ।।

বিভ্রাড় বৃহৎপিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পিপর্তি বহুধা বি রাজতি ॥৬২৮॥

প্রকাশমান সূর্য শান্ত মধুর রসকে পান করুন, যিনি যজ্ঞকারীর নিমিত্ত সরল আয়ুকে ধারণ করেন, বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে স্বয়ং প্রজাদের সব দিক থেকে রক্ষা করেন এবং বহুরূপে প্রকাশিত হন ।। ৬২৮ ।।

চিত্রং[১] দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥৬২৯॥

বিচিত্র জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশরূপ সূর্য উদিত হয়েছেন। তিনি মিত্র (প্রাণ) বরুণ (অপান) ও অগ্নির প্রকাশক। জঙ্গম ও স্থাবরের আত্মা। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষকে প্রকাশের দ্বারা পূর্ণ করেন ।। ৬২৯ ।।

১. চিত্রম্— বিচিত্র। সূর্যই মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ এদের উৎস।

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।
পিতরং চ প্রযন্তস্বঃ ॥৬৩০॥

এই বিচিত্রবর্ণ সূর্যরশ্মি গমন করতে করতে মাতা (পৃথিবী), পিতা (দ্যুলোক) এবং অন্তরিক্ষলোককে অতিক্রম করে গিয়ে স্থিত হল ।। ৬৩০ ।।

অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী।
ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্ ॥৬৩১॥

এঁর দীপ্তি শরীরের ভিতরে অথবা, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বায়ুকে ঊর্ধ্বে ও নিম্নে গমন করিয়ে বিচরণ করে, বিশালাকৃতি ইনি অন্তরিক্ষকে প্রকাশিত করেন ।। ৬৩১ ।।

ত্রিংশদ্ধাম[১] বি রাজতি বাক্‌পতঙ্গায় ধীয়তে।
প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥৬৩২॥

নেমে আসা সূর্যের জন্য স্তুতি ধারণ করা হয়। নিশ্চিতভাবে তিরিশ দিন ধরে প্রতি প্রভাতে কিরণসমূহ সহ বিরাজ করেন ।। ৬৩২ ।।

১. ত্রিংশদ্ধাম— সৌরমাস তিরিশ দিনের কথা বলা হয়েছে।

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥৬৩৩॥

সকল জগতের প্রকাশক সূর্যের জন্য নক্ষত্রগণ রাত্রিসকলের সঙ্গে পালিয়ে যায় সেইভাবে, যেমনভাবে চোরেরা পালায়।। ৬৩৩ ।।

অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাং অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥৬৩৪॥

দীপ্যমান অগ্নিসকলের মত এই সূর্যের প্রকাশক কিরণসমূহ প্রাণিগণকে লক্ষ্য করে বিবিধপ্রকারে দৃশ্যমান হল ।। ৬৩৪ ।।

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥৬৩৫॥

হে সূর্য! তুমি (অন্ধকার থেকে) উত্তরণ কর। সকল বস্তুকে দেখাও। তুমি প্রকাশক হও, সকল দীপ্ত বস্তুকে তুমি প্রকাশ কর ।। ৬৩৫ ।।

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥৬৩৬॥

তুমি নিজের দর্শনের জন্য দেবতাদের প্রজাদের সামনে উদিত হও, মনুষ্যগণের সামনে, সমস্ত বিশ্বের সামনে উদিত হও ।।৬৩৬।।

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাং অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥৬৩৭॥

উদ্দ্যামেষি রজঃ পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য ॥৬৩৮॥

হে পবিত্রকারক! হে বরণীয়! প্রাণিগণের ভরণ ও পোষণকারী এই লোকত্রয়কে যেমন ক্রমপূর্বক প্রকাশশক্তির দ্বারা প্রকাশ করছ, সেইভাবে হে সূর্য! বিস্তৃত দ্যুলোক ও কর্মময় ভূলোকে রাত্রিসমূহ সহ দিনগুলিকে নিয়মিত করে প্রাণিগণকে দেখতে দেখতে উদিত হও ।।৬৩৭-৬৩৮।।

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্রযঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥৬৩৯॥

সূর্য (স্ব)শরীর থেকে জাত শুদ্ধিকারী সাত রঙের কিরণগুলি যোজনা করলেন। সেই নিজনিযুক্ত কিরণসমূহসহ গমন করলেন ।। ৬৩৯ ।।

সপ্ত[১] ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥৬৪০॥

হে দেব! হে সকলের প্রকাশক সূর্য! তোমার দেহে সপ্ত বহণকারী কিরণ তোমাকে (প্রাণিগণের নিকট) বহন করে নিয়ে যায় ।। ৬৪০ ।।

১. সপ্ত— সাতটি অশ্ব সূর্যকে রথে বহন করে।

॥ আরণ্যক কাণ্ড সমাপ্ত ॥

মহানাম্নী আর্চিকঃ

বিদা মঘবন্ বিদা গাতুমনুশংসিযো দিশঃ।
শিক্ষা শচীনাং পতে পূর্বাণাং পুরুবসো ॥৬৪১॥

হে মহাধন! তুমি সর্বজ্ঞ। তুমি গন্তব্য দেশ জান। মার্গের উপদেশ দাও। হে বহুধন! হে সনাতন বুদ্ধির প্রভু! আমাদের ধন দাও ।। ৬৪১ ।।

আভিষ্টিমভিষ্টিভিঃ স্বাঽর্ন্নাংশুঃ।
প্রচেতন প্রচেতয়েন্দ্র দ্যুম্নায় ন ইষে ॥৬৪২॥

হে ইন্দ্র! এই স্তুতিসকলের দ্বারা তুমি সূর্যের তুল্য ব্যাপক। হে প্রকাশকারক! যশের ও কাম্যবস্তুর নিমিত্ত চেতনা দাও ।। ৬৪২ ।।

এবা হি শক্রো রায়ে বাজায় বজ্রিবঃ।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জসে মংহিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জস।
আ যাহি পিব মৎস্ব ॥৬৪৩॥

হে বজ্রধারী! তুমিই ধন ও বল দিতে সমর্থ। হে বলিষ্ঠ, বজ্রধারী! হে পূজনীয়তম! তোমাকে প্রসন্ন করি। 'এস। (অমৃতকে) পান কর। আনন্দিত হও' ।। ৬৪৩ ।।

বিদা রায়ে সুবীর্যং ভুবো বাজানাং পাতর্বশাং অনু।
মংহিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জসে যঃ শবিষ্ঠঃ শূরাণাম্ ॥৬৪৪॥

হে বজ্রধারী! ঐশ্বর্যের পালক তুমি (আমাদের) কামনার অনুকূল হও। ধনপ্রাপ্তির জন্য শোভন বীর্য দাও। হে অতিপূজনীয়! যিনি বীরগণের মধ্যে বলিষ্ঠ তাঁকে পূজা করি ।। ৬৪৪ ।।

যো মংহিষ্ঠো মঘোনামংশুর্ন্ন শোচিঃ।
চিকিত্বো অভি নো নয়েংদ্রো বিদে তমু স্তুহি ॥৬৪৫॥

যিনি ধনসমূহের শ্রেষ্ঠদাতা, সূর্যের মত প্রকাশযুক্ত, সেই তুমি আমাদের লক্ষ্য করে (ধন) নিয়ে এস। হে জ্ঞানবান্! পরমৈশ্বর্যযুক্ত তুমি এস। তোমাকে স্তুতি করি ।। ৬৪৫ ।।

ঈশে হি শক্রস্তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্।
স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহৎ ॥৬৪৬॥

(তোমায় স্তুতি করি) কারণ শক্তিমান্ ইন্দ্র সকলকে শাসন করেন। বিজেতা তাঁকে রক্ষার জন্য আমরা আহ্বান করি, তিনি আমাদের শত্রুদের অতিক্রম করে নিয়ে চলুন সংকল্প, জ্ঞান ও সত্যের প্রতি ।। ৬৪৬ ।।

ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্।
স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ॥৬৪৭॥

(বিদ্যাদি) ধনের জন্য অপরাজিত, বিজয়ী ইন্দ্রকে আহ্বান করি। তিনি আমাদের দ্বেষকারীদের দূর করুন। তিনি আমাদের দ্বেষপাত্রদের দূর করুন ।। ৬৪৭ ।।

পূর্বস্য যত্তে অদ্রিবোংঽশুর্মদায়।
সুম্ন আ ধেহি নো বসো পূর্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যতে।
বশী হি শক্রো নূনং তন্নব্যং সংন্যসে ॥৬৪৮॥

প্রভো জনস্য বৃত্রহন্ ৎসমর্যেষু ব্রবাবহৈ।
শূরো যো গোষু গচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়ুঃ ॥৬৪৯॥

হে বজ্রধারী! সনাতন তোমার জ্যোতি অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়। হে আশ্রয়স্বরূপ। আমাদের সুখে স্থিত কর। হে বলিষ্ঠ! তোমার দান প্রশংসিত হয়। কারণ তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি (ইন্দ্রিয়সমূহের) বশকারী। অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী বিষয়কে পরিত্যাগ করব। হে প্রভু! হে দুষ্টনিবারক। সজ্জনের সঙ্গে সদালাপ করব। যিনি জ্ঞানী-সখা, আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয় তিনি জ্যোতিসমূহে গমন করেন ।।৬৪৮-৬৪৯।।

অথ পঞ্চ পুরীষপদানি
এবাহ্যেঽঽঽ ব । এবা হ্যগ্নে । এবাহীন্দ্র।
এবা হি পূষন্ । এবা হি দেবাঃ ওঁ এবাহি দেবাঃ ॥৬৫০॥

হে অগ্নি! (যেমনভাবে তোমার প্রশংসা করা হয়েছে), তুমি তেমনই। ইন্দ্র তুমি এমনই। হে পালক, পোষক! তুমি এমনই, হে দেবগণ! তোমরা এমনই ।। ৬৫০ ।।

।। মহানাম্নী আর্চিক সমাপ্ত ।।

॥ ইতি পঞ্চ পুরীষপদানি ॥

॥ ইতি মহানাম্ন্যার্চিকঃ সমাপ্তঃ॥

উত্তরার্চিক

প্রথম অধ্যায়

খণ্ড ৬ ।। মন্ত্রসংখ্যা ৬২ ।। সূক্তসংখ্যা ২৩ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৩, ৮-১০, ১৫-১৯ পবমান সোম । ৪।২০।২১ অগ্নি । ৫ মিত্র ও বরুণ । ৬, ১১-১৪, ২২-২৩ ইন্দ্র । ৭ ইন্দ্র ও অগ্নি ।। ছন্দ ১-৮, ১২, ১৫, ২১ গায়ত্রী । ৯, ১১, ১৪, ২০ বৃহতী প্রগাথ । ১০ ত্রিষ্টুপ্ । ১৬, ২২ কাকুভ প্রগাথ । ১৭ উষ্ণিক্ । ১৮ অনুষ্টুপ্ । ১৯ জগতী ।। ঋষি ১ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ২ কশ্যপ মারীচ, ৩ শত বৈখানস আঙ্গিরস, ৪।২১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৫ বিশ্বামিত্র গাথিন অথবা জমদগ্নি ভার্গব, ৬ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৭ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৮ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৯ সপ্ত ঋষি (-ভরদ্বাজবার্হস্পত্য,কশ্যপ মারীচ, গৌতম রাহুগণ, অত্রি ভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব, বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি), ১০ উশনা কাব্য, ১১ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১২ বামদেব গৌতম, ১৩ নোধা গৌতম, ১৪ কলি প্রাগাথ, ১৫ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১৬ গৌরবীতি শাক্ত্য, ১৭ অগ্নিচাক্ষুষ, ১৮ অন্ধীগু শ্যাবাশ্বি, ১৯ কবি ভার্গব, ২০ শংযু বার্হস্পত্য, ২২ সৌভরি কাণ্ব, ২৩ নৃমেধ আঙ্গিরস ।।

প্রথম খণ্ড

উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাং ইয়ক্ষতে ॥৬৫১॥

হে মনুষ্যগণ! দেবতাদের অভিমুখে গমনকারী শুদ্ধিকারক সোমের উদ্দেশে গমন কর ।।৬৫১।।

অভি তে মধুনা পয়োথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ। দেবং দেবায় দেবয়ু ॥৬৫২॥

সেই স্থিরাত্মা জ্ঞানিগণ ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য দেব পরমাত্মাকে কামনা করে আত্মজ্ঞানান্দের সঙ্গে সৌম্যশক্তিকে সংস্কৃত করছেন ।।৬৫২।।

স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে। শং রাজন্নোষধীভ্যঃ ॥৬৫৩॥

হে প্রকাশমান (পরমেশ্বর)! আমাদের জ্যোতির নিমিত্ত শান্তি বিধান কর, তুমি আমাদের জনলোকের জন্য শান্ত কর, গতির জন্য শান্ত কর। রোগমুক্তির জন্য শান্তি প্রেরণ কর ।।৬৫৩।।

দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভন্ত্যা কৃপা। সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥৬৫৪॥

বারবার স্তব করতে করতে দেদীপ্যমান দীপ্তি দ্বারা কোমলভাবে শান্ত স্বভাবগুলি উজ্জ্বল ও জ্যোতিতে লগ্ন হল ।।৬৫৪।।

হিন্বানো হেতৃভির্হিত আ বাজং বাজ্যক্রমীৎ। সীদন্তো বনুষো যথা ॥৬৫৫॥

উৎসাহসমূহের দ্বারা প্রেরিত হয়ে, প্রস্তুত ঐশ্বর্যবান্ পরমৈশ্বর্য পর্যন্ত পৌঁছে গেল অপেক্ষারত গ্রহীতার মত ।।৬৫৫।।

ঋধক্সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবা কবে। পবস্ব সূর্যো দৃশে ॥৬৫৬॥

হে বর্ধনশীল, ক্রান্তদর্শী সোম! দিনের বেলা সম্যকরূপে ভ্রমণশীল সূর্যের মত দর্শনে সহায়তার জন্য, মঙ্গলের জন্য তুমি (হৃদয়াকাশে) প্রবাহিত হও ।।৬৫৬।।

পবমানস্য তে কবে বাজিনৎসর্গা অসৃক্ষৎ। অর্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ ॥৬৫৭॥

হে ক্রান্তদর্শী! হে যৌগৈশ্বর্যবান্ পুরুষ, (নিজেকে) শুদ্ধকারী তোমার (প্রাণায়ামান্তর্গত বায়ুর) ত্যাগ, যশস্কামী গতিমানদের মত নির্গত হোক ।।৬৫৭।।

অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে। অবাবশন্ত ধীতয়ঃ ॥৬৫৮॥

আলোকিত অমৃতস্রাবী (হৃদয়) কোশকে অবিনাশী সময়ে ধ্যানিগণ অনাবৃত করে দিতে চাইলেন ।।৬৫৮।।

অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥৬৫৯॥

শান্তস্বভাব যোগিগণ সত্যের উৎস আলোকিত সমুদ্রবৎ (অসীম) পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, যেমনভাবে দুগ্ধবতী গাভীগণ গোশালায় প্রবেশ করে ।।৬৫৯।।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥৬৬০॥

হে অগ্নি! সর্বতোভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য এস। (হবির দ্বারা) সিঞ্চিত তুমি, দেবতাদের জন্য হব্য বহন কর। হব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য তুমি যজ্ঞবেদিতে এসে বস ।।৬৬০।।

তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥৬৬১॥

হে অতি বলিষ্ঠ প্রকাশমান! সেই তোমাকে (সাধনরূপ) সমিধের দ্বারা, প্রীতির দ্বারা (হৃদয়ে) প্রজ্বলিত করব। বৃহৎরূপে প্রকাশিত হও ।।৬৬১।।

স নঃ পৃথু শ্রবায্যমচ্ছা দেব বিবাসসি। বৃহদগ্নে সুবীর্যম্ ॥৬৬২॥

হে প্রকাশমান দেবতা! সেই তুমি আমাদের প্রশংসনীয় বৃহৎ শোভাযুক্ত বীর্যকে প্রাপ্ত করাও ।।৬৬২।।

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু ॥৬৬৩॥

হে মিত্র ও বরুণ (প্রাণ ও অপান)! শোভন কর্মযুক্ত তোমরা প্রীতির দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের বিচরণভূমিকে সিঞ্চিত কর, মধুর রসের দ্বারা কর্মসমূহকে ।।৬৬৩।।

উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ। দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥৬৬৪॥

বহু বর্ণনীয় গুণ ও কর্মবিশিষ্ট, অন্নের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শুদ্ধিকারক মিত্র ও বরুণ মানস শক্তির মহত্ত্বে সুরভিত তৃণসমূহের মত বিরাজ কর ।।৬৬৪।।

গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্। পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥৬৬৫॥

হে সত্যের পোষক (মিত্র ও বরুণ)! জমদগ্নির দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে সত্যের উৎসে স্থিত হয়ে সোমধারাকে নামিয়ে আন ।।৬৬৫।।

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিৰা ইমম্। এদং ৰর্হিঃ সদো মম ॥৬৬৬॥

হে ইন্দ্র (পরমেশ্বর)! এস! তোমার জন্য (হৃদয়ের) শান্ত ভাব উৎপন্ন করেছি। একে গ্রহণ কর। আমার এই (জ্ঞান)যজ্ঞস্থল প্রাপ্ত হও ।।৬৬৬।।

আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা। উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥৬৬৭॥

হে ইন্দ্র (পরমেশ্বর)! বৃহতের সঙ্গে। যুক্ত রশ্মির দ্বারা দুই বহনকারী (প্রাণ ও অপান) তোমাকে প্রাপ্ত হোক। আমাদের স্তোত্রসমূহ নিকটে এসে শ্রবণ কর ।।৬৬৭।।

ব্রহ্মাণস্ত্বা যুজা বয়ং সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ। সুতাবন্তো হবামহে ॥৬৬৮॥

হে ইন্দ্র! শান্তস্বভাব, (হৃদয়) শোধনকারী, বেদবেত্তা আমরা শান্ত স্বভাবের পালনকারী তোমাকে আহ্বান করি ।।৬৬৮।।

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা ॥৬৬৯॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! (হৃদয়রূপ) আকাশে জ্যোতির দ্বারা বরেণ্য সোম সম্পন্ন হয়েছেন। (স্থির) বুদ্ধি বা ধ্যানের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এঁর আগমন ।।৬৬৯।।

ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ। অয়া পাতমিমং সুতম্ ॥৬৭০॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তবকারীর পুরোগামী চৈতন্য কর্মকে জয় করেছে। তার দ্বারা সম্পন্ন শান্ত ভাব নেমে এসেছে ।।৬৭০।।

ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে। তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্ ॥৬৭১॥

কর্মের আনন্দদায়ক ছটা ইন্দ্র ও অগ্নিকে (আত্মা ও প্রাণ) বরণ করে নিল। এই কর্মযজ্ঞে সৌম্য ভাব তাদের তৃপ্ত করুক ।।৬৭১।।

তৃতীয় খণ্ড

উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥৬৭২॥

(হে সৌম্যস্বভাব।) অন্ধকারের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে জাত তোমার মহান্ সুখ ও মহান্ যশ সৎ ক্ষেত্র দ্বারা গৃহীত হয় ।।৬৭২।।

স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। বরিবোবিৎপরি স্রব ॥৬৭৩॥

সেই সৌম্যস্বরূপ, যিনি মুক্তিদাতা, যজ্ঞকারী জীবাত্মা, অপান ও প্রাণসমূহের জন্য সর্বতোভাবে ক্ষরিত হোন ।।৬৭৩।।

এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্। সিষাসন্তো বনামহে ॥৬৭৪॥

হে পরমাত্মা! মনুষ্যগণের লভ্য সকল অনুকূল ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য কামনা দাও ।।৬৭৪।।

পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেবো হিরণ্যয়ঃ ॥৬৭৫॥

হে সোম! অমৃতধারায় পবিত্র করতে করতে তুমি (জীবাত্মার) কর্মকে উজ্জ্বল করে আমাদের কাছে আন। জ্যোতিধারণকারী, জ্যোতিস্বরূপ অমৃতের উৎস দেবতা তুমি বিশ্বের কারণস্বরূপ সর্বতোভাবে আসীন হও ।।৬৭৫।।

দুহান উধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থমাসদৎ।
আপৃচ্ছ্যং ধরুণ বাজ্যর্ষসি নৃভির্ধৌতো বিচক্ষণঃ ॥৬৭৬॥

বুদ্ধিমান্, শুদ্ধান্তঃকরণ,(যোগের)ঐশ্বর্যযুক্ত পুরুষ (আনন্দের) উৎস থেকে উজ্জ্বল, প্রিয়, সনাতন, সর্বদা সঙ্গে থাকা মধুর রস (সোমকে) দোহন করে এনে বসলেন। বিজয়ী মনুষ্যগণের সাহায্যে আকাঙ্ক্ষণীয় ধারক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হচ্ছ ।। ৬৭৬।।

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ন্তি ॥৬৭৭॥

মনুষ্যগণের দ্বারা শোধিত তুমি প্রকৃষ্ট ধারায় (হৃদয়) কোশ ব্যেপে স্থিত হও। যেমনভাবে প্রকৃষ্টরূপে বলবান্ ঘোড়াকে মার্জনা করে (অশ্বসেবকগণ) লাগাম দ্বারা যথাস্থানে নীত করে, সেইভাবে তোমাকে (সাধকগণ) জ্যোতিসমূহ দ্বারা (হৃদয়) বেদি অভিমুখে নিয়ে যান এবং তুমি বল প্রদান কর ।।৬৭৭।।

স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুরশস্তিহা বৃজনা রক্ষমাণঃ।
পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬৭৮॥

স্বয়ম্ভু, জ্যোর্তিময় আনন্দস্বরূপ, দুঃখবিনাশক, বন্ধন থেকে রক্ষাকারী দিব্য বস্তুসকলের উৎপাদক ও পালক, উত্তম শক্তিমান্, দ্যুলোক শুদ্ধকারী এবং পৃথিবীর ধারক (সোম) চলেছেন ।। ৬৭৮।।

ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন।
স চিদ্বিবেদ নিহিতং যদাসামপীচ্যাং গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥৬৭৯॥

ক্রান্তদর্শিত্বহেতু সৃষ্টির জন্য ইচ্ছুক হয়ে ধীর সর্বেশ্বর দ্রষ্টা সকলের আগে চলেছেন, এই জ্যোতিসকলের মধ্যে যে সুন্দর সোম নিহিত আছে সেই পরমাত্মা তা জানেন ।। ৬৭৯।।

চতুর্থ খণ্ড

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥৬৮০॥

হে বীর (পরমেশ্বর)! এই জগতের প্রভু এবং স্থাবরের প্রভু, সূর্যেরও প্রকাশক, তোমাকে দুগ্ধভারে নত ধেনুর মত সর্বতোভাবে প্রণতি জানাই ॥ ৬৮০॥

ন ত্বাবাং অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥৬৮১॥

হে ধনদাতা! তোমার তুল্য দ্যুলোকে কেউ নেই, পৃথিবীলোকস্থ কেউ নেই, কেউ জাত হয়নি, কেউ জন্মাবে না। প্রাণকামী, বলকামী, চৈতন্যকামী আমরা তোমাকে স্তুতি করি ॥৬৮১॥

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥৬৮২॥

কোন উপায়ে সদা বর্ধমান, বিচিত্র গুণ ও কর্মসম্পন্ন মিত্র আসবেন। আমাদের রক্ষা কোন প্রজ্ঞার দ্বারা আবৃত ॥ ৬৮২॥

কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥৬৮৩॥

(হে ইন্দ্র!) আনন্দসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কোন সত্য অন্ধকারের দৃঢ় দুর্গকে ভেঙে দেবে ও তোমাকে আনন্দিত করবে? ॥ ৬৮৩॥

অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্তুতয়ে ॥৬৮৪॥

তুমি আমাদের স্তুতিকারী সখাগণের রক্ষক। সর্বতোভাবে রক্ষার জন্য শতপ্রকারে শোভনভাবে থাক ॥ ৬৮৪॥

তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥৬৮৫॥

তোমাদের স্বগৃহে বাস হেতু শান্তস্বরূপের দ্বারা আনন্দিত, কামাদি শত্রুকে তিরস্কারী এবং ক্ষয়কারী সেই ইন্দ্রকে (পরমাত্মাকে) বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা স্তুতি করি, যেমনভাবে গাভীরা গোগৃহে বাস হেতু ভোজ্য দ্বারা আনন্দিত বৎসকে লক্ষ করে আহ্বান করে ॥ ৬৮৫॥

দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষু গোমন্তমীমহে ॥৬৮৬॥

দীপ্তিমান্, সুদাতা, শক্তিতে ভরপুর, গিরির মত বহুরূপে পালনকারী অত্যন্ত পোষক, শত, সহস্র জ্যোতির্ময় ঐশ্বর্য দ্রুত কামনা করি ।। ৬৮৬।।

তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ উতয়ে।
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্ ॥৬৮৭॥

তোমাদের ডেকে বলি, সম্পন্ন সোমযজ্ঞে যজ্ঞরক্ষার্থ ঋত্বিগ্ গণ বৃহৎ নামক সাম তেজের সঙ্গে গাইছেন, যেমনভাবে কুটুম্বদের রক্ষাকারী গৃহস্থকে (ভরণীয় জনেরা) ডাকে ।। ৬৮৭।।

ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা মুরো মদেষু শিপ্রমন্ধসঃ।
য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা জরিত্র উক্থ্যম্ ॥৬৮৮॥

যে স্তুতিযজ্ঞ স্নিগ্ধজ্যোতি ইন্দ্রকে অস্থির, দুর্ধর্ষ অসুরেরা বরণ করে না, যিনি আদরপূর্বক মন্ত্রের দ্বারা স্তুতিকারীর জন্য এবং গানযুক্ত স্তোত্রের দ্বারা স্তুতিকারীর জন্য সকল আনন্দে সৌম্যরসের দাতা (তাঁকে আহ্বান করি) ।।৬৮৮।।

পঞ্চম খণ্ড

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥৬৮৯॥

হে সোম! পানকারী ইন্দ্রের জন্য আভিষুত তুমি তোমার স্বাদুতম ও উত্তম আনন্দযুক্ত ধারায় পবিত্র কর ।। ৬৮৯।।

রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিরভি যোনিময়োহতে। দ্রোণে সধস্থমাসদৎ ॥৬৯০॥

রাক্ষস নাশকারী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া সোম কর্মযজ্ঞরূপ উৎসকে ব্যেপে (সাধকের) সুবর্ণময় (বিশুদ্ধ) হৃদয়কোষে আসীন হল ।। ৬৯০।।

বরিবোধাতমো ভুবো মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ। পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥৬৯১॥

মুক্তিপ্রদানকারী, উত্তমদাতা, উত্তম শত্রুহন্তা হও, যজ্ঞকারীদের ঐশ্বর্য পূর্ণ কর ।। ৬৯১।।

পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥৬৯২॥

হে সোম (পরমেশ্বর)! অত্যন্ত মধুরতাযুক্ত, উত্তম প্রজ্ঞা ও শক্তিদানকারী, আনন্দদায়ক, পূজনীয়, উত্তম, দিব্য প্রকাশযুক্ত তুমি জীবাত্মার (ইন্দ্রের) জন্য প্রাপ্ত হও ।। ৬৯২।।

যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীত্বা স্বর্বিদঃ।
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ ॥৬৯৩॥

বীর্যবান্ পুরুষ যিনি তোমার সৌম্য ভাব গ্রহণ করে পৌরুষযুক্ত হন, তিনি এর (সৌম্য ভাবের) জ্যোতি পান করে সুন্দর প্রকাশযুক্ত শক্তিকে সবদিক থেকে প্রাপ্ত হন, যেমনভাবে পরমেশ্বরের দ্বারা রক্ষিত পুরুষ ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত হন ।। ৬৯৩।।

ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ ॥৬৯৪॥

এই অভিষুত, উৎপন্ন, জ্যোতির্ময়, বহনকারী সোমপ্রবাহ শীঘ্র বর্ষণকারী ইন্দ্রকে (দাতা পরমেশ্বরকে) প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হয় ।। ৬৯৪।।

অয়ং ভরায় সানসিরিন্দ্রায় পবতে সুতঃ।
সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে ॥৬৯৫॥

এই সম্ভজনীয় সূতসোম পোষণকারী ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। আর সকলের মত সোমও ইন্দ্রের বিজয় সম্বন্ধে জানেন। জয়শীলের(সাধকের) শুভদসম্পন্ন এই সৌম্যস্বভাব (অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সঙ্গে) সংগ্রামে বিজয়ের জন্য ও ইন্দ্রকে (পরমেশ্বরকে) পাওয়ার জন্য পবিত্র হয়, যেমনভাবে জ্ঞানের জন্য চিন্ময় হয় ।। ৬৯৫।।

অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্।
বজ্রং চ বৃষণং ভরৎসমপ্সুজিৎ ॥৬৯৬॥

(অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারজয়কারী সংগ্রামে (ঐশ্বর্য) বর্ষণকারী, (বাধা) বিদারক, অস্ত্র, ধারণকারী ইন্দ্র এই সৌম্যস্বরূপের সকল আনন্দে মঙ্গলপ্রদ গ্রহণীয়কে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেন ।। ৬৯৬।।

পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥৬৯৭॥

হে সখাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী অন্ধকার জয়কারী ধন তোমাদের আনন্দদায়ক সম্পন্ন (শান্তস্বরূপ) সোমের জন্য দীর্ঘজিহ্বাবিশিষ্ট (যজ্ঞিয় হবিলেহনকারী কুকুরের মত ধ্যানামৃতের বিঘ্নকারী) প্রভূত অনিষ্টকারী ক্রোধাদিকে হত্যা করুক ।। ৬৯৭।।

যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যন্দতে সুতঃ।
ইন্দুরশ্বো ন কৃত্ব্যঃ ॥৬৯৮॥

যে অশ্বের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন উজ্জ্বল সৌম্যস্বরূপ পবিত্র ধারায় ঝরে পড়ে ।। ৬৯৮।।

তং দুরোষমভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া।
যজ্ঞায় সন্ত্বদ্রয়ঃ ॥৬৯৯॥

কর্মের জন্য বাধাসমূহ থাকুক। অগ্রগামী মানুষেরা বিশ্বব্যাপী বোধের দ্বারা সেই মন্দগতি শান্ত ভাব সর্বতোভাবে ছড়িয়ে দিন ।। ৬৯৯।।

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বঞ্চমরুহদ্বিচক্ষণঃ ॥৭০০॥

দ্রুতগামী সোম অনুকূল হয়ে প্রিয় নামগুলিকে সবদিক থেকে পবিত্র করেন। যাঁদের ভিতর অধিষ্ঠান করে বাড়তে থাকেন, বৃহৎ সূর্যের সর্বত্রগামী রথে অধিষ্ঠান করে বাড়তে থাকা (সেই সোম) প্রকাশযুক্ত হয়ে বাড়তে থাকেন ।। ৭০০।।

ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যাতং নাম তৃতীয়মধি রোচনং দিবঃ ॥৭০১॥

এই বুদ্ধির পালক সত্যের জিহ্বা বাঙ্ময় সরল সোম প্রিয় রসকে ক্ষরণ করেন। পিতা(অন্তরিক্ষ) ও মাতা (পৃথিবীর) মধ্যে তৃতীয় দ্যুলোকের দ্যুতিময় প্রকাশ-পুত্র (সোম) ।।৭০১।।

অব দ্যুতানঃ কলশাং অচিক্রদন্নৃভির্যেমাণঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।
অভী ঋতস্য দোহনা অনূষতাধি ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজসি ॥৭০২॥

ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা প্রকাশমান (হৃদয়) কলশে ফিরে আসা দ্যুতিমান্ (বুদ্ধিরূপ)কোশে তিন লোক ব্যেপে অধিষ্ঠিত সোম প্রভাত আলোয় বিরাজ করছেন, শব্দময় হয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন। নিঃসরণকারী ঋত্বিক্‌গণ প্রশংসা করছেন ।।৭০২।।

ষষ্ঠ খণ্ড

যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে।
প্রপ্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্ ॥৭০৩॥

আমরা মহান অগ্নির উদ্দেশ্যে সকল কর্মে, সকল মন্ত্রে অমর জ্ঞানের প্রকাশককে (পরমাত্মাকে) প্রিয় মিত্রের মত প্রশংসা করি ।। ৭০৩।।

উর্জো নপাতং স হিনায়মস্ময়ুর্দাশেম হব্যদাতয়ে।
ভুবদ্বাজেষ্ববিতা ভুবদ্বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্ ॥৭০৪॥

শক্তিকে, যিনি পতিত হতে দেন না, তাঁকে তুষ্ট করব। কর্মফলদাতার উদ্দেশ্যে (কর্মকে) অর্পণ করব, আমাদের অনুগ্রহকারী তিনি আমাদের ঐশ্বর্যসমূহের রক্ষক হোন, বৃদ্ধিতে রক্ষক হন। আমাদের শরীরের রক্ষক হোন ।। ৭০৪।।

এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥৭০৫॥

হে অগ্নি! এস! তোমার জন্য সত্য (বৈদিক) ও অন্যান্য (লৌকিক) বাক্য সুন্দরভাবে (সদ্ভাবে) বলি। এই সকল শান্তস্বরূপের দ্বারা তুমি বৃদ্ধি পাও ।। ৭০৫।।

যত্র ক্ব চ তে মনো দক্ষং দধস উত্তরম্। তত্রা যোনিং কৃণবসে ॥৭০৬॥

কোথাও যেখানে তুমি তোমার সমর্থ চমৎকার মনকে ধারণ কর, সেখানেই তোমার বাসস্থান তৈরি কর ।।৭০৬।।

ন হি তে পূর্তমক্ষিপদ্ভুবন্নেমানাং পতে। অথা দুবো বনবসে ॥৭০৭॥

হে অল্পজ্ঞদের পালক, তোমার গোপন তেজ আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কাছে বেশি প্রকাশিত হয় নি। তাই আমাদের অঞ্জলি গ্রহণ কর ।।৭০৭।।

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং কচ্চিদ্ভরন্তোঽবস্যবঃ। বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥৭০৮॥

হে অনাদি! রক্ষা প্রার্থনাকারী আমরা শক্তিমান, পাপনাশক বিচিত্র কর্মকারী তোমাকে কি ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের মত করে ধরে থেকে আহ্বান করিনা? ।।৭০৮।।

উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥৭০৯॥

হে ইন্দ্র! আমরা রক্ষার জন্য (সকল) কাজে তোমার কাছে আসি, যে তুমি (অন্যায়কারীদের) দমন কর, সেই তুমি অসহ্য তেজস্বী, দৃঢ়াঙ্গ বীর পুরুষ (আমাদের রক্ষার জন্য) এসেছে। আমরা সখারা সেবনীয়, রক্ষক তোমাকেই বরণ করি ।।৭০৯।।

অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কাম ঈমহে সসৃগ্মহে। উদেব গ্মন্ত উদভিঃ ॥৭১০॥

হে স্তুতির দ্বারা সেবনীয় ইন্দ্র। যেমন জলের সঙ্গে গমনকারীরা জলকে স্পর্শ করে, সেইভাবে যখন তোমাকে যাচ্ঞা করি, তখনই অভীষ্ট কামনাকে স্পর্শ করি ।।৭১০।।

বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি।
বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে[১] ॥৭১১॥

হে ব্রজধারী বীর! যেমনভাবে নদীসমূহের দ্বারা জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়, সেইভাবে বৃহৎ কর্ম যজ্ঞের দ্বারা (আমাদের) তোমাকে ধারণ ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলতে চাই ।।৭১১।।

১. দিবেদিবে- দিন দিন।

যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়োরৌ রথ উরুযুগে বচোযুজা। ইন্দ্রবাহা স্বর্বিদা ॥৭১২॥

দ্রুতগামী ইন্দ্রের বহুযুগব্যাপী, মহৎ রথে বাক্যের দ্বারা নিযুক্ত স্বলোকযাঞ্চাকারী ইন্দ্রবাহন অশ্বদ্বয়কে (মন ও প্রাণকে) স্তোত্রের দ্বারা (স্তোতাগণ) যুক্ত করেন ।।৭১২।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খণ্ড ৬ ।। মন্ত্রসংখ্যা ৬২ ।। সূক্তসংখ্যা ২২(ঋগ্বেদীয়) ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-১২ ইন্দ্র, ১৩ অগ্নি, ১৪ উষা, ১৫ অশ্বিদ্বয়, ১৬-২২ পবমান সোম ।। ছন্দ ১ (২।৩), ২-১১, ১৬-১৯, ২১ গায়ত্রী, ১২, ২২ (১।২)উষ্ণিক্, ১৩-১৫, ২০ প্রগাথ বৃহতী, ১(১), ২২(৩) অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি ১।৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২, ৮, ১৩, ১৪, ১৫ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, প্রিয়মেধা আঙ্গিরস, ৫ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৬ বুসীদী কাণ্ব, ৭ ত্রিশোক কাণ্ব, ৯ বিশ্বামিত্র গাথিন, ১০ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১১ শুনঃশেপ অজীগতি, ১২ নারদ কাণ্ব, ১৬ অবৎসার কাশ্যপ, ১৭ (১) শুনঃশেপ অজীগর্তি, ১৭ (২।৩)মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ১৮ (১।৩) অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১৮ (২)অমহীয়ু আঙ্গিরস, ১৯ ত্রিত আপ্ত্য, ২০ সপ্ত ঋষি (প্রথম অধ্যায় দ্রঃ), ২১ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ২২ (১।২) অগ্নি চাক্ষুষ, ২২ (৩) প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র বা বাক্পুত্র ।।

প্রথম খণ্ড

পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত।
বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥৭১৩॥

তোমাদের (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার থেকে রক্ষাকারী সর্বোপরি বিরাজমান, অনন্তকর্মা জ্ঞানিগণের পূজনীয় পরমেশ্বরের স্তুতি কর ।।৭১৩।।

পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যাং সনশ্রুতম্। ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন ॥৭১৪॥

বহুভাবে আহূত, বহু রূপে স্তুত, স্তবগান কীর্তন করার যোগ্য, সনাতন বর্ণে প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র নামে সম্বোধন কর ।।৭১৪।।

ইন্দ্র ইন্নো মহোনাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ। মহাং অভিজ্ঞা যমৎ ॥৭১৫॥

ইন্দ্রই (পরমাত্মাই) আমাদের পরম ঐশ্বর্যের দাতা। মহান্ তিনি আমাদের জানুর বলকে কর্মের ছন্দে নিযুক্ত করেন ।।৭১৫।।

প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত। সখায়ঃ সোমপাব্নে ॥৭১৬॥

হে সখাগণ! আনন্দদায়ক, হরণশীল ও ব্যাপক গুণশালী সৌম্য ভক্তের রক্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ স্তুতি কর ।।৭১৬।।

শংসেদুক্থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ। চক্রিমা সত্যরাধসে ॥৭১৭॥

যেমনভাবে কর্মকাণ্ডের নায়ক আমি সত্যধন, সুদাতার (পরমাত্মার) উদ্দেশ্যে স্তোত্র[1] উচ্চারণ করি, সেই ভাবে তুমিও উচ্চারণ কর ।।৭১৭।।

১. স্তোত্রম্— স্তোত্রাণি গানযুক্তত্বাৎ সামবেদীয়ৈঃ উদ্গাত্রাদিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ গীয়ন্তে– স্তোত্রসকল গানযুক্ত হওয়ায় সামবেদীয় উদ্গাতৃগণ (ঋত্বিগ্‌গণ) গান করেন।

ত্বং ন ইন্দ্র বাজয়ুস্ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো। ত্বং হিরণ্যয়ুর্বসো ॥৭১৮॥

হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য ঐশ্বর্য ইচ্ছা কর! হে অনন্তজ্ঞান। তুমি আমাদের জন্য জ্যোতি ইচ্ছা কর। তুমি আমাদের জন্য তেজ ইচ্ছা কর ।।৭১৮।।

বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ। কণ্বা [1]উক্থেভির্জরন্তে ॥৭১৯॥

হে ইন্দ্র! (তোমার) মিত্র আমরা স্তোতৃগণ বেদমন্ত্রের দ্বারা তোমাকে পুজো করি। আমরা (তোমার) অনন্য ভক্ত তোমাকে কামনা করেও (তোমার পূজো করি।) ।।৭১৯।।

১. উক্থ— অভিপ্লবষড়হের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে উক্থ কর্মের সংস্থান হয়।

ন ঘেমন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্টৌ। তবেদু স্তোমৈশ্চিকেত ॥৭২০॥

হে বজ্রধারী! কর্মকাণ্ডের নবীন যজ্ঞে অন্য কাউকেই স্তুতি করি না। স্তোত্রসমূহের দ্বারা তোমারই জ্ঞান পেতে চাই ।।৭২০।।

ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি। যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ ॥৭২১॥

(হে ইন্দ্র!) দ্যুতিমানগণ সিদ্ধ অবস্থা ইচ্ছা করেন, স্বপ্নাবস্থার জন্য কামনা করেন না। জাগ্রতরা ভ্রান্তিকে প্রাপ্ত হয় কারণ এই সৃষ্টি, যাকে জেগে থেকে উপলব্ধি করা যায়, তা মায়িক। পারমার্থিক সত্য নয় ।।৭২১।।

ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ। অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥৭২২॥

স্তোতৃগণ পরমেশ্বরের অর্চনা করুক। আমাদের বাণী সকল আনন্দশীল ইন্দ্রের জন্য সম্পাদিত সোমরসকে (সৌম্যভাবকে) প্রশংসা করুক ।।৭২২।।

যস্মিন্বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ। ইন্দ্রং সুতে হবামহে ॥৭২৩॥

সপ্ত লোকের সকল শ্রী যাঁকে আশ্রয় করে আনন্দিত হয়, মন শুদ্ধ হলে সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি ।।৭২৩।।

ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত। তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥৭২৪॥

দেবগণ ত্রিকদ্রুক নামক (আভিপ্লবিক)[1] যজ্ঞের তিন দিনে জ্ঞানসাধন যজ্ঞের বিস্তার করেন। সেই যজ্ঞকে আমাদের স্তোত্রসমূহ বাড়িয়ে তুলুক ।।৭২৪।।

১. গবাময়নাদি সব যজ্ঞ ৩৬১ দিনে সিদ্ধ হয়। তার মধ্যে ১- প্রায়ণীয় অতিরাত্র, ২- চতুর্বিংশ, ৩- উক্‌থ, ৪- জ্যোতির্গৌ, ৫- আয়ুর্গৌ, ৬- আয়ুর্জ্যোতি-এই ৬দিনকে আভিপ্লবিক বলা হয়। এদের মধ্যে ৪, ৫, ৬ এই শেষ তিন দিনকে ত্রিকদ্রুক বলা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি। এহীমস্য দ্রবা পিব ॥৭২৫॥

হে ইন্দ্র! তোমার জন্য এই (হৃদয়ের) যজ্ঞবেদিতে সৌমস্বভাব অত্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এস, এর (মধুর রস) পান কর, দ্রুত এস ।।৭২৫।।

শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ। আখণ্ডল প্র হূয়সে ॥৭২৬॥

হে সমর্থ জ্যোতিযুক্ত! হে অতিশয় পূজনীয়! (অজ্ঞানরূপ) মেঘাবরণ খণ্ডনকারী। এই সোম তোমার আনন্দের জন্য সম্পন্ন হয়েছে। (এই সৌমস্বভাব) তোমায় আহ্বান করে ।।৭২৬।।

যস্তে শৃঙ্গবৃষো ণপাৎপ্রণপাৎকুণ্ডপায্যঃ। ন্যস্মিং দধ্র আ মনঃ ॥৭২৭॥

হে রশ্মিবর্ষণকারী সূর্যের ধারক, হে প্রকৃষ্ট ধারক (রক্ষক)! তোমার (যজ্ঞবিশেষ) কুণ্ডপায্য[2] এই যজ্ঞে (যাজ্ঞিকগণ) মনকে অভিনিবেশসহকারে ধারণ করে থাকেন ।।৭২৭।।

২. কুণ্ডপায্য যজ্ঞবিশেষ, যে যজ্ঞে জলপূর্ণ কলসসকল থাকে।

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সং গৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥৭২৮॥

হে ইন্দ্র! মহাহস্তবিশিষ্ট! তোমার দক্ষ হাতে আমাদের বলযুক্ত গ্রহণীয় ধন সব দিক থেকে ভরে দাও ।।৭২৮।।

বিদ্মা হি ত্বা তুবিকূর্মিং তুবিদেষ্ণং তুবীমঘম্। তুবিমাত্রমবোভিঃ ॥৭২৯॥

(আমাদের) বিবিধভাবে রক্ষাহেতু আমরা তোমাকে বহুকর্মা বহুদাতা, বহুধন, বৃহৎপরিমাণ বলে নিশ্চিত জানি। ।।৭২৯।।

ন হি ত্বা শূর দেবা ন মর্তোসো দিৎসন্তম্। ভীমং ন গাং বারয়ন্তে ॥৭৩০॥

হে পরাক্রমী! না দেবতারা, না মানুষেরা ভীষণ শত্রুনাশকারীর মত তোমার (অজ্ঞাননাশক) জ্যোতিকে নিবৃত্ত করতে পারে ।।৭৩০।।

অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে। তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ॥৭৩১॥

হে অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্র! (সৌম্যসত্ত্ব) সম্পন্ন হওয়ার পর সোম পান করার জন্য তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করছি। তৃপ্ত হও। আনন্দকে ছড়িয়ে দাও ।।৭৩১।।

মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্। মা কীং ব্রহ্মদ্বিষং বনঃ ॥৭৩২॥

কামী মোহগ্রস্ত লোকেরা যেন তোমাকে উপহাস বা হিংসা না করে, বেদবিদ্বেষীদের তুমিও প্রীত কর না ।।৭৩২।।

ইহ ত্বা গোপরীণসং মহে মন্দন্তু রাধসে। সরো গৌরো যথা পিব ॥৭৩৩॥

এই যজ্ঞে পূর্ণজ্যোতি তোমাকে মহাধনের জন্য (সৌমস্বরূপের দ্বারা) (সাধক) অনুকূল করুক। চন্দ্র যেভাবে জল পান করে সেইভাবে তুমি পান কর ।।৭৩৩।।

ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্। অনাভয়িন্ররিমা তে ॥৭৩৪॥

হে আলোকময়, অভয়রূপ! এই সম্পাদিত সোমরস তোমাকে অর্পণ করছি। এস, পান কর এই (হৃৎ) কন্দর সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হল ।।৭৩৪।।

নৃভির্ধৌতঃ সুতো অশ্নৈরব্যা বারৈঃ পরিপূতঃ। অশ্বো ন নিক্তো নদীষু ॥৭৩৫॥

তং তে যবং যথা গোভিঃ স্বাদুমকর্ম শ্রীণন্তঃ। ইন্দ্র ত্বাস্মিংৎসধমাদে ॥৭৩৬॥

পৌরুষ কর্মসমূহ দ্বারা ধৌত, তপস্যারূপ প্রস্তরসমূহ দ্বারা নিষ্পিষ্ট, পাহাড়ের মত দেহের বাধাসমূহ দ্বারা পবিত্রীকৃত প্রাণ নাদসমূহে স্নান করেছে।

জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করে সেই প্রাণের গতিকে যেখানে তোমার জন্য মধুর করেছি, সেই আনন্দপান যজ্ঞে তোমায় (আহ্বান করি) ।।৭৩৫-৭৩৬।।

তৃতীয় খণ্ড

ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে। পিবা ত্বাস্য গির্বণঃ ॥৭৩৭॥

হে ঐশ্বর্যের পতি! হে স্তুতিপ্রিয়! তেজ দ্বারা সম্পন্ন এর (সৌম্যস্বরূপের) এই (মধুর) রসকে অনুগামী হয়ে এসে পান কর ।।৭৩৭।।

যস্তে অনু স্বধামসৎসুতে নি যচ্ছ তন্বম্। স ত্বা মমত্তু সোম্য ॥৭৩৮॥

হে সৌমস্বরূপ! সিদ্ধি লাভের পর যিনি তোমার আত্মশক্তি লাভের পর অভিব্যক্ত হবেন, তিনি তোমাকে হৃষ্ট করবেন। শরীরকে সংযত কর ।।৭৩৮।।

প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ প্রেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ। প্র বাহূ শূর রাধসা ॥৭৩৯॥

হে পরমাত্মা (ইন্দ্র)! কর্ণগহ্বরের ভিতরে দিয়ে তোমার উত্তম ব্রহ্মবাণী মস্তককে প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত করুক। হে বীর! তোমার (কর্মের শক্তিরূপ) ধন দুই বাহুতে প্রকৃষ্টরূপে ছড়িয়ে যাক ।।৭৩৯।।

আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত। সখায় স্তোমবাহসঃ ॥৭৪০॥

হে মিত্রগণ! স্তুতির প্রবাহ বহনকারীরা! এস, এদিকে এস। বস। পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তুতিগান কর ।।৭৪০।।

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যাণাম্। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥৭৪১॥

বৃহত্তম, বহুল ঐশ্বর্যের প্রভু ইন্দ্রের (পরমাত্মার) সঙ্গে সোম সম্পন্ন হলে মিলিত হও ।।৭৪১।।

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎস রায়ে স পুরন্ধ্যা। গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥৭৪২॥

সেই ঈশ্বরই আমাদের মিলনে আবির্ভূত হোন। তিনি ঐশ্বর্যে, অনুকূল হয়ে আসুন, তিনি আমাদের শক্তিসমূহে আসুন ।।৭৪২।।

যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥৭৪৩॥

প্রতি সংগ্রামে, প্রত্যেক মিলনে, আমরা মিত্রেরা ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য আহ্বান করি ।।৭৪৩।।

অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্। যং তে পূর্বং পিতা হুবে ॥৭৪৪॥

সনাতন মোক্ষপদের আনুকূল্যে বহু সময় ধরে প্রাপ্য শক্তিমান্ পরম পুরুষকে স্তুতি করি, যাকে তোমার পিতা পূর্বে স্তুতি করেছেন ।।৭৪৪।।

আ ঘা গমদ্যদি শ্রবৎসহস্রিণীভিরূতিভিঃ। বাজেভিরুপ নো হবম্ ॥৭৪৫॥

(ইন্দ্র) যদি আমাদের স্তোত্র শুনে থাকেন, তাহলে সহস্র রক্ষা ও ঐশ্বর্য সহ আমাদের নিকট প্রাপ্ত হবেন ।।৭৪৫।।

ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীষ উক্থ্যম্।
বিদে বৃধস্য দক্ষস্য মহাং হি ষঃ ॥৭৪৬॥

হে ইন্দ্র! সোম সম্পন্ন হলে স্তোত্রযুক্ত যজ্ঞকে তুমি পবিত্র করছ। সেই (সাধক) বৃহৎ বলকে লাভ করার জন্য মহান ।।৭৪৬।।

স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে বৃধঃ।
সুপারঃ সুশ্রবস্তমঃ সমপ্সুজিৎ ॥৭৪৭॥

তিনি বিস্তৃত আকাশে জ্যোর্তিময়দের স্থানে মহিমাতে স্থিত। সুন্দরভাবে (অন্ধকার থেকে আলোয়) পার করে নিয়ে যান, অতিশয় যশশালী, কর্মানুকূল ফলদায়ী ।।৭৪৭।।

তমু হুবে বাজসাতয় ইন্দ্রং ভরায় শুষ্মিণম্।
ভবা নঃ সুম্নে অন্তমঃ সখা বৃধে ॥৭৪৮॥

বল লাভের জন্য কামনা পূরণের জন্য সেই মহাবলী ইন্দ্রকেই আহ্বান করি। আমাদের বৃদ্ধি ও সুখের নিমিত্ত অন্তরতম সখা হও ।।৭৪৮।।

চতুর্থ খণ্ড

এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে।
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ॥৭৪৯॥

তোমাদের জন্য এই স্তোত্রের দ্বারা বলের রক্ষক, প্রিয়, উত্তম চৈতন্য, দ্রুতগামী, সুকর্মা, সকলের কর্মফল বহনকারী অমৃত অগ্নিকে আহ্বান করি ।।৭৪৯।।

স যোজতে অরুষা বিশ্বভোজসা স দুদ্রবৎস্বাহুতঃ।
সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং রাধো জনানাম্ ॥৭৫০॥

তিনি বিশ্বের রক্ষাকারী তেজের দ্বারা সকলকে অভিভূত করে গমন করেন। সুন্দর রূপে আহুত, সুবৃহৎ, শোভন ইন্ধনযুক্ত যজ্ঞস্বরূপ তিনি মনুষ্যগণের ধন সমূহের সঙ্গে দিব্য ঐশ্বর্য যুক্ত করেন ॥৭৫০॥

প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যূচ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ[১]।
অপো মহী বৃণুতে চক্ষুষা তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ॥৭৫১॥

(অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার নাশ করতে করতে জ্যোতির পুত্রী উষা (বুদ্ধি) আসছেন, জ্ঞান বা দর্শনের দ্বারা অজ্ঞান বা অন্ধকারকে নিবৃত্ত করছেন। সুমার্গে নয়নকারী মহতী উষা বা বুদ্ধি প্রকাশকে নিয়ে আসেন। অবশ্যই (প্রকাশকে) প্রত্যক্ষ করেন ॥৭৫১॥

১. দুহিতা দিবঃ— উষাকে অন্তরীক্ষের কন্যা বলা হয়।

উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ সচা উদ্যন্নক্ষত্রমর্চিবৎ।
তবেদুষো ব্যুষি সূর্যস্য চ সং ভক্তেন গমেমহি ॥৭৫২॥

(পরমাত্মা) সূর্য সদা উদিত কিরণশালী নক্ষত্র। উষার (বুদ্ধির) আলো সঙ্গে নিয়ে কিরণসমূহ বিকীর্ণ করেন। হে উষা (বা বুদ্ধি)! তোমার ও সূর্যের উদীয়মান আলোয় থেকে সাধনার সঙ্গে সংগত হব ॥৭৫২॥

ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ ॥৭৫৩॥

হে উদিত আলোকময় পরমেশ্বর ও বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চৈতন্যসম্পন্ন জীবাত্মা! প্রকাশকামনাকারী এই প্রজাসকল তোমাদের দুজনকেই আহ্বান করে। এই আমি তোমাদের দুজনকে রক্ষার জন্য আহ্বান করি। কারণ শক্তি ও আলোকদানকারী তোমরা প্রত্যেক প্রজার কাছে গমন কর ॥৭৫৩॥

যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং নরা চোদেথাং সূনৃতাবতে।
অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতং পিবতং সোম্যং মধু ॥৭৫৪॥

হে সমানমনা নেতৃদ্বয়! তোমরা দুজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে বিচিত্র ভোগ্য দান কর। কর্মে প্রবৃত্ত কর। জগতের সামনে তোমাদের রথ নিয়মপূর্বক নিয়ে এস। সোম্য মধু পান কর ।।৭৫৪।।

পঞ্চম খণ্ড

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্ ॥৭৫৫॥

এই সোমের পুরাতন জ্যোতিকে জেনে বিদ্বানগণ উজ্জ্বল, বহুজনের সেবনীয় ক্ষরণশীল সেই শক্তিকে দোহন করেন ।।৭৫৫।।

অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি। সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ॥৭৫৬॥

এই সোম সূর্যের ন্যায় দর্শনীয়। এই সোমপ্রবাহ দ্যুলোক পর্যন্ত সপ্ত স্তরে ধাবিত হয় ।।৭৫৬।।

অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি। সোমো দেবো ন সূর্যঃ ॥৭৫৭॥

এই সোমদেব সূর্যের মত সকল ভুবনকে পবিত্র করতে করতে ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন ।।৭৫৭।।

এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ॥৭৫৮॥

হরণশীল দ্যোতমান, এই সোম পুরাতন জন্ম থেকে সম্পন্ন হয়ে পবিত্র আধারে ইন্দ্রিয়গুলির জন্য আসেন ।।৭৫৮।।

এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যস্পরি। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে ॥৭৫৯॥

ক্রান্তদর্শী এই সৌম্যস্বরূপ পুরাতন মনের দ্বারা বিদ্বান্ কর্তৃক জ্যোতিসমূহের জন্য সব দিক দিয়ে বাড়তে থাকে ।।৭৫৯।।

দুহানঃ প্রত্নমিৎপয়ঃ পবিত্রে পরি ষিচ্যসে। ক্রন্দং দেবাং অজীজনঃ ॥৭৬০॥

পুরাতন সেই শক্তিকে দোহনকারী সোম পবিত্র আধারে সর্বতোভাবে সিঞ্চিত হয়। নাদসহ দ্যুতিসমূহকে উৎপন্ন করে ।।৭৬০।।

উপ শিক্ষাপতস্থুষো ভিয়সমা ধেহি শত্রবে। পবমান[১] বিদা রয়িম্ ॥৭৬১॥

হে পবিত্রকারী সোম! বিরোধের জন্য দণ্ডায়মানকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও। শত্রুর জন্য ভয় উৎপন্ন কর। ঐশ্বর্যকে লাভ করাও ।।৭৬১।।

১. পবমান— গার্হপত্য-নামক যজ্ঞাগ্নি।

উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥৭৬২॥

জ্যোতিসমূহের দ্বারা (আবরণ) ভেঙে প্রকাশিত, স্বচ্ছ, ক্রিয়াশীল, সুজাত সোমকে দেবতারা (ইন্দ্রিয়গণ) সমীপে প্রাপ্ত হলেন ।।৭৬২।।

উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাং ইযক্ষতে ॥৭৬৩॥

হে নরগণ! দেবতাদের (ইন্দ্রিয়দের) অভিমুখে গমনকারী শুদ্ধিকারক সোমের উদ্দেশে গান কর ।।৭৬৩।।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্ত ঊর্ময়ঃ। বনানি মহিষা ইব ॥৭৬৪॥

বুদ্ধিবর্দ্ধক শান্ত রস (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষয়, মৃত্যু, দু:খ ও মোহ এই ছয়) ঊর্মিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যেমনভাবে মহিষসকল বনগুলি ধ্বংস করে ।।৭৬৪।।

অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ॥৭৬৫॥

উজ্জ্বল রক্তিমাভ সৌম্যস্বরূপসমূহ নিয়মিত সত্যের ধারায় (হৃদয়) কলস অভিমুখে জ্যোতির্ময় ঐশ্বর্য ক্ষরিত করল ।।৭৬৫।।

সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্ত বিষ্ণবে ॥৭৬৬॥

অভিষুত সোমসকল ইন্দ্র, (আত্মা), বায়ু, (মুখ্য প্রাণ), বরুণ (মন) মরুদগণ (ইন্দ্রিয়সমূহ) ও ব্যাপক সূত্রাত্মার জন্য ক্ষরিত হোক ।।৭৬৬।।

প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্ ॥৭৬৭॥

হে সোম! যেমনভাবে সমুদ্র জলের দ্বারা সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়, সেইভাবে জ্যোতির জলে তুমি পূর্ণ। হর্ষকারক এবং চেতন তুমি বিদ্বান উপাসকের তৃপ্তির জন্য আত্মজ্যোতিরূপ মধুক্ষরণকারী (হৃদয়) কোশকে প্রাপ্ত হও) ।।৭৬৭।।

আ হর্যতো অর্জুনো অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্যঃ।
তমীং হিন্বন্ত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ ॥৭৬৮॥

কাঙ্ক্ষনীয়, শুক্ল, প্রিয় পুত্রের ন্যায় শোধনযোগ্য সোম হৃদয়ে সর্বতোভাবে রক্ষণীয়। সেই এই সৌম্যস্বরূপকে দুই জ্যোতির (পরমাত্মা ও জীবাত্মা) নাদসমূহে সাধকগণ চালিত করেন। যেমনভাবে দক্ষ যোদ্ধারা সংগ্রামে (রথকে চালিত করেন) ।।৭৬৮।।

প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনাম্। সুতা বিদথে অক্রমুঃ ॥৭৬৯॥

প্রকৃষ্টভাবে শোধিত আনন্দস্রাবী সোমরসধারা শক্তিমান আমাদের স্থানে যশের জন্য প্রবাহিত হল ।।৭৬৯।।

আদীং হংসো যথা গণং বিশ্বস্যাবীবশন্মতিম্। অত্যো ন গোভিরজ্যতে ॥৭৭০॥

এই সোম, সূর্য যেমন লোকসমূহকে, তেমনভাবে বুদ্ধিকে বশ করে (লাগামের দ্বারা) অশ্বের মত জ্যোতিসমূহের দ্বারা চালিত করে ।।৭৭০।।

আদীং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥৭৭১॥

প্রস্তরকঠিন তপস্যাসমূহের দ্বারা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে (সৌম্যস্বরূপকে) (সাধকগণ) সম্পন্ন করেন, সেই সোম পরমাত্মার পানের জন্য ।।৭৭১।।

অয়া পবস্ব দেবয়ু রেভন্পবিত্রং পর্যেষি বিশ্বতঃ। মধোর্ধারা অসৃক্ষত ॥৭৭২॥

দেবকাম তুমি এই ধারায় পবিত্র কর। নাদধ্বনি করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়। মধুর প্রবাহ ছড়িয়ে দাও ।।৭৭২।।

পবতে হর্যতো হরিঃ রতি হ্বরাংসি রংহ্যা।
অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবদ্যশঃ ॥৭৭৩॥

(অজ্ঞান)হরণকারী সোম বক্রগতি পদার্থ সকল উল্লঙ্ঘন করে দ্রুতবেগে পবিত্র করায়। স্তোতাদের জন্য বীর্যযুক্ত যশ প্রাপ্ত করায় ।।৭৭৩।।

প্র সুন্বানায়ান্ধসোঃ মর্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥৭৭৪॥

(অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারজনিত কর্ম সম্পাদনের অভিমুখী হয় মরণশীল মানুষ। তার বাক্যকে আঘাত কর না। হে জ্ঞানিগণ! ঐশ্বর্যহীন কর্মকে ধ্বংস কর না। কুকুরতুল্য (কর্মবিঘ্নকারী ক্রোধাদিকে) হত্যা কর ।।৭৭৪।।

তৃতীয় অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৫৫।। সূক্তসংখ্যা ১৯।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৫, ১০, ১৫-১৭ পবমান সোম, ৬ অগ্নি, ৭ মিত্র ও বরুণ, ৮, ১২-১৪, ১৮-১৯ ইন্দ্র, ৯ ইন্দ্রাগ্নী ।। ছন্দ ১-১০, ১৫, ১৮ গায়ত্রী, ১১ ত্রিষ্টুপ্, ১২-১৪ প্রগাথ বৃহতী, ১৬, ১৯ অনুষ্টুপ্, ১৭ জগতী ।। ঋষি ১ জমদগ্নি ভার্গব, ২।৫।১৫ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৩ কশ্যপ মারীচ, ৪, ১০ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৬, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ৮ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৯ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ১১ উপমন্যু বাশিষ্ঠ, ১২ শংযু বার্হস্পত্য, ১৩ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, বালখিল্য, ১৪ নৃমেধ আঙ্গিরস, ১৬ নহূষ মানব, ১৭ (১-২) সিকতা নিবাবরী (৩) পৃশ্ন্যোহজা, ১৮ শ্রুতকক্ষ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ১৯ জেতা মাধুচ্ছন্দস।।

প্রথম খণ্ড

পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ সোম চিত্রাভিরূতিভিঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥৭৭৫॥

হে সোম (শান্তস্বরূপ পরমাত্মা)! কারণস্বরূপ তুমি সকল সৃষ্ট বস্তু ও সকল জ্ঞানকে বিচিত্র রক্ষণসমূহের দ্বারা পবিত্র কর ।।৭৭৫।।

ত্বং সমুদ্রিয়া অপোঽগ্রিয়ো বাচ ঈরয়ন্। পবস্ব বিশ্বচর্ষণে ॥৭৭৬॥

হে সর্বসাক্ষি! (সকলের) অগ্রবর্তী তুমি বন্ধনস্বরূপ কর্মসকল ও জ্ঞানসমূহ প্রেরণ কর। আমাদের পবিত্র কর ।।৭৭৬।।

তুভ্যেমা ভুবনা কবে মহিম্নে সোম তস্থিরে। তুভ্যং ধাবন্তি ধেনবঃ ॥৭৭৭॥

হে ক্রান্তদর্শী! মহান তোমার জন্যই এই সকল সৃষ্টি উপস্থিত হয়েছে। তোমার জন্যই এই ক্ষরণশীল ভুবনসকল ছুটে চলেছে ।।৭৭৭।।

পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥৭৭৮॥

হে সোম! পবিত্র কর। বীর্যবর্ধক, অভিষুত তুমি মনুষ্যমধ্যে আমাদের যশকে প্রসারিত কর। সকল শত্রুকে নাশ কর ।।৭৭৮।।

যস্য তে সখ্যে বয়ং সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ। তবেন্দো দ্যুম্ন উত্তমে ॥৭৭৯॥

হে ইন্দু (দ্যুতিমান)! তোমার যে আনুকূল্যে আমরা শত্রুদের দূরীভূত করি, তা তোমার শ্রেষ্ঠ মহিমাতে থেকে ।।৭৭৯।।

যা তে ভীমান্যায়ুধা তিগ্মানি সন্তি ধূর্বণে। রক্ষা সমস্য নো নিদঃ ॥৭৮০॥

তোমার তীক্ষ্ণ, ভয়ানক যে অস্ত্রগুলি দুষ্টনাশের জন্যে বর্তমান, সেগুলি দ্বারা সকল দুষ্টকে দূরে নিক্ষেপ কর। আমাদের রক্ষা কর ।।৭৮০।।

বৃষা সোম দ্যুমাং অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধ্রিষে ॥৭৮১॥

হে সোম! হে দিব্যগুণযুক্ত। তুমি অমৃত বর্ষণ কর। তুমি বীর্যদাতা, বীর্যবান্, প্রকাশবান্, শ্রেষ্ঠ কর্মকারী বা যজ্ঞকারী ধর্মযুক্ত কর্ম বা যজ্ঞকে ধারণ কর ।।৭৮১।।

বৃষ্ণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো বৃষা বনং বৃষা সুতঃ। স ত্বং বৃষন্বৃষেদসি ॥৭৮২॥

হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার শক্তি ক্ষরিত হয়। তোমার সাধনা বীর্যকারক, তোমাকে নিংড়ে (এই আধারে) নিয়ে আসা বীর্যকারক, সেই তুমিই বীর্যকারক ।।৭৮২।।

অশ্বো ন চক্রদো বৃষা সং গা ইন্দ্রো সমর্বতঃ। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥৭৮৩॥

হে উজ্জ্বল সৌম্যস্বরূপ! অশ্বের মত তুমি নাদকারী। শক্তিমান্ তুমি জ্যোতির সঙ্গে ছুটে চলেছ। আমাদের ধন লাভের জন্য দরজা খুলে দাও ।।৭৮৩।।

বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বর্দৃশম্ ॥৭৮৪॥

হে পবিত্রকারক! প্রকাশের দ্বারা দীপ্তিমান্, জ্যোতির দ্রষ্টা তোমাকে আমরা আহ্বান করি। তুমি অবশ্যই বীর্যবর্ধক ।।৭৮৪।।

যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মর্মৃজ্যমান আয়ুভিঃ। দ্রোণে সধস্থমশ্নুষে ॥৭৮৫॥

যখন অমৃতের দ্বারা সর্বতোভাবে সিঞ্চিত হয়ে আয়ুর (অক্ষয় স্থিতি) দ্বারা অতিশয় শোধিত হও, তখন এই (হৃদয়) কলসে থেকেই ব্যাপ্তি লাভ কর ।।৭৮৫।।

আ পবস্ব সুবীর্যং মন্দমানঃ স্বায়ুধ। ইহো ষ্বিন্দবা গহি ॥৭৮৬॥

হে সুতীর্থ, হিরণ্ময়স্বরূপ। হর্ষান্বিত করতে করতে আমাদের পবিত্র কর। হে উজ্জ্বল শান্তস্বরূপ! এখানে এস ।।৭৮৬।।

পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রমভ্যুন্দতঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥৭৮৭॥

প্রাণকে অভিষিক্ত করে শুদ্ধিসম্পাদনকারী তোমার মিত্রতা বরণ করে নিই ।।৭৮৭।।

যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরন্তি ধারয়া। তেভির্নঃ সোম মৃড়য় ॥৭৮৮॥

হে সোম! তোমার যে অমৃতলহরী সকল প্রবাহের দ্বারা প্রাণকে অভিষিক্ত করছে, সেগুলির দ্বারা আমাদের আনন্দিত কর ।।৭৮৮।।

স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষম্। ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥৭৮৯॥

হে সোম। সকলের প্রভু সেই পবিত্রকারী তুমি আমাদের বীর্যযুক্ত ইষ্ট কর্মফল দান কর ।।৭৮৯।।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥৭৯০॥

সকলের জ্ঞাতা, দেবগণের আহ্বায়ক, এই যজ্ঞের মঙ্গলসম্পাদক দূত অগ্নিকে বরণ করি ।।৭৯০।।

অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌পতিম্। হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥৭৯১॥

যজ্ঞকারিগণ প্রজাপালক, হব্যবহনকারী (কর্মফল বহনকারী) বহুজনের প্রিয় অগ্নিকে হোমসাধন মন্ত্রের দ্বারা সর্বদা আহ্বান করেন ॥৭৯১॥

অগ্নে দেবাং ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥৭৯২॥

হে অগ্নি! দিব্যগুণগুলিকে এই আধারে প্রাপ্ত করাও। আসন রচিত হয়েছে, সাধকের হৃদয়মলে প্রকটিত আমাদের কর্মফলদাতা-(তুমি) প্রশংসনীয় হও ॥৭৯২॥

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে। যা জাতা পূতদক্ষসা ॥৭৯৩॥

আমরা প্রাণ (মিত্র) ও অপান (বরুণ)কে সোমপানের জন্য আহ্বান করি, সে দুইজন পবিত্র বলযুক্ত হয়েছেন ॥৭৯৩॥

ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী। তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥৭৯৪॥

সেই মিত্র (প্রাণ) ও বরুণ (অপান)কে আমরা আহ্বান করি, সত্য জ্যোতির পালক যাঁরা দিব্য নিয়মের (সাধনার) দ্বারা সত্য কর্মকে বাড়িয়ে তুলছেন ॥৭৯৪॥

বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ। করতাং নঃ সুরাধসঃ ॥৭৯৫॥

বরুণ সমর্থ রক্ষক হন। মিত্র সকল রক্ষণসহ থাকুন। আমাদের প্রভূত ঐশ্বর্যযুক্ত করুন ॥৭৯৫॥

ইন্দ্রমিদগাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥৭৯৬॥

সামগানকারিগণ ইন্দ্রকেই সামগানে, ঋগ্বেদীয় হোতাগণ ঋগ্বেদের মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রকেই, (অধ্বর্যুগণ) ইন্দ্রকেই যজুর্বেদের বাণীর দ্বারা প্রভূত স্তুতি করেন ॥৭৯৬॥

ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥৭৯৭॥

ইন্দ্রই (পরমেশ্বর) বেদবচনের সঙ্গে যুক্ত (কর্মফল) বহনকারী শুভ ও অশুভ কর্মের সঙ্গে সর্বত্র ব্যেপে আছেন। ইন্দ্র জ্যোতি:স্বরূপ, দণ্ডদাতা ॥৭৯৭॥

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ। উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥৭৯৮॥

হে পরমেশ্বর! তোমার প্রচণ্ড শক্তিসমূহ দ্বারা আমাদের ঐশ্বর্যসমূহে এবং অসংখ্য মহাধন প্রাপ্তিতে রক্ষা কর ।।৭৯৮।।

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্দিবি। বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥৭৯৯॥

ইন্দ্র (পরমেশ্বর) দীর্ঘ দর্শনের জন্য দ্যুলোকে সূর্যকে আরোহণ করালেন। জ্যোতির দ্বারা অন্ধকাররূপ মেঘকে সম্পূর্ণভাবে দূরে নিক্ষেপ করলেন ।।৭৯৯।।

ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎসুবৃক্তিমেরয়ামহে। ধিয়া ধেনা অবস্যবঃ ॥৮০০॥

ইন্দ্র ও অগ্নিকে উদ্দেশে করে প্রণাম ও শোভনস্তুতি উচ্চারণ করি। রক্ষা প্রার্থনাকারী আমরা ধ্যানের দ্বারা বেদবাণীতে স্থিত হই ।।৮০০।।

তা হি শশ্বন্ত ঈড়ত ইত্থা বিপ্রাস উতয়ে। সবাধো বাজসাতয়ে ॥৮০১॥

সেই জ্ঞানিগণ নিত্যত্ব লাভ করেন। এইরূপে প্রতিবন্ধযুক্ত সাধক রক্ষা ও শক্তিজয়ের জন্য স্তুতি করেন ।।৮০১।।

তা বাং গীর্ভির্বিপন্যুবঃ প্রযস্বন্তো হবামহে। মেধসাতা সনিষ্যবঃ ॥৮০২॥

সেই তোমাদের দুজনকে, অনুগ্রহ লাভের জন্য হব্যদানকারী বিস্মিত স্তোতাগণ বেদবাণীসহ স্তুতি করেন ।।৮০২।।

তৃতীয় খণ্ড

বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ। বিশ্বা দধান ওজসা ॥৮০৩॥

বল-সহ সকল গুণের ধারণকারী, হর্ষকারক ও বীর্যবৃদ্ধিকারক সোম প্রাণসহ (ইন্দ্রের জন্য) প্রবাহিত হয়ে পবিত্র কর ।।৮০৩।।

তং ত্বা ধর্ত্তারমোণ্যোঃ পবমান স্বর্দৃশম্। হিন্বে বাজেষু বাজিনম্ ॥৮০৪॥

হে পবিত্রতাসম্পাদক সোম! দ্যুলোক ও পৃথিবীর ধারণকর্তা, সূর্যের ন্যায় দর্শনের সহায়ক, ঐশ্বর্যশালী তোমাকে ঐশ্বর্যের জন্য আত্মানুকূল করি ।।৮০৪।।

অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া। যুজং বাজেষু চোদয় ॥৮০৫॥

বৈদিক বাণীর দ্বারা আবির্ভূত হয়ে সোম, তোমার প্রবাহ দ্বারা পবিত্র কর। সহকারী ইন্দ্রকে (অজ্ঞানের সঙ্গে) যুদ্ধে প্রবৃত্ত কর ।।৮০৫।।

বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদগা নদয়ন্নেষি পৃথিবীমুত দ্যাম্।
ইন্দ্রস্যেব বগ্নুরা শৃণ্ব আজৌ প্রচোদয়ন্নর্ষসি বাচমেমাম্ ॥৮০৬॥

বর্ষণকারী মেঘ যেমন বিদ্যুৎসমূহকে লক্ষ করে শব্দ করে, সেইভাবে নাদকারী রক্তিম সোম পৃথিবী এবং দ্যুলোকের অভিমুখে ছড়িয়ে পড়ল। মেঘের শব্দের মত শ্রবণযোগ্য ও সংগ্রামে উৎসাহিত করে এই বাক্যকে সর্বতোভাবে ছড়িয়ে দিল ।।৮০৬।।

রসায্যঃ পয়সা পিন্বমান ঈরয়ন্নেষি মধুমন্তমংশুম্।
পবমান সন্তনিমেষি কৃণ্বন্নিন্দ্রায় সোম পরিষিচ্যমানঃ ॥৮০৭॥

হে সোম! পবিত্রকারী, রসময় তুমি প্রাণের দ্বারা পীত হতে হতে ইন্দ্রের (আত্মার) জন্য ঊর্ধ্বগামী হয়ে মধুরতাযুক্ত জ্যোতিকে প্রাপ্ত হও। সর্বতোভাবে সিঞ্চিত করে বিস্তারকে প্রাপ্ত করাও। ।।৮০৭।।

এবা পবস্ব মদিরো মদায়োদগ্রাভস্য নময়ন্বধস্নুম্।
পরি বর্ণং ভরমাণো রুশন্তং গব্যুর্নো অর্ষ পরি সোম সিক্তঃ ॥৮০৮॥

হে (শান্তস্বরূপ)! এইভাবে আনন্দস্বরূপ, প্রকাশিত শ্বেত বর্ণকে সর্বতো ধারণকারী, স্নিগ্ধ তুমি জ্যোতিকে লাভ করতে চেয়ে উদীয়মান বাধার ভয়ংকর মন্ত্রকে নামিয়ে দিয়ে আমাদের আনন্দের জন্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড় ।।৮০৮।।

চতুর্থ খণ্ড

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥৮০৯॥

হে ইন্দ্র! (অজ্ঞানরূপ) শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ধাবিত মানুষ তোমাকে চায়। সকল দিকে সজ্জনের রক্ষক তোমাকে স্তুতিকারী আমরা ঐশ্বর্য জয় করার জন্য তোমাকে আহ্বান করি ।।৮০৯।।

স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥৮১০॥

হে আশ্চর্যময়। বজ্রধারী, অজ্ঞাননাশকারী পরমাত্মা (ইন্দ্র)! সেই তুমি শত্রুদের দমনকারী, মহান স্তব গ্রহণকারী, জয়ী বীরকে ধন দেওয়ার মত আমাদের পাথেয় জ্যোতি ও প্রাণ সর্বদা বর্ষণ কর ।।৮১০।।

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥৮১১॥

প্রভূত ঐশ্বর্যশালী, ইন্দ্র যিনি তোমাদের স্তোতাদের জন্য বহুপ্রকারে দান করেন, সেই সুন্দর ধনশালী ইন্দ্রকে যাতে জানতে পার সেইভাবে অর্চনা কর ।।৮১১।।

শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে।
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ ॥৮১২॥

শতব্যূহযুক্ত সেনার মত শত্রুদমনকারী (ইন্দ্র) পাপসমূহকে জয় করেন এবং নষ্ট করেন। অসীমধনশালী এঁর দান যাজ্ঞিকের জন্য পর্বত থেকে প্রবাহিত জলের মত ঝরে পড়ে ।।৮১২।।

ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ।
স ইন্দ্র স্তোমবাহস ইহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমা গহি ॥৮১৩॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! স্তোত্রবহনকারী, ভক্তিরূপ হবি ধারণকারী যজ্ঞনেতারা অতীতে এবং বর্তমানকালে তোমাকে প্রসন্ন করেছেন ও করছেন। সেই তুমি এখানে সামগানকারীর গান শোন ও তাদের গৃহে এস ।।৮১৩।।

মৎস্বা সুশিপ্রিন্‌হরিবস্তমীমহে ত্বয়া ভূষন্তি বেধসঃ।
তব শ্রবাংস্যুপমান্যুক্থ্য সুতেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥৮১৪॥

হে উত্তম ব্যাপ্তিশীল! হরণকারী! স্তুত্য! স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র। তোমার সহায়তায় জ্ঞানী উপাসকগণ শোভমান হোন— এই আমরা প্রার্থনা করি। তোমার যশ উপমা। সোমসম্পন্ন ভক্তে আনন্দিত হও ।।৮১৪।।

পঞ্চম খণ্ড

যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ॥৮১৫॥

(হে সোম)! তোমার সে বরণীয়; দেবতাদের রক্ষক এবং অসুরগণের নাশক আনন্দরস, সেই শান্তরসের দ্বারা পবিত্র কর ।।৮১৫।।

জঘ্নির্বৃত্রমমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবেদিবে। গোষাতিরশ্বসা অসি ॥৮১৬॥

শত্রুপ্রতিম অজ্ঞানের নাশক, ঐশ্বর্যের দাতা, জ্যোতিজয়কারী তুমি প্রাণকে জয় কর ।।৮১৬।।

সম্মিশ্লো অরুষো ভুবঃ সূপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ। সীদং চ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥৮১৭॥

(হে সোম) সুন্দরভাবে একত্রিত জ্যোতিসমূহের মত আমাদের স্তুতির সঙ্গে মিলিত হয়ে এই (হৃদয়) বেদিতে উপবেশন করে শ্যেন পক্ষীর মত তীব্রগামী হও ।।৮১৭।।

অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥৮১৮॥

এই সোম পুষ্টিকারী, সেবনীয় ধন পবিত্র করতে করতে বয়ে চলেছে, প্রাণিবর্গের পালনকারী, উভয় পৃথিবী ও দ্যুলোককে বিশেষভাবে প্রকাশিত করেছে ।।৮১৮।।

সমু প্রিয়া অনূষত গাবো মদায় ঘৃষ্বয়ঃ।
সোমাসঃ কৃণ্বতে পথঃ পবমানাস ইন্দবঃ ॥৮১৯॥

প্রিয়, অত্যন্ত দীপ্ত জ্যোতিসমূহ আনন্দের নিমিত্ত পর পর আসছে, পবিত্রকারী উজ্জ্বল সৌম্য প্রবাহ পথ করে নিচ্ছে ।।৮১৯।।

য ওজিষ্ঠস্তমা ভর পবমান শ্রবায্যম্।
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি রয়িং যেন বনামহে ॥৮২০॥

হে পবিত্রকারক সোম! যে উত্তম বলযুক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপ্ত হয়ে বর্তমান, তা আমাদের ভরপুর করে দাও, যার দ্বারা প্রশংসনীয় আনন্দরসকে পেতে চাই ।।৮২০।।

বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ।
প্রাণা সিন্ধূনাং কলশাং অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্মনীষিভিঃ ॥৮২১॥

বুদ্ধিসমূহের বর্ষণকারী, বিশেষরূপে প্রকাশক, দিনসমূহ, প্রভাত ও দ্যুলোকের বিস্তারকারী, চতুর্দিগন্তের প্রাণ সোম শব্দ করলেন। বুদ্ধিমানদের দ্বারা পরমাত্মার হৃদয়ে আবিষ্ট হলেন ।।৮২১।।

মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাং অসিষ্যদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ুং সখ্যায় বর্ধয়ন্ ॥৮২২॥

পূর্বকালীন দ্রষ্টা মনীষাসম্পন্ন কবিগণের দ্বারা প্রবহমান হন। মনুষ্যগণের দ্বারা বহন করে নিয়ে যাওয়া (হৃদয়) কলসগুলি সিক্ত করে তিনলোকব্যাপী ইন্দ্রের সোমকে অভিব্যক্ত ও ক্ষরিত করে সখ্যবশত প্রাণকে বাড়িয়ে তুললেন ।।৮২২।।

অয়ং পুনান উষসো অরোচয়দয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদু লোককৃৎ।
অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥৮২৩॥

এই পবিত্রকারক সোম প্রভাতকে প্রকাশিত করলেন। জলরাশি থেকে লোকসমূহ সৃষ্টি করলেন। এই সোম ত্রিসপ্ত (মন, দশ ইন্দ্রিয়, দশ প্রাণ) বার দোহন করে মস্তক থেকে হৃদয় পর্যন্ত উত্তম আনন্দ প্রবাহকে পবিত্র করলেন ।।৮২৩।।

ষষ্ঠ খণ্ড

এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ। এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥৮২৪॥

হে জীবাত্মা (ইন্দ্র)! তুমি বীরদের অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা কর। তুমি অবশ্যই বীর এবং স্থির। তোমার মন প্রশংসার যোগ্য ।।৮২৪।।

এবা রাতিস্তুবিমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ। অধা চিদিন্দ্র নঃ সচা ॥৮২৫॥

হে প্রভূত ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! তুমি বিশ্বের সকল ধনের দ্বারা আমাদের আনুকূল্য দান কর। আমাদের সঙ্গে অবশ্যই তুমি আছ ।।৮২৫।।

মো ষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে। মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ ॥৮২৬॥

হে ঐশ্বর্যসমূহের পতি! ব্রাহ্মণের মত জ্যোতির্ময় সৌম্য স্বরূপসম্পন্ন তুমি উত্তম আনন্দ লাভ কর। মোহগ্রস্ত হয়ো না ।।৮২৬।।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধংৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥৮২৭॥

আকাশের মত সর্বব্যাপী, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী, ঐশ্বর্যসমূহের রক্ষক, নিত্য পদার্থের প্রভু পরমেশ্বরকে বৃহৎস্বরূপ বর্ণনা করে সকল বৈদিক বাণী স্তুতি করে ।।৮২৭।।

সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।
ত্বামভি প্র নোনুমো জেতারমপরাজিতম্ ॥৮২৮॥

হে ইন্দ্র! তোমার অনুকূলতায় ঐশ্বর্যশালী আমরা ভয় পাই না। হে বলপতি! বিজয়ী, অপরাজিত তোমার সামনে, সর্বতোভাবে নত হই ।।৮২৮।।

পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বি দস্যংত্যূতয়ঃ।
যদা বাজস্য গোমত স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম্ ॥৮২৯॥

ইন্দ্রের দান সনাতন। যখন শক্তিশালী জ্যোতির ধন স্তোতাদের দান করেন, তখন তাঁর রক্ষা ক্ষীণ হয় না ।।৮২৯।।

চতুর্থ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৫৬।। সূক্তসংখ্যা ১৯।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৪।৯।১০।১৪-১৬ পবমান সোম, ৫।১৭ অগ্নি, ৬ মিত্র ও বরুণ, ৭ মরুদ্‌গণ ও ইন্দ্র, ৮ ইন্দ্রাগ্নী, ১১-১৩।১৮।১৯ ইন্দ্র ।। ছন্দ ১-৮।১৪ গায়ত্রী, ৯ (৩) দ্বিপদা বিরাট্, ১০ ত্রিষ্টুপ্, ৯ (১,২)।১১।১৩ বার্হত প্রগাথ, ১২ বৃহতী, ১৫।১৯ অনুষ্টুপ্, ১৬ জগতী, ১৭ (১) বিষমা ককুপ্, (২) সমা সতোবৃহতী, ১৮ উষ্ণিক্ ।। ঋষি ১ জমদগ্নি ভার্গব, ২ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৩ কবি ভার্গব, ৪ কশ্যপ মারীচ, ৫ মেধাতিথি কাণ্ব, ৬।৭ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ সপ্ত ঋষি (ভরদ্বাজ-কশ্যপ-গৌতম-অত্রি-বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-বশিষ্ঠ), ১০ পরাশর শাক্ত্য, ১১ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ১২ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ১৩ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১৪ ত্রিত আপ্ত্য, ১৫ যযাতি নাহুষ, ১৬ পবিত্র আঙ্গিরস, ১৭ সৌভরি কাণ্ব, ১৮ গোষুক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, ১৯ তিরশ্চী আঙ্গিরস ।।

প্রথম খণ্ড

এত অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভি সৌভগা ॥৮৩০॥

এই শীঘ্রগতি সকল সৌভাগ্যের আধার সিগ্ধ সত্ত্বগুণগুলি গোপন পবিত্রস্বরূপকে লক্ষ্য করে প্রবাহিত হল ।।৮৩০।।

বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ। ত্মনা কৃণ্বন্তো অর্বতঃ ॥৮৩১॥

বিঘ্নগুলিকে দূর করতে করতে ঐশ্বর্যশালী সত্ত্বগুণগুলি সন্তানের জন্য অত্যন্ত সুগতিশীল প্রাণকে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করল ।।৮৩১।।

কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিম্। ইডামস্মভ্যং সংযতম্ ॥৮৩২॥

আমাদের জন্য জ্যোতির পথ সংগত করে দিয়ে (সত্ত্বগুণগুলি) সুস্তুতিযুক্ত প্রার্থনাকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয় ।।৮৩২।।

রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥৮৩৩॥

আকাশমার্গে যাওয়ার জন্য মনে অধিষ্ঠিত উজ্জ্বল শান্তস্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বসহ প্রবহমান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ।।৮৩৩।।

আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর। সুষ্বাণো দেববীতয়ে ॥৮৩৪॥

হে সোম! দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য অভিষুত হয়ে আমাদের জন্য শত্রুদমনযোগ্য বল এবং সৌন্দর্য ভরপুর করে দাও ।।৮৩৪।।

আ ন ইন্দ্রো শতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্। বহা ভগত্তিমূতয়ে ॥৮৩৫॥

হে শান্তস্বরূপ! আমাদের রক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়গুলির আনন্দজনক পোষণ, উত্তম গতি ও ঐশ্বর্যের দান এনে দাও ।।৮৩৫।।

তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সধস্থেষু মহো দিবঃ। চারুং সুকৃত্যয়েমহে ॥৮৩৬॥

(হে সোম!) অনন্ত আকাশে একসঙ্গে সব লোকে শক্তিসম্পদধারণকারী আনন্দস্বরূপ সেই তোমাকে সুকর্ম দিয়ে আমরা পাই ।।৮৩৬।।

সংবৃক্তধৃষ্ণুমুক্থ্যং মহামহিব্রতং মদম্। শতং পুরো রুরুক্ষণিম্ ॥৮৩৭॥

(অজ্ঞানরূপ) শত্রুবিনাশক, স্তুতিযোগ্য, প্রশংসনীয় অনন্ত কর্মের কর্তা, আনন্দস্বরূপ, শত দেহ দুর্গের ভেদকারী (তোমাকে সুকর্ম দিয়ে আমরা পাই) ॥৮৩৭॥

অতস্ত্বা রয়িরভ্যয়দ্রাজানং সুক্রতো দিবঃ। সুপর্ণো অব্যথী ভরৎ ॥৮৩৮॥

হে উত্তম কর্মের অধিষ্ঠাতা! সুন্দর বিহঙ্গম, দুঃখরহিত তুমি (ত্রিলোককে) পোষণ কর। সেই কারণে ঐশ্বর্যকামী পুরুষ সর্বতোভাবে তোমার শরণ নেয় ॥৮৩৮॥

অধা হিন্বান ইন্দ্রিয়ং জ্যায়ো মহিত্বমানশে। অভিষ্টিকৃদ্বিচর্ষণিঃ ॥৮৩৯॥

তারপর অভীষ্টফলদাতা, বিশেষ দ্রষ্টা (সাক্ষী পরমাত্মা), নিজের দ্বারা ব্যাপ্ত জগৎকে প্রেরণ করে বিশাল মহত্ত্ব ছড়িয়ে দিলেন ॥৮৩৯॥

বিশ্বস্মা ই স্বর্দৃশে সাধারণং রজস্তুরম্। গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥৮৪০॥

অন্তরিক্ষভেদকারী দিব্য নিয়মের রক্ষক, সকলকে আনন্দ দেওয়ার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বহীন (শান্তস্বরূপ) পরমাত্মাকে পক্ষী (জীবাত্মা) (হৃদয়ে) ধারণ করল ॥৮৪০॥

ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইন্দ্রো রুচাভি গা ইহি ॥৮৪১॥

হে সোম! যজ্ঞের অধ্বর্যু বা উপাসকদের দ্বারা শোধিত হয়ে, তৃপ্তিকারক ধ্যানানন্দের জন্য ধারণা দ্বারা প্রাপ্ত হও এবং জ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা স্তুতিকর্তাদের নিকট সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও ॥৮৪১॥

পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জং জনায় গির্বণঃ। হরে সৃজান আশিরম্ ॥৮৪২॥

হে হরণকারী (সোম)! বেদবাণীর দ্বারা প্রশংসনীয় তুমি (সাধক)জনের জন্য সৌম্য রস সৃষ্টি করে সুখ ও বল সম্পাদন কর ॥৮৪২॥

পুনানো দেববীতয় ইন্দ্রস্য যাহি নিষ্কৃতম্। দ্যুতানো বাজিভির্হিতঃ ॥৮৪৩॥

পবিত্র করতে করতে, আলোকিত করতে করতে (প্রাণায়াম) শক্তির দ্বারা (হৃদয়ে) ধৃত তুমি আলোকপ্রাপ্ত বিদ্বানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা জীবের শুদ্ধ অন্তঃকরণে গমন কর ॥৮৪৩॥

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহ পতির্যুবা। হব্যবাড়্জুহ্বাস্যঃ ॥৮৪৪॥

ক্রান্তদর্শী, গৃহের রক্ষক, অজর, অমর, হব্যবহনকারী, যজ্ঞপাত্র জুহূরূপ মুখবিশিষ্ট (আহবনীয়) অগ্নি (অরণিমন্থন দ্বারা উৎপন্ন) অগ্নির দ্বারা তেজ প্রাপ্ত হন।

(অধ্যাত্মপক্ষে) জ্ঞানী, গৃহরূপ দেহের প্রভু, অজর, অমর কর্মফলবহনকারী, বাণীরূপ মুখবিশিষ্ট চেতন জীবাত্মা পরমাত্মার দ্বারা তেজ প্রাপ্ত হন ।।৮৪৪।।

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব ॥৮৪৫॥

হে দেব অগ্নি! অর্ঘ প্রদানকারী যে উপাসক কর্মফলবহনকারী তোমাকে উপাসনা করে তার রক্ষক হও ।।৮৪৫।।

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাং আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃড়য় ॥৮৪৬॥

যে সুকর্মানুষ্ঠানকারী উপাসক দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য অগ্নির উপাসনা করেন, তাঁর জন্য, হে পাবক! আনন্দ দাও ।।৮৪৬।।

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্[১]। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥৮৪৭॥

পবিত্রবল প্রাণবায়ুকে ও হিংসানাশকারী অপানবায়ুকে আহ্বান করি। এরা স্নেহবর্ষণকারী বুদ্ধির সাধনা করে ।।৮৪৭।।

১. রিশাদসম্- হিংসকগণের বিনাশকর্তা।
মিত্রং হুবে- মন্ত্রটি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের সপ্তমী ঋক্। মন্ত্রটিতে মিত্র ও বরুণ- উভয়কেই আহবান করা হয়েছে।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥৮৪৮॥

দিব্য নিয়মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, দিব্য নিয়মস্পর্শকারী প্রাণ ও অপান দিব্য নিয়মের দ্বারা বিশাল কর্মযজ্ঞকে ব্যাপ্ত করেন ।।৮৪৮।।

কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসম্ ॥৮৪৯॥

ক্রান্তদর্শী, শক্তিসম্পন্ন, বহু দেহে নিবাসকারী প্রাণ ও অপান কর্মকে ধারণ করেন ।।৮৪৯।।

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মা নো অবিভ্যুষা। মন্দূ সমানবর্চসা ॥৮৫০॥

(হে প্রাণবায়ুসকল ধারণকারী জীবাত্মা)। অভয় পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন দর্শন করবে, তখন (তুমি ও পরমাত্মা) দুজনেই আনন্দযুক্ত ও সমান তেজসম্পন্ন হবে ।।৮৫০।।

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমে রিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥৮৫১॥

(হে পিতৃপুরুষগণ!) দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে থেকে (আমাদের) শ্রদ্ধা গ্রহণ করার পর অবশ্যই যজ্ঞের দ্বারা নামিয়ে আনা বলকে ধারণ করে প্রাণসমূহ (মরুদ্গণ) পুনরায় তোমাদের গর্ভভাব প্রাপ্ত করাবে ।।৮৫১।।

বীড়ু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥৮৫২॥

হে ইন্দ্রিয়, সমূহের প্রবর্তক জীবাত্মা! দৃঢ় (দেহরূপ প্রাচীরের ভিতর) গোপন গুহা ভেদকারী (মার্গদর্শক) জ্ঞানাগ্নির জ্যোতিসমূহ দ্বারা আলোকধারার অনুসরণ করে (শান্তস্বরূপকে) লাভ কর ।।৮৫২।।

তা হুবে যয়োরিদং পপ্নে বিশ্বং পুরা কৃতম্। ইন্দ্রাগ্নী ন মর্ধতঃ ॥৮৫৩॥

যে দুজনের সহায়তায় সৃষ্টির প্রারম্ভকালে সৃষ্ট এই চরাচর জগৎকে বিস্মিত হয়ে প্রশংসা করি, সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি যাতে সূর্য ও অগ্নি আমাদের দুঃখদায়ক না হন ।।৮৫৩।।

উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী হবামহে। তা নো মৃড়াত ঈদৃশে ॥৮৫৪॥

বলিষ্ঠ (রোগাদি) শত্রুবিনাশকারী সূর্য ও অগ্নিকে উদ্দেশে করে আহ্বান করি। এইরূপ (যজ্ঞ) করার ফলে তাঁরা দুজন আমাদের সুখদায়ক হবেন ।।৮৫৪।।

হথো বৃত্রাণ্যার্যা হথো দাসানি সৎপতী। হথো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥৮৫৫॥

হে মহান্! হে সজ্জনের পালক (ইন্দ্র ও অগ্নি), অজ্ঞানাদি বাধাসমূহ নাশ কর। অসুরশক্তিকে নাশ কর। সকল অনিষ্টকারক শত্রুকে দূর কর ।।৮৫৫।।

তৃতীয় খণ্ড

অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপে মনীষিণো মৎসরাসো মদচ্যুতঃ ॥৮৫৬॥

জ্ঞানী, শান্তস্বরূপ (সোমের) আনন্দে মগ্ন, আনন্দের উপদেশকারী মনুষ্যগণ, আনন্দকারক রসকে হৃদয়ান্তরিক্ষের উচ্চতম স্থানে পবিত্ররূপে সম্পন্ন করেন ॥৮৫৬॥

তরৎসমুদ্রং পবমান উর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।
অর্ষা মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ ॥৮৫৭॥

প্রকাশমান, দিব্যস্বরূপ, (শান্তস্বরূপের দ্বারা) পবিত্র ও (অন্যকে) পবিত্রকারী পুরুষ বৃহৎ ও সত্যসংকল্প মনকে পার হয়ে গিয়ে (মনের বিক্ষোভ থামিয়ে দিয়ে) প্রাণ ও অপানকে (প্রাণায়াম দ্বারা) ধারণ করে সানন্দে বৃহৎ সত্যকে প্রাপ্ত হন ॥৮৫৭॥

নৃভির্যেমাণো হর্যতো বিচক্ষণো রাজা দেবঃ সমুদ্রয়ঃ ॥৮৫৮॥

(সাধনাসম্পন্ন) মনুষ্যগণের দ্বারা সেবিত ও কাঙ্ক্ষিত হয়ে সর্বদ্রষ্টা, বিরাজমান, দিব্য স্বভাব সম্পন্ন সোম অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হলেন ॥৮৫৮॥

তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ ॥৮৫৯॥

(ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানের) বহনকারী (ঋক্, সাম, যজুঃ) তিন প্রকার বাণী সত্যের ধারণা ও পরমাত্মার সত্য প্রজ্ঞাকে প্রচারিত করেন। বেদের বাণী বেদাধিপতির (পরমাত্মার) দ্বারা অনুগত হয়ে বাইরে প্রকাশিত হয়। বেদবহনকারী (ঋষিদের) বুদ্ধি কামনাপূর্বক (বেদপ্রতিপাদিত) শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয় ॥৮৫৯॥

সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ সোমং বিপ্রা মতিভিঃ পৃচ্ছমানাঃ।
সোমঃ সুত ঋচ্যতে পবমানঃ সোমে অর্কাস্ত্রিষ্টুভঃ সং নবন্তে ॥৮৬০॥

প্রসন্নকারী বেদবাণীগুলি সোমকে (পরমাত্মাকে) কামনা করে। বিদ্বানগণ বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে খোঁজেন। হৃদয়ে আহুত পবিত্রকারী সোম ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বারা স্তুত হন। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে রচিত মন্ত্রগুলি পরমাত্মার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবনত হয় ॥৮৬০॥

এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান আ পবস্ব পূয়মানঃ স্বস্তি।
ইন্দ্রমা বিশ বৃহতা মদেন বর্ধয়া বাচং জনয়া পুরংধিম্ ॥৮৬১॥

হে সোম (পরমাত্মা), সব দিকে অমৃত বর্ষণ করে পবিত্র করতে করতে আমাদের পবিত্র কর। কল্যাণ হোক। আমাদের আত্মাতে আবিষ্ট হও। মহান্ আনন্দে তোমার স্তুতিকে বাড়াও। আমাদের জন্য প্রজ্ঞা উৎপন্ন কর ।।৮৬১।।

চতুর্থ খণ্ড

যদয়াব ইন্দ্র তে শতংশতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥৮৬২॥

হে পরমেশ্বর! যদি শত দ্যুলোক হয় তবু তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না। ভূলোক যদি শত হয় তবু তোমায় ব্যাপ্ত করতে পারে না। হে বজ্রধারী (দুষ্টদমনকারী)! সহস্র সূর্য তোমাকে (ব্যাপ্ত করতে পারবে না)। দ্যাবাপৃথিবী, উৎপন্ন জগৎ কোন কিছুই তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না ।।৮৬২।।

আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাং অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিং চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥৮৬৩॥

হে তেজস্বী, বলিষ্ঠ পরমাত্মা! মহত্ত্ব এবং শক্তির দ্বারা তুমি বীর্যবানদের রক্ষা করছ। আলোকময় বিচরণভূমিতে বিচিত্র রক্ষণের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর ।।৮৬৩।।

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্পরি স্তোতার আসতে ॥৮৬৪॥

হে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশকারী পরমাত্মা! সৌম্যগুণসম্পন্ন, কর্মযজ্ঞবিস্তারকারী স্তুতিকর্তা, আমরা নিশ্চয়ই শুদ্ধ স্থানে নেমে-আসা ঝর্ণার জলের মত (এই পবিত্র দেহে শান্ত ভাব নেমে আসায় নম্রভাবে) সব দিক থেকে তোমার উপাসনা করব ।।৮৬৪।।

স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গমদিন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥৮৬৫॥

হে (দেহ)নিবাসী পরমেশ্বর! কোনও কোনও স্তুতিকারী নিষ্কাম কর্মযোগী মানুষ সৌম্যভাবসম্পন্ন হয়ে নিরন্তর তোমাকে ডাকে—কবে তুমি স্বচ্ছজল পিয়াসী শব্দকারী বৃষের মতো (হৃদয়রূপ) গৃহে আসবে ।।৮৬৫।।

কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্বাজং দর্ষি সহস্রিণম্।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥৮৬৬॥*

হে ঐশ্বর্যবান্, হে সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মা। হে শক্তিমান্। সর্বতোভাবে অভয়স্বরূপ তুমি পিঙ্গলবর্ণ হাজার হাজার জ্যোতির্ময় (মোক্ষমার্গরূপ) ঐশ্বর্য কণায় কণায় করে শীঘ্র দেখাও। আমরা প্রার্থনা করছি ।।৮৬৬।।

* বিভিন্ন সাধকের কাছে মোক্ষমার্গের জ্যোতির বর্ণ বিভিন্ন রকম। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে—তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ।। চতুর্থাধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের নবম মন্ত্র।

তরণিরিৎসিষাসতি বাজং পুরংধ্যা যুজা।
আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রুবম্ ॥৮৬৭॥

প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মৃত্যুকে পেরিয়ে যান যিনি তিনিই ঐশ্বর্য লাভ করেন। তোমাদের বহুস্তুত পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তুতির দ্বারা নমস্কার করাচ্ছি, যেমন দ্রুতগামী (রথের) নেমি নম্র হয় ।।৮৬৭।।

ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ন স্রেধন্তং রয়ির্নশৎ।
সুশক্তিরিন্মঘবং তুভ্যং মাবতে দেষ্ণং যৎপার্যে দিবি ॥৮৬৮॥

হে ধনপতি (ইন্দ্র)! ধনাদিদাতা বিষয়ে কল্পিত প্রশংসা করা হয় না। হিংসাদি দ্বারা অপকারকারীর ধনাদি ঐশ্বর্য লাভ হয় না। দ্যুলোকে, ওপারে যা কিছু দান তা ধনপতি তোমারই উত্তম শক্তি ।।৮৬৮।।

পঞ্চম খণ্ড

তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ। হরিরেতি কনিক্রদৎ ॥৮৬৯॥

(ঋক্, যজুঃ ও সাম – এই তিন লক্ষণযুক্ত) বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। দুগ্ধবতী গাভী দোহনের জন্য আহ্বান করছে। (সোম) বহনকারী (অগ্নি) চড়্ চড়্ শব্দ করতে করতে গমন করছেন ।।৮৬৯।।

অভি ব্রহ্মীরনূষত যহ্বীর্ঋতস্য মাতরঃ। মর্জয়ন্তীর্দিবঃ শিশুম্ ॥৮৭০॥

পরমাত্মা থেকে প্রকাশিত মহতী, দিব্য নিয়মের মাতৃরূপিণী পবিত্রকারিণী বেদবাণী সকল দ্যুলোকের শিশু সোমকে সর্বতোভাবে স্তুতি করেছিল ।।৮৭০।।

রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণঃ ॥৮৭১॥

হে সোম! চতুর্বেদরূপ সমুদ্র থেকে (অথবা চর্তুদিকের) সকল সম্পদ আমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত করাও ।৮৭১।।

সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরং দেবান্গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥৮৭২॥

হর্ষদায়ক, অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের (জীবাত্মার) জন্য অভিষুত হয়েছে। তোমাদের পবিত্রতাযুক্ত আনন্দ ঝরে পড়ছে। দেবতাদের (ইন্দ্রিয়গুলির) নিকট (সেই আনন্দসমূহ) গমন করুক ।৮৭২।।

ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসঃ ॥৮৭৩॥

সোম বাক্যের পালক। সকল শক্তির অধীশ্বর, কর্মযজ্ঞকে ইচ্ছা করেন। ইন্দ্রের জন্য প্রবহমান হন। দিব্যচেতনাবানেরা এইরূপ উপদেশ করেন ।।৮৭৩।।

সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ।
সোমস্পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে ॥৮৭৪॥

ইন্দ্রের সখা (মধুর) রসময়, বাক্যের সংস্কারক ঐশ্বর্যের পোষক সোম প্রতিদিন সহস্রধারাবিশিষ্ট জয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছেন ।।৮৭৪।।

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তঃ সং তদাশত ॥৮৭৫॥

হে বেদবিদ পরমাত্মা সোম! তুমি পবিত্র, বিস্তৃত, প্রভু। সর্বতোভাবে দেহের অঙ্গগুলিকে সবদিকে থেকে ব্যেপে থাক। (ব্রতাচরণাদি) তপ যে না করে, সেই অপক্কশরীর ব্যক্তি সেই পবিত্রতাকে প্রাপ্ত হয় না। যিনি পরিপক্ক, তিনি সেই পবিত্রতা ভোগ করেন ।।৮৭৫।।

তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদেহর্চন্তো অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্।
অবন্ত্যস্য পবীতারমাশবো দিবঃ পৃষ্ঠমধি রোহন্তি তেজসা ॥৮৭৬॥

তপস্বীর পবিত্র (শান্তস্বরূপ) দ্যুলোকে বিস্তৃত হয়। এঁর বিস্তৃত আলোর বন্যা বিশেষরূপে স্থির হয়ে থাকে, এঁর শীঘ্রগামী রস পবিত্র সাধককে রক্ষা করে এবং তেজসহ দ্যুলোকের পৃষ্ঠে অধিরোহণ করে ।।৮৭৬।।

অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ।
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ ॥৮৭৭॥

এই সোমের (পরমেশ্বরের) মায়ার দ্বারা মায়িক সৃষ্টি হল। আদিকারণ পুরুষ লোকসমূহে ঐশ্বর্য বিতরণের জন্য মহাশব্দ করলেন। উষার কিরণ ঝলমল করে উঠল। মনুষ্যদের দর্শন ও পালনকারী চন্দ্রকিরণসমূহ সোমগর্ভের আধান করলেন ।।৮৭৭।।

প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাব্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে। উপস্তুতাসো অগ্নয়ে ॥৮৭৮॥

হে স্তুত্য অগ্নির সমীপবর্তিগণ। সর্বাপেক্ষা মহান দাতা, দিব্য নিয়মের রক্ষক, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান অগ্নির উদ্দেশে স্তুতিগান কর ।।৮৭৮।।

আ বংসতে মঘবা বীরবদ্যশঃ সমিদ্ধো দ্যুম্ন্যাহুতঃ।
কুবিন্নো অস্য সুমতির্ভবীয়স্যচ্ছা বাজেভিরাগমৎ ॥৮৭৯॥

ঐশ্বর্যযুক্ত, দ্যুতিমান, প্রদীপ্ত, অবহুত অগ্নি বীর্যযুক্ত যশ দান করেন। এই অগ্নির উদার শোভন মননশক্তি কি ঐশ্বর্যসহ আমাদের কাছে আসবে? ।।৮৭৯।।

তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃক্ষু সাসহিম্। উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্ ॥৮৮০॥

হে ব্রজধারী ইন্দ্র! কামনাপূরক, কামাদি শত্রুর অভিভবকারী, লোকসৃষ্টিকারী, মঙ্গলময় শ্রীযুক্ত সেই তোমার আনন্দস্বরূপের আমরা প্রশংসা করি ।।৮৮০।।

যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥৮৮১॥

(হে পরমেশ্বর ইন্দ্র)! যাতে আনন্দস্বরূপ তুমি মন এবং প্রাণের জন্য জ্যোতিসমূহ নিয়ে আসতে পার, সেইজন্য এই সাধকের (হৃদয়) বেদির মধ্যে বিরাজ করছ ।।৮৮১।।

তদদ্যা চিত্ত উক্থিনোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা। বৃষপত্নীরপো জযা দিবেদিবে ॥৮৮২॥

(হে পরমেশ্বর!) পূর্বের মত আজও প্রতিদিন বৈদিক স্তোত্র উচ্চারণকারী উপাসক সেই তোমার প্রশংসা করে। শক্তিমান পালক তুমি (আমাদের) কর্মসমূহ স্বাধীন কর ।। ৮৮২।।

শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি। সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাং অসি ॥৮৮৩॥

হে পরমেশ্বর। তুমি মহান। যিনি তোমাকে উপাসনা করেন, শুদ্ধবীর্য, দ্যুতিমান সেই উপাসকের নিকটে থেকে শোন এবং ঐশ্বর্য প্রদান কর ।। ৮৮৩।।

যস্ত ইন্দ্র নবীয়সীং গিরং মন্দ্রামজীজনৎ। চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্ ॥৮৮৪॥

হে ইন্দ্র! যে উপাসক তোমার নূতনতর আনন্দদায়ক স্তুতির জন্ম দিলেন, সেই উপাসক প্রজ্ঞাযুক্ত মন ও দিব্য নিয়মের পোষণকারিণী সনাতনী বুদ্ধি (প্রাপ্ত হলেন) ।। ৮৮৪।।

তমু ষ্টবাম যং গির ইন্দ্রমুক্থানি বাবৃধুঃ। পুরূণ্যস্য পৌংস্যা সিষাসন্তো বনামহে ॥৮৮৫॥

সেই ইন্দ্রকেই আমরা স্তুতি করি যাঁকে স্তুতিগান বাড়িয়ে তোলে। এঁর স্তুতিযোগ্য বহু (ব্রহ্মাণ্ডধারণাদি) পুরুষার্থ বর্ণনা করতে চেয়ে আমরা তার বন্দনা করি ।। ৮৮৫।।

পঞ্চম অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৬৯।। সূক্তসংখ্যা ২২।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৫, ১০-১২, ১৩-১৯ পবমান সোম, ৬।২০ অগ্নি, ৭ মিত্র ও বরুণ, ৮, ১৩-১৫, ২১ ইন্দ্র, ৯ ইন্দ্রাগ্নী ।। ছন্দ ১।৬ জগতী, ২-৫, ৭-১০, ১২, ১৬, ২০ গায়ত্রী, ১১।১৫ প্রগাথ বৃহতী ও সতোবৃহতী , ১৩ বিরাট্, ১৪(১) অতি জগতী, (২,৩) উপরিষ্টাৎ বৃহতী, ১৭ প্রগাথ বিষমা ককুপ্, সতোবৃহতী, ১৮ উষ্ণিক্, ১৯ ত্রিষ্টুপ্, ২১ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ আকৃষ্ট মাষগণ, ২ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৩ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৪।১২ বৃহস্পতি আঙ্গিরস, ৫ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৬ সুতম্ভর আত্রেয়, ৭ গৃৎসমদ শৌনক, ৮।২১ গৌতম রাহুগণ, ৯।১৩ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য, ১১ সপ্ত ঋষি (ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গৌতম রাহুগণ, অত্রি ভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব, বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি), ১৪ রেভ কাশ্যপ, ১৫ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ১৬ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১৭ (১) শক্তি বাশিষ্ঠ, (২) উরু আঙ্গিরস, ১৮ অগ্নি চাক্ষুষ, ১৯ প্রতর্দন দৈবোদাসি, ২০ প্রয়োগ ভার্গব, ২২ পাবক অগ্নি বার্হস্পত্য (এই সূক্তের দেবতা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, এই সূক্ত ঋগ্বেদে নেই) ।।

প্রথম খণ্ড

প্র ত আশ্বিনীঃ পবমান ধেনবো দিব্যা অসৃগ্রন্পয়সা ধরীমণি।
প্রান্তরিক্ষাৎস্থাবিরীস্তে অসৃক্ষত যে ত্বা মৃজন্ত্যৃষিষাণ বেধসঃ ॥৮৮৬॥

হে শুদ্ধিকারক! ঋষিগণের দ্বারা সেবিত সোম! (শান্তস্বরূপ) সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে তোমার দিব্য স্নিগ্ধ মধুর রসের দ্বারা ক্ষরিত। যাঁরা বিদ্বান্ তাঁরা (হৃদয়কে) পরিষ্কৃত করে তোমার স্থির শক্তিকে অন্তরিক্ষ থেকে নামিয়ে আনেন ।। ৮৮৬।।

উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনৌ কলশেষু সীদতি ॥৮৮৭॥

যদি পবিত্র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে হরণকারী সোম পরিমার্জিত হয়, তাহলে সত্ত্বস্বরূপ সৌম্যতা স্বস্থান (হৃদয়) কলশে স্থির হয় এবং প্রবহমান সোমের জ্ঞাপক জ্যোতিসকল (ভিতরে বাইরে) উভয়ত ছড়িয়ে পড়ে ।। ৮৮৭।।

বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভস্বঃ প্রভোষ্টে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
ব্যানশী পবসে সোম ধর্মণা পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি ॥৮৮৮॥

হে সর্বদ্রষ্টা! হে প্রভু! সৎস্বরূপ তোমার জ্ঞানময় প্রকাশগুলি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। ব্যাপক তুমি স্বভাবত পবিত্র কর। সকল ভুবনের রাজা হও ।। ৮৮৮।।

পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্। জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥৮৮৯॥

পবিত্র শান্তস্বভাব (সোম) দ্যুলোকের বিচিত্র, বিস্তীর্ণ, বৃহৎ ঈশ্বরীয় তেজকে যেন (আত্মাতে) প্রকটিত করল ।। ৮৮৯।।

পবমান রসস্তব মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ। বি বারমব্যমর্ষতি ॥৮৯০॥

হে পবিত্রকারক সোম! হে প্রকাশক! তোমার দোষরহিত আনন্দময় রস অক্ষয় কালকে প্রাপ্ত হয় ।। ৮৯০।।

পবমানস্য তে রসো দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্। জ্যোতির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥৮৯১॥

পবিত্র তোমার তেজোযুক্ত, বলবান আনন্দরস ও জ্যোতি আলো (আত্মা)-কে দেখার জন্য সর্বত্র বিরাজ করে ।। ৮৯১।।

প্র যদগাবো ন ভূর্ণযস্ত্বেষা অয়াসো অক্রমুঃ। ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্ ॥৮৯২॥

যেমনভাবে ত্বরাযুক্ত, প্রকাশযুক্ত, গমনশীল কিরণগুলি অন্ধকার রাত্রির আবরণ দূর করতে করতে প্রকৃষ্টরূপে চলতে থাকে, সেইভাবে (সোম) আবরণকারী অজ্ঞানকে ভেদ করে চৈতন্যকে প্রকাশ করে ।। ৮৯২।।

সুবিতস্য বনামহেতি সেতুং দুরায্যম্। সাহ্যাম দস্যুমব্রতম্ ॥৮৯৩॥

অভিষুত সোমের আমরা প্রশংসা করি। মর্যাদা লঙ্ঘনকারী, যাদের রোধ করা কঠিন, কর্মত্যাগী বা কর্মবিরোধী শত্রুকে পরাস্ত করব ।। ৮৯৩।।

শৃণ্বে বৃষ্টেরিব স্বনঃ পবমানস্য শুষ্মিণঃ। চরন্তি বিদ্যুতো দিবি ॥৮৯৪॥

বলবান, পবিত্রকারী সোমের শব্দ বৃষ্টির মত শুনি। (হৃদয়ের) আকাশে দিব্য জ্যোতিসকল প্রবহমান হয় ।। ৮৯৪।।

আ পবস্ব মহীমিষং গোমদিন্দ্রো হিরণ্যবৎ। অশ্ববৎসোম বীরবৎ ॥৮৯৫॥

হে উজ্জ্বল সোম! জ্যোতির্ময়, ব্যাপ্তিময়, সত্ত্বগুণময়, ওজস্বী মহান্ ইষ্টকে সর্বত্র প্রবাহিত কর ।। ৮৯৫।।

পবস্ব বিশ্বচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ। উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥৮৯৬॥

হে সর্বদ্রষ্টা! সূর্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রভাতকে ভরে দেন, সেই ভাবে ছড়িয়ে পড়। মহান্ দ্যুলোক ও মহতী পৃথিবীকে জ্যোতিসমূহ দ্বারা পূর্ণ কর ।। ৮৯৬।।

পরি নঃ শর্মযন্ত্যা ধারয়া সোম বিশ্বতঃ। সরা রসেব বিষ্টপম্ ॥৮৯৭॥

(হে সোম!) যেমনভাবে রসা[১] নদী পৃথিবী ও অন্তরিক্ষতে ব্যাপ্ত হয়, সেইভাবে আমাদের জন্য স্বর্গলোককে সুখদায়িনী ধারায় সর্বতোভাবে প্রাপ্ত করাও ।। ৮৯৭।।

১. রসা— পৌরাণিক নদীর নাম যা পৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে ঘিরে প্রবাহিত হয়। পাতাল ও মর্তেরও অপর নাম রসা।

দ্বিতীয় খণ্ড

আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরি প্রিয়েণ ধাম্না। যত্রা দেবা ইতি ব্রুবন্ ॥৮৯৮॥

হে বুদ্ধিবর্ধক। যেখানে ইন্দ্রিয়সকল সেখানে প্রিয় জ্যোতিসহ শীঘ্রগামী (হই)— এই বলে সর্বতোভাবে ছড়িয়ে পড় ।। ৮৯৮।।

পরিষ্কৃণ্বন্ননিষ্কৃতং জনায় যাতয়ন্নিষঃ। বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব ॥৮৯৯॥

অপবিত্রকে পবিত্র করতে করতে মানুষের জন্য ইষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করাতে করাতে তুমি দ্যুলোক থেকে বর্ষণ ঢেলে দাও ।। ৮৯৯।।

অয়ং স যো দিবস্পরি রঘুয়ামা পবিত্র আ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরৎ ॥৯০০॥

ইনিই সেই পবিত্র সোম, যিনি দ্যুলোক থেকে দ্রুত নেমে এসে (মনের) সমুদ্রের (সকল কামাদি) তরঙ্গসমূহতে (মধুর ধারায় সর্বতোভাবে সিঞ্চন করেন) ।। ৯০০।।

সুত এতি পবিত্র আ ত্বিষিং দধান ওজসা। বিচক্ষাণো বিরোচয়ন্ ॥৯০১॥

সম্পন্ন পবিত্র সোম বিশেষভাবে দর্শন করাতে করাতে ও প্রদীপ্ত করতে করতে তেজ ধারণ করে বীর্য সহ আগমন করেন ।। ৯০১।।

আবিবাসন্‌পরাবতো অথো অর্বাবতঃ সুতঃ। ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু ॥৯০২॥

অভিযুক্ত শান্তস্বরূপ দূরস্থ এবং নিকটস্থ সব কিছুকে প্রকাশিত করেন। ইন্দ্রের (জীবাত্মার) জন্য মধুর(স্নিগ্ধ) রস সিঞ্চিত হয় ।। ৯০২।।

সমীচীনা অনূষত হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥৯০৩॥

জীবাত্মার পানের জন্য হরিৎ সোমরসকে (হৃদয়ের) কাছাকাছি স্থিত (প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সকল) একত্রিত হয়ে পাষাণপ্রতিম তপস্যার দ্বারা নামিয়ে আনে ।। ৯০৩।।

হিন্বন্তি সূরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিম্। মহামিন্দুং মহীযুবঃ ॥৯০৪॥

ঊষার আলো সূর্যকে জাগিয়ে তোলে, ভগিনী ও পুত্রবধূ পতিকে অথবা জল জলাধিপতিকে, সুখী (জীবাত্মা) মহান শান্তস্বরূপকে ।৯০৪।।

পবমান রুচারুচা দেব দেবেভ্যঃ সুতঃ। বিশ্বা বসূন্যা বিশ ॥৯০৫॥

হে পবিত্রকারক দেবতা! পূর্ণ তেজের সঙ্গে দেবতাগণের জন্য সম্পন্ন হয়ে বিশ্বের সকল ধনে প্রবেশ কর ।। ৯০৫।।

আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ। ইষে পবস্ব সংযতম্ ॥৯০৬॥

হে প্রবহমান (সোম)! (প্রাণাদি) দেবতাগণের জন্য তোমার প্রশংসনীয় উপহার বর্ষণ কর। সংযত সাধকের কাছে অভীষ্ট দানের জন্য প্রবহমান হও ।। ৯০৬।।

তৃতীয় খণ্ড

জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে।
ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃষা দ্যুমদ্বি ভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ ॥৯০৭॥

জনগণের রক্ষক, জাগ্রত এবং জাগরূক, সুদক্ষ, অগ্নি নূতন সুখ বা কল্যাণের জন্য (বেদিতে) উৎপন্ন হন। ঘৃতমুখ, শুচি, অন্তরিক্ষগামী বৃহৎ তেজের সঙ্গে উপাসকগণের নিকট প্রকাশমান হন ।। ৯০৭।।

ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দং চ্ছিশ্রিয়াণং বনেবনে।
স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ ॥৯০৮॥

হে অগ্নি! হে অঙ্গির! (হৃদয়) গুহায় নিহিত হয়ে আধারে আধারে আশ্রিত তোমাকে জ্ঞানিগণ খুঁজে পেয়েছেন। বলের দ্বারা মথিত হয়ে তুমি প্রকটিত হও, লোকে সেইজন্য তোমাকে বলের পুত্র বলে ।। ৯০৮।।

যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতমগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমিন্ধতে।
ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং স ৰর্হিষি সীদন্নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ ॥৯০৯॥

যাজ্ঞিকগণ (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) তিন নাড়িতে সংযোগস্থানে অথবা (প্রাতঃ, মাধ্যন্দিন , সায়ম্) তিন হবনযুক্ত যজ্ঞে জ্ঞানযজ্ঞ বা কর্মযজ্ঞের ধ্বজারূপ প্রথম, অগ্রগামী জীবাত্মা বা বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রিয়সমূহ বা বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে সমানস্থানস্থ পরমেশ্বর বা অগ্নিকে জাগিয়ে তোলেন। সেই সুসংকল্প, কর্মের নায়ক অগ্নি কর্মযজ্ঞের জন্য যোগযজ্ঞ বা কর্মযজ্ঞের বেদিতে প্রজ্বলিত হয়ে আসীন ।। ৯০৯।।

অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা। মমেদিহ শ্রুতং হবম্ ॥৯১০॥

হে যজ্ঞের দ্বারা বেড়ে ওঠা মিত্র (প্রাণ) ও বরুণ (অপান)। তোমাদের দুজনের জন্য এই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হয়েছে। অতএব এইখানে আমার আহ্বান শোন। ।। ৯১০।।

রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে। সহস্রস্থূণ আশাতে ॥৯১১॥

শক্রতাশূন্য, প্রকাশমান প্রাণ ও অপান উত্তম, স্থির সহস্রস্তম্ভ সংযোগস্থলে (হৃদয়ে কমলে) ব্যাপ্ত হন ।।৯১১।।

তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী আদিত্যা দানুনস্পতী। সচেতে অনবহ্বরম্ ॥৯১২॥

সেই দুই জাজ্বল্যমান, স্নিগ্ধসত্ত্ব গুণদ্বারা সিদ্ধ, দ্যুলোকের সন্তান, শান্তস্বরূপ উপাসকের পালক প্রাণ ও অপান (উপাসককে সত্যের) সরল উর্ধ্বগামী পথে নিয়ে যান ।।৯১২।।

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব ॥৯১৩॥

অপ্রতিহতশক্তি ইন্দ্র লক্ষ্যভেদী কিরণরূপ বাণের দ্বারা ৯ সংখ্যাকে যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করার পর, সংখ্যাগুলি যোগ করলে ৯ হয়। যেমন ৯x২= ১৮= ১+৮=৯। এইভাবে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে হনন করলেও ৯ স্বরূপে ফিরে আসে। এই কারণে নব নবতী সংখ্যা দ্বারা শত্রুসেনা গণনা করা হয়েছে। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ= ৩ প্রকার সেনা, এরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান আট শত দশবার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার শত্রুদের বধ করলেন ।।৯১৩।।

১. নবঃনবতি= ৯০x৯=৮১০
সংখ্যাকে.........বর্তমান-এই কালভূত ভেদে ৯ প্রকার। পুনরায় প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র- এই তিন শক্তির ভেদে ২৭ গুণ হয়। পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ৮১ প্রকার হয় এবং দশ দিকের ভেদে ৮১০ প্রকার হয়।

ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপশ্রিতম্। তদ্বিদচ্ছর্যণাবতি ॥৯১৪॥

ব্যাপক রশ্মির মধ্যবর্তী সূর্য (পরমাত্মা) যিনি পর্বতপ্রতিম দেহের ভিতর লুক্কায়িত ছিলেন, তাঁকে পেতে চেয়ে (ইন্দ্র=জীবাত্মা) সৌম্য আধারে লাভ করলেন ।।৯১৪।।

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥৯১৫॥

এই স্নিগ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত জীবের (চন্দ্রের) (দেহরূপ) গৃহে (সূর্য) পরমাত্মার কিরণেরই স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে এইরূপ জান ।।৯১৫।।

ইয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী পূর্ব্যস্তুতিঃ। অভ্রাদ্বৃষ্টিরিবাজনি ॥৯১৬॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ থেকে বৃষ্টির জন্মের মত এই মন্ত্র থেকে তোমাদের দুজনের এই সনাতনী স্তুতি প্রকটিত হয় ।।৯১৬।।

শৃণুতং জরিতুর্হবমিন্দ্রাগ্নী বনতং গিরঃ। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥৯১৭॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তোতার আহ্বান শোন। স্তুতির সেবা গ্রহণ কর। সমর্থ তোমরা দুজন বুদ্ধিসমূহকে আপ্যায়িত কর ।।৯১৭।।

মা পাপত্বায় নো নরেন্দ্রাগ্নী মাভিশস্তয়ে। মা নো রীরধতং নিদে ॥৯১৮॥

হে নিয়ন্তা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের পাপ— বিষয়ে প্রেরিত কর না, গর্হিত কর্মে প্রেরণ কর না। নিন্দনীয় কর্মে প্রেরিত কর না ।।৯১৮।।

চতুর্থ খণ্ড

পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে। মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ ॥৯১৯॥

হে সোম! বলসাধক ও হরিদ্বর্ণ তুমি প্রাণবায়ুসকলের জন্য, মুখ্য প্রাণের জন্য এবং ইন্দ্রিয় সকলের জন্য প্রাপ্ত হও ।।৯১৯।।

সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্যোনাবধি প্রিয়ঃ। পবমানো অদাভ্যঃ ॥৯২০॥

স্বস্থানে অধিষ্ঠিত প্রিয়, শক্তিমান্, ক্রান্তদর্শী, সত্যস্বরূপ, পবিত্রকারী সোম দেবতাদের সঙ্গে সম্যকরূপে শোভিত হন ।।৯২০।।

পবমান ধিয়া হিতোঽভি যোনিং কনিক্রদৎ। ধর্মণা বায়ুমারুহঃ ॥৯২১॥

হে পবিত্রকারী সোম! যজ্ঞকর্মে হিতকারী হয়ে স্বস্থান লক্ষ্য করে শব্দ করতে করতে স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী প্রাণবায়ুতে আরোহণ কর ।।৯২১।।

তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে।
পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীং রতি তাংইহি ॥৯২২॥

হে বিশ্বম্ভর! হে শান্তস্বরূপ সোম! আমি তোমার সাহচর্যে দিনের পর দিন ঘুরতে ঘুরতে বহুবার ভূতলে বিচরণ করেছি। আমাকে সেই বন্ধনগুলি থেকে মুক্তি দাও ।।৯২২।।

তবাহং নক্তমুত সোম তে দিবা দুহানো বভ্র ঊধনি।
ঘৃণা তপন্তমতি সূর্যং পরঃ শকুনা ইব পপ্তিম ॥৯২৩॥

হে সোম! হে বিশ্বম্ভর। প্রভাতে গাভীর স্তন থেকে দুগ্ধ দোহন করতে করতে দিনে, রাতে আমরা তোমারই, তোমারই সূর্যকে উল্লঙ্ঘনকারী দীপ্তির দ্বারা প্রকাশমান পরম ঊর্ধ্বলোককে পক্ষিগণের মত প্রাপ্ত হব ।।৯২৩।।

পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ ॥৯২৪॥

বিশেষরূপে দ্রুত ক্রিয়াশীল পবিত্র (সোম) সকল শত্রুসেনাকে অভিভূত করলেন। বুদ্ধিতত্ত্বকে জাগরণকারী (সোম)-কে জ্ঞানের দ্বারা (সাধক) শুদ্ধ করেন ।।৯২৪।।

আ যোনিমরুণো রুহদগমদিন্দ্রো বৃষা সুতম্। ধ্রুবে সদসি সীদতু ॥৯২৫॥

রক্তবর্ণ সোম স্বস্থানে আরোহণ করলেন। তিনি স্থির (হৃদয়রূপ) আকাশে আসীন হোন। ইন্দ্র (জীবাত্মা) শক্তিমান সম্পন্ন শান্তস্বরূপ (সোম)-কে প্রাপ্ত হোল ।।৯২৫।।

নূ নো রয়িং মহামিন্দোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥৯২৬॥

হে উজ্জ্বল সোম! দ্রুত আমাদের জন্য মহান্ সহস্র প্রকারের ঐশ্বর্য সকল দিক থেকে বহন করে আন ।।৯২৬।।

পঞ্চম খণ্ড

পিবা সোমমিন্দ্র মদন্তু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ। সোতুর্বাহুভ্যাং সুয়তো নার্বা ॥৯২৭॥

হে হরণশীল কিরণময় ইন্দ্র (জীবাত্মা)! এই পাষাণপ্রতিম সাধনা সোম সম্পন্নকারীর দুই বাহু (প্রাণ ও অপান) দ্বারা সোমকে সম্পন্ন করেছে, এই সত্ত্বস্বরূপকে গ্রহণ কর, আনন্দিত হও ।।৯২৭।।

যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি। স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু ॥৯২৮॥

হে হরণশীল জ্যোতির্ময় ইন্দ্র! হে ঐশ্বর্যের প্রভু! তোমার যে প্রয়োজনীয় শোভন (শান্তস্বরূপ) আনন্দ, যার দ্বারা তুমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহকে নাশ কর, সেই (সোম) তোমাকে আনন্দিত করুক ।।৯২৮।।

বোধা সু মে মঘবন্বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্।
ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব ॥৯২৯॥

হে ঐশ্বর্যশালী (ইন্দ্র)! উত্তম বিজ্ঞানী তোমার যে প্রশংসাবাণী স্তব করে, সেই বাণীকে আমার সম্মুখে সুন্দররূপে এসে বুদ্ধিতে গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মস্বরূপ! এই প্রশান্তিকে সেবন করে আনন্দিত হও ।।৯২৯।।

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বে বরে স্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তরসং তরস্বিনম্ ॥৯৩০॥

সকল মানুষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে সকল শত্রুর পরাভবকারী, শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে আরূঢ়, শত্রুগণের মারক, তেজস্বী, প্রতাপশালী, বেগবান্, বাধা অতিক্রমকারী ইন্দ্রকে জন্ম দিলাম এবং প্রকাশ ও মহৎ কর্মের জন্য তক্ষণ (কুঁদে তৈরি) করে নিলাম ।।৯৩০।।

নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরে।
সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্বভিঃ ॥৯৩১॥

তপস্বী এবং সুন্দর দীপ্তিমান, অবিদ্বেষী, বিপ্রগণ তোমাদের কর্ণসমীপে এবং দূরস্থিত তোমাদের যজ্ঞে আহ্বান করে দর্শনকারী মন্ত্রের দ্বারা মর্যাদাবর্তী কামপূরক ইন্দ্রকে শ্রদ্ধাপূর্বক নমস্কার করেন ।।৯৩১।।

সমু রেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।
স্বঃ পতির্যদী বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ ॥৯৩২॥

স্তোতৃগণ সোমপানের জন্য ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে আহ্বান করেছিলেন, যাতে দ্যুলোকের পালক, নিত্য নিয়মের ধারক (ইন্দ্র) বৃদ্ধির জন্য বল ও সকল প্রকার রক্ষা সহ সঙ্গত হন ।।৯৩২।।

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠং যো বৃত্রহা গৃণে ॥৯৩৩॥

যিনি মনুষ্যগণের রাজা, যিনি রমণীয় যোগমার্গে গমন করেন, যিনি নিজ-স্বরূপে স্থির, (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের নাশক, সকল সংগ্রামের বিজেতা, সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে স্তব করি ।।৯৩৩।।

ইন্দ্রং তং শুম্ভ [১]পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্ত্তরি।
হস্তেন বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহাং দেবো ন সূর্যঃ ॥৯৩৪॥

হে বহুজ্ঞানী (পুরুহন্মা ঋষি)! তুমি ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য প্রসন্ন কর, যিনি দেবতা সূর্যের মতন তীক্ষ্ণ কিরণরূপ অস্ত্রধারী এবং অপার সৌম্যদর্শন-ব্রহ্মাণ্ডে এই দুইরূপে বর্তমান ।।৯৩৪।।

১. অর্থান্তর— হে পুরুহন্মন্- হে বহু আঘাতকারী বজ্র।

ষষ্ঠ খণ্ড

পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ ॥৯৩৫॥

ক্রান্তদর্শী, মেধাবী, আকাশ ও পৃথিবীর হিতকারী (সত্ত্বগুণান্বিত পুরুষ) শব্দসমূহের দ্বারা দ্যুলোকস্থ প্রিয় আয়ুকে সব দিক থেকে প্রাপ্ত হন ।।৯৩৫।।

স সূনুর্মাতরা শুচির্জাতো জাতে অরোচয়। মহান্মহী ঋতাবৃধা ॥৯৩৬॥

শুদ্ধ, মহান্ সেই সোম জন্মালেন। জন্মেই মহান্, যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাতা দ্যুলোক ও পৃথিবীকে প্রকাশিত করলেন ।।৯৩৬।।

প্রপ্র ক্ষযায় পন্যসে জনায় জুষ্টো অদ্রুহঃ। বীত্যর্ষ পনিষ্টয়ে ॥৯৩৭॥

সেবিত হয়ে অজাতশত্রু তুমি উচ্চস্থানীয়, অতি উত্তম, তোমার স্তোতা পুরুষের জন্য আনন্দ এনে দাও ।।৯৩৭।।

ত্বং হ্যাব্যঙ্গ দৈব্যা পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ন্ ॥৯৩৮॥

হে প্রিয়, পবিত্র সোম! তুমি অতি উজ্জ্বল, দ্যুলোকস্থিত, জাত মানুষে অমৃতত্বের জন্য ঘোষণা করতে থাক ।।৯৩৮।।

যেনা নবগ্বো দধ্যঙ্ঙপোর্ণুতে যেন বিপ্রাস আপিরে।
দেবানাং সুম্নে অমৃতস্য চারুণো যেন শ্রবাংস্যাশত ॥৯৩৯॥

(এই সেই সৌম্যস্বরূপ) যাঁর দ্বারা আটশ দশ বার বৃত্ররূপ অজ্ঞানের আবরণ অপাবৃত হয়েছে, যাঁর দ্বারা বিজ্ঞানিগণ আনন্দকে প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁর দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত বিদ্বানদের স্তুতিতে অমৃতত্বের যশ বিস্তার লাভ করেছে ।।৯৩৯।।

সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যং বারং বি ধাবতি। অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদ ॥৯৪০॥

পবিত্র এবং পবিত্রকারী সোম প্রবাহ দ্বারা অপরিবর্তনীয় বাধাকে অতিক্রম করে যায়। বাক্যের আগে আগে শব্দ করতে থাকে ।।৯৪০।।

ধীভির্মৃজন্তি বাজিনং বনে ক্রীড়ন্তমত্যবিম্। অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরন্ ॥৯৪১॥

(সাধকগণ) ধ্যানের দ্বারা জ্যোতির্ময় (দেহরূপ বিপৎসংকুল) বনে ক্রীড়ারত অবিদ্যা জালরূপ বাধা অতিক্রমকারী সোমকে শোধন করে নেন। তিনলোক ব্যেপে স্তুতিগুলি সবদিকে উচ্চারিত হয় ।।৯৪১।।

অসর্জি কলশাং অভি মীঢবান্‌ৎসপ্তির্ন বাজয়ুঃ। পুনানো বাচং জনয়ন্নসিষ্যদ ॥৯৪২॥

অশ্বতুল্য, শক্তিমান্, অভীষ্টদাতা (সোম) দেহতে সৃষ্ট হলেন। বেদবাণী উৎপন্ন করে ক্ষরিত হলেন ।।৯৪২।।

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥৯৪৩॥

(প্রকাশকারী) বুদ্ধিসমূহের উৎপাদক, (প্রকটকারী) দ্যুলোকের উৎপাদক (বিস্তৃত) পৃথিবীর উৎপাদক, (চলমান) অগ্নির উৎপাদক, (প্রসবিতা) সূর্যের উৎপাদক, (ঐশ্বর্য আকর্ষণকারী) ইন্দ্রের (জীবাত্মার) উৎপাদক এবং (ব্যাপক) সূর্যকিরণের উৎপাদক অমৃত পরমাত্মা (সোম)(যাজ্ঞিককে) পবিত্র করেন ।।৯৪৩।।

ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষোমৃগাণাম্ ।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥৯৪৪॥

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বৃহৎ আত্মা, ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ স্থানের প্রেরক, বুদ্ধিমানদের দর্শনকারক, মোক্ষমার্গে বিচরণকারীর বলবৃদ্ধিকারক, আত্মানুসন্ধানকারীর গতিসম্পাদক, অনর্থসংকুল দেহে (কামাদির নাশ-বিষয়ে) কুঠারস্বরূপ, পবিত্র সোম শব্দ করতে করতে (জীবাত্মার বন্ধনকে) অতিক্রম করে যায় ।।৯৪৪।।

প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মিং ন সিন্ধুর্গির স্তোমান্‌পবমানো মনীষাঃ।
অন্তঃ পশ্যন্বৃজনেমাবরাণ্যা তিষ্ঠতি বৃষভো গোষু জানন্ ॥৯৪৫॥

নদী যেমন তরঙ্গকে চালিত করে, সেইভাবে পাবক সোম ধারণক্ষম বুদ্ধিসকল, স্তোতৃদের বাক্যগুলি এবং বেদবাণীগুলি প্রেরণ করেন। অন্তরতমকে জেনে এই অধম বন্ধনগুলি অতিক্রম করে থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহে থেকে বোধশক্তি প্রদান করেন ।।৯৪৫।।

সপ্তম খণ্ড

অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমম্। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥৯৪৬॥

তোমাদের জ্ঞানযজ্ঞের সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধিকারী, বন্ধুতুল্য সহায়ক বলবান তেজোময় অগ্নিকে (পরমাত্মাকে) সুষ্ঠুরূপে উপাসনা কর ।।৯৪৬।।

অয়ং যথা ন আভুবত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা। অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ ॥৯৪৭॥

'ত্বষ্টা' (ছুতোর) যেমনভাবে কাঠ কেটে ছেঁটে (কাষ্ঠময়) বিভিন্ন রূপ তৈরি করে, সেইভাবে যশস্বী অগ্নির যজ্ঞকর্ম দ্বারা আমাদের অভিনব কল্যাণতর রূপ হোক ।।৯৪৭।।

অযং বিশ্বা অভি শ্রিযোঽগ্নির্দেবেষু পত্যতে। আ বাজৈরুপ নো গম ॥৯৪৮॥

এই অগ্নি ইন্দ্রিয়গুলিতে বিশ্বের সকল সম্পদ সম্মুখে বর্ষণ করেন। ঐশ্বর্যসহ আমাদের কাছে (অগ্নি) প্রাপ্ত হোন ।।৯৪৮।।

ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে ॥৯৪৯॥

হে ইন্দ্র। এই অভিষুত শ্রেষ্ঠ দিব্য আনন্দ পান কর। (হৃদয়) কন্দরে দিব্য নিয়মের জ্যোতির ধারা তোমার অভিমুখে ক্ষরিত হবে ।।৯৪৯।।

ন কিষ্টদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে।
ন কিষ্টানু মজ্মনা ন কিঃ স্বশ্ব আনশে ॥৯৫০॥

হে ইন্দ্র (জীবাত্মা)। তুমি দুই শীঘ্রগামী অশ্ব (প্রাণ ও অপান) প্রাপ্ত হয়েছ, তাই তোমার থেকে উত্তম রথ (দেহ)বান কেউ নেই। তোমার অনুসরণকারী বলবান কেউ নেই। কেউ তোমার মত উত্তম অশ্বযুক্ত হয় ব্যাপ্ত হতে পারে না ।।৯৫০।।

ইন্দ্রায নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীতন।
সুতা অমসুরিন্দ্রবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ ॥৯৫১॥

ইন্দ্রের উদ্দেশে অবশ্য অর্চনা কর ও স্তুতিসমূহ উচ্চারণ কর। সম্পন্ন সত্ত্বগুণসমূহ (ইন্দ্রকে) হৃষ্ট করুক। বলবান শ্রেষ্ঠকে নমস্কার কর ।।৯৫১।।

ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা যাহি শূর হরিহ।
পিবা সুতস্য মতির্ন মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায় ॥৯৫২॥

হে বীর শত্রুনাশকারী ইন্দ্র। এস পান কর, তৃপ্ত হও। সম্পন্ন সোমের আনন্দহেতু শোভন বুদ্ধির মত উজ্জ্বল সুন্দর তুমি (শত্রুদের) দূরে সরিয়ে দাও ।।৯৫২।।

ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন।
অস্য সুতস্য স্বার্নোপ ত্বা মদাঃ সুবাচো অস্থুঃ ॥৯৫৩॥

হে ইন্দ্র! স্বর্গের মত অভিষুত এই সোমের সুন্দর বাণীযুক্ত আনন্দ তোমার কাছে উপস্থিত হোক। আকাশের মত তোমার অন্তরকে নতুনের মত করে ভরে নাও ।।৯৫৩।।

ইন্দ্রস্তুরাষাণ্মিত্রো ন জঘান বৃত্রং যতির্ন।
বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসাহে শত্রূন্মদে সোমস্য ॥ ৯৫৪॥

সোমের আনন্দে ইন্দ্র (জীবাত্মা) সূর্যের মত (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার দূর করলেন, সংযমীর মত (মোহরূপ) শত্রুকে নাশ করলেন। কামনাজয়ীর মত শত্রুর বল (কাম,ক্রোধাদি) ছিন্ন ভিন্ন করলেন। শত্রুদের দূরে নিক্ষেপ করলেন ।। ৯৫৪ ।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৭৬।। সূক্তসংখ্যা ২৩।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৬, ১১-১৩, ১৬-২০ পবমান সোম, ৭।২১ অগ্নি, ৮ মিত্র ও বরুণ, ৯।১৪।১৫।২২।২৩ ইন্দ্র, ১০ ইন্দ্রাগ্নী ।। ছন্দ ১।৭ জগতী, ২-৬, ৮-১১, ১৩, ১৬ গায়ত্রী, ১২ বৃহতী, ১৪।১৫।২১ পঙ্ক্তি, ১৭ প্রগাথ ককুপ্, সতোবৃহতী, ১৮।২২ উষ্ণিক্, ১৯।২৩ অনুষ্টুপ্, ২০ ত্রিষ্টুপ্ ।। ঋষি ১ অকৃষ্ট ঋষিত্রয়, ২ কশ্যপ মারীচ, ৩।৪।১৩ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ৫ অবৎসার কাশ্যপ, ৬।১৬ জমদগ্নি ভার্গব, ৭ অরুণ বৈতহব্য, ৮ উরুচক্রি আত্রেয়, ৯ কুরুসুতি কাণ্ব, ১০ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১১ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ১২ মনু বা সপ্ত ঋষি, ১৪।১৫।২৩ গৌতম রাহুগণ, ১৭ (১) উর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, (২) কৃতযশা, ১৮ ত্রিত আপ্ত্য, ১৯ রেভ কাশ্যপদ্বয়, ২০ মন্যু বাশিষ্ঠ, ২১ বসুশ্রুত আত্রেয়, ২২ নৃমেধ আঙ্গিরস ।।

প্রথম খণ্ড

গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইন্দো ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা নর উপ গিরেম আসতে ॥৯৫৫॥

হে উজ্জ্বল শান্তামৃতস্বরূপ! তুমি জ্যোতির্ময়, প্রকাশ দান কর। তুমি ধনবান্, আলো দান কর, তুমি তেজস্বী, তেজ দান কর, তুমি বীর্যের ধারক। তুমি সকল লোকে ব্যাপ্ত। তুমি অতিশয় বলবান্ ও সর্বজ্ঞ। সেই তোমাকে এই মানুষেরা বাণীর দ্বারা উপাসনা করে। তুমি পবিত্র কর ॥৯৫৫॥

ত্বং নৃচক্ষা[১] অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়ং স্যাম ভুবনেষু জীবসে ॥৯৫৬॥

হে সোম, পবিত্রকারক! সকল কামনার পূরক তুমি হও সবদিক থেকে মানুষজনের সাক্ষী। তাদের সকলের আগে আগে তুমি ধাবিত হও। সেই তুমি আমাদের জন্য আলোকময়, তেজযুক্ত ঐশ্বর্য ক্ষরিত কর, যার দ্বারা সকল লোকে আমরা আয়ুলাভে সমর্থ হব ॥ ৯৫৬॥

১. নৃচক্ষা- মনুষ্যগণের দ্রষ্টা।

ঈশান ইমা ভুবনানি ঈয়সে যুজান ইন্দ্রো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
তাস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ঘৃতং পয়স্তব ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥৯৫৭॥

হে উজ্জ্বল সোম (পরমাত্মা)! বশী তুমি এই সকল ভুবন ছাড়িয়ে যাও। পীতবর্ণ সুন্দর কিরণযুক্ত তুমি সকলের সঙ্গে যুক্ত। সেই কিরণগুলি মধুর রসযুক্ত স্নিগ্ধ অমৃত ক্ষরণ করুক। মনুষ্যগণ তোমার কর্মে নিযুক্ত হোক ॥ ৯৫৭ ॥

পবমানস্য বিশ্ববিৎপ্র তে সর্গা অসৃক্ষত। সূর্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ॥৯৫৮॥

হে সর্বজ্ঞ! ক্ষরণশীল তোমার সৃষ্টিসমূহ সূর্যের রশ্মির মত ছুটে চলেছে ॥ ৯৫৮॥

কেতুং কৃণ্বং দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি। সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ॥৯৫৯॥

হে সোম (পরমাত্মা)! দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে আনন্দস্বরূপ তুমি সকল রূপের দিকে গমন কর, আলোকিত করে উপচে পড় ॥ ৯৫৯॥

জজ্ঞানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্মণি। ক্রন্দং দেবো ন সূর্যঃ ॥৯৬০॥

হে পবিত্র সোম (পরমাত্মা)! তুমি উদিত সূর্যের মত বৈদিক শব্দ উৎপন্ন করে অন্তঃকরণে বাক্যকে প্রেরিত কর ।। ৯৬০।।

প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ। শ্রীণানা অপ্সু বৃঞ্জতে ॥৯৬১॥

উজ্জ্বল পবিত্র সোমসকল আলোক ছড়িয়ে দিতে থাকলে (শান্তস্বরূপ) সরল মানুষ কর্মসমূহের মধ্যেও নিরাসক্ত থাকেন ।। ৯৬১।।

অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ। পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥৯৬২॥

শান্তস্বরূপ সরল মানুষের প্রতি কর্মসমূহের গতি থেমে যায়, কর্মফল উৎপন্ন হয় না। জ্যোতিসমূহ ইন্দ্রকে (জীবাত্মাকে) পবিত্র করে ব্যাপ্তি দান করে ।। ৯৬২।।

প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় মাদনঃ। নৃভির্যতো বি নীয়সে ॥৯৬৩॥

হে পবিত্রকারক সোম! (নিষ্কাম) মানুষের দ্বারা নিয়ত হয়ে তুমি যখন সম্পন্ন হও, তখন তোমার আনন্দ ইন্দ্রের জন্য প্রকৃষ্টরূপে ধাবিত হয় ।। ৯৬৩।।

ইন্দ্রো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রং পরিদীয়সে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥৯৬৪॥

হে সোম! যখন পর্বততুল্য কঠিন তপস্যা দ্বারা সম্পন্ন হও, তখন ইন্দ্রকে ধারণের জন্য পবিত্র সহায়তা সর্বতোভাবে তুমি দাও ।। ৯৬৪।।

ত্বং সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীধৃতিঃ। সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ ॥৯৬৫॥

হে সোম! যে তুমি শুদ্ধ আনন্দের দাতা, মনুষ্যগণের ধারক, (নিষ্কাম) মানুষের আনন্দের জনয়িতা, সেই তুমি পবিত্র কর ।। ৯৬৫।।

পবস্ব বৃত্রহন্তম উক্থেভিরনুমাদ্যঃ। শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ ॥৯৬৬॥

(অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের নাশক, বেদমন্ত্রের দ্বারা আনন্দের বাহক, শুদ্ধ, পবিত্রকারী, আশ্চর্যকারক সোম, পবিত্র কর ।। ৯৬৬।।

শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোমঃ সুতঃ স মধুমান্। দেবাবীরঘশংসহা ॥৯৬৭॥

সেই শুচি, শোধক মধুরতাযুক্ত সোম সম্পন্ন হয়ে ইন্দ্রিয়গুলির রক্ষক এবং (কামাদি) শত্রুসমূহের বিনাশক বলে উক্ত হন ।। ৯৬৭।।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্র কবির্দেববীতয়েঽব্যা বারেভিরব্যত। সাহ্বান্বিশ্বা অভি স্পৃধঃ ॥৯৬৮॥

ক্রান্তদর্শী, সোম ইন্দ্রিয়গুলির আনন্দের জন্য, সকল নিত্য শত্রুসমূহের সম্মুখস্থ হয়ে দমন করে দিনে দিনে রক্ষা করেন ।। ৯৬৮।।

স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি। পবমানঃ সহস্রিণম্ ॥৯৬৯॥

সেই পবিত্রকারী সোমই স্তোতৃদের জন্য জ্যোতির্ময় ঐশ্বর্য আনয়ন করেন ।। ৯৬৯।।

পরি বিশ্বানি চেতসা মৃজ্যসে পবসে মতী। স নঃ সোম শ্রবো বিদঃ ॥৯৭০॥

হে সোম! বুদ্ধি ও চেতনা দিয়ে (আমাদের দ্বারা) তুমি শোধিত হও। সেই তুমি আমাদের পবিত্র করার জন্য আমাদের উচ্চৈঃস্বরে কৃত প্রার্থনাকে জান ।। ৯৭০।।

অভ্যর্ষ বৃহদ্যশো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্। ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৯৭১॥

হে সোম! যজ্ঞকারী স্তোতৃদের জন্য বৃহৎ যশ এবং স্থির ঐশ্বর্য প্রাপ্ত করাও। ইচ্ছা পূর্ণ কর ।। ৯৭১।।

ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমাবিবেশিথ। পুনানো বহ্নে অদ্ভুত ॥৯৭২॥

হে (কর্মফল) বহণকারী, আশ্চর্যস্বরূপ সোম! তুমি রাজার ন্যায় শোভনকর্তব্যশীল, শুদ্ধিকারক। প্রশংসাবাক্যের অনুকূল হয়ে (সাধকের হৃদয়ে) আবিষ্ট হও ।। ৯৭২।।

স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। সোমশ্চমূষু সীদতি ॥৯৭৩॥

সেই বহনকারী সোম (প্রাণ ও অপানরূপ) দুই উজ্জ্বল শক্তির দ্বারা শোধিত হয়ে অমৃতধারায় আসীন হন ।। ৯৭৩।।

ক্রীডুর্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥৯৭৪॥

হে সোম! কর্মের ন্যায় দাতা, ক্রীড়াশীল তুমি স্তোতার জন্য পবিত্র শোভন বীর্য ধারণ করে যাচ্ছ ।। ৯৭৪।।

যবংযবং নো অন্ধসা পুষ্টংপুষ্টং পরি স্রব। বিশ্বা চ সোম সৌভগা ॥৯৭৫॥

হে শান্তস্বরূপ! তোমার আনন্দরসের সঙ্গে বারবার আমাদের যুক্ত কর, আমাদের শক্তিকে পুনঃ পুন বাড়িয়ে তোল এবং অখিল সৌভাগ্য বর্ষণ কর ।। ৯৭৫।।

ইন্দ্রো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ। নি ৰর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥৯৭৬॥

হে উজ্জ্বল! হে আনন্দরস! যেমন যেমন তোমার স্তব, তেমন তেমন তোমার জন্ম, তেমন তোমার প্রিয় যজ্ঞ (হৃদয়) বেদিতে বাস ।। ৯৭৬।।

উত নো গোবিদশ্ববিৎপবস্ব সোমান্ধসা। মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥৯৭৭॥

আর, হে সোম! তুমি ইন্দ্রিয়সমূহকে জান, তুমি প্রাণবায়ুদের জান। শীঘ্রতম দিনগুলির দ্বারা তোমার আনন্দরসে পবিত্র কর ।। ৯৭৭।।

যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য। স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥৯৭৮॥

যিনি সহস্রহৃদয়জয়কারী শত্রুকে সামনে থেকে নাশ করেন, জয়লাভ করেন, কিন্তু নির্জিত হন না, সেই সোম পবিত্র করুন ।। ৯৭৮।।

যাস্তে ধারা মধুশ্চুতোঽসৃগ্রমিন্দ উতয়ে। তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥৯৭৯॥

হে সোম! তোমার যে অমৃতক্ষরণকারী ধারাগুলি রক্ষার জন্য ক্ষরিত হয়, সেগুলি দ্বারা এই (হৃদয়রূপ) আসন পবিত্র ।। ৯৭৯।।

সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো বারাণ্যব্যয়া। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥৯৮০॥

সেই তুমি অপরিবর্তনীয় বাধাগুলিকে অতিক্রম করে দিব্য নিয়মের উৎসে স্থিত হয়ে ইন্দ্রের (মধুর আনন্দরস) পানের জন্য যাও ।। ৯৮০।।

ত্বং সোম পরি স্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ। বরিবোবিদ্ঘৃতং পয়ঃ ॥৯৮১॥

হে সোম! তুমি মধুর, মুক্তিদাতা। (অথর্ববেদের) অঙ্গির মন্ত্রগুলির দ্বারা (অশুভ শক্তিকে দূর করে) স্নিগ্ধ অমৃত বর্ষণ কর ।। ৯৮১।।

তৃতীয় খণ্ড

তব শ্রিয়ো বর্ষ্যস্যেব বিদ্যুতোঽগ্নেশ্চিকিত্র উষসামিবেতয়ঃ।
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাসনি ॥৯৮২॥

হে অগ্নি! বর্ষামেঘের বিদ্যুতের মত, প্রভাত বেলার চলনশীল আলোর মত, তোমার কিরণরূপ শোভাকে জানা যায়। ওষধি ও বলসমূহকে তুমি আক্রমণ কর। স্বয়ং বৃক্ষাদি অন্নকে চারিদিক থেকে তোমার মুখে গ্রাস করে নাও ।। ৯৮২।।

বাতোপজূত ইষিতো বশাং অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।
আ তে যতন্তে রথ্যো যথা পৃথক্ শর্ধাং স্যগ্নে অজরস্য ধক্ষতঃ ॥৯৮৩॥

হে অগ্নি! যখন বায়ুর দ্বারা প্রচন্ড হয়ে বশীভূতদের (বনস্পতি প্রভৃতি) দিকে শীঘ্র প্রেরিত হয়ে ভক্ষণীয় বনস্পতি প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়, তখন জরারহিত আলোক বিকিরণকারী তোমার শিখাসমূহ রথস্থ যোদ্ধাদের মত পৃথক্‌ভাবে বলপ্রকাশ করতে থাকে ।। ৯৮৩।।

মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতরং মতিম্।
ত্বামর্ভস্য হবিষঃ সমানমিত্বাং মহো বৃণতে নান্যং ত্বৎ ॥৯৮৪॥

মেধাকারী (বুদ্ধিদাতা), মনের প্রেরক, যজ্ঞের উত্তম সাধন, দেবতাদের আহ্বানকারী, অল্প অথবা অধিক হব্যের সমানভাবে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থকারী অগ্নি—তোমায় বরণ করি। কারণ লোকে তোমাকেই বরণ করে, তুমি ছাড়া কাউকে নয় ।। ৯৮৪।।

পুরূরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ। মিত্র বংসি বাং সুমতিম্ ॥৯৮৫॥

হে প্রাণ! হে অপান! তোমাদের বলিষ্ঠ শব্দ বর্তমান। তোমরা আমাদের অবশ্যই রক্ষা কর। আমাদের তোমরা সুমতি প্রদান কর ।।৯৮৫।।

তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধাম চ। বয়ং বাং মিত্রা স্যাম ॥৯৮৬॥

সেই তোমরা দ্রোহরহিত। আমরা যেন অভীষ্ট ও আলো লাভ করি। আমরা এবং তোমরা পরস্পর অনুকূল হব ।।৯৮৬।।

পাতং নো মিত্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা। সাহ্যাম দস্যূং তনূভিঃ॥৯৮৭॥

তোমরা আমাদের মিত্র। অপান বায়ুসমূহ দ্বারা রক্ষা কর এবং (ইন্দ্রিয়াধিপতি) উত্তম প্রাণের দ্বারা ত্রাণ কর। তোমাদের বিস্তারসমূহের দ্বারা শত্রুদের (কামাদি) দমন কর ।।৯৮৭।।

উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্ ॥৯৮৮॥

হে ইন্দ্র! দ্যুলোক ও পৃথিবীতে মধুর সোমরস সম্পন্ন হয়েছে। সোম পান করে বীর্য সহ উত্থিত হয়ে (স্নিগ্ধজ্যোতি) চন্দ্রে গমন করাও ।।৯৮৮।।

অনু ত্বা রোদসী[১] উভে স্পর্ধমানমদদেতাম্। ইন্দ্র যদ্দস্যুহাভবঃ ॥৯৮৯॥

হে শত্রুদের অধিকারী ইন্দ্র! যখম তুমি শত্রুনাশক হও। তোমাকে অনুসরণ করে পৃথিবী ও দ্যুলোক উভয়ই হৃষ্ট হয়।।৯৮৯।।

১. রোদসী=দ্যুলোক ও ভূলোক। রোদসী শব্দের প্রথম স্বরটি উদাত্ত হলে অর্থ হয় "দ্যাবাপৃথিব্যৌ"। কিন্তু শেষ স্বরটি উদাত্ত হলে অর্থ হয় রুদ্রের পত্নী। "রোদসী রুদ্রস্য পত্নী"– নিরুক্ত। ইন্দ্রসূক্তে শব্দটি দ্যুলোক ও ভূলোক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্রের শারীরিক শক্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হয়েছিল।

বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতাবৃধম্। ইন্দ্রাৎপরিতন্বং মমে ॥৯৯০॥

আমি চার দিক্ ও চার বিদিকে (চতুষ্কোণ) এবং উর্ধ্বদিকে বিস্তৃত যজ্ঞবর্ধনকারী স্তুতিকে পরিমণ্ডলে প্রকাশ করলাম ।।৯৯০।।

ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত। পিবতং শম্ভুবা সুতম্ ॥৯৯১॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের দুজনকে এই (ত্রিবৃৎ পঞ্চদশাদি) যজ্ঞ স্তোত্র প্রশংসা করছে। সুখদাতা তোমরা সোম পান কর ।।৯৯১।।

যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা। ইন্দ্রাগ্নী তাভিরা গতম্ ॥৯৯২॥

হে জগন্নিয়ন্তা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের উদ্দেশ করে যে অত্যন্ত কাম্য স্তোত্রপ্রবাহ বর্তমান, সেগুলি সহ যজ্ঞকারীর কাছে এস ।।৯৯২।।

তাভিরা গচ্ছতং নরোপেদং সবনং[১] সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥৯৯৩॥

হে জগতের নেতা! ইন্দ্র ও অগ্নি! এই মধুর শান্ত ভাবসম্পন্ন হয়েছে, সোম সম্পাদনকালে সোমপানের জন্য সেই সকল (স্তোত্রপ্রবাহ সহ) কাছে এস ।।৯৯৩।।

১. সবন— শব্দটির অর্থ সোমাভিষেক। সোমযাগে প্রত্যহ তিনবার সোমরস নিষ্কাসন করতে হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়। যথাক্রমে এই তিন সবনের নাম প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। মাধ্যন্দিন সবনের পর পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দেওয়া হয়। মাধ্যন্দিন সবন অনুষ্ঠানটি সর্বোৎকৃষ্ট বলে কথিত।

চতুর্থ খণ্ড

অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদন্যোনৌ বনেষ্বা ॥৯৯৪॥

হে সোম! অতিশয় দীপ্তিযুক্ত হৃদয়কমলরূপ গৃহে বিরাজমান হয়ে (উপাসনারূপ যজ্ঞের) দ্রোণকলস আমাদের (হৃদয়) অভিমুখে (বেদ) শব্দের উপদেশ করতে করতে প্রাপ্ত হও ।।৯৯৪।।

অপ্সা ইন্দ্রায়[১] বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে ॥৯৯৫॥

অমৃতদানকারী সৌম্যস্বরূপের গুণগুলি ইন্দ্র, বরুণ, মরুদ্গণ বিষ্ণু ও বায়ুর জন্য ঝরে পড়ুক ।।৯৯৫।।

১. ইন্দ্রাদি বিষ্ণুর ব্যাখ্যা নির্ঘন্টতে এবং নিরুক্ততে দ্রষ্টব্য।

ইষং তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥৯৯৬॥

হে সোম! আমাদের সন্তানের জন্য অভীষ্ট ধারণ করে আমাদের জন্য সহস্র ধারায় ক্ষরিত হও ।।৯৯৬।।

সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥৯৯৭॥

যেমনভাবে সোমাভিষবকারী অধ্বর্যুদের দ্বারা ছাঁকনী থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে সোমরস গৃহীত হয় ও শীঘ্রগামী সবুজধারায় প্রবাহিত হয়, সেইভাবে ধীরগতি ধ্যানের ধারণায়(পরমাত্মা ভক্তের দ্বারা) প্রাপ্ত হন ।।৯৯৭।।

অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ।
সমুদ্র ন সংবরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে ॥৯৯৮॥

অমৃতরসে দীপ্তিমান্ সোম ছড়িয়ে পড়লেন। ক্ষরিত জ্যোতিসমূহসহ নিম্নগামী দলের ন্যায় হৃৎ-সমুদ্রে গমন করলেন ও ব্যাপ্ত হলেন। হর্ষকারক সোম আনন্দের জন্য ক্ষরিত হলেন ।।৯৯৮।।

যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু। তন্নঃ পুনান আ ভর ॥৯৯৯॥

হে সোম! যে বিচিত্র, প্রশংসনীয় দিব্য ও পার্থিব ধন আছে, তা আমাদের জন্য পবিত্র করে এনে দাও।।৯৯৯।।

বৃষা পুনান আয়ুংষি স্তনয়ন্নধি বর্হিষি। হরিঃ সন্যোনিমাসদঃ ॥১০০০॥

আয়ুবর্ধনকারী, বর্ষণশীল, শোধিত হরিদ্বর্ণ সোম শব্দ করতে করতে উপরে আকাশে জলমধ্যে গিয়ে বসলেন ।।১০০০।।

যুবং হি স্থঃ স্বঃপতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥১০০১॥

হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র (পরমাত্মা)সুখের পালক, ইন্দ্রিয়সমূহের পোষক শক্তিমান্ তোমরা দুজন (আমাদের)বুদ্ধিকে সমৃদ্ধ কর ।।১০০১।।

পঞ্চম খণ্ড

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥১০০২॥

উপদ্রবকারীদের নাশক ইন্দ্র আনন্দ ও বলের জন্য বীর পুরুষদের সঙ্গে বাড়তে থাকেন। সেই রক্ষককেই বড় সংগ্রাম এবং ক্ষুদ্র সমস্যায় আমরা ডাকি। তিনি আমাদের শক্তিসমূহে প্রকাশিত হন ।।১০০২।।

অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
অসি দভ্রস্য চিদ্বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুম্বতে ভূরি তে বসু ॥১০০৩॥

হে বীর (ইন্দ্র)! তুমি যোদ্ধা অবশ্যই। তুমি বহু দান কর। তুমি অতি ক্ষুদ্রকে বাড়িয়ে তোল। তোমার জন্য সোম অভিষবকারী যজমানকে বহু ধন দাও ।।১০০৩।।

যদুদীরত আজয়োঃ ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনাম্।
যুঙক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাং ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥১০০৪॥

হে ইন্দ্র! যখন শত্রুকে বলপ্রয়োগে দূর করার জন্য সকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়, তখন ধন লাভ হয়। শত্রুর আনন্দনাশক তোমার দুই অশ্ব (প্রাণ ও মন) তোমার সঙ্গে যুক্ত কর। কাউকে বধ কর। কাউকে ধন দাও। আমাদের ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত কর ।।১০০৪।।

স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥১০০৫॥

সূর্যের সঙ্গে থেকে কিরণগুলি যেমন স্বাদু, সমভাবে ভাগ করা (পৃথিবীর) জল পান করে এবং বর্ষণে হৃষ্ট হয়। সেইভাবে আলোকপ্রাপ্ত তুমি ইন্দ্রের সাথী হয়ে মধ্যস্থ স্বাদু অমৃত পান করে, বর্ষণে হৃষ্ট হয়ে স্ব (আত্ম) রাজ্যে শোভা পাও ।।১০০৫।।

তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥১০০৬॥

ইন্দ্রের প্রিয় কিরণগুলি কঠিন বাণগুলিকে প্রেরণ করছে। তাঁর সেই নানা রঙের কিরণগুলি সকলকে স্পর্শ করতে চেয়ে সত্ত্বগুণের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। জ্যোতিলাভের পর আত্মরাজ্য প্রাপ্ত করাচ্ছেন ।।১০০৬।।

তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥১০০৭॥

তাঁর সেই জ্যোতিগুলিকে জ্ঞানিগণ প্রণামপূর্বক পূজা করেন। তাঁর বহুসংখ্যক কর্ম পূর্বে চেতনালাভকারীদের জন্য সেবনীয় হয়। জ্যোতিলাভের পর আত্মরাজ্যে মিলিত হন ।।১০০৭।।

ষষ্ঠ খণ্ড

অসাব্যং শুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥১০০৮॥

মেঘের (অন্ধকারের) গর্ভে স্থিত (জ্ঞানরূপ)কিরণ কর্মসমূহরূপ জলের দ্বারা বলিষ্ঠ ও গতিসম্পন্ন হয়ে, আনন্দের জন্য বিদ্যুত্বেগে স্বকারণে উপনীত হল ।।১০০৮।।

শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধৌতং নৃভিঃ সুতম্। স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥১০০৯॥

সানন্দ মানুষজনদের দ্বারা অভিষুত, (সৎকর্মসমূহের দ্বারা নির্মল), দেবতাদের সম্মত শুভ্র সোমরসকে (শান্ত স্বরূপ, সত্ত্বগুণ) জ্যোতিষ্মান্ (সাধকেরা) অমৃতবারি সহ আস্বাদ করেন ।।১০০৯।।

আদীমশ্বং ন হেতারমশূশুভন্নমৃতায়। মধো রসং সধমাদে ॥১০১০॥

(সৎকর্মরূপ) যজ্ঞে ব্যাপনশীল প্রাণবায়ুর মত শীঘ্রগামী সেই জ্যোতিকে এই সৌম্য রস অমৃতত্বের জন্য শোভিত করে ।।১০১০।।

অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুম্। বি কোশং মধ্যমং যুব ॥১০১১॥

ঐশ্বর্যযুক্ত, দ্যুতিমান, প্রদীপ্ত, অবহুত অগ্নি বীর্যযুক্ত যশ দান করেন। এই অগ্নির উদার শোভন মননশক্তি কি ঐশ্বর্যসহ আমাদের কাছে আসবে? ।।১০১১।।

আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্পতিঃ।
বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপো জিন্বন্ গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ ॥১০১২॥

হে সুদক্ষ সোম!প্রজাদের বহনকারী রাজার মত চলমান জ্যোতির পুত্র, দ্যুলোকের বৃষ্টি তুমি কর্মস্রোতকে পবিত্র কর। মনের সংগ্রামের ইচ্ছাকে ত্বরান্বিত করতে করতে প্রার্থনা করাও ।।১০১২।।

প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ॥১০১৩॥

ভূমিনিবাসী মনুষ্যাদির শিশুর তুল্য প্রাণ (প্রিয়) সোম সত্যছন্দের দীপ্তি প্রেরণ করে সকল প্রিয় বস্তুকে ছাপিয়ে গেল এবং (পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ)— এই দুয়ে স্থিত হল ।।১০১৩।।

উপ ত্রিতস্য পাষ্যোরভক্ত যদগুহা পদম্। যজ্ঞস্য সপ্ত ধামভিরধ প্রিয়ম্ ॥১০১৪॥

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিকে অথবা শিক্ষা, বিদ্যা ও ধর্মকে বিস্তৃতকারী যজ্ঞের ধারক গায়ত্র্যাদি সপ্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা,অথবা সপ্তভুবন সহ পাষাণপ্রতিম প্রাণ ও মনের পেষণে অভিব্যক্ত যে নিগূঢ় সৌম্য পদ, এখন সেই প্রিয়(পদ) সমীপে থেকে (যাজ্ঞিকগণ) ভাগ করে নিলেন ।।১০১৪।।

ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়দ্রয়িম্। মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ ॥১০১৫॥

এই তিনটি— জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, তিন পথের দ্বারা (সপ্ত) ভুবনে সম্পদ প্রাপ্ত করায়। সুকর্মরূপ যজ্ঞকারী এই সৌম্যগণের সঙ্গে যোগ নির্মাণ করেন ।।১০১৫।।

পবস্ব বাজসাতয়ে পবিত্রে ধারয়া সুতঃ। ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ ॥১০১৬॥

হে শান্তস্বরূপ! ইন্দ্রের (জীবাত্মার)জন্য, বিষ্ণুর (সর্বব্যাপী দেবতার) ও সকল প্রকাশক দেবতা জন্য সম্পন্ন ও অতিশয় মাধুর্যযুক্ত হয়ে পরমার্থরূপ ঐশ্বর্য প্রদানের নিমিত্ত পবিত্র কর ।।১০১৬।।

ত্বাং রিহন্তি ধীতয়ো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ। বৎসং জাতং ন মাতরঃ পবমান বিধর্মণি ॥১০১৭॥

হে পবিত্রকারী সোম! সদ্যোজাত বাছুরকে যেমন মায়েরা লেহন করে, সেইভাবে দ্রোহরহিত মঙ্গল প্রার্থনা, নবীন তোমাকে পবিত্র হৃদয়ে লালন করে ।।১০১৭।।

ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে। প্রতি দ্রাপিমমুঞ্চথাঃ পবমান মহিত্বনা ॥১০১৮॥

হে মহৎ কর্মকারী, পবিত্রতাসাধক সোম! তুমি দ্যুলোক ও পৃথিবীকে অত্যন্ত ধারণ, ও পালন করছ। তোমার মহত্ত্ব দিয়ে আবরণ থেকে মুক্ত কর ।।১০১৮।।

ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতিং বরিবস্কৃণ্বন্বৃজনস্য রাজা ॥১০১৯॥

উজ্জ্বল বিন্দু, বলবান, দ্রুত গমনশীল সোম আনন্দের জন্য ইন্দ্রতে (জীবাত্মা) বলকে প্রবিষ্ট করিয়ে পবিত্র করেন। রাক্ষসদের হত্যা করেন, শত্রুকে সংহার করেন, শ্রেষ্ঠ ধন উৎপন্ন করে বলের উপর আধিপত্য করেন ।।১০১৯।।

অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।
ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায় ॥১০২০॥

পুনরায় পাষাণপ্রতিম কঠোর সাধনার দ্বারা সম্পন্ন শান্তস্বরূপ মধুর ধারায় তৃপ্ত করতে করতে জড়তাকে অভিভূত করে পবিত্র করেন। ইন্দ্রের (পরমাত্মার) সখ্য (সাযুজ্য) সেবন করতে করতে প্রকাশমান হর্ষকারক সোম জীবাত্মার আনন্দের জন্য পবিত্র করেন ।।১০২০।।

অভি ব্রতানি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ৎস্বেন রসেন পৃঞ্চন্।
ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে ॥১০২১॥

জ্যোতির্ময়, পবিত্রকারক সোম যথাযথ কালে কৃত ধারক পোষক শুদ্ধ কর্মগুলিকে আলোকিত (চেতনাসমৃদ্ধ)করে (কর্মযোগীকে) সর্বতোভাবে পবিত্র করেন। (পর্বতরূপ শরীরের দ্বারা আবৃত) হৃদয় উপত্যকায় স্থিত চেতনায় বর্তমান থেকে দশ দিকে স্বীয় রসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করতে করতে সুরক্ষিত করেন ।।১০২১।।

সপ্তম খণ্ড

আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১০২২॥

হে দেব অগ্নি! প্রকাশযুক্ত, জরারহিত তোমাকে প্রজ্বলিত করি, যাতে তোমার ওই প্রশংসাযোগ্য দীপ্তি আকাশে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। স্তোত্রদের জন্য তুমি অভীষ্ট বস্তু নিয়ে এস ।।১০২২।।

আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য জ্যোতিষম্পতে।
সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্‌পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়ত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১০২৩॥

হে অগ্নি! হে জ্যোতির পালক! উজ্জ্বল তোমার জন্য মন্ত্র সহ হব্য প্রদত্ত হচ্ছে। হে অতি রমণীয় দাহক অগ্নি! হে প্রজাপালক হব্য বহনকারী! স্তোতৃগনের ইষ্ট পূর্ণ করে দাও ।।১০২৩।।

উভে সুশ্চন্দ্র বিশ্‌পতে দর্বী শ্রীণীষ আসনি।
উতো ন উৎপুপূর্যা উক্‌থেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১০২৪॥

হে অত্যন্ত আহ্লাদজনক, প্রজাপালক! দুই দর্বিরূপ আমাদের প্রাণ ও মনকে আমাদের শব্দ উচ্চারণকারী মুখে প্রকাশিত কর এবং আমাদের প্রার্থনাতে বল ভরে দাও। হে বলপতি! স্তোতৃগণের জন্য অভীষ্ট ভরপুর করে দাও ।।১০২৪।।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥১০২৫॥

বেদকর্তা, জ্ঞানী, মেধাবী, মহান ও পূজনীয় পরমেশ্বরের (ইন্দ্র) উদ্দেশ্যে বৃহৎ নামক মহান সামগান কর ।।১০২৫।।

ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ।
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাং অসি ॥১০২৬॥

হে ইন্দ্র (পরমেশ্বর)! তুমি সকলকে স্বীয় শাসনে রাখ। তুনি সূর্যকে প্রকাশ দাও, তুমি জগৎস্রষ্টা, জগতের প্রকাশক এবং মহান ।।১০২৬।।

বিভ্রাজং জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥১০২৭॥

হে ইন্দ্র (পরমেশ্বর)! তুমি জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করায় বিদ্বানগণ দ্যুলোকের প্রকাশক স্বীয় আনন্দস্বরূপকে প্রাপ্ত হন। তোমার সাযুজ্য প্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন ।।১০২৭।।

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি।
আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥১০২৮॥

হে অতিবলবান পাপীদলনকারী ইন্দ্র! তুমি এস। তোমার জন্য আমরা শান্ত ভাব উৎপন্ন করেছি। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুমি যুক্ত হও, যেমন সূর্য কিরণসমূহ দ্বারা ধূলিকণার সঙ্গে মিলিত হয় ।।১০২৮।।

আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী।
অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা ॥১০২৯॥

হে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক! তোমার স্তুতির দ্বারা মন ও প্রাণ অভিনিবিষ্ট হয়েছে। শরীররূপ বা হৃদয়রূপ রথে এসে বস। পাষাণপ্রতিম মনকে তোমার বাণীর দ্বারা সুষ্ঠুরূপে তোমার প্রতি অনুরক্ত কর ।।১০২৯।।

ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্।
ঋষীণাং সুষ্টুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্ ॥১০৩০॥

মন্ত্রদ্রষ্টাদের স্তুতি এবং মানুষজনের কর্মযজ্ঞ এই দুই মনন ও প্রাণশক্তি অপ্রতিহতশক্তি ইন্দ্রকে (পরমাত্মাকে) সমীপে বহন করে আনে ।।১০৩০।।

সপ্তম অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৮৫ ।। সূক্তসংখ্যা ২৪ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৬, ১১-১৩, ১৭-২১ পবমান সোম, ৭।২২ অগ্নি, ৮ আদিত্য, ৯।১৪।১৬ ইন্দ্র, ১০ ইন্দ্রাগ্নী, ১৫ সোম, ২৩ বিশ্বদেবগণ, ২৪ ইন্দ্র ।। ছন্দ ১।৭ জগতী, ২-৬, ৮-১১, ১৩, ১৪, ১৭ গায়ত্রী, ১২ প্রগাথ বার্হত, ১৬ মহাপঙ্‌ক্তি, ১৮ (১) যবমধ্যা গায়ত্রী, ১৮ (২) সতোবৃহতী, ১৯ উষ্ণিক্, ২০ অনুষ্টুপ্, ২১ ত্রিষ্টুপ্, ২২ দ্বিপদা বিরাট্, (বা ভুরিগ্‌বৃহতী) ২৩ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্, ২৪ দেবা বৃহতী ।। ঋষি ১ (১) আকৃষ্ট মাষত্রয়, (২,৩) সিকতা নিবাবরী, ২।১১ কশ্যপ মারীচ, ৩ মেধাতিথি কাণ্ব, ৪ হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস, ৫ অবৎসার কাশ্যপ, ৬ জমদগ্নি ভার্গব, ৭।২১ কুৎস আঙ্গিরস, ৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ ত্রিশোক কাণ্ব, ১০ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ১২ সপ্ত ঋষি (পূর্বে দ্রষ্টব্য), ১৩ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ১৪ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১৫ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১৬ (১, ৩, ২-পূর্বার্ধ) মান্ধাতা যৌবনাশ্ব, (২-উত্তরার্ধ) গোধা ঋষিকা, ১৭ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১৮ (১) ঋণঞ্চয় রাজর্ষি, (২) শক্তি বাশিষ্ঠ, ১৯ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, ২০ মনু সাংবরণ, ২২ বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, গোপায়ন বা লোপায়ন, ২৩ ভুবন আপ্ত্য সাধন বা ভৌবন, ২৪ (প্রতীকত্রয়-ঋষি অজ্ঞাত) ।।

প্রথম খণ্ড

জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ ॥১০৩১॥

শুভকর্ম যজ্ঞের জ্যোতিরূপ প্রিয় সৌম্যভাব পবিত্র করে। দিব্য ভাবসমূহের পিতা, প্রভূত ঐশ্বর্যের জনক, অতিশয় আনন্দদায়ক পরমাত্মার আনন্দপূর্ণ রস দ্যুলোক ও পৃথিবীতে গূঢ় সত্যধনকে ধারণ করে ।।১০৩১।।

অভিক্রন্দন্‌কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।
হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা ॥১০৩২॥

বেগশালী (সোম) নাদধ্বনি করতে করতে (হৃদয়) কলসে গমন করেন। দ্যুলোকের পালক শতধারায়, জ্যোতিবিকিরণকারী হরিদ্বর্ণ (বা হরণকারী) (সোম) প্রাণের আধারসমূহে আসীন হন। বারবার রক্ষাকারী প্রাণপ্রবাহের দ্বারা শোধিত হতে হতে ঐশ্বর্য বর্ষণ করেন ।।১০৩২।।

অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষস্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছসি।
অগ্রে বাজস্য ভজসে মহদ্ধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ সোম সূযসে ॥১০৩৩॥

প্রাণপ্রবাহের আগে আগে পবিত্রকারী সোম গমন করেন। নেতা (সোম) বাক্যের আগে আগে জ্যোতিতে গমন করেন। বলের আগে মহান্ ঐশ্বর্যকে ভোগ করেন। পরমাত্মার দ্বারা রক্ষিত সোম সাধকগণের দ্বারা ক্ষরিত হন ।।১০৩৩।।

অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥১০৩৪॥

জ্যোতিজাত, ঐশ্বর্যশালী বীর্যবর্ধক, বেগমান অথচ শান্ত স্বভাবগুলি ব্যাপ্তি ও বীর্যের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ল ।।১০৩৪।।

শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ। পবন্তে বারে অব্যয়ে ॥১০৩৫॥

প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা মার্জিত হয়ে, অমৃত আয়ুর দ্বারা (অজ্ঞানরূপ) শত্রু নাশ করে, সোমধারা অক্ষয় কালে প্রবাহিত হয় ।।১০৩৫।।

তে বিশ্বা দাশুষে[১] বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা। পবন্তামান্তরিক্ষ্যা ॥১০৩৬॥

সেই সত্ত্বগুণগুলি সাধককে দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের সকল ঐশ্বর্য এনে দিক ॥১০৩৬॥

১. দাশুষে— হবির্দানকারী যজমানকে।

পবস্ব দেববীরতি পবিত্রং সোম রংহ্যা। ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ ॥১০৩৭॥

হে রমণীয় সোম! ইন্দ্রিয়সকলকে অনুগ্রহকারী তুমি তোমার ক্ষরণশীল গতির দ্বারা পবিত্র প্রবাহ ছড়িয়ে দাও। জীবাত্মাতে আবিষ্ট হও ॥১০৩৭॥

আ বচ্যস্ব মহি প্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ। আ যোনিং ধর্ণসিঃ সদঃ ॥১০৩৮॥

হে স্নিগ্ধজ্যোতি সোম! তুমি ক্ষরণশীল অতিশয় জ্যোতির্ময়, (বিশ্বের) ধারক তুমি মহান আনন্দ ও মধুর সৌম্য রস এনে দাও। আত্মাতে তুমি আসীন হও ॥ ১০৩৮॥

অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ। অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥১০৩৯॥

যে শোভনকর্মা সাধক পরমাত্মা থেকে সৌম্য রসের প্রিয় মধুকে দোহন করে প্রবাহিত করেন তিনি কর্মকে উজ্জ্বল করেন ॥১০৩৯॥

মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥১০৪০॥

(হা সোম!) যখন তোমার পরমাত্মজ্যোতির দ্বারা চৈতন্যময় কর, তখন মহান তোমাকে সাধকগণ (প্রবুদ্ধ জীবাত্মা) মহান কর্মসকল অর্পণ করেন ॥১০৪০॥

সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ। সোমঃ পবিত্রে অস্ময়ুঃ ॥১০৪১॥

দ্যুলোকের আধার ও ধারক রসস্বরূপ সোম কর্মের দ্বারা মার্জিত পবিত্র আধারে প্রাপ্ত হতে চায় ॥১০৪১॥

অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্যেণ দিদ্যুতে ॥১০৪২॥

বীর্যবর্ধক হরণশীল মিত্রের ন্যায় মহান্ দর্শনযোগ্য (সোম) সূর্য সহ প্রকাশ করছেন ও শব্দ করছেন ॥১০৪২॥

গিরস্ত ইন্দ্র ওজসা মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভসে ॥১০৪৩॥

হে স্নিগ্ধজ্যোতি সোম! তোমার স্তোত্রের বক্রের দ্বারা শুভ কর্ম করতে ইচ্ছুক সাধকগণ শোধিত হন, আনন্দের জন্য যাঁরা অসুরগণদের নাশ করেন ॥১০৪৩॥

তং ত্বা মদায় ঘৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে। তব প্রশস্তয়ে মহে ॥১০৪৪॥

দর্শনের সহায়ক সেই তোমাকে, নিশ্চয়ই তোমার বিশাল প্রশস্তি শত্রুমর্দনকারী আনন্দের জন্য তোমাকে লাভ করতে চায় ॥১০৪৪॥

গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত। আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ॥১০৪৫॥

হে স্নিগ্ধজ্যোতি! তুমি জ্যোতির দাতা, গতির দাতা, শক্তির দাতা, পৌরুষের দাতা এবং এই (বিশ্বব্যাপী) কর্মযজ্ঞে তুমি সনাতন আত্মা ॥ ১০৪৫॥

অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রিয়ং মধোঃ পবস্ব ধারয়া। পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ॥১০৪৬॥

হে স্নিগ্ধজ্যোতি! বৃষ্টিকারী মেঘের মত পরমাত্মার মধুর রস ধারায় আমাদের সিক্ত [illegible] কর ॥১০৪৬॥

দ্বিতীয় খণ্ড

সনা চ সোম জেষি চ পবমান [illegible] অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০[illegible]॥

হে মহা গতিমান! [illegible] কর। [illegible]

কর এবং আমা[illegible]

সন[illegible]

[illegible] (হৃদয়ে) ব্যাপ্ত

[illegible] ॥১০৬৩॥

হে সোম! আমাদের সামর্থ্য দাও। সৎ কর্মে অভিনিবেশ প্রদান কর। শত্রুদের নাশ কর এবং আরও বেশী ঐশ্বর্য দাও ॥১০৪৯॥

পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০৫০॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব উপাসক! পরমেশ্বরের পানের জন্য (অন্তরের) সৌম্য রসকে পবিত্র কর। অনন্তর (হে সোম) আমাদের আরও বেশী ঐশ্বর্যবান কর ॥১০৫০॥

ত্বং সূর্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০৫১॥

(হে সোম!) তোমার সঙ্গে সম্বদ্ধ কর্মের দ্বারা এবং তোমার রক্ষাসকল দ্বারা আমাদের সূর্যলোকে প্রেরণ কর। অনন্তর আমাদের আরও বেশি ঐশ্বর্যবান কর ॥১০৫১॥

তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোক্‌পশ্যেম সূর্যম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০৫২॥

(হে সোম!) তোমার সঙ্গে সম্বদ্ধ কর্মের দ্বারা, তোমার রক্ষণসমূহ দ্বারা চিরকাল সূর্যকে দর্শন করব। অনন্তর আমাদের আরও বেশি ঐশ্বর্যবান কর ॥১০৫২॥

অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০৫৩॥

হে স্বয়ং রক্ষাকারী (বা শোভন অস্ত্রযুক্ত)! (দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের প্রাপ্য) দুপ্রকার শোভাযুক্ত ধন প্রাপ্ত করাও। অনন্তর আমাদের আরও বেশি ঐশ্বর্যবান কর ॥১০৫৩॥

অভ্যার্ষানপচ্যুতো বাজিন্সমৎসু সাসহিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০৫৪॥

হে বলদানকারী সোম! তুমি শত্রু দ্বারা অভিভূত হও না, শত্রুকে দমন করতে সমর্থ তুমি কাছে এস। অনন্তর আমাদের আরও বেশি ঐশ্বর্যবান কর ॥১০৫৪॥

ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্‌পবমান বিধর্মণি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০৫৫॥

হে পাবক সোম! তোমাকে কর্মযজ্ঞের দ্বারা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিতকারী সাধক বাড়িয়ে তোলেন এবং তুমি আমাদের আরও বেশি ঐশ্বর্যবান কর ॥১০৫৫॥

রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥১০৫৬॥

হে শান্তস্বরূপ (পরমেশ্বর)! বিচিত্র প্রাণশক্তি ও অমৃত আয়ুরূপ ধন তুমি আমাদের এনে দাও এবং আমাদের আরও বেশি ঐশ্বর্যবান কর ।।১০৫৬।।

তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥১০৫৭॥

আনন্দস্বরূপিণী সম্পন্ন সোমরসের ধারা (পাপ থেকে) পার করতে করতে প্রবহমান হোন। আনন্দস্বরূপিনী (পাপ থেকে) পার করতে করতে প্রবহমান হোন ।।১০৫৭।।

উস্রা বেদ বসূনাং মর্ত্তস্য দেব্যবসঃ। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥১০৫৮॥

হে প্রভাতের আলোস্বরূপিণী দিব্য সোমধারা! তুমি মরণশীল মানুষের রক্ষণের ঐশ্বর্যগুলির বেত্তা। আনন্দস্বরূপিণী (সোমধারা) আমাদের (পাপ থেকে) পার করতে করতে প্রবহমান হোন ।।১০৫৮।।

ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥১০৫৯॥

এই পুরুষের (জীবাত্মার) ক্ষয়িষ্ণু নাম ও রূপ বার বার সহস্রবার প্রাপ্ত হয়েছি। আনন্দস্বরূপিণী সোমধারা আমাদের (পাপ থেকে) পার করতে করতে প্রবহমান হোন ।। ১০৫৯।।

আ যযোস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥১০৬০॥

যে দুটি প্রবাহের তিরিশ হাজারবার প্রাপ্তি লাভ করেছি, সেই পাপ থেকে পার করতে করতে আনন্দস্বরূপিণী সোমধারা প্রবহমান হোন ।। ১০৬০।।

এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহে। মদিন্তমস্য ধারয়া ॥১০৬১॥

অতিশয় আনন্দদায়ক ধারায় এই সোমরস সিঞ্চিত করতে করতে মহান বলদানের জন্য ক্ষরিত হল ।।১০৬১।।

অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি। সনদ্বাজঃ পরি স্রব ॥১০৬২॥

জ্যোতির্ময় আনন্দ উপভোগের জন্য শক্তি দিয়ে পবিত্র করতে করতে তুমি (হৃদয়ে) ব্যাপ্ত হও। ঐশ্বর্যদান করে ক্ষরিত হও ।।১০৬২।।

উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ। গৃণানো জমদগ্নিনা ॥১০৬৩॥

আহিতাগ্নি পুরুষের দ্বারা (অথবা অগ্নির ন্যায় তেজকে যিনি আত্মসাৎ করেছেন তাঁর দ্বারা) (হৃদয়ে) সিঞ্চিত হয়ে দীপ্তিমতী, প্রশংসনীয় সকল ইচ্ছাকে বর্ষণ কর ।।১০৬৩।।

ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১০৬৪॥

আমরা এই স্তোত্রকে যোগ্য, সকল জাতবস্তুর জ্ঞাতার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা রথের মত এগিয়ে নিয়ে যাই। এঁর যজ্ঞসভায় আমাদের পবিত্র বুদ্ধি কল্যাণময়ী! হে অগ্নি! তোমার সখ্য প্রাপ্ত হয়ে আমরা দুঃখ পাব না ।।১০৬৪।।

ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণাপর্বণা বয়ম্।
জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে ম রিষামা বয়ং তব ॥১০৬৫॥

হে যজ্ঞে অগ্রণী! আমরা তোমার (জ্ঞানের উদ্বোধনের) উপকরণ প্রস্তুত রাখব। (কর্মযজ্ঞে) আহুতি প্রদান করব। (শরীরের) অঙ্গে অঙ্গে চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তোমার অনুকূলতায় দুঃখ পাব না ।। ১০৬৫।।

শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্।
ত্বমাদিত্যাং আ বহ তানহ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১০৬৬॥

হে অগ্নি! তোমাকে (হৃদয়ে) প্রদীপ্ত করতে আমরা সমর্থ হব। আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাকে প্রদত্ত আহুতি দেবতাগণ ভক্ষণ করুন। তুমি অখন্ডজাত সকল দেবভাব বহন করে আন। আমরা তাঁদের চাই ।।১০৬৬।।

তৃতীয় খণ্ড

প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম্। অর্যমণং রিশাদসম্ ॥১০৬৭॥

শত্রুদমনকারী, বন্ধু প্রাণ ও অপান— দুয়ের প্রতি (জ্ঞান) সূর্যের উদয়ে স্তুতি করি ।।১০৬৭।।

রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে। ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে ॥১০৬৮॥

হে জ্ঞানিগণ! এই মননশক্তি চিন্ময় ধন লাভের জন্য, অহিংসা ও বলের জন্য, আত্মবলিদানের জন্য ।।১০৬৮।।

তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ। ইষং স্বশ্চ ধীমহি ॥১০৬৯॥

বিদ্বানগণের সঙ্গে, হে প্রকাশমান অপান আমরা তোমার শরণ নিই, হে প্রাণ আমরা তোমার শরণ নিই এবং দিব্য অভীষ্টকে ধ্যান করি ।।১০৬৯।।

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥১০৭০॥

(হে ইন্দ্র)! সকল শত্রু এবং বাধাকে ছিন্ন ভিন্ন কর। সংগ্রামকারী শত্রুদের সব দিক থেকে বধ কর। তারপর কামনাযোগ্য ধনে ভরে দাও ।।১০৭০।।

যস্য তে বিশ্বমানুষগ্ভূরের্দত্তস্য বেদতি। বসু স্পার্হং তদাভর ॥১০৭১॥

(হে পরমেশ্বর) তোমার অবিরত শক্তিসম্পন্ন যে দান (বিদ্বানগণ) জানেন, সেই স্পৃহনীয় ধন ভরপুর করে দাও ।।১০৭১।।

যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎস্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥১০৭২॥

হে ইন্দ্র! যে ধন বীর্যের মধ্যে, যা স্থির বস্তুর মধ্যে মেঘের মধ্যে গুপ্ত রেখেছ, সেই স্পৃহনীয় ধন প্রাপ্ত করাও ।।১০৭২।।

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্মসু। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥১০৭৩॥

(বিশ্বের) কর্মকাণ্ডের সকল শক্তি ও কর্মে, যেহেতু তোমরা দুজনে ঋত্বিক, হে (কর্মফল) দাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! সেই (সৎ) কর্মযজ্ঞে আমাদের উদ্বুদ্ধ কর ।।১০৭৩।।

তোশাসা রথয়াবানা বৃত্রহণাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥১০৭৪॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রুহিংসক, (কর্মের) যুদ্ধরথে গমন কর, অজ্ঞানরূপ শত্রুকে নাশ কর, অপরাজিত তোমরা সেই (সৎ) কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ কর ।।১০৭৪।।

ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥১০৭৫॥

স্বচ্ছন্দ কর্মী মানুষগণ তোমাদের জন্য পাষাণ কঠিন কর্মের দ্বারা এই আনন্দজনক মধুর সোমরস দোহন করে এনেছেন। হে ইন্দ্র ও অগ্নি; সেই কর্মযজ্ঞে আমাদের উদ্বুদ্ধ কর ।।১০৭৫।।

চতুর্থ খণ্ড

ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥১০৭৬॥

হে সোম! প্রাণবায়ুগণ সহ ইন্দ্রের জন্য তুমি অতিশয় মাধুর্যযুক্ত হয়ে প্রাপ্ত হও। যজ্ঞের বেদির সমীপে আমি বসে আছি ।।১০৭৬।।

তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্। সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥১০৭৭॥

সেই তোমার ধারক সোমকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শোভিত করেন এবং অন্য মানুষেরা তোমাকে শোধিত করে ।।১০৭৭।।

রসং তে মিত্রো অর্যমা পিবন্তু বরুণঃ কবে। পবমানস্য মরুতঃ ॥১০৭৮॥

হে ক্রান্তদর্শী শান্তস্বরূপ! তোমার পবিত্রকারক রস মিত্র, বরুণ, অর্যমা এবং মরুদ্ বায়ুগণ পান করুন ।।১০৭৮।।

মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥১০৭৯॥

হে পবিত্র! তোমার সুকৌশলযুক্ত হস্তে পরিস্কৃত হৃদয়ান্তরিক্ষে বাণীকে প্রেরণ কর এবং অত্যন্ত স্পৃহনীয় প্রভূত হিণ্ময়য় ধন সব দিক থেকে প্রাপ্ত করাও ।।১০৭৯।।

পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে বৃষো অচিক্রদদ্বনে।
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥১০৮০॥

অক্ষয় চেতনায় পবিত্র হয়ে শক্তিসম্পন্ন শান্তস্বরূপ (অনর্থসংকুল) দেহে নাদ ধ্বনি করল। হে পবিত্র সোম! ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্গমন জ্যোতিতে শোভিত করে তুমি চলেছ ।।১০৮০।।

এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্। সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥১০৮১॥

সেই এই হৃদয়রূপ অন্তরিক্ষে মাতৃস্বরূপ স্নিগ্ধ শান্তরসকে দশ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) শোধিত করে। শান্তস্বরূপ (জীবাত্মা) অনন্তের সন্তান দিব্যভাবসমূহের সহিত মিলিত হন ।।১০৮১।।

সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥১০৮২॥

জীবাত্মার দ্বারা প্রাণবায়ুর সাধনা দ্বারা পবিত্র হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন শান্তস্বরূপ পরমাত্মার জ্যোতির সঙ্গে সম্মিলিত হয় ।।১০৮২।।

স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্‌। চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥১০৮৩॥

সেই প্রাণে ও অপানে স্থিত কল্যাণস্বরূপ মধুর শান্ত ভাব আমাদের ঐশ্বর্যের জন্য, পুষ্টির জন্য প্রবহমান হোক ।।১০৮৩।।

পঞ্চম খণ্ড

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥১০৮৪॥

ইন্দ্র অনুকূল হলে আমাদের অতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন প্রচুর বল হবে, যেগুলির দ্বারা শক্তিমান হয়ে আমরা আনন্দলাভ করব ।।১০৮৪।।

আ ঘ ত্বাবান্‌ ত্মনা যুক্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ। ঋণোরক্ষং ন চক্রয়ো ॥১০৮৫॥

হে শত্রুপীড়ক (পরমাত্মা)! স্তোতৃগণ দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তুমিই (জীবাত্মার) চেতনায় সর্বতোভাবে (ইহজন্ম ও পরজন্মের আবর্তনে) যুক্ত হয়ে অবশ্যই থাক, যেমনভাবে ঘূর্ণমান রথচক্রদ্বয়ের নাভি অরগুলির কেন্দ্রে থেকে ধারণ করে থাকে ।।১০৮৫।।

আ যদ্‌ দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাম্‌। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥১০৮৬॥

হে অনন্তকর্মা! স্তোতাদের জন্য তোমার করুণাসকল দিয়ে কাম্য ধন তোমাকে প্রাপ্ত করাও, জীবনচক্রের উভয়ত (ইহকাল ও পরকাল আবর্তনে), যেমনভাবে নাভি আবর্তিত চক্রের কেন্দ্রে উপনীত থাকে ।।১০৮৬।।

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥১০৮৭॥

দুগ্ধবতী গাভীকে যেমন গোদোহনের জন্য প্রতিদিন ডাকা হয়, তেমনই শোভনরূপকারী ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য প্রতিদিন আহ্বান করি ।।১০৮৭।।

১. সুরূপকৃত্নুম্‌— শোভনকর্মা- অর্থান্তর।

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥১০৮৮॥

(হে ইন্দ্র!) আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি এস। হে সত্ত্বগুণের পালক! সৌম্য রস পান কর। ঐশ্বর্যশালী তোমার আনন্দ আলো দান করুক ॥১০৮৮॥

অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্। মা নো অতি খ্য আ গহি ॥১০৮৯॥

অনন্তর তোমার অন্তরতম শোভন মনন ও বোধের জ্ঞান আমাদের হবে এবং তুমি আমাদের প্রত্যাখ্যান কর না। (আমাদের হৃদয়ে)এস ॥১০৮৯॥

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।
মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥১০৯০॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি উষার মত দ্যুলোক এবং ভূলোক উভয়কে নিজ জ্যোতিতে পূর্ণ কর, দিব্যজননী মহানদের থেকে মহান, মনুষ্যগণের আলোকদাতা আপনাকে প্রকট করলেন। কল্যাণময়ী জননী আপনাকে প্রকট করলেন ॥১০৯০॥

দীর্ঘং হ্যংকুশং যথা শক্তিং ৰিভর্ষি মন্তুমঃ।
পূর্বেণ মঘবন্‌পদা বয়ামজো যথা যমঃ।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥১০৯১॥

হে জ্ঞানী ইন্দ্র! (বিশাল হাতিকে সংযতকারী) অঙ্কুশের মত আকর্ষণ-শক্তি তুমি ধারণ কর। ছাগ যেমন সামনের পায়ে বৃক্ষশাখা আকর্ষণ করে, তেমনভাবে (অগ্রগামী পদক্ষেপে) তুমি আকর্ষণপূর্বক ধারণ কর। দিব্য জগতের উৎপাদিকা শক্তি তোমাকে প্রকট করে। মঙ্গলকারী উৎপাদিকা শক্তি তোমাকে (তোমার প্রকাশকে) প্রকট করে ॥১০৯১॥

অব স্ম দুর্হ্বণায়তো মর্তস্য তনুহি স্থিরম্।
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাং অভিদাসতি।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥১০৯২॥

মরণশীল মানুষের ভয়ঙ্কর জড় শক্তিকে ধ্বংস কর। সেই শত্রুকে পদদলিত কর, যারা (আলোকপ্রাপ্ত) আমাদের হিংসা করে ॥১০৯২॥

পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ। মদেষু সর্বধা অসি ॥১০৯৩॥

(অন্ধকাররূপ) মেঘে স্থিত শান্তভাব শব্দ করতে করতে পবিত্র ক্ষেত্রে সবদিক থেকে ক্ষরিত হল। সকল আনন্দে সর্বতোভাবে তুমি আছ ।।১০৯৩।।

ষষ্ঠ খণ্ড

ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্মধু প্র জাতমন্ধসঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥১০৯৪॥

(হে সোম)! তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি ক্রান্তদর্শী। তুমি (পরমাত্মস্বরূপ) রস থেকে জাত মধুর শান্তভাব। সকল আনন্দে তুমি সকলভাবে আছ ।।১০৯৪।।

ত্বে বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত। মদেষু সর্বধা অসি ॥১০৯৫॥

সকল সমান প্রীতিসম্পন্ন দিব্যভাব প্রাপ্ত মানুষ তোমার মধুর রস প্রাপ্ত হয়। সকল আনন্দে তুনি সকলভাবে আছ ।।১০৯৫।।

স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥১০৯৬॥

যে সোম বসুসংজ্ঞক (অষ্ট) দেবতাকে প্রাপ্ত করান, যিনি ঐশ্বর্য, প্রাণশক্তি ও দক্ষ মানুষজনকে প্রাপ্ত করল সেই সোমের অভিষত কর ।।১০৯৬।।

যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো যস্য বার্যমণা ভগঃ।
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥১০৯৭॥

(হে সোম!) জীবাত্মা তোমার যে রসের পান করুক, প্রাণবায়ু সকল যার পান করুক, সঙ্গে যুক্ত অনুরাগী সহ পরমাত্মা যার পান করুন, যার দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুকে আমরা রক্ষা ও মহত্ব প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরের অভিমুখী করব ।।১০৯৭।।

তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত। শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ ॥১০৯৮॥

হে সখাগণ! তোমাদের আনন্দের জন্য পবিত্রকারক ওই সোমকে প্রশংসিত কর। শিশুকে যেমনভাবে ক্ষীরাদির দ্বারা) তুষ্ট করা হয়, সেই সভাবে হবণীয় পদার্থ দ্বারা পরমেশ্বরকে (সোমকে) আপ্যায়িত কর ।।১০৯৮।।

সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে। দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥১০৯৯॥

বাছুর যেমন মায়েদের দ্বারা সম্যক সিক্ত হয়, সেইরূপ সম্পন্ন শান্তভাব (সাধককে)স্নিগ্ধ রসে সিক্ত করে। ইন্দ্রিয়সকলের রক্ষক সৌম্য আনন্দ বুদ্ধিসমূহ দ্বারা পরিশোধিত হয়।।১০৯৯।।

অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্ধায় বীতয়ে। অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ ॥১১০০॥

এই সোম বলের জন্য সাধন, এই সোম বলযুক্ত আনন্দের সাধন, দেবতাগণের জন্য সম্পন্ন সোম অতিশয় মাধুর্যযুক্ত ।।১১০০।।

সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ ॥১১০১॥

উজ্জ্বল, যথাযথ মার্গবেত্তা, সকলের হিতকারী, শব্দকারী, পাপরহিত, সুসমাহিত আত্মজ্ঞ সোমসমূহ (শান্তস্বভাব পুরুষ) আমাদের জন্য পবিত্রতার প্রবাহ আনছেন ।।১১০১।।

তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
সূরাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥১১০২॥

সেই পবিত্র জ্ঞানস্বরূপ সৌম্যভাবান্বিত মধুর রসধারাসমূহ কল্যাণকর হয়ে সৌম্য স্নিগ্ধ (হৃদয়ে) গমন করে, অবিচলিত হয়ে সূর্যরশ্মিসমূহের ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়ে দর্শন করায় ।।১১০২।।

সুম্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা গোরধি ত্বচি।
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥১১০৩॥

চর্মময় আধারে স্থিত চৈতন্য জ্যোতিকে পাষাণকঠোর তপঃকর্মসমূহের দ্বারা জাগিয়ে তুলতে তুলতে সম্পন্ন সোমরসধারা ঐশ্বর্যপ্রাপ্তদের (হৃদয়ের) অভিমুখে নাদধ্বনি করল ।।১১০৩।।

অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্র ধন্ব।
ব্রঘ্নশ্চিদ্যস্য বাতো ন জূতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ ॥১১০৪॥

হে সোম! এই পবিত্র ধারায় অশ্ববৎ বেগগামী (তুমি) বাক্যে প্রবাহিত হও। এই ঐশ্বর্যগুলিকে পবিত্র কর। বায়ুর সমান তোমার বহনকারী বেগ গমনের জন্য বহুপ্রজ্ঞাযুক্ত মানুষ ও সূর্য ধারণ করে ।।১১০৪।।

উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে।
ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্কং ধূনবদ্রণায় ॥১১০৫॥

এই পবিত্রধারা সহ প্রশংসনীয় বিখ্যাত সোমরসে অভিষিক্ত (হৃদয়রূপ) অধিষ্ঠানে প্রবহমান হও এবং পাকাফলযুক্ত গাছকে যেমন ফলধ্বংসকারী কম্পিত করে, সেইভাবে (কর্মফলরূপ) শত্রুবিজয়ের কারণে ষাট হাজার সংখ্যক ঐশ্বর্য নামিয়ে আন ।।১১০৫।।

মহীমে অস্য বৃষ নাম শূষে মাংশ্চত্বে বা পৃশনে বা বধত্রে।
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহযচ্চাপামিত্রাং অপাচিতো অচেতঃ ॥১১০৬॥

এই সোমের মহান, সহনশীল পীতবর্ণ বা কল্যাণকর বা মৃত্যু থেকে ত্রাণকারী বীর্য ও স্বভাব। (অন্তঃ) শত্রুকে অচেতন করে, জ্ঞানবিরোধী শত্রুকে (জ্ঞানজলে) সিক্ত করে, (চেতনাজড়) শত্রুকে সচেতন করে ।।১১০৬।।

সপ্তম খণ্ড

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভুবো বরূথ্যঃ ॥১১০৭॥

হে অগ্নি (প্রকাশস্বভাব)! তুমি অন্তর্যামী এবং বরণীয়। তুমি আমাদের রক্ষক এবং সুখদায়ক হও ।।১১০৭।।

বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥১১০৮॥

অগ্নি প্রকাশস্বভাব, প্রকাশধনের জন্য যশস্বী, অতিশয় দ্যুতিমান। আলোকিত তুমি এস। আমাদের (প্রকাশরূপ) ধন দাও ।।১১০৮।।

তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥১১০৯॥

হে জ্যোতিরূপ! প্রকাশমান! সেই তোমার কাছে অনুগ্রহের জন্য, সখ্যলাভের জন্য আমরা প্রার্থনা করি ।।১১০৯।।

ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥১১১০॥

এই জীবাত্মা (ইন্দ্র), সকল ইন্দ্রিয় (দেব), তথা এই ভুবনগুলি বারবার সুখের সাধনা করে ।।১১১০।।

যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ সীষধাতু ॥১১১১॥

কর্ম, দেহ এবং সন্তানকে অনন্ত জ্ঞানসহ ইন্দ্র আমাদের জন্য সিদ্ধ করুন ।।১১১১।।

আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ ॥১১১২॥

অনন্ত জ্ঞান, (দশ) ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণশক্তিসমূহ সহ ইন্দ্র আমাদের (অজ্ঞানরূপ ব্যাধিমুক্তির) ভেষজ প্রদান করুন ।।১১১২।।

প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রায় গাথং গায়ত যং জুজোষতে ॥১১১৩॥

ক্রোধাদি শত্রুর বিনাশক, মেধাবী পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুন্দরভাবে সামগান কর। যে স্তোত্রে পরমেশ্বর প্রীত হন ।।১১১৩।।

অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ ॥১১১৪॥

সুন্দরভাবে স্তুতিকারী প্রাণবায়ুগণ পূজ্য ঈশ্বরকে অর্চনা করে। সেই চিরশক্তিমান্, শ্রুতিতে খ্যাত ইন্দ্র (পরমেশ্বর) প্রশংসাপূর্বক ধ্বনি করেন ।।১১১৪।।

উপ প্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যেম রয়িং ধীমহে ত ইন্দ্র ॥১১১৫॥

হে ইন্দ্র! তোমার (আত্মিক) আনন্দযুক্ত প্রকৃষ্ট ক্ষেত্রে শান্তভাবে থেকে আমরা (বিদ্যাদি) ধনকে পুষ্ট করব। তোমার ধ্যান করব ।।১১১৫।।

অষ্টম অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৫৭ ।। সূক্তসংখ্যা ১৪ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৭।৯।১১ পবমান সোম, ৪ মিত্র ও বরুণ, ৫।৮।১৩।১৪ ইন্দ্র, ৬ ইন্দ্রাগ্নী, ৩।১২ অগ্নি ।। ছন্দ ১ (১-৩), ৩ ত্রিষ্টুপ্, ১(৪-১২), ২।৪।৫।৬।১১।১২ গায়ত্রী, ৭ জগতী, ৮ প্রগাথ, ৯ উষ্ণিক্, ১০ দ্বিপদা বিরাট্, ১৩(১-২) ককুপ্, (৩) পুর উষ্ণিক্, ১৪ অনুষ্টুপ্ ।। ঋষি ১(১-৩) বৃষগণ বাশিষ্ঠ, ১(৪-১২), ২(১-৯) অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ২(১০-১২), ১১ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৩।৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৪ যজত আত্রেয়, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ সিকতা নিবাবরী, ৮ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ৯ পর্বত ও নারদ, শিখণ্ডিনীদ্বয় বা কাশ্যপ ও আবপ্সর, ১০ অগ্নির্ধিষ্ণ্য ঈশ্বর, ১২ বৎস কাণ্ব, ১৩ নৃমেধ আঙ্গিরস, ১৪ অত্রি ভৌম ।।

প্রথম খণ্ড

প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ ॥১১১৬॥

মহান শক্তির দ্বারা শাসনকারী পবিত্র পুরুষের বন্ধু, পবিত্রকারী দেবতাদের দেবতা (পরমাত্মা) যেন কামনা করে বেদ উপদেশ দিতে দিতে সৃষ্টিকে ব্যক্ত করলেন। বেদপদগুলি (ঋষিদের) হৃদয়— অভ্যন্তরে প্রকাশ করে কল্পরূপ দিনের আরম্ভকারী (বেদপ্রকাশক ঋষিদের দ্বারা) প্রাপ্ত হন ।।১১১৬।।

প্র হংসাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ।
আঙ্গোষিণং পবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং বাণং প্র বদন্তি সাকম্ ॥১১১৭॥

বীর্যসম্পন্ন বলপূর্বক নাদকারী হংস-প্রাণবায়ুসকল স্বগৃহস্থ (নির্মল হৃদয়স্থ) পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হল। সহৃদয় ঋত্বিকগণ সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রকারী দুঃসহ বেদবাণী উচ্চারণ করে প্রশংসা করলেন ।।১১১৭।।

স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীড়ন্তং মিমতে ন গাবঃ।
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা হরির্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥১১১৮॥

পরমাত্মা (সোম) দ্রুতগমনশীল (নক্ষত্রাদির) গতিকে প্রযুক্ত করেন, বিনা তপস্যায় সেই স্বচ্ছন্দবিহারী কিরণসমূহের পরিমাপ সম্ভব হয় না। সর্বভেদকারী সেই পরমাত্মজ্যোতি (ভৌত জ্যোতির) আড়ালে থাকেন। সূর্যের আলোয় তিনি নিষ্প্রভ, সূর্যের আলোর আড়াল সরে গেলে তিনি স্পষ্ট[১] ।।১১১৮।।

১. হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।। ঈশোপনিষদ্, মন্ত্রসংখ্যা-১৫

প্র স্বানাসো রথা ইবার্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ। সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ ॥১১১৯॥

দ্রুতগামী রথগুলির মত ধ্বনিযুক্ত মধুর সোমধারা অনুগ্রহ করতে ইচ্ছুক হয়ে ঐশ্বর্যদানের জন্য প্রবাহিত হল ।।১১১৯।।

হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ। ভরাসঃ কারিণামিবঃ ॥১১২০॥

ভার বহনকারী কর্মীদের মত রথের ন্যায় দ্রুতগামী সৌম্য রসধারা প্রাণ ও অপান বায়ুর ভার বহন করে ॥১১২০॥

রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ সোমাসো গোভিরঞ্জতে। যজ্ঞো ন সপ্ত ধাতৃভিঃ ॥১১২১॥

রাজারা যেমন প্রশস্তিসমূহ দ্বারা শোভিত হন, যজ্ঞক্রিয়া যেমন সপ্ত হোতাদের দ্বারা সংস্কৃত হয়, শান্ত স্বরূপগুলি সেইরূপ জ্যোতির দ্বারা রঞ্জিত হন ॥১১২১॥

পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় ৰর্হণা গিরা। মধো অর্ষন্তি ধারয়া ॥১১২২॥

মহতী মন্ত্ররূপ বাণী সহ ধ্বনিময় মধুর শান্তরস আনন্দের জন্য মধুর ধারা সহ সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন ॥১১২২॥

আপানাসো বিবস্বতো জিন্বন্ত উষসো ভগম্। সূরা অণ্বং বি তন্বতে ॥১১২৩॥

সূর্যের জ্যোতির পালক এবং উষার ঐশ্বর্যের বর্ধনকারী প্রকাশমান সোমধারা অণুতে অণুতে ছড়িয়ে পড়ে ॥১১২৩॥

অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ। বৃষ্ণো হরস আয়বঃ ॥১১২৪॥

বৈদিক বাণীসমূহের উচ্চারণকারী প্রাচীন মানুষেরা তেজ লাভের জন্য বীর্যবান শান্ত স্বরূপের দরজা খুলে দেন ॥১১২৪॥

সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ। পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥১১২৫॥

সপ্তভুবনের জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন সজ্জন হোতৃগণ একের পদ পূরণের জন্য ব্যাপ্তি লাভ করলেন ॥১১২৫॥

নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্য দৃশে। কবেরপত্যমা দুহে ॥১১২৬॥

নাভির দ্বারা নাভিকে গ্রহণের মত চক্ষুর দ্বারা আমরা সূর্যকে গ্রহণ করি দর্শনের জন্য। ক্রান্তদর্শী শান্তস্বরূপ পরমাত্মার (সোমের) সন্তান জ্যোতিকে আমরা দোহন করি ॥১১২৬॥

অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্যুভির্গুহা হিতম্। সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥১১২৭॥

প্রিয় জ্যোতির্ময় পদ যজ্ঞ কর্মিগণ দ্বারা হৃদয় গুহায় নিহিত। সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান বিদ্বান পুরুষ জ্ঞাননেত্র দ্বারা সম্মুখে দর্শন করেন ।।১১২৭।।

দ্বিতীয় খণ্ড

অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ। বিদানা অস্য যোজনা ॥১১২৮॥

এঁর (পরমাত্মার) সঙ্গে যোগ সিদ্ধ করে অতি সুন্দর উজ্জ্বল সৌম্য স্বরূপের ধারা দিব্য নিয়মের ধারক মার্গে ছড়িয়ে পড়ে ।।১১২৮।।

প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে। হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ ॥১১২৯॥

সকল সমর্পণীয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রশংসনীয় সমর্পণ, সর্বোত্তম, মহান সৌম স্বরূপের ধারারূপ অমৃত, (পরমাত্মায়) যা অবগাহন করে (নিমজ্জিত হয়) ।।১১২৯।।

প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্বনে। সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥১১৩০॥

বেদবাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বীর্যশালী সৌম্য স্বরূপ লাভের চিরন্তন সাধনা (অনর্থসংকুল) শরীরে নাদধ্বনি করল। গৃহ (পরমাত্মার) অভিমুখী হল ।।১১৩০।।

পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি। স্বর্বাজী সিষাসতি ॥১১৩১॥

ক্রান্তদর্শী বৈদিক বাণী ও পৌরুষ দ্বারা পবিত্র হয়ে যখন সর্বত্র গমন করেন, তখন (সেই শীঘ্রগামী সত্ত্বগুণান্বিত সাধক) স্বর্গে আসন পাতেন ।।১১৩১।।

পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি। যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥১১৩২॥

স্পর্ধমান প্রজাকে যেমন রাজা নাশ করেন, সেইভাবে সাধকগণ যখন এই সোমকে সিদ্ধ করেন তখন পবিত্রকারী সোম স্পর্ধমান সকল শত্রুকে নাশ করেন ।।১১৩২।।

অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্বনেষু সীদতি। রেভো বনুষ্যতে মতী ॥১১৩৩॥

অনন্ত কালে স্থিত পাপহরণকারী প্রিয় সোম সাধকগণের দেহে সম্যকরূপে আসন পাতেন। স্তোত্রগুলি সৌম্য স্বরূপের প্রশংসা করে ।।১১৩৩।।

স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি। রণা যো অস্য ধর্মণা ॥১১৩৪॥

যে সাধক এই সোমের ধারণ— হেতু নাদ লাভ করেন, তিনি সানন্দে ব্যাপনশীল (বায়ু), শক্তিমান (ইন্দ্র) এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর সঙ্গে গমন করেন ।।১১৩৪।।

আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্ত উর্ময়ঃ। বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥১১৩৫॥

এই মধুর সোমের লহরী লাভ করে সাধকগণ প্রাণ, অপান ও স্বীয় ঐশ্বর্যকে শুদ্ধ করেন ও পুরুষার্থের সঙ্গে যুক্ত হন ।।১১৩৫।।

অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে। শ্রবো বসূনি সঞ্জিতম্ ॥১১৩৬॥

সৌম্যস্বরূপের শক্তিকে জয় করার জন্য দ্যুলোক ও পৃথিবীস্থ ধন, যশ ও জ্যোতি আমাদের জন্য প্রাপ্ত হল ।।১১৩৬।।

আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥১১৩৭॥

(হে সোম!) তোমার সুখকারক সর্বতো রক্ষাকারী বহুকাম্য বলরূপী তেজকে আজ সবদিক থেকে বরণ করি ।।১১৩৭।।

আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥১১৩৮॥

আনন্দজনক সোমকে আমরা বরণ করি, বরণীয়কে আমরা বরণ করি, জ্ঞানী ও মনীষী সোমকে বরণ করি, রক্ষক ও অত্যন্ত স্পৃহণীয় সোমকে বরণ করি ।।১১৩৮।।

আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥১১৩৯॥

হে যজ্ঞপবিত্রকারী! (পরম) ধন, সুন্দর চেতনাদাতা, রক্ষক, অত্যন্ত স্পৃহণীয় তোমাকে বিস্তারপ্রাপ্তির জন্য বরণ করি ।।১১৩৯।।

তৃতীয় খণ্ড

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥১১৪০॥

দেবতারা আমাদের যজ্ঞে দ্যুলোকের মস্তক, পৃথিবীর জ্বালা, সকল মানুষের হিতকারী, উৎপন্ন হয়ে প্রকাশক, সুশোভমান, সদা গমনশীল, জনগণের পালক, (দেবতাদের মুখ অগ্নিকে সব দিক থেকে প্রকাশ করেন ।।১১৪০।।

ত্বাং বিশ্বে অমৃতং জায়মানং শিশুং ন দেবা অভি সং নবন্তে।
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর যৎপিত্রোরদীদেঃ ॥১১৪১॥

জায়মান শিশুকে যেমন পিতা মাতা প্রমুখ আদর করেন, সেইভাবে সকল দেবতা উৎপদ্যমান মৃত্যুরহিত তোমাকে প্রশংসিত করেন। হে বৈশ্বানর! তোমার যজ্ঞসাধনকারীগণ অমৃতত্ব লাভ করেন ।।১১৪১।।

নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং মহামাহাবমভি সং নবন্ত।
বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥১১৪২॥

কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রভূত, দিব্য ধনের গৃহ, মহান্ আহুতিস্থান, বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে সম্বদ্ধ, কর্মযজ্ঞের পথে সারথি, যজ্ঞের পথপ্রদর্শক অগ্নিকে দিব্যভাবসম্পন্ন সাধকগণ মন্থন করে উদ্ধার করেন ও তাঁর উদ্দেশে নত হন ।।১১৪২।।

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা। মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥১১৪৩॥

বৈদিক বাণীর দ্বারা প্রাণ ও অপানের উদ্দেশে স্তুতিগান কর। এই দুই মহাবলী দিব্য ছন্দে নিয়ন্ত্রিত ও বৃহৎ ।।১১৪৩।।

সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ। দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥১১৪৪॥

প্রাণ এবং অপান— অমৃত যাঁদের উৎপত্তিস্থল, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দুই দেবতা সম্যকরূপে বিরাজ করেন ।।১১৪৪।।

তা নঃ শক্তং পর্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য। মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু ॥১১৪৫॥

এঁরা দুজন আমাদের জন্য পার্থিব এবং দিব্য মহান্ ধন দিতে সক্ষম। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে এঁরা আমাদের বিশাল বল ।।১১৪৫।।

ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ। অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥১১৪৬॥

সূক্ষ্ম নাড়িসমূহের সাহায্যে প্রাণাদি বায়ুর বিস্তারের দ্বারা পবিত্র এই সৌম্য ভাবসমূহ তোমার জন্য সম্পন্ন হয়েছে, হে ইন্দ্র (পরমেশ্বর)! চলে এস ।।১১৪৬।।

ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥১১৪৭॥

হে ইন্দ্র! জ্ঞানিগণ দ্বারা প্রেরিত, জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত সম্পন্ন সৌম্য ভাবযুক্ত উপাসকের বেদমন্ত্রসমূহের সামনে এস ।।১১৪৭।।

ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥১১৪৮॥

হে ব্যাপক কিরণশালী ইন্দ্র (পরমাত্মা)! উচ্চারিত বেদমন্ত্রসমূহের সম্মুখে শীঘ্র চলে এস। আমাদের সৌম্য স্বরূপ সম্পন্ন হলে আমাদের সন্তোষ ধারণ কর ।।১১৪৮।।

তমীডিষ্ব যো অর্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ। কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥১১৪৯॥

সেই (অগ্নিকে) স্তুতি কর যিনি জ্যোতির দ্বারা সকল আধার (দেহকে)-কে ব্যাপ্ত করে জিহ্বারূপ লেলিহান শিখার দ্বারা অঙ্গারে পরিণত করেন ।।১১৪৯।।

য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্যঃ। দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ ॥১১৫০॥

যে মানুষ প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে আলোকিত হন, সেই প্রকাশযুক্ত মানুষের জন্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ কর্মফলকে অতিক্রান্ত করায় ।।১১৫০।।

তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্বতঃ। এন্দ্রমগ্নিং চ বোঢবে ॥১১৫১॥

ইন্দ্র ও অগ্নিকে বহন করব আমরা, তাই তাঁরা দুজন আমাদের ঐশ্বর্যময় অভীষ্ট ও দ্রুত গতিসমূহ এনে দিন ।।১১৫১।।

চতুর্থ খণ্ড

প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযামনা পথা ॥১১৫২॥

শান্তস্বভাব জীবাত্মা ইন্দ্রের (পরমাত্মার) স্বচ্ছ পদকে শোধিত হয়ে প্রাপ্ত হন। সখার সখা সুন্দর শব্দকে নষ্ট করেন না। কিন্তু যেমনভাবে মানুষ যুবতীদের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত হয়ে গমন করে, তেমনিভাবে সৌম্য পুরুষ (দেহ)কলশে (পরমাত্মাকে) শতসংখ্যক পথে প্রাপ্ত হন ।।১১৫২।।

প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবরণেষ্বক্রমুঃ।
হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ুঃ ॥১১৫৩॥

হে আনন্দকামী, প্রশংসার যোগ্য স্তুতিকারী স্তোতৃগণ! তোমাদের বুদ্ধিসকল সংযত হয়ে গমন করুক। লীলাপরায়ণ, (পাপ) হরণকারীকে স্তুতি কর, যাতে তোমাদের বুদ্ধির জ্যোতিসকল অমৃতের সঙ্গে সর্বতোভাবে আশ্রয় লাভ করে ।।১১৫৩।।

আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিন্দো পবস্ব পবমান ঊর্মিণা।
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎসুবীর্যম্ ॥১১৫৪॥

হে রমণীয়, পবিত্রকারী সোম! আমাদের জন্য সংযত অমৃতময় অভীষ্ট তরঙ্গধারায় বহন করে আন, যা দিনের তিনভাগে (সকাল, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা) অনবরত শক্তিমান, ঐশ্বর্যযুক্ত, মধুর শোভন বীর্যকে আমাদের জন্য ভরে দেয় ।।১১৫৪।।

ন কিষ্টং কর্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা ॥১১৫৫॥

সর্বদা (ভক্তের) বৃদ্ধিকারী, সকলের স্তুতির যোগ্য মহান, যাঁকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে না এবং অনন্তবলের দ্বারা যিনি সকলের উপর অধিকার রাখেন, সেই ইন্দ্রকে যিনি যোগাদি যজ্ঞসকলের দ্বারা উপাসনা করেন, কর্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না ।।১১৫৫।।

অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ।
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাবঃ ক্ষামীরনোনবুঃ ॥১১৫৬॥

অসহ্য প্রতাপশালী, শত্রুসেনাদের দমনকারী পুরুষ, যিনি সিদ্ধ হলে পরে বিশাল, দ্রুত গমনকারী জ্যোতিসমূহ একত্রে স্তুতি করেন এবং দ্যুলোকবাসী ও ভূলোকবাসী উচ্চস্বরে স্তুতি করে ॥১১৫৬॥

পঞ্চম খণ্ড

সখায় আ নি ষীদত পুনানায় প্রগায়ত। শিশুং নঃ যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥১১৫৭॥

হে সখাগণ! এস, বস শুদ্ধিকারক সোমের জন্য গুণবর্ণনকারী গান কর। শোভার জন্য কর্মসমূহের দ্বারা (সোমকে) সুসংস্কৃত কর, যেমন শিশুকে সংস্কারের দ্বারা সাজিয়ে তোলা হয় ॥১১৫৭॥

সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্। দেবাব্য মদমভি দ্বিশবসম্ ॥১১৫৮॥

মায়েরা পুত্রকে লালন করেন, সেইভাবে ঐশ্বর্যের সাধন, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা রক্ষণীয়, আনন্দের জনক, দ্বিগুণিত বল মধুর সোমকে লালন কর ॥১১৫৮॥

পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে। যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্ ॥১১৫৯॥

বল ও গতির জন্য যেমনভাবে, যেমনভাবে প্রাণ ও অপানের জন্য প্রয়োজন, সেইভাবে বলসাধন, মঙ্গলদায়ক শান্ত স্বরূপকে মার্জিত কর ॥১১৫৯॥

প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং বি বারমব্যম্ ॥১১৬০॥

(হে সোম!) বলশালী, অন্তর্হিত, সহস্রধারাসম্পন্ন, পবিত্র, নির্বাধ, অক্ষয় হয়ে প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত হও ॥১১৬০॥

স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥১১৬১॥

(হে সোম!) সেই বলিষ্ঠ, সহস্রবীর্য তুমি কর্মের দ্বারা সংস্কৃত ও জ্ঞানের দ্বারা শ্রীযুক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হও ॥১১৬১॥

প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমানো অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥১১৬২॥

(হে সোম!) সাধকগণের দ্বারা নিয়মিত আরাধিত হয়ে, পর্বতপ্রতিম (কঠিন) তপস্যায় সম্পন্ন হয়ে পরমেশ্বরের অন্তরে প্রবিষ্ট হও ॥১১৬২॥

যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। যে বাদঃ শর্যণাবতি ॥১১৬৩॥

য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্। যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥১১৬৪॥

তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্যম্। স্বানা দেবাস ইন্দবঃ ॥১১৬৫॥

যে সৌম্য স্বরূপের স্রোতধারা দূরে, যেগুলি কাছে, যেগুলি ওই ভূমিতে,—যেগুলি সরলীকৃত স্থানে, গৃহসকলের মধ্যে, যেগুলি পঞ্চজনে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, অথবা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে) সম্পন্ন হল, সেই নাদধ্বনিকারী উজ্জ্বল দিব্য সোমধারা আমাদের জন্য দ্যুলোকস্থ সুন্দর বীর্য বর্ষণ করে পবিত্র করুক ॥১১৬৩-১১৬৫॥

ষষ্ঠ খণ্ড

আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা ॥১১৬৬॥

হে অগ্নি, বাক্য দিয়ে তোমায় কামনা করি। তোমার থেকেই মন উৎকৃষ্ট হৃদয়স্থান থেকে বাক্যকে আকর্ষণ করে।

তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত মন পরম চৈতন্যের সান্নিধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। হে অগ্নি (হৃদয়স্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা)! তোমাকে স্তুতি দিয়ে কামনা করি ॥১১৬৬॥

পুরুত্রা হি সদৃঙঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ। সমৎসু ত্বা হবামহে ॥১১৬৭॥

হে অগ্নি! সর্বত্রই তুমি সমদর্শী, সকল দিকে তুমিই প্রভু। কঠোর তপস্যারূপ (অন্তঃশত্রুবিজয়ের) সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করি ॥১১৬৭॥

সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে। বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥১১৬৮॥

(কামাদি শত্রুগুলির সঙ্গে) সংগ্রামসমূহে শক্তি প্রার্থনা করে সংগ্রামগুলিতে রক্ষার জন্য বিচিত্রবিভূতিসম্পন্ন অগ্নিকে আহ্বান করি ॥১১৬৮॥

ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে। আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥১১৬৯॥

হে বহুকর্মা। বহুপুরুষবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য বল ও ধন পূর্ণ করে দাও। সংগ্রামসহনশীল বীরদের এনে দাও ।।১১৬৯।।

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অথা তে সুম্নমীমহে ॥১১৭০॥

হে জ্যোতির্ময় (অন্তর্যামি)! হে বহুকর্মা! তুমিই আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের মাতা (সৃষ্টির প্রারম্ভে) হয়েছ। এই জন্য তোমার কাছে পরম আনন্দ প্রার্থনা করছি ।।১১৭০।।

ত্বাং শুষ্মিন্পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত। স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥১১৭১॥

হে শক্তিমান! হে বহুজনের দ্বারা আহূত! হে বলপ্রদ! বলদানকারী তোমাকে আমি স্তুতি করি। সেই তুমি আমাদের জন্য সুবীর্য দান কর ।।১১৭১।।

যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যা ভর ॥১১৭২॥

হে বজ্রধারী, ধনশালী, বিচিত্র ইন্দ্র! এখানে যে ধন আমার নেই তা তুমি দিয়েছ। ওই ধন আমার জন্য দুহাত ভরে দাও ।।১১৭২।।

যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর। বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ ॥১১৭৩॥

হে পরমেশ্বর! যাকে তুমি উত্তম মনে কর সেই দিব্য জ্যোতিকে এনে পূর্ণ কর, সেই অনন্তের অগ্নির আমরা যোগ্য হব ।।১১৭৩।।

যত্তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে ॥১১৭৪॥

হে বজ্রধারী পরমেশ্বর! দিকে দিকে বিশ্রুত তোমার যে বৃহৎ আরাধনীয় মন, সেই অন্তঃকরণের দান লাভের জন্য স্থির (আত্ম) শক্তি প্রদান কর ।।১১৭৪।।

নবম অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৭৮ ।। সূক্তসংখ্যা ২০ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৮, ১১, ১২, ১৫-১৭ পবমান সোম, ৬।১৮ অগ্নি, ১০।১৩।১৪।১৯।২০ ইন্দ্র ।। ছন্দ ১।৯ ত্রিষ্টুপ্, ২।৮।১০।১১।১৫।১৮ গায়ত্রী, ১২ জগতী, ১৩।১৪ প্রগাথ, ১৬।২০ অনুষ্টুপ্, ১৭ দ্বিপদা বিরাট্, ১৯ উষ্ণিক্ ।। ঋষি ১ প্রতর্দন দৈবোদাসি, ২-৪ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ৫।১১ উচথ্য আঙ্গিরস, ৬।৭ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৮।১৫ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৯ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ১২ কবি ভার্গব, ১৩ দেবাতিথি কাণ্ব, ১৪ ভর্গ প্রাগাথ, ১৬ অম্বরীষ বার্ষগির, ঋজিশ্বা ভরদ্বাজ, ১৭ অগ্নি ধিষ্ণ্য ঈশ্বর, ১৮ উশনা কাব্য, ১৯ নৃমেধ আঙ্গিরস, ২০ জেতা মাধুছন্দস ।।

প্রথম খণ্ড

শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥১১৭৫॥

ক্রান্তদর্শী (হৃদয়ে) সদ্যোজাত (পাপ) হরণকারী জ্ঞানস্বরূপ, পবিত্র সোমকে প্রাণবায়ুসকল সহ স্তুতিগান ও স্তোত্রের দ্বারা শোধিত করেন, শোভিত করেন। ক্রান্তদর্শী হয়ে সৌম্য স্বভাব নাদধ্বনি করতে করতে (আধারকে) অতিক্রম করে যায় ।।১১৭৫।।

ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ৎসোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্ ॥১১৭৬॥

যাঁর মন সত্যদ্রষ্টা, যিনি অন্যদের তত্ত্বদর্শন করান, সহস্র দক্ষ কর্মকৃৎ ও শোভনগতিসম্পন্ন ও ক্রান্তদর্শিগণের পথদ্রষ্টা শক্তিমান, শান্তস্বরূপ তিনি দ্যুতিমান দ্যুলোকে স্থান লাভ করতে চেয়ে শোভিত হন ও প্রশংসিত হন ।।১১৭৬।।

চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ॥১১৭৭॥

পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে স্থিত সোমবহনকারী স্তুতিগান ছড়িয়ে পড়লে রমণীয় সৌম্য স্বরূপের জ্যোতিধারারূপ (অজ্ঞানবিনাশক) শক্তিসমূহ কর্মতরঙ্গসমূহ ভেদ করে মহাকাশে (অমৃত সমুদ্রে) মিলিত হয় এবং শক্তিমান সোম চতুর্থ ধাম প্রাপ্ত হন ।।১১৭৭।।

এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামক্ষরন্। বর্ধন্তো অস্য বীর্যম্ ॥১১৭৮॥

এই সৌম্য ভাবসকল অন্তরাত্মার বীর্যকে বাড়িয়ে তুলতে তুলতে কাম্য প্রিয়কে সম্মুখে প্রাপ্ত করায় ।।১১৭৮।।

পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা। তে নো ধত্ত সুবীর্যম্ ॥১১৭৯॥

পবিত্র করতে করতে পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে স্থির হয়ে প্রাণ ও অপান সহ বায়ুমণ্ডলে গমন করতে করতে সোমধারাসমূহ সুবীর্যকে ধারণ করে ।।১১৭৯।।

ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দি চোদয়। দেবানাং যোনিমাসদম্ ॥১১৮০॥

হে সোম! পবিত্র করতে করতে তুমি ইন্দ্রের (পরমাত্মার) ঐশ্বর্যলাভের জন্য হৃদয়কে প্রেরিত কর। দেবতাদের উৎসস্থলে আমরা আসীন হই ।।১১৮০।।

মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ ॥১১৮১॥

দশ ইন্দ্রিয় তোমায় শোভিত করে। সপ্ত ছন্দে[১] রচিত স্তুতিসমূহ তোমায় আকর্ষণ করে থাকে। এরপর জ্ঞানিগণ হর্ষান্বিত হন ।।১১৮১।।

১. বৈদিক ছন্দের সংখ্যা সাত— গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী।

দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ। সং গোভির্বাসয়ামসি ॥১১৮২॥

(হে সোম!) ইন্দ্রিয়সমূহের জন্য, আনন্দের জন্যই ছড়িয়ে দেওয়ার যোগ্য তোমাকে সম্যকরূপে দান করি। জ্ঞানরশ্মিসমূহ দ্বারা আলোকিত করি ।।১১৮২।।

পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ। পরি গব্যান্যব্যত ॥১১৮৩॥

(হৃদয়) কলশে পবিত্রকারী, প্রকাশমান (পাপ) হরণকারী (সোম) আলোকিত আবরণকে (দেহকে) সর্বতোভাবে রক্ষা করুক ।।১১৮৩।।

মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ। ইন্দ্রো সখায়মা বিশ ॥১১৮৪॥

হে সোম! আমাদের সকল ঐশ্বর্য পবিত্র কর। সকল শত্রুর বিনাশ কর। পরমবন্ধুতে (পরমাত্মায়) আবিষ্ট হও ।।১১৮৪।।

নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্বিদম্। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥১১৮৫॥

নিষ্কাম মানুষকে সত্যদর্শনদানকারী, পরমাত্মার দ্বারা গৃহীত, আত্মলোকবেত্তা প্রবহমান অভীষ্ট তোমাকে আমরা ভোগ করি ।।১১৮৫।।

বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি। সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ ॥১১৮৬॥

হে সোম! এই পার্থিব আধারে দ্যুলোকের জ্যোতির বর্ষণকে ক্ষরিত কর। (অন্তঃশত্রু জয়ের) সকল সংগ্রামে সহনশক্তিকে ধারণ করাও ।।১১৮৬।।

দ্বিতীয় খণ্ড

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ। বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥১১৮৭॥

অত্যন্ত অনুগ্রহকারী সহস্রধারাবিশিষ্ট মধুর সৌম্য রস জীবাত্মার হৃদয়কে পবিত্র করতে করতে প্রবহমান হন ।।১১৮৭।।

পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্র গায়ত। সুষ্বাণং দেববীতয়ে ॥১১৮৮॥

হে রক্ষাকামনাকারিগণ! পবিত্রকারী, দেবভাব প্রাপ্তির জন্য সহজলভ্য সৌম্যভাবসম্পন্ন জ্ঞানীকে সম্মুখে প্রশংসা কর ।।১১৮৮।।

পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ। গৃণানা দেববীতয়ে ॥১১৮৯॥

দেবভাব প্রাপ্তির জন্য বা দিব্যভোগের জন্য এবং বলপ্রাপ্তির জন্য প্রশস্যমান সৌম্যস্বভাবের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে।।১১৮৯।।

উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ। দ্যুমদিন্দো সুবীর্যম্ ॥১১৯০॥

হে উজ্জ্বল সোম! আমাদের শক্তি প্রদানের জন্য জ্যোতির্ময় মহান অভীষ্ট সুবীর্য এনে দাও ।।১১৯০।।

অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে। বি বারমব্যমাশবঃ ॥১১৯১॥

সাধকগণের দ্বারা সম্পন্ন সৌম ভাবধারা ঐশ্বর্যপ্রদানের জন্য অশ্বের ন্যায় গতিসম্পন্ন হয়ে অনাদি (অজ্ঞানরূপ) বাধা বিসর্জন দিল ।।১১৯১।।

তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবন্তামা সুবীর্যম্। স্বানা দেবাস ইন্দবঃ ॥১১৯২॥

সেই দিব্য উজ্জ্বল নাদধ্বনিকারী সোমধারা আমাদের জন্য সহস্র সুবীর্য ঐশ্বর্য এনে দিক ।।১১৯২।।

বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন মাতরঃ। দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ ॥১১৯৩॥

যেমনভাবে মায়েরা ডাকতে ডাকতে সন্তানের দিকে যান, সেইভাবে (সাধকের) উজ্জ্বল সৌম্য স্বরূপের জ্যোতিসমূহ নাদধ্বনি করতে করতে (পরমাত্মার) অভিমুখে যায়, সোমধারা জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ক্ষরিত হয় ।।১১৯৩।।

জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥১১৯৪॥

পরমেশ্বরের জন্য নিবেদিত তৃপ্তিকারক, প্রবহমান সোম নাদধ্বনি করল। সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হল ।।১১৯৪।।

অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ। যোনাবৃতস্য সীদত ॥১১৯৫॥

আত্মদর্শনকারী, অধার্মিকদের নাশকারী প্রবহমান সৌম্যস্বরূপের জ্যোতির ধারা দিব্য নিয়মের কারণস্বরূপ পরমাত্মায় আসীন হল ।।১১৯৫।।

তৃতীয় খণ্ড

সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া। ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥১১৯৬॥

অত্যন্ত মাধুর্যযুক্ত উজ্জ্বল সম্পন্ন সৌম্য শক্তিসকল পরমেশ্বরের উদ্দেশে দিব্য নিয়মের ধারায় ব্যাপ্ত হল ।।১১৯৬।।

অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥১১৯৭॥

গাভীরা যেমন সাদরে বাছুরকে কাছে ডাকে, সেইভাবে পরমেশ্বরকে শান্ত রস পান করানোর জন্য জ্ঞানিগণ তাঁকে স্তুতির দ্বারা অন্তরে আহ্বান করেন ।।১১৯৭।।

মদচ্যুৎক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্মা বিপশ্চিৎ। সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ ॥১১৯৮॥

জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দবর্ষণকারী সোম মনরূপ সিন্ধুর বিক্ষোভসংকুল স্থানে বেদবাণীকে আশ্রয় করে বাস করে ।।১১৯৮।।

দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যো বারে মহীয়তে। সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ ॥১১৯৯॥

সোম, যিনি সাধনার শোভা, ক্রান্তদর্শী, সত্যদ্রষ্টা, তিনি দ্যুলোকের নাভিতে অক্ষয় কালে মহীয়ান হয়ে থাকেন ।।১১৯৯।।

যঃ সোমঃ কলশেম্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ। তমিন্দুঃ পরি ষস্বজে ॥১২০০॥

যো সোম (সাক্ষিরূপে) সকল দেহে অন্তরতম হয়ে থাকেন, পবিত্র হৃদয়ে স্থিত তাঁকে পরমাত্মজ্যোতি আলিঙ্গন করেন ।।১২০০।।

প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি। জিন্বন্কোশং মধুশ্চুতম্ ॥১২০১॥

সৌম্য মধুর রস ক্ষরণকারী জীবাত্মার সহায়তা করে আকাশের ঊর্ধ্বতম অধিষ্ঠানে স্থিত পরমাত্মজ্যোতি বৈদিক বাণী প্রেরণ করেন ।।১২০১।।

নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধেনামন্তঃ সবর্দুঘাম্। হিন্বানো মানুষা যুজা ॥১২০২॥

নিত্যজ্ঞানস্বরূপ (পরমাত্মজ্যোতি) সোম অমৃতদোহনকারী বাণীকে স্ত্রী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় মানুষের অন্তরে প্রেরণ করেন ।।১২০২।।

আ পবমান ধারয় রয়িং সহস্রবর্চসম্। অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্ ॥১২০৩॥

হে পবিত্রকারী শান্তজ্যোতি! অনন্ত প্রকাশশীল সৎস্বরূপ আত্মধন আমাদের জন্য ধারণ কর ।।১২০৩।।

অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্বিপ্রঃ স ধারয়া সুতঃ। সোমো হিন্বে পরাবতি ॥১২০৪॥

প্রাণপ্রবাহের দ্বারা সম্পন্ন ক্রান্তদর্শী বিজ্ঞাতা সৌম্যস্বরূপ উত্তম স্থান প্রিয় দ্যুলোকের অভিমুখে দ্রুত গমন করেন ।।১২০৪।।

চতুর্থ খণ্ড

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্মেরিব স্বনঃ। বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥১২০৫॥

(হে সোম!) সমুদ্রের তরঙ্গের শব্দের মত তোমার নাদধ্বনি ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। (তোমার) স্তোত্রের বাণীকে প্রেরণ কর ।।১২০৫।।

প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো[১] মখস্যুবঃ। যদব্য এষি সানবি ॥১২০৬॥

যখন তুমি অক্ষয় হৃদয়গুহায় স্থিত জীবাত্মাকে প্রাপ্ত হও, তখন আনন্দিত সাধকগণ তোমার আগমনে তিন বেদের বাণী উচ্চারণ করতে থাকেন ।।১২০৬।।

১. তিস্রো বাচঃ— ঋক্, যজুঃ ও সাম- এর বাক্যরূপ স্তুতি।

অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চুতম্ ॥১২০৭॥

পর্বতপ্রতিম কঠিন তপস্যায় সিদ্ধ নিত্য জ্যোতিসমূহ দ্বারা সাধকগণ প্রিয় পাপহারক, মধুররসক্ষরণকারী পবিত্র সোমকে নিয়ে আসেন ।।১২০৭।।

আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥১২০৮॥

হে উত্তম আনন্দ! ক্রান্তদর্শী সূর্যের উৎপত্তিস্থলে আসীন করবার জন্য পবিত্র ধারায় শুদ্ধ কর ।।১২০৮।।

স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ। এন্দ্রস্য জঠরং বিশ॥১২০৯॥

হে উত্তম আনন্দ! গমনশীল জ্যোতির দ্বারা শোভিত হয়ে সেই তুমি পবিত্র কর। পরমাত্মার অন্তরে আবিষ্ট হও ।।১২০৯।।

পঞ্চম খণ্ড

অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥১২১০॥

হে সোম! ওই ব্যাপ্তির দ্বারা (অমৃত) বর্ষণ কর, যার দ্বারা আপ্যায়িত জীবাত্মা তোমার (অমৃত বর্ষণ থেকে উৎপন্ন) আনন্দে থেকে সব দিক থেকে আটশ দশবার পাপকে হনন করে ।।১২১০।।

পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শংবরম্। অধ ত্যং তুর্বশং[১] যদুম্ ॥১২১১॥

(হে সোম!) তুমি এখনই সত্যধর্মা ও দিব্য জ্যোতির শরণাপন্ন সাধকের জন্য শান্তিবিঘ্নকারী সমীপস্থ শত্রুকে সম্মুখস্থ হয়ে নাশ কর ।।১২১১।।

১. তুর্বশঃ— চতুর্বর্গলাভে ইচ্ছুক মানুষ।

পরি নো অশ্বমশ্ববিদেগামদিন্দো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥১২১২॥

(হে সোম!) ব্যাপ্তিবিৎ তুমি আমাদের জন্য গতিসম্পন্ন হিরণ্ময় জ্যোতির্ময় হাজার হাজার অভীষ্ট সকল দিক থেকে ক্ষরণ কর ।।১২১২।।

অপঘ্নন্পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥১২১৩॥

সোম (শান্ত ভাব) যজ্ঞবিরোধী বা অদাতা পাপীদের হত্যা এবং শত্রুদের দূর করতে করতে পরমাত্মার পরম পদ প্রাপ্ত করাতে করাতে পবিত্র করে ।।১২১৩।।

মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ। রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥১২১৪॥

হে স্নিগ্ধজ্যোতি! পবিত্রস্বরূপ (পরমাত্মা)। মহান ঐশ্বর্য ভরে দাও। শত্রুদের নাশ কর। বীর্যযুক্ত যশ দান কর ।।১২১৪।।

ন ত্বা শতং চ ন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমা মিনন্। যৎপুনানো মখস্যসে ॥১২১৫॥

যখন শুদ্ধস্বরূপ তুমি ঐশ্বর্য দিতে চাও, তখন শত শত হরণশীল শত্রু ঐশ্বর্যদানকারী তোমাকে পরাস্ত করতে পারে না ।।১২১৫।।

অযা পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ। হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥১২১৬॥

যে ধারায় তুমি সূর্যকে প্রকাশ কর, সেই ধারায় মনুষ্যগণকে কর্মে প্রেরণ করতে করতে (চৈতন্যময় করে) পবিত্র কর ।।১২১৬।।

অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥১২১৭॥

পাবক শান্তস্বরূপ যাতে অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হন, সেইজন্য (অন্তরিক্ষস্থ) সূর্যকিরণকে অন্তঃকরণের সঙ্গে যুক্ত করলেন ।।১২১৭।।

উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে। ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥১২১৮॥

সোম (শান্তস্বরূপ) পরমাত্মা— এই বলে ব্যাপ্তির জন্য সূর্য তাঁর কিরণের রথে (সোমকে) যুক্ত করলেন ।।১২১৮।।

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।
যো মর্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপুর্মূর্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ ॥১২১৯॥

হে একত্রে জ্ঞানযজ্ঞকারী! মরণশীলদের মধ্যে নিরন্তর স্থির, দিব্য নিয়ম ধারণকারী, শ্রেষ্ঠজ্যোতি, অমৃতসেবী, পবিত্রকারী, প্রকাশমান, যজনীয়তম, অগ্রণী চৈতন্যকে তৈজস ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা তোমাদের জ্ঞানযজ্ঞে (পরমাত্মার) দূত কর ।।১২১৯।।

প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা মহঃ সংবরণাদ্ব্যস্থাৎ।
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥১২২০॥

যখন মহান্ জ্যোতি বিচরণভূমিতে অশ্বের ন্যায় দ্রুত গ্রাস করার জন্য (অজ্ঞানকে) ধ্বংস করেন, তখন (অজ্ঞানের) আবরণ (থেকে জীবাত্মা) মুক্ত হয় এবং তখনই এঁর শুদ্ধ স্বরূপকে প্রাণবায়ু অনুসরণ করে। তাঁর নীচে তোমার গমন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ।।১২২০।।

উদ্যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এষি সং দূতো অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্ ॥১২২১॥

হে শক্তিমান অগ্রণী জ্যোতি! (সাধকের অন্তরে) নব উন্মেষিত তোমার যে নিত্য প্রজ্বলিত শিখাগুলি উত্তমরূপে ঊর্ধ্বে গমন করে, সেই তুমি আহুতি হয়ে দ্যুলোকে সূর্যকে প্রাপ্ত হও। হে অগ্নি। দূত হয়ে সকল দিব্য জ্যোতিকে প্রাপ্ত হও ।।১২২১।।

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায়[১] হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥১২২২॥

বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট মেঘকে বধ করার জন্য (ভূমিতে পাতিত করার জন্য) ওই ইন্দ্রকে বলিষ্ঠ কর। সেই বর্ষণকারী বর্ষণ করুন ।।১২২২।।

১. বৃত্রায়— মেঘকে।

ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলে হিতঃ। দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥১২২৩॥

সেই ইন্দ্র সংযম অবলম্বন করে উত্তম শক্তিমান হলেন। তিনি শক্তিতে নিহিত। তিনি জ্যোতি, শব্দময় সৌম্যস্বরূপ ।।১২২৩।।

গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ। ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ ॥১২২৪॥

স্বরূপ থেকে বিচ্যুত না হয়ে, বজ্রের ন্যায় কঠোর তিনি শক্তিকে অবলম্বন করে শব্দের দ্বারা রচনা করলেন। অপরাজেয় তিনি (সৃষ্টিকে) বহন করতে চাইলেন ।।১২২৪।।

সপ্তম খণ্ড

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়। পুনাহীন্দ্রায় পাতবে ॥১২২৫॥

হে অধ্বর্যু! (অন্ধকাররূপ) মেঘপুঞ্জ থেকে নিঃসৃত সোমকে পবিত্র (হৃদয়ে) আনয়ন কর। জীবাত্মার রক্ষার জন্য পবিত্র কর। হে হিংসাহীন যজ্ঞকারী! পাষাণ কঠিন সাধনার দ্বারা অভিষুত সৌম্য স্বরূপকে পবিত্র (হৃদয়ে) স্থাপন কর। পরমেশ্বরকে উৎসর্গ করার জন্য পবিত্র কর ।।১২২৫।।

তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্যাশত। পবমানস্য মরুতঃ ॥১২২৬॥

হে উজ্জ্বল সোম! ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণবায়ুসকল তোমার পবিত্রকারী মধুর রসের স্তব সকল দিকে ব্যাপ্ত করল ।।১২২৬।।

দিবঃ পীযূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥১২২৭॥

দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ, মধুরতম অমৃত সৌম্যরস (অজ্ঞাননাশক) অস্ত্রধারণকারী পরমেশ্বরের জন্য সম্পন্ন কর ।।১২২৭।।

ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা ॥১২২৮॥

নেতৃস্থানীয় মানুষদের দ্বারা ঢেলে দেওয়া ইন্দ্রিয়সমূহের হর্ষকারক, দ্যুলোকের ধারক, সম্পাদিত রসরূপ, শক্তিমান বহনকারী (শান্তস্বভাব) ঘোড়ার সমান বেগে পবিত্র করে, শব্দসমূহতে বিনা যত্নে সব দিক থেকে বলকে বাড়িয়ে তোলে ।।১২২৮।।

শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ স্ব সিষাসন্রথিরো গবিষ্টিষু।
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষিভিঃ ॥১২২৯॥

দ্রুতগামী বীরের মত আত্মলোকে আসীন হতে চেয়ে (অন্তঃশত্রু জয়ের) যুদ্ধসমূহে ইচ্ছুক সাধক প্রাণ ও অপান বায়ুর অস্ত্রকে ধারণ করেন। ইন্দ্রের (স্বীয় আত্মার)বীর্যকে প্রণোদিত করে জ্ঞানসাধনা ও কর্মসাধনার দ্বারা সৌম্য স্বরূপকে জাগিয়ে তুলে এগিয়ে নিয়ে যান ।।১২২৯।।

ইন্দ্রস্য সোম পবমান উর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।
প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া নো বাজাং উপ মাহি শশ্বতঃ ॥১২৩০॥

হে পবিত্রকারী সৌম্যস্বরূপ! তোমার (জ্যোতির্ময়) ধারা সহ পরমাত্মার হৃদয়ে আবিষ্ট হও। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ যেমন দ্যুলোক ও পৃথিবীকে উপচে পড়া সম্পদে ভরিয়ে দেয়, সেইভাবে আমাদের (জ্যোতির্ময়) জ্ঞানের দ্বারা নিত্য ঐশ্বর্যের কাছে উপনীত কর, ভরিয়ে দাও ।।১২৩০।।

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্‌ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥১২৩১॥

হে পরমেশ্বর! যখন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিক থেকে তোমাকে মানুষেরা ডাকে, তখন সর্বত্র এক সঙ্গে সকলের সামনে তুমি থাক। হে সব থেকে অধিক তেজস্বী! মনুষ্যদের দ্বারা অতিশয় আহুত তুমি প্রত্যেক মানুষে আছ ।।১২৩১।।

যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।
কণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি ॥১২৩২॥

হে ইন্দ্র! যদিও তুমি রুম[১], রুশম[২], শ্যাবক[৩], কৃপ[৪] (সকলকেই) একসঙ্গে আনন্দিত কর, তথাপি বেদবাহক ঋষিগণ যখন তোমাকে স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অন্বেষণ করে, তখন (স্বয়ং আনন্দস্বরূপ) তুমি (তাদের সঙ্গে) মিলিত হও ।।১২৩২।।

১. রুম—রমণীয় স্থান, কোন মানুষের নাম।

২. রুশম—হিংসক, দুষ্ট, কোন মানুষের নাম।

৩. শ্যাবক—পিঙ্গল, অন্ধকার, কোন মানুষের নাম।

৪. কৃপ—কৃপাপরায়ণ, কোন মানুষের নাম।

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবান্‌ৎসামপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥১২৩৩॥

সম্মুখে উচ্চারিত আমাদের স্তুতি ও বন্দনা ইন্দ্র শুনুন এবং অতিবল ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র সোমপানের জন্য মন ও বুদ্ধিসহ আগমন করুন ।।১২৩৩।।

তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি সোমকামং হি তে মনঃ ॥১২৩৪॥

স্বয়ং প্রকাশমান সেই কামবর্ষক পরমেশ্বরকে সকল জ্ঞানিজন (আত্ম)-বীর্য দ্বারা (অন্তরে) আবির্ভূত করেছেন, কারণ (হে পরমেশ্বর) তোমার মননশক্তি (হৃদয়গত) সৌম্য ভাব কামনা করে এবং (আকাশাদি) উপমাসমূহের মধ্যে প্রথম তুমি (সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের থেকে সূক্ষ্ম কিছু নেই) (সাধকের হৃদয়ে) আসন পাত ।।১২৩৪।।

অষ্টম খণ্ড

পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ। বায়ুমা রোহ ধর্মণা ॥১২৩৫॥

হে দেব! পবিত্র কর। তোমার আয়ুহিতকর আনন্দ ইন্দ্রের নিকট গমন করুক। স্বভাবের দ্বারা তুমি প্রাণবায়ুতে আরোহণ কর ।।১২৩৫।।

পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্। ইন্দ্রো সমুদ্রমা বিশ ॥১২৩৬॥

হে পবিত্রকারক রমণীয় সোম! প্রশংসনীয় ঐশ্বর্য ক্ষরণের জন্য তুমি হৃদয়াকাশে আবিষ্ট হও ।।১২৩৬।।

অপঘ্নন্পবসে মৃধঃ ক্রতুবিসোম মসরঃ। নুদস্বাদেবযুং জনম্ ॥১২৩৭॥

হে সোম! হর্ষদায়ক এবং বুদ্ধিলাভকারক তুমি শত্রুদের বিনষ্ট করে পবিত্র কর, দিব্যস্বভাববর্জিত (নাস্তিক) মানুষকে তুমি দূরে সরিয়ে দাও ।।১২৩৭।।

অভী নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ শতস্পৃহম্।
ইন্দ্রো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভাসহম্ ॥১২৩৮॥

হে প্রকাশস্বরূপ! আমাদের অভিমুখে বলপ্রদানকারী, শতরূপে স্পৃহনীয়, সহস্র প্রকারে ভরণপোষণকারী, অত্যন্ত যশোযুক্ত (অন্যান্য) প্রকাশকে অভিভবকারী (বিদ্যাদি) ধন প্রাপ্ত করাও ।।১২৩৮।।

বয়ং তে অস্য রাধসো বসোর্বসো পুরুস্পৃহঃ।
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে তে অধ্রিগো ॥১২৩৯॥

হে জ্যোতির্ময়, অপ্রতিহতশক্তি! আমরা তোমার এই (ঐহিক) উপহারের ধনের থেকে অভীষ্ট ধন (মোক্ষরূপ) আনন্দে তোমার আত্যন্তিক সামীপ্য পেতে চাই ।।১২৩৯।।

পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য উর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যয়ুঃ ॥১২৪০॥

জ্যোতিধারা কামনাকারী যে সোমধারা হিংসাহীন সাধনযজ্ঞে প্রকাশমান দীপ্তি সহ ঊর্ধ্বলোকে গমন করে, সেই রমণীয় উজ্জ্বল, আনন্দ বর্ষণকারী সৌম্যস্বরূপ নাদধ্বনি করতে করতে অক্ষয় হৃদয়াকাশে সর্বতোভাবে ক্ষরিত হল ।।১২৪০।।

পবস্ব সোম মহান্ৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম ॥১২৪১॥

হে শান্তস্বরূপ! মহান্ সমুদ্র, (প্রকাশস্বরূপ) দেবতাদের পিতা, তুমি সকল লোককে সর্বতোভাবে পবিত্র কর ।।১২৪১।।

শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ ॥১২৪২॥

হে সৌম্যস্বরূপ! উজ্জ্বল তুমি দেবতাদের জন্য, দ্যুলোক ও পৃথিবীর জন্য এবং ভূতবর্গের জন্য শান্তি প্রবাহিত কর ।।১২৪২।।

দিবো ধর্ত্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে বিধর্মন্বাজী পবস্ব ॥১২৪৩॥

তুমি দ্যুলোকের ধারক। উজ্জ্বল, অমৃত, সত্যে বিধৃত, ঐশ্বর্যশালী তুমি পবিত্র কর ।।১২৪৩।।

নবম খণ্ড

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নে রথং ন বেদ্যম্ ॥১২৪৪॥

প্রিয়তম অতিথি, মিত্রের মত প্রিয়, বেদিতে স্থিত, রথের ন্যায় দেবতাদের বাহন অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তুতি করি ।।১২৪৪।।

কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা। নি মর্ত্যেষ্বাদধুঃ ॥১২৪৫॥

ক্রান্তদর্শীর ন্যায় প্রশংসনীয় যাঁকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা দুভাবে (অন্তরে ও বাহিরে) এই মর্তের জীবদের মধ্যে নিভৃতে ধারণ করেন ।।১২৪৫।।

ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৃঃ পাহি শৃণুহী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা ॥১২৪৬॥

হে বলিষ্ঠ দাতা! সানন্দে কর্মরত মানুষদের রক্ষা কর এবং তাদের সন্তানকে আত্মশক্তি দিয়ে রক্ষা কর, তুমি তাদের প্রার্থনা শোন ।।১২৪৬।।

এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য।
গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দিবঃ ॥১২৪৭॥

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রিয়, সর্বদা জয়শীল, অগোপনীয় (প্রকাশময়) তুমি মেঘের মত সকল দিক ব্যেপে আছ। অন্তরিক্ষের পালক তুমি এস, মিলিত হও ।।১২৪৭।।

অভি হি সত্য সোমপা উভে ৰভূথ রোদসী।
ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥১২৪৮॥

হে সত্য, শান্তস্বরূপের পালক পরমেশ্বর (ইন্দ্র)! শান্ত ভাবের আরাধনাকারীদের বর্ধক দ্যুলোকের প্রভু তুমি পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, উভয়ের দিকে চেয়ে আছ ।।১২৪৮।।

ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র ধর্ত্তা পুরামসি।
হন্তা দস্যোর্মনোর্বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥১২৪৯॥

হে পরমেশ্বর! তুমিই চিরকালীন অনন্ত লোকসমূহের ধারক। (অজ্ঞানরূপ) দস্যুর নাশক, মননশক্তির বর্ধনকারী এবং দিব্য চেতনার পালক ।।১২৪৯।।

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥১২৫০॥

বিশ্বের সকল কর্মের ধারক, (অজ্ঞাননাশক) অস্ত্রধারী, বহুস্তত ইন্দ্র দেহরূপ দুর্গ ভেঙে ফেললেন। চির আয়ুষ্মান্, ক্রান্তদর্শী, অমিতশক্তিসম্পন্ন চৈতন্য জাগ্রত হল।

জীবদেহভেদকারী, বলশালী, ক্রান্তদর্শী, অপরিমিত ওজস্বী সকল কর্মের ধারক পাপহন্তা, (বেদে) অধিক-স্তত ইন্দ্র জন্মালেন ।।১২৫০।।

১. পরাং ভিন্দুঃ— জীবদেহের অন্তরাত্মা।

ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো ৰিলম্।
ত্বাং দেবা অৰিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥১২৫১॥

হে (অজ্ঞাননাশক) অস্ত্রধারী! তুমি দ্যুতিমান, নির্ভয়, বলিষ্ঠ হৃদয়গুহাকে (গুহার দরজাকে) খুলে দিলে। তোমার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে দ্যুতিমান ইন্দ্রিয়সকল আলোকিত হৃদয়ে আবিষ্ট হল ।।১২৫১।।

ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমৈরনূষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥১২৫২॥

(ধারণ, আকর্ষণ ইত্যাদি) শক্তির দ্বারা প্রভুত্বকারী ইন্দ্র, যাঁর সহস্র এবং বহুপ্রকারের ঐশ্বর্য আছে, তাঁকে স্তুতির দ্বারা সর্বতোভাবে পরিতুষ্ট কর ।।১২৫২।।

দশম অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৯৪ ।। সূক্তসংখ্যা ২৩ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৭, ১১-১৩, ১৬-২০ পবমান সোম, পবমানী অধ্যেতা স্তুতি, ৯ অগ্নি, ১০।১৪।১৫।২১-২৩ ইন্দ্র ।। ছন্দ ১।৯ ত্রিষ্টুপ্, ২-৭, ১০।১১।১৬।২০।২১ গায়ত্রী, ৮।১৮।২৩ অনুষ্টুপ্, ১২ (১-২), ১৪,১৫ প্রগাথ, ১৩ (৩), ১৯ দ্বিপদা বিরাট্; ১৩ জগতী, ১৪ নিবৃদ্বৃহতী, ১৭।২২ উষ্ণিক্, ১২।১৯ দ্বিপদা পঙ্ক্তি ।। ঋষি ১ পরাশর শাক্ত্য, ২ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৩ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ৪।৭ রাহূগণ আঙ্গিরস, ৬ ইধ্মবাহু, ৮ পবিত্র আঙ্গিরস বা বশিষ্ঠ বা উভয়ে, ৯ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ বৎস কাণ্ব, ১১ শত বৈখানসগণ, ১২ সপ্ত ঋষি (নাম পূর্বে দ্রষ্টব্য), ১৩ বসু ভরদ্বাজ, ১৪ নৃমেধ, ১৫ ভর্গ প্রাগাথ, ১৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১৭ মনু আপ্সব, ১৮ অম্বরীষ বার্ষগির, ঋজিশ্বা ভরদ্বাজ, ১৯ অগ্নিধিষ্ণ্য ঈশ্বর, ২০ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ২১ ত্রিশোক কাণ্ব, ২২ গৌতম রাহূগণ, ২৩ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ।।

প্রথম খণ্ড

অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ জনয়ন্প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥১২৫৩॥

(পৃথিবী আদি লোকের) পালক পরমাত্মা ভূলোকের প্রজাদের উৎপন্ন করতে করতে সকলের আয়া (থেকে) (সকলের) ধারক হয়ে সকলকে অতিক্রম করে থাকলেন ও কামনা পূরণ করতে থাকলেন। পর্বতের একান্তে পবিত্র স্থানে (ধ্যানের দ্বারা) শব্দকে প্রাপ্ত হয়ে অভিষিক্ত আনন্দামৃত মেঘের ন্যায় বৃহৎ হয়ে বাড়তে থাকল ।।১২৫৩।।

মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো মৎসি মিত্রাবরুণা পূযমানঃ।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম ॥১২৫৪॥

হে দিব্যগুণযুক্ত শান্তস্বরূপ! তুমি আমাদের ঐশ্বর্যদান ও ইষ্টপূরণের জন্য বিশ্বপ্রাণকে আনন্দিত কর, প্রাণ ও অপানবায়ুকে পবিত্র করে আনন্দিত কর, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণবায়ুর বলকে আপ্যায়িত কর, ইন্দ্রিয়সকলকে হৃষ্ট কর, দ্যুলোক ও পৃথিবীকে আনন্দে ভরে দাও ।।১২৫৪।।

মহত্তৎসামো মহিষশ্চকারাপাং যদগর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎসূর্যে জ্যোতিরিন্দুঃ ॥১২৫৫॥

সোমরস (অমৃত পরমাত্মা) যিনি কর্মের গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলিকে (অথবা, জলের গ্রাহক বায়ু আদি দেবতাদের) বরণ করেন— গুণের দ্বারা মহান (সেই সোম) মহৎ কর্ম করেন পাবক সোম জীবাত্মাতে বলকে ধারণ করেন, আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশকে উৎপন্ন করেন ।।১২৫৫।।

এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তে। অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥১২৫৬॥

এই অমৃত দ্যুতিমান সোম দেহ (বা হৃদয়) কলশের অভিমুখে পাখীর মত উড্ডীয়মান হয়ে আসীন হন ।।১২৫৬।।

এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥১২৫৭॥

এই দেবতা জ্ঞানীদের দ্বারা স্তুত হয়ে কর্মযজ্ঞে আহুতিদানকারীর জন্য ঐশ্বর্যসমূহ ধারণ করে তার সকল কর্মসাধনায় ব্যাপ্ত হন ।।১২৫৭।।

এষ বিশ্বানি বার্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ। পবমানঃ সিষাসতি ॥১২৫৮॥

এই (সোম) গতিশীল বীরের মত সত্বগুণগুলি সহ প্রবাহিত হয়ে সকল বরণীয় ঐশ্বর্যগুলি এনে রাখতে চান ।।১২৫৮।।

এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দিশস্যতি। আবিষ্কৃণোতি বগ্বনুম্ ॥১২৫৯॥

এই দেবতা (প্রাণ ও অপানরূপ) রথে গমন করেন, পবিত্র করে ঐশ্বর্য দান করেন। নাদধ্বনিকে (বা বৈদিক বাণীকে) প্রকট করেন ।।১২৫৯।।

এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ। হরির্বাজায় মৃজ্যতে ॥১২৬০॥

এই নবীন শুদ্ধসত্ত্ব দেবতা স্তুতিকারীগণ ও দিব্য নিয়ম অনুসরণকারিগণ দ্বারা পবিত্র হয়ে শক্তিলাভের জন্য সংস্কৃত হন ।।১২৬০।।

এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাংসি ধাবতি। পবমানো অদাভ্যঃ ॥১২৬১॥

এই শুদ্ধসত্ত্ব দেবতা জ্ঞানিগণের দ্বারা পবিত্রীকৃত ও সরলীকৃত হয়ে কুটিলতাকে অতিক্রম করে দ্রুত গমন করেন ।।১২৬১।।

এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাংসি ধারয়া। পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥১২৬২॥

ইনি এঁর প্রবাহে অপবিত্র পাপসমূহ দূরে সরিয়ে পবিত্র করতে করতে এবং নাদধ্বনি করতে করতে দ্যুলোকের প্রতি ধাবিত হন ।।১২৬২।।

এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজাংস্যস্তৃতঃ। পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥১২৬৩॥

ইনি পাপসমূহ দূর করে, হিংসাশূন্য শোভন নির্মল কর্মকে ধারণ করে দ্যুলোক গমন করেন ।।১২৬৩।।

এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ॥১২৬৪॥

হরণশীল দ্যোতমান, এই সোম পুরাতন জন্ম থেকে সম্পন্ন হয়ে পবিত্র আধারে ইন্দ্রিয়গুলির জন্য আসেন। এই শান্তস্বরূপ দিব্যভাবাপন্ন সাধক পূর্বজন্মের প্রযত্নের দ্বারা দিব্য ভাবসমূহের জন্য সম্পন্ন হয়ে ও পাপহরণকারী হয়ে পবিত্র আধারে গমন করেন ।।১২৬৪।।

এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥১২৬৫॥

এই সেই বহুজন্মের কঠোর সাধনসম্পন্ন (পুরুষ) জন্মলাভ করেই পরম অভীষ্টকে উদ্ধার করে শান্তস্বরূপসম্পন্ন হয়ে (নিষ্কাম) কর্মধারায় পবিত্র করেন ।।১২৬৫।।

দ্বিতীয় খণ্ড

এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥১২৬৬॥

এই সোম, বীর যেমন শীঘ্রগতি বাহনগুলির সাহায্যে যান, সেইভাবে দ্রুতগতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের দ্বারা গমন করেন। তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরের মোক্ষপদ লাভ করেন ।।১২৬৬।।

এষ পুরু ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে। যত্রামৃতাস আশত ॥১২৬৭॥

যেখানে অমৃত জ্যোতিসকল ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই অনন্তে এই শান্তস্বরূপ দিব্য কর্ম সাধনের জন্য অনবরত জ্ঞানকে প্রকাশিত করেন ।।১২৬৭।।

এতং মৃজন্তি মর্জ্যমুপ দ্রোণেষ্বায়বঃ। প্রচক্রাণং মহীরিষঃ ॥১২৬৮॥

মানুষেরা (হৃদয়) কলশসমূহে স্থিত মহান অভীষ্টপূরণকারী সংস্কার্য এঁকে সমীপস্থ হয়ে মার্জিত করে ।।১২৬৮।।

এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা। যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ॥১২৬৯॥

যখন ক্রোধাদি অশান্ত শক্তি আঘাত করতে থাকে, তখন এই শান্তস্বরূপ পবিত্র পথে অন্তরে নিহিত হয়ে রক্ষিত হন ।।১২৬৯।।

এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ। পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্ ॥১২৭০॥

অনন্তের প্রভু হয়ে এই শক্তিমান, তেজোময় শুভ্র জ্যোতিসকল সহ গমন করেন ।।১২৭০।।

এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো বৃষা। নৃম্ণা দধান ওজসা ॥১২৭১॥

পৌরুষের দ্বারা তেজকে ধারণ করে মনুষ্যগণের মধ্যে উত্তম বলবান এই শান্তস্বরূপ (সাধক) তীক্ষ্ণ জ্যোতিরশ্মিগুলি সবেগে কম্পিত করেন ও স্থির থাকেন ।।১২৭১।।

এষ বসূনি পিব্দনঃ পরুষা যযিবাং অতি। অব শাদেষু গচ্ছতি ॥১২৭২॥

ইনি এই (ক্ষয়িষ্ণু) ক্ষেত্র, সমূহে স্থিত জড় ও কঠিন ধনসমূহকে অতিক্রম করে যেতে যেতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন ।।১২৭২।।

এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরিং হিন্বন্তি যাতবে। স্বাযুধং মদিন্তমম্ ॥১২৭৩॥

এই সেই নিজ রক্ষক, শ্রেষ্ঠ আনন্দস্বরূপ, পাপহরণকারী সোমকে দশ ইন্দ্রিয় (আত্মমার্গে) গমনের জন্য প্রণোদিত করেন ।।১২৭৩।।

তৃতীয় খণ্ড

এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যা বারেভিরব্যত। গচ্ছন্বাজং সহস্রিণম্ ॥১২৭৪॥

এই সেই বলিষ্ঠ দ্রুতগতি সোম যেতে যেতে অসংখ্য ঐশ্বর্য লাভ করেন ও অক্ষয় জ্যোতিসমূহ দ্বারা রক্ষিত হন ।।১২৭৪।।

এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥১২৭৫॥

তিন বেদের স্তুতি এই উজ্জ্বল রমণীয় পাপহরণকারী সোমকে নিয়ে আসে কঠিন সাধনায় পরমেশ্বরের পেয় হওয়ার জন্য ।।১২৭৫।।

এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি। গচ্ছং জারো ন যোষিতম্ ॥১২৭৬॥

(পরমেশ্বরকে) আহ্বান যেমন স্তুতিকে অবলম্বন করে হয়, সেইভাবে মধুর সোমরস বহনকারী স্তুতির মত এই সেই মধুর সোম নিমেষে মানুষের সত্তায় আবিষ্ট হয় ।।১২৭৬।।

এষ স্য মদ্যো রসোঽব চষ্টে দিবঃ শিশুঃ। য ইন্দুর্বারমাবিশৎ ॥১২৭৭॥

এই সেই দ্যুলোকের আনন্দজনক স্নেহ- উদ্রেককারী শিশু নীচে (পৃথিবীর দিকে) তাকিয়ে আছে, যে রমণীয় (সোম) জ্যোতিতে প্রবেশ করেছে ।।১২৭৭।।

এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্ ॥১২৭৮॥

এই সেই পাপহরণকারী ধারক সোম (পরমেশ্বরের) পানের জন্য সম্পন্ন হয়েছে, নাদধ্বনিপূর্বক প্রিয় উৎসের দিকে গমন করছে ।।১২৭৮।।

এতং ত্যং হরিতো দশ মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥১২৭৯॥

এই তাকেই লক্ষ্য করে দশ ইন্দ্রিয় আনুকূল্য প্রার্থনা করে সংস্কৃত হয় যেগুলির (সংস্কৃত ইন্দ্রিয়গুলির) দ্বারা সাধক নিজেকে আনন্দের জন্য শুদ্ধ করে ।।১২৭৯।।

চতুর্থ খণ্ড

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসম্পতিঃ। অব্যং বারং বি ধাবতি ॥১২৮০॥

এই ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নিষ্কাম কর্মী মানুষদের দ্বারা (হৃদয়ে)নিহিত, বিশ্ববেত্তা মনের প্রভু (সোম) অক্ষয় জ্যোতির দিকে ধাবিত হন ।।১২৮০।।

এষ পবিত্রে অক্ষরৎসোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ। বিশ্বা ধামান্যাবিশন্ ॥১২৮১॥

সকল লোকে আবিষ্ট হয়ে এই সোম ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে পবিত্র হৃদয়ে ক্ষরিত হন ।।১২৮১।।

এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ। বৃত্রহা দেববীতমঃ ॥১২৮২॥

এই অমৃত, দ্যুতিমান, (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার নাশকারী; দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, উৎসের (পরমেশ্বরের) আশ্রয়ে থেকে মঙ্গল করেন ।।১২৮২।।

এষ বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জামিভির্যতঃ। অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥১২৮৩॥

দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযত এই শক্তিমান্ শুদ্ধসত্ত্ব নাদধ্বনি করতে করতে হৃদয়ের অভিমুখে (অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরের কাছে) প্রবাহিত হন ।।১২৮৩।।

এষ সূর্যমরোচয়ৎপবমানো অধি দ্যবি। পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥১২৮৪॥

পবিত্র অধিষ্ঠানে স্থিত, আনন্দপ্রবাহে মিলিত আনন্দ, এই পবিত্রকারী সোম দ্যুলোকের অধিষ্ঠানে সূর্যকে আনন্দিত করলেন ।।১২৮৪।।

এষ সূর্যেণ হাসতে সংবসানো বিবস্বতা। পতির্বাচো অদাভ্যঃ ॥১২৮৫॥

এই বাক্যের পালক, কুটিলতাহীন সোম জ্যোতির্ময় সূর্যের দ্বারা সম্যকরূপে আলোকিত হয়ে প্রকাশমান হন ।।১২৮৫।।

পঞ্চম খণ্ড

এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে। পুনানো ঘ্নন্নপ স্রিধঃ ॥১২৮৬॥

এই ক্রান্তদর্শী, বেদবাণী দ্বারা স্তুত, পবিত্র অধিষ্ঠানে স্থিত, পবিত্রকারী সোম অন্তঃশত্রুসকলকে হত্যা করে হৃদয়ে ক্ষরিত হন ।।১২৮৬।।

এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎপরি ষিচ্যতে। পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥১২৮৭॥

জীবাত্মা (ইন্দ্র) ও প্রাণবায়ুর জন্য অথবা (পরমাত্মা ও বিশ্বপ্রাণের জন্য) পবিত্র হৃদয়ে আত্মলোকজয়ী নিপুণ সাধনালব্ধ এই সোম সিঞ্চিত হতে থাকেন ।।১২৮৭।।

এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো মূর্ধা বৃষা সুতঃ। সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥১২৮৮॥

দেহরূপ আধারসমূহে সম্পন্ন, বিশ্ববেত্তা, মধুর শান্তস্বরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী মানুষদের দ্বারা দিব্যভাবনার শীর্ষে রক্ষিত হন ও অভীষ্ট বর্ষণ করেন ।।১২৮৮।।

এষ গব্যুরচিক্রদৎপবমানো হিরণ্যয়ুঃ। ইন্দু সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥১২৮৯॥

(অন্তঃশত্রুসকলের সঙ্গে) যুদ্ধকামী, তেজোকামী, সর্বদা জয়ী, অপরাজেয় এই পবিত্রকারী সৌম্যস্বরূপ নাদধ্বনি করলেন ।।১২৮৯।।

এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥১২৯০॥

এই বলবান্, অভীষ্টবর্ষণকারী, পাপহরণকারী পবিত্র হয়ে অন্তরিক্ষে ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হন ।।১২৯০।।

এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি। দেবাবীরঘশংসহা ॥১২৯১॥

এই বলবান্, সরলগতি সোম, দেবগণের সন্তোষকারী, পাপনাশক, পবিত্র হয়ে (হৃদয়ে) ক্ষরিত হন ।।১২৯১।।

ষষ্ঠ খণ্ড

স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥১২৯২॥

সেই অভীষ্টবর্ষণকারী সোম দেবকাম হয়ে, রিপুসমূহ নাশ করে সম্পন্ন হয়ে দেবতার পানের জন্য (সাধকের) পবিত্র হৃদয়ে গমন করেন ।।১২৯২।।

স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। অভি যোনিং কনিক্রদৎ ॥১২৯৩॥

সেই ধারক, দর্শনকারী, পাপহারী পবিত্র হৃদয়ে গমন করেন। উৎসের অভিমুখে নাদধ্বনি করেন ।।১২৯৩।।

স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি। রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥১২৯৪॥

সেই শক্তিমান, পবিত্রকারক, দ্যুলোকের আলো, রিপুনাশক অক্ষয় চৈতন্যে প্রবাহিত হন ।।১২৯৪।।

স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ। জামিভিঃ সূর্যং সহ ॥১২৯৫॥

তিনি জ্ঞানকিরণসমূহ সহ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত করেন ।।১২৯৫।।

স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ। সোমো বাজমিবাসরৎ ॥১২৯৬॥

সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক, অভীষ্টবর্ষণকারী, অসীম ব্যাপ্তিদানকারী, সরল সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপ আত্মজ্যোতির ন্যায় হৃদয়ে গমন করেন ।।১২৯৬।।

স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি। ইন্দুরিন্দ্রায় মংহয়ন্ ॥১২৯৭॥

সেই দ্যুতিমান সোম ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ দ্বারা অভিলষিত হয়ে (হৃদয়) কলশ অভিমুখে প্রবাহিত হন। উজ্জ্বল সোম পরমেশ্বরের জন্য দ্যুতিমান হন ।।১২৯৭।।

সপ্তম খণ্ড

যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥১২৯৮॥

ঋষিগণের দ্বারা সম্প্রাপ্ত (বেদবাণীরূপ) অমৃতরসকে (আস্বাদ করে) যিনি পবিত্র হন তিনি অনন্ত বিশ্বের সকল পবিত্র বস্তুরই রস (সার) গ্রহণ করেন ।।১২৯৮।।

পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥১২৯৯॥

ঋষিগণের দ্বারা সম্প্রাপ্ত (বেদবাণীরূপ) অমৃতরসকে (আস্বাদ করে) যিনি পবিত্র হন তাঁর জন্য পরাজ্ঞানরূপ দেবী সরস্বতী দুধ, ঘি, মধু ও উদকতুল্য উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ সত্ত্বজ্ঞানপ্রবাহ বর্ষণ করেন ।।১২৯৯।।

পাবমানীঃ স্বস্ত্যযনীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চুতঃ।
ঋষিভিঃ সংভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্ ॥১৩০০॥

পবিত্রকারী, শুভদা, প্রচুর ঐশ্বর্যদায়িনী অমৃতরসধারা ঝরে পড়ল। ঋষিগণের দ্বারা সম্প্রাপ্ত (সেই) অমৃতরস ব্রহ্মজ্ঞদের আধারে নিহিত হল ।।১৩০০।।

পাবমানীর্দধন্তু ন ইমং লোকমথো অমুম্।
কামান্ৎসমর্ধয়ন্তু নো দেবীর্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ ॥১৩০১॥

পবিত্রকারী (বাগ্) দেবী ইহলোক ও পরলোককে ধারণ করুন। বিদ্বানগণ (আলোকপ্রাপ্ত) দ্বারা সংগৃহীত সেই বাণীসকল আমাদের কামনাগুলি সমৃদ্ধ করুক ।।১৩০১।।

যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা।
তেন সহস্রধারেণ পাবমানীঃ পুনন্তু নঃ ॥১৩০২॥

জ্ঞানিগণ যে পবিত্র সত্ত্বধারায় নিজেকে শুদ্ধ করেন, সেই পবিত্রকারিণী সত্ত্বজ্ঞানধারা সহস্রধারায় আমাদের পবিত্র করুক ।।১৩০২।।

পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্।
পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥১৩০৩॥

পবিত্রকারিণী (সোমধারা) শুভদা, সেই ধারাসমূহ সহ (সাধক) আনন্দকে প্রাপ্ত হন, পুণ্য ভোগ্যসকল আত্মস্থ করেন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন ॥১৩০৩॥

অষ্টম খণ্ড

অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্বী স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম্ ॥১৩০৪॥

আমরা নম্র হয়েও মহান, বিচিত্রজ্যোতি, সদা নবীন তাঁর কাছে যাব যিনি নিজ গৃহে (সাধকের অন্তঃস্থলে) প্রজ্বলিত হয়ে দীপ্তিমান, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তঃস্থলে বিশাল, নিজের দ্বারাই নিজে আহুত, সকল ভুবনে (সাধকের) ও (জীবাত্মার) সমীপবর্তী ॥১৩০৪॥

স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নি ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
স নো রক্ষিষদ্দুরিতাদবদ্যাদস্মান্গৃণত উত নো মঘোনঃ ॥১৩০৫॥

সকল জাতবস্তুর জ্ঞাতা অগ্নি স্তুত হয়ে গৃহে (সাধকের অন্তরে) আসুন, মহত্ত্বের দ্বারা সকল পাপকে হেলায় নাশ করুন, স্তুতিকারী আমাদের নিন্দনীয় পাপ থেকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনা করি ॥১৩০৫॥

ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥১৩০৬॥

হে অন্তরাত্মা তুমিই অপান, তুমিই প্রাণ, সর্বোত্তম যোগিগণ তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা (হৃদয়ে) তোমাকে ক্রমশ দীপ্ত করে তোলেন, তোমার জ্যোতি সুলভ্য হোক। তোমার কল্যাণহস্তের দ্বারা আমাদের পালন কর ॥১৩০৬॥

মহাং ইন্দ্রো য ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাং ইব। স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে ॥১৩০৭॥

মহান পরমেশ্বর বলের দ্বারা বর্ষণযুক্ত মেঘের ন্যায় (শক্তিসহায়ে ঐশ্বর্য বর্ষণ করেন) স্তবসমূহের দ্বারা (তুষ্ট হয়ে) ভক্তদের (জ্ঞানপথে) উদিত হন ॥১৩০৭॥

কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্। জামি ব্রুবত আয়ুধা ॥১৩০৮॥

যখন স্তোতৃগণ স্তুতির দ্বারা পরমেশ্বরকে ডাকেন তখন যজ্ঞের সাধন যজ্ঞপাত্রসকল নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে যায় ॥১৩০৮॥

প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ভরন্ত বহ্নয়ঃ। বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥১৩০৯॥

(হৃদয়স্থ) জ্ঞানবহ্নিসকল যখন দিব্য নিয়মের ধারাকে লালন করেন তখন তাঁরা দিব্য নিয়মের বাহক হন ॥১৩০৯॥

নবম খণ্ড

পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত। জীরা অজিরশোচিষঃ ॥১৩১০॥

পবিত্রকারী, অজ্ঞাননাশক, পাপহরণকারী সৌম্যস্বরূপের উজ্জ্বল, আনন্দদায়ক দ্রুতগমনশীল দীপ্তিসমূহ অচিরে (সাধকের হৃদয়ে) ক্ষরিত হল ॥১৩১০॥

পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রো মরুদগণঃ ॥১৩১১॥

ইন্দ্রিয়গুলি সহ মুখ্যপ্রাণ পবিত্র, দ্রুততম, নির্মলতমের থেকে নির্মলতম, মনোহর সৌম্যস্বরূপ হয়ে উঠল ॥১৩১১॥

পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥১৩১২॥

হে পবিত্রকারী সৌম্যস্বরূপ! ঐশ্বর্য প্রদানকারী তুমি স্তোত্রে স্থিত সুবীর্যকে ধারণ করে জ্যোতিসমূহ দ্বারা ছড়িয়ে পড় ॥১৩১২॥

পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাং যো নর্যো অপ্স্বান্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥১৩১৩॥

যে সোম জ্ঞান যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ হব্য পদার্থ, কর্মের সাক্ষিভূত সেই সোমকে যিনি প্রাণায়ামের দ্বারা সাক্ষাৎ করেন তিনি মনুষ্যমাত্রের হিতকারী এবং সম্পন্ন সোমকে ধারণ করে এই সংসারে থেকে তোমরা সেই (আত্মজ্ঞানকে) সব দিকে ছড়িয়ে দাও। (যজ্ঞপক্ষে) সে সোম উত্তম হব্য পদার্থ, যে সোমকে অধ্বর্যু আদি পুরুষ জলের মধ্যে পাষাণসমূহ দ্বারা পিষ্ট করে রস নিষ্কাষণ করেন। মনুষ্যের হিতকারী অভিষুত সেই সোমকে ধারণ করে তোমরা এখানে সর্বতোভাবে সেচন কর ॥১৩১৩॥

নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদৰ্ধঃ সুরভিংতরঃ।
সুতে চিত্বাপ্সু মদামো অংধসা শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥১৩১৪॥

পবিত্র ও রক্ষণসমূহ দ্বারা সুরক্ষিত ও সুগন্ধিতর হয়ে তুমি অবশ্যই সর্বতোভাবে (সাধকের হৃদয়ে) ঝরে পড়। তুমি সম্পন্ন হলে, সকল কর্মে তোমার মধুর সৌম্য রসের দ্বারা এবং জ্ঞানবিকিরণকারী জ্যোতির দ্বারা উত্তম আনন্দে মগ্ন হব ।।১৩১৪।।

পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ ॥১৩১৫॥

সত্যসংকল্প, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান, দ্রষ্টা, ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদায়ক, নাদধ্বনিকারী সৌম্যস্বরূপ (সাধকের) দর্শনের জন্য সর্বতোভাবে (হৃদয়ে) ব্যাপ্ত হন ।।১৩১৫।।

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥১৩১৬॥

রূপবান, বহনকারী, বলবান, পবিত্রকারী, প্রকাশমান সোম (সত্ত্বভাব) সম্পন্ন হয়েছে। অদ্ভুতকর্মা জ্যোতির অভিমুখে শব্দ করছে যেন। অপরিবর্তনীয় বাধাকে উল্লঙ্ঘন করছে। বাজপাখির মত জলশয় উৎসকে প্রাপ্ত হল ।।১৩১৬।।

পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।
স্বসার আপো অভি গা উদাসরন্ৎসং গ্রাবভির্বসতে বীতে অধ্বরে ॥১৩১৭॥

পিতা প্রজাপতি বিশাল বৃক্ষের মূলরূপ পৃথিবীর নাভিতে ক্ষয়শীল সৃষ্টিকে শব্দসমূহের (বেদের) আশ্রয়ে ধারণ করলেন। কর্মিগণ জড় শরীরগুলির দ্বারা বদ্ধ হন। কর্মযজ্ঞ সমাপন হলে আধারসহ কর্মফলগুলি জ্ঞানের অভিমুখে উৎক্রমণ করে ।।১৩১৭।।

টীকা— উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ।।১।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫শ অধ্যায়।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃগস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ।।২।। গীতা ১৫শ অধ্যায়।

কবির্বেধস্যা পর্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
অপসেধন্ দুরিতা সোম নো মৃড় ঘৃতা বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥১৩১৮॥

হে সোম! ক্রান্তদর্শী তুমি আমাদের স্তবের দ্বারা আনন্দে বেড়ে উঠছ, যেমনভাবে (স্নানাদি দ্বারা) মার্জিত অশ্ব শক্তিকে প্রাপ্ত হয়। আমাদের সকল পাপ বিনষ্ট করে আমাদের (মন) ভিজিয়ে দাও, সৌম্যস্বরূপে প্রকাশিত করে আমাদের সংস্কার কর (ভূষিত কর) ॥১৩১৮॥

দশম খণ্ড

শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি ভাগং ন দীধিমঃ ॥১৩১৯॥

সূর্য থেকে উৎপন্ন কিরণসমূহ যেমন সূর্য থেকেই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেইরকম এই সব যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে, যা উৎপন্ন হবে বল-সহিত সব ধন ইন্দ্রেরই। আমরা নিজের ভাগ (যেমনভাবে পিতার ধন পুত্র নেয়) সেইভাবে ধারণ করি ॥১৩১৯॥

অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্ ॥১৩২০॥

নিষ্পাপদের দানকারী ধনদাতা পরমাত্মার স্তব কর। সেই পরমাত্মার দান কল্যাণময়, যিনি এর (নির্মল হৃদয় দাতার) মনকে দানের জন্য উন্মুখ করে তার কামনা অপূর্ণ রাখে না ॥১৩২০॥

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবন্ ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥১৩২১॥

হে ইন্দ্র! যা থেকে আমরা ভয় পাই তার থেকে আমাদের নির্ভয় কর। হে ঐশ্বর্যশালী, তোমার (ভক্ত) আমাদের রক্ষার জন্য ওই অভয়দানে তুমি সমর্থ। শত্রুদের নাশ কর আর সংগ্রামে বিজয় দাও ॥১৩২১॥

ত্বং হি রাধসস্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধর্ত্তা।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ সুতাবন্তো হবামহে ॥১৩২২॥

হে ঐশ্বর্যের প্রভু! তুমি অক্ষয় ধন ও বিনাশের ধারক। হে ধনপতি ইন্দ্র! আমরা সৌম্যস্বরূপের সাধনা করতে করতে স্তবের দ্বারা স্তুত্য তোমায় ডাকি ।।১৩২২।।

একাদশ খণ্ড

ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥১৩২৩॥

হে সৌম্যস্বরূপ! তুমি সাধনযজ্ঞে অত্যন্ত বলবান আনন্দধারা, ধনদান করে পবিত্র কর ।।১৩২৩।।

ত্বং সুতো মদিন্তমো দধন্বান্মৎসরিন্তমঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥১৩২৪॥

তুমি হৃদয়ে অভিষুত উত্তম আনন্দধারণকারী উত্তম আনন্দস্বরূপ, তুমি যুদ্ধে জয়ী ও অপ্রতিরোধ্য, প্রকাশবান ।।১৩২৪।।

ত্বং সুষ্বাণো অদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর ॥১৩২৫॥

তুমি প্রস্তরকঠিন তপস্যার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে নাদধ্বনি করলে। তুমি জ্যোতির্ময় তেজে আমাদের ভরপুর করে দাও ।।১৩২৫।।

পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা।
আ কলশং মধুমান্‌ৎসোম নঃ সদঃ॥১৩২৬॥

হে সোম! দেবতাদের (ইন্দ্রিয় সমূহের) প্রীতির জন্য তোমার প্রবাহের দ্বারা বল সহ পবিত্র কর। আমাদের (দেহ) কলশে (বা হৃদয় ঘটে) আনন্দস্বরূপযুক্ত তুমি বিরাজ কর ।।১৩২৬।।

তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ।
ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ ॥১৩২৭॥

তুমি অমৃতকে নিয়ে এলে। তোমার রসসমূহ আনন্দের জন্য পরমেশ্বরকে বাড়িয়ে তুলতে থাকল। জ্ঞানিগণ তোমার জ্যোতিকে অমৃতের জন্য পান করলেন ।।১৩২৭।।

আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্।
বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ ॥১৩২৮॥

আমাদের জন্য (হৃদয়ে) অভিষুত হয়ে প্রকাশমান, অমৃতনিবাসী, অমৃতবর্ষক, আত্মজ্ঞ আমাদের পবিত্র করে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত করাও ।।১৩২৮।।

পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাং ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি॥১৩২৯॥

সেই কামনার যোগ্য বহনকারী ও পালনকারী (সোমকে) প্রত্যেক দিনের দ্বারা (বিদ্বানগণ) সর্বতোভাবে শোধন করেন, যে সোম শান্তভাব সকল ইন্দ্রিয়গুলির নিকট সানন্দে সব দিক থেকে গমন করেন ।।১৩২৯।।

দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং সখায়ো অদ্রিসং হতম্।
প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত উর্ময়ঃ ॥১৩৩০॥

সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত দশ ইন্দ্রিয়, স্বরূপে প্রসিদ্ধ প্রিয় কাম্য পরমেশ্বরকে পাষাণপ্রতিম সাধনায় টেনে আনল, তাঁকে মধুর রসধারায় অভিষিক্ত করল ।।১৩৩০।।

ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে ॥১৩৩১॥

(অজ্ঞানরূপ) শত্রুনাশকারী, সাধনযজ্ঞাসনে আসীন, নিষ্কাম কর্মী, দাক্ষিণ্যবান, ও ঐশ্বর্যবান পুরুষের পানের জন্য, হে সোম! তোমার সৌম্যরসধারা সিঞ্চন কর ।।১৩৩১।।

পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায় ॥১৩৩২॥

হে শান্তস্বরূপ! শুদ্ধ ঐশ্বর্যশালী তুমি প্রভুর মত মহান মানস শক্তি ও ধনের জন্য আমাদের পবিত্র কর ।।১৩৩২।।

প্র তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি সোমং মহে দ্যুম্নায় ॥১৩৩৩॥

(হে সোম) তোমার সৌম্যস্বরূপকে সাধকগণ আনন্দ ও মহান প্রকাশের জন্য পবিত্র করছেন ।।১৩৩৩।।

শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে সোমং দেবেভ্য ইন্দুম্ ॥১৩৩৪॥

সাধকগণ পবিত্র হৃদয়ে সদ্যোজাত নবীন প্রকাশমান সোমকে দিব্যভাব প্রাপ্তির জন্য সংস্কৃত করছেন ।।১৩৩৪।।

উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥১৩৩৫॥

জ্যোতিসমূহের দ্বারা (আবরণ) ভেঙে প্রকাশিত, স্বচ্ছ, ক্রিয়াশীল, সুজাত সোমকে দেবতারা সমীপে প্রাপ্ত হলেন ।।১৩৩৫।।

তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সংশিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদং সনিঃ ॥১৩৩৬॥

যেমনভাবে বহু গাভী একটি বাছুরকে বড় করে তোলে, সেইভাবে যে পরমেশ্বরের হৃদয় জয়কারী, সেই শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে আমাদের বেদবাণী সকল বাড়িয়ে তুলুক ।।১৩৩৬।।

অর্ষা নঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্। বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্য ॥১৩৩৭॥

হে প্রশংসনীয় সোম! আমাদের জন্য অভীষ্ট অনন্তের ইচ্ছাকে পূর্ণ কর। জ্ঞানের জ্যোতিলাভের জন্য যা শান্তিপ্রদ তা দাও। আমাদের (হৃদয়) সমুদ্রকে বাড়িয়ে তোল ।।১৩৩৭।।

দ্বাদশ খণ্ড

আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥১৩৩৮॥

যাঁরা সম্মুখে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করেন, যাঁদের (বৃষ্টিকর্তা) ইন্দ্র বলবান সখা (তাঁরা) ক্রমপূর্বক কুশাদির আসন বিছিয়ে দেন ।।১৩৩৮।।

বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরি শস্ত্রং পৃথুঃ স্বরুঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥১৩৩৯॥

যাঁদের পরমেশ্বর চির নবীন সহায়, এই তাঁদের সাধনা বৃহৎ, প্রার্থনা বিপুল এবং বিস্তৃত জ্ঞানের জ্যোতি ।।১৩৩৯।।

অযুদ্ধ ইদ্যুধা বৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥১৩৪০॥

পরমেশ্বর যাঁদের চির নবীন সহায়, সেই বীর (সাধক) প্রাণরূপ সেনাদের দ্বারা অবশ্যই (অন্তঃশত্রুবিজয়ের) সংগ্রাম করেন সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এগিয়ে যান ।।১৩৪০।।

য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে[১]।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥১৩৪১॥

যিনি একাই দানী পুরুষের জন্য শীঘ্র ধন দান করেন তিনি অপ্রতিহত পরমেশ্বর ইন্দ্র ।।১৩৪১।।

১. দাশুষে— হবির্দানকারী যজমানকে (অর্থান্তর)।

যশ্চিদ্ধি ত্বা ৰহুভ্য আ সুতাবাং আবিবাসতি।
উগ্রং তৎপত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ ॥১৩৪২॥

হে প্রিয়! বহুর মধ্যে যে কেউ শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে তোমার উপাসনা করে সে পরমেশ্বরের পদ প্রাপ্ত হয় এবং তেজ সমৃদ্ধ বল লাভ করে ।।১৩৪২।।

কদা মর্ত্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ।
কদা নঃ শুশ্রবদ্গির ইন্দ্রো অঙ্গ ॥১৩৪৩॥

হে প্রিয়! পরমেশ্বর। কবে তুমি আরাধনাবিহীন মানুষকে আগাছার মত পদাঘাতে নাশ করবে? কবে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করবে ।।১৩৪৩।।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥১৩৪৪॥

হে বহুকর্মা (বা, হে বহুবুদ্ধি) ইন্দ্র! সামগানে কুশল আপনার গান করেন, অর্চনাকুশলগণ আপনার পূজা করেন, ঋত্বিগ্‌গণ ব্রহ্মা প্রমুখ বংশের ন্যায় আপনার উচ্চ প্রশংসা করেন ।।১৩৪৪।।

যৎসানোঃ সান্বারুহো ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্ত্বম্।
তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥১৩৪৫॥

যখন সাধক(সাধনার) এক স্তর থেকে আর এক স্তরে আরোহণ করেন তাঁর সাধনযজ্ঞ যখন(ইন্দ্রকে) স্পর্শ করে তখন ইন্দ্র জানেন এবং প্রভূত পরিমাণে ইচ্ছা পূরণ করে চেতনায় আবিষ্ট হন ॥১৩৪৫॥

যুংক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা।
অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥১৩৪৬॥

হে পরমেশ্বর! (সাধকের) প্রাণ ও অপানকে শরীরের বাধা ভেদকারী সূক্ষ্ম জ্যোতির বর্ষণের সঙ্গে যুক্ত কর। অনন্তর মধুর সৌম্যরস গ্রহণকারী তুমি আমাদের স্তুতির সমীপে শব্দব্রহ্মরূপে বিরাজ কর ॥১৩৪৬॥

একাদশ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৩২ ॥ সূক্তসংখ্যা ১১ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১ আপ্রীসূক্ত (ইধ্ম সমিদ্ধ অগ্নি, ২ তনূনপাৎ, ৩ নরাশংস, ৪ ঈল); ২ আদিত্য, ৩।৫।৬ ইন্দ্র, ৪।৭।৮।৯ পবমান সোম, ১০ অগ্নি, ১১ আত্মা বা সূর্য ॥ ছন্দ ১।২।৩।১১ গায়ত্রী, ৪ ত্রিষ্টুপ্, ৫।৬ প্রগাথ বার্হত, ৭ অনুষ্টুপ্, ৮ দ্বিপদা পঙ্ক্তি, ৯ জগতী, ১০ বিরাড় জগতী ॥ ঋষি ১।৬ মেধাতিথি কাণ্ব, ২।১০ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ প্রগাথ কাণ্ব, ৪ পরাশর শাক্ত্য, ৫ প্রগাথ ঘৌর বা কাণ্ব, ৭ ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ ত্রসদস্যু পৌরুকুৎস, ৮ অগ্নি ধিষ্ণ্য ঈশ্বর, ৯ হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস, ১১ সার্পরাজ্ঞী ॥

প্রথম খণ্ড

সুষমিদ্ধো ন আ বহ দেবাং অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥১৩৪৭॥

হে অগ্নি! আহুতি প্রদানকারী আমাদের জন্য চমৎকারভাবে প্রজ্বলিত তুমি দেবতাদের বহন করে আন। হে যজ্ঞের হোতা, পাবক! (আমাদের অন্তরে থেকে) তুমি যজ্ঞকর্ম কর ॥১৩৪৭॥

মধুমন্তং তনূনপাদ্যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহ্যূতয়ে ॥১৩৪৮॥

হে স্বয়ংজাত, ক্রান্তদর্শী! আমাদের রক্ষার জন্য মাধুর্যযুক্ত কর্ম আজ ইন্দ্রিয়সমূহের আধারে তুমি কর ॥১৩৪৮॥

নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্ ॥১৩৪৯॥

মানুষের দ্বারা আরাধনীয়, প্রিয়, এই সাধনকর্মযজ্ঞে আমাদের অর্পিত আহুতিকে যিনি মাধুর্যরসগ্রাহী জিহ্বা দিয়ে গ্রহণ করেন সেই (জ্যোতির্ময়) অগ্নিকে সমীপে আহ্বান করি ।।১৩৪৯।।

অগ্নে সুখতমে রথে দেবাং ঈড়িত আ বহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ ॥১৩৫০॥

হে অগ্নি সুখতমের (পরমেশ্বরের) বাহন এই (দেহ) রথে দেবতাদের প্রশংসা (ইন্দ্রিয়সমূহের আরাধনা) বহন কর। (সাধনযজ্ঞের) হোতা তুমি (সাধকের) মনেতে স্থাপিত ।।১৩৫০।।

যদদ্য সূর উদিতেঽনাগা মিত্রো অর্যমা। সুবাতি সবিতা ভগঃ ॥১৩৫১॥

আজ হৃদয়ে (দিব্যজ্ঞানরূপ) সূর্যের উদয়ে প্রাণ ও (প্রাণের) সখা (অপান) (অজ্ঞানরূপ) পাপশূন্য হল। (অজ্ঞান নিদ্রা) ভাঙিয়ে দেওয়া (জ্ঞানের উদয়রূপ) ভোরের সূচনাকারী সবিতা (দিব্য) ঐশ্বর্যসুখ প্রবাহিত করলেন ।।১৩৫১।।

সুপ্রাবীরস্তু স ক্ষয়ঃ প্র নু যামন্ৎসুদানবঃ। যে নো অংহোঽতিপিপ্রতি ॥১৩৫২॥

এই ক্ষয়শীল আধার সুমনস্ক হোক। যাঁরা আমাদের এই অহংবোধ (অজ্ঞানজনিত)-কে অতিক্রম করে যান তাঁরা সুখকর ঐশ্বর্য দান করতে করতে এগিয়ে যান ।।১৩৫২।।

উত স্বরাজো অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে। মহো রাজান ঈশতে ॥১৩৫৩॥

সেই স্বাধীন এবং পবিত্র সৎকর্মের যাঁরা আনন্দ সাধক তাঁরা স্বয়ং প্রকাশ হয়ে প্রভুত্ব করেন ।।১৩৫৩।।

উ ত্বা মদন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ। অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥১৩৫৪॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! সোমরসসমূহ তোমাকে প্রসন্ন করুক। ধন দান কর। ব্রহ্মদ্বেষিগণকে নাশ কর ।।১৩৫৪।।

পদা পণীনরাধসো নি বাধস্ব মহাং অসি। ন হি ত্বা কশ্চ ন প্রতি ॥১৩৫৫॥

(হে পরমেশ্বর) আরাধনাহীন লোভীদের তুমি পায়ের দ্বারা পীড়িত কর। তুমি মহান। কারণ তোমার সমকক্ষ কেউ নেই ।।১৩৫৫।।

ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্। ত্বং রাজা জনানাম্ ॥১৩৫৬॥

(হে পরমেশ্বর) যাঁরা সৌম্যস্বরূপসম্পন্ন তাঁদের তুমি ঈশ্বর, যারা সৌম্যভাবাপন্ন নয় তাদেরও তুমি ঈশ্বর। তুমি সকল ভূতবর্গের প্রভু ।।১৩৫৬।।

দ্বিতীয় খণ্ড

আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতং মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তাঃ ॥১৩৫৭॥

বুদ্ধিসমূহকে দিব্য নিয়মের অনুগামিকারী, জ্ঞানী, পবিত্রকারী সৌম্যস্বরূপ (চেতনায়) জাগরূক হয়ে পৃথিবী ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন, যাঁকে নিষ্কাম কর্মী সাধকগণ যুগল, দ্রুতগতি ও সুন্দর প্রাণ ও অপান সমন্বিত হয়ে কামনা করেন ।।১৩৫৭।।

স পুনান উপ সূরে দধান ওভে অপ্রা রোদসী বি ষ আবঃ।
প্রিয়া চিদ্যস্য প্রিয়সাস ঊতী সতো ধনং কারিণে ন প্র যং সৎ ॥১৩৫৮॥

সেই পবিত্রকারী সোম পৃথিবী ও দ্যুলোক উভয়কে দিব্য জ্যোতিতে সমীপে ধারণ করে ছড়িয়ে পড়লেন, যাঁর প্রিয় এবং প্রীতিদায়ক ধারা রক্ষাকারী হয়ে ভৃত্যকে ধন দেওয়ার মত (জ্যোতিসমূহ) প্রদান করল ।।১৩৫৮।।

স বর্ধিতা বর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাঁ অভি নো জ্যোতিষাবিৎ।
যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমিষ্ণন্ ॥১৩৫৯॥

সেই প্রাণাদির বৃদ্ধিকারী, স্বয়ং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পবিত্র সৌম্যভাব, আমাদের অনুকূল হয়ে জ্যোতি সহ অভিমুখী হয়ে রক্ষা করলেন, যাঁকে পেয়ে পরমপদবেত্তা আত্মজ্ঞ আমাদের পূর্বপুরুষগণ (শরীর প্রভৃতি) জড় কোশগুলিকে অতিক্রম করে চৈতন্যের অভিমুখী হলেন ।।১৩৫৯।।

মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত ॥১৩৬০॥

হে সখাগণ! অন্য কাউকে স্তুতি করো না। মন শুদ্ধ করে ইচ্ছাপূরণকারী ইন্দ্রকেই সবাই এক সঙ্গে স্তুতি কর এবং বারবার স্তোত্র পাঠ কর। হিংসা করো না ।।১৩৬০।।

অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথা জুবং গাং ন চর্ষণীসহম্।
বিদ্বেষণং সংবননমুভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ॥১৩৬১॥

শীঘ্রগামী পৃথিবীর ন্যায় মানুষের ধারণকারী, অজস্র অনুগ্রহ বর্ষণকারী, নিরপেক্ষ, সংভজনীয়, দুই লোকের পক্ষে শুভঙ্কর, পরম দাতা উভয় লোকের রক্ষাকারী পরমাত্মাকে (স্তুতি কর) ॥১৩৬১॥

উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥১৩৬২॥

রথের ন্যায় সদাবিজয়ী, ধনকামী, অক্ষয়রক্ষাদানকারী শক্তিসম্পন্ন এই অতি মধুর স্তোত্রবাণীগুলি উচ্চভাব থেকে উচ্চারিত হয় ॥১৩৬২॥

কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমাশত।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥১৩৬৩॥

শব্দতরঙ্গের মত, সূর্যের কিরণধারার মত সাধক মানুষ (তাঁদের) ধ্যানজাত চিন্তাধারাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিলেন। পরমেশ্বরকে স্তোত্রের দ্বারা আরাধনা করে প্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা স্তুতি করলেন ॥১৩৬৩॥

পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে ॥১৩৬৪॥

(হে শান্তস্বরূপ!) আমাদের ঐশ্বর্যলাভের জন্য সহনশীল, ঋণদূরকারী তুমি অবশ্যই সব দিক থেকে উত্তম আনন্দধারা নিয়ে এস। বিদ্বেষকারী (কামাদি) শত্রুদের দূর করার জন্য সব দিক থেকে প্রাপ্ত হও ॥১৩৬৪॥

অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ।
গোজীরয়া রংহমানঃ পুরন্ধ্যা ॥১৩৬৫॥

হে পবিত্রকারী! অমৃতময় শক্তিযুক্ত জ্যোতির দ্বারা প্রবাহিত হয়ে তুমি ধারক হৃদয়াকাশে অমৃত পরমাত্মজ্যোতিকে অভিব্যক্ত করলে ॥১৩৬৫॥

অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে।
বাজাং অভি পবমান প্র গাহসে ॥১৩৬৬॥

হে শান্তস্বরূপ! মহান তোমার অনুগামিদের রাজ্যে তোমারই অভিষুত আনন্দের অনুসরণে লোকে আনন্দিত হয়। হে পবিত্রকারক। ঐশ্বর্যকে সর্বত্র প্রবাহিত কর ।।১৩৬৬।।

পরি প্র ধন্বেন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায পূষ্ণে ভগায় ॥১৩৬৭॥

হে শান্তস্বরূপ! তুমি মিত্র, পুষ্টিকর্তা ও ঐশ্বর্যশালী পুরুষের জন্য মাধুর্যধারা হয়ে এসো ।।১৩৬৭।।

এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো অর্ষ দিব্যঃ পীযূষঃ ॥১৩৬৮॥

মহান মর্ত্য মানুষের জন্যই অমৃতলাভার্থে সেই উজ্জ্বল দিব্য অমৃত (সোম) প্রবহমান ।।১৩৬৮।।

ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াক্রত্বে দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ ॥১৩৬৯॥

হে শান্তস্বরূপ! তোমার সাধনযজ্ঞে বলদানের জন্য পরমেশ্বর এবং সকল জ্যোতিষ্মানেরা (তোমার হৃদয়ে) উৎপন্ন অমৃতকে গ্রহণ করুন ।।১৩৬৯।।

তৃতীয় খণ্ড

সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুতঃ সাকমীরতে।
তন্তুং ততং পরি সর্গাস আশবো নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিং চন ॥১৩৭০॥

সূর্যের দ্রুতগতিশীল আনন্দদায়ক রশ্মিসমূহের মত সম্পন্ন (পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত) শুদ্ধসত্ত্ব একসঙ্গে উদিত হয়। সূত্রাত্মায়[১] পরিব্যাপ্ত হয়ে সকল সৃষ্ট লোককে পরিব্যাপ্ত করে। পরমাত্মা ভিন্ন কোন লোকই পবিত্র হয় না ।।১৩৭০।।

১. সূত্রাত্মা—এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণশ্চেত্যুচ্যতে সর্বত্রানুস্যূতত্বাজ্জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমদুপহিতত্বাচ্চ। —বেদান্তসার ।।৯১।।

উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি।
পবমানঃ সন্তনিঃ সুন্বতামিব মধুমান্ দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি ॥১৩৭১॥

মধুরসত্ত্বভাব বুদ্ধিকে নিকটে থেকে বাড়িয়ে তোলে, স্নিগ্ধ করে, হৃদয়াসনে থেকে আনন্দজনক (সোম) প্রেরণা দেয়। সোমসম্পন্নকারীর অনবরত স্তুতিগানের মত মধুর সৌম্য জ্যোতি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ক্ষরিত হয় ।।১৩৭১।।

উক্ষা মিমেতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য দেবীরুপ যন্তি নিষ্কৃতম্।
অত্যক্রমীদর্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং পরি সোমো অব্যত ॥১৩৭২॥

সৌম্যস্বরূপ সম্পন্ন হয়, জ্যোতিসমূহের দিকে প্রবাহিত হয়। পরমেশ্বরের ক্ষরিত শক্তির দিকে গমন করে। পরিষ্কৃত বস্ত্রের ন্যায় শুচি, অব্যয় সৌম্যসত্ত্ব হৃদয়কে অতিক্রম করে আনন্দকে প্রাপ্ত হয় ।।১৩৭২।।

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্।
দূরেদৃশং গৃহপতিমথব্যুম্ ॥১৩৭৩॥

দূরে দৃশ্যমান, গৃহের পালক, গমনশীল, উত্তম হস্তচ্যুত অগ্নিকে দুই অরণির মধ্যে অঙ্গুলিগুলির দ্বারা উৎপন্ন করে। স্বচ্ছন্দ সৎকর্মী মানুষেরা দূরে দৃষ্ট এবং স্বত্যাধারে স্থিত (পরমেশ্বর) অগ্নিকে জ্ঞানরশ্মিসমূহ দ্বারা, অপাণ-প্রতিম প্রাণ অরণি সহায়তায় প্রশস্ত স্বকর্মজাতরূপে জন্ম দেন ।।১৩৭৩।।

তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃণ্বন্‌ৎসুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ।
দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ ॥১৩৭৪॥

অস্তকালে দিব্য জ্যোতিগণ যে কোন ভয় থেকে রক্ষার জন্য স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষযোগ্য সেই অগ্নিকে (স্বীয় জ্যোতি) দিয়ে যান, যে অগ্নি সাধকের সাধনায় প্রীত হয়ে নিত্য তাঁর হৃদয়ে (আত্মজ্যোতিরূপে)অবস্থান করেন ।।১৩৭৪।।

প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ।
ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ ॥১৩৭৫॥

হে চিরযুবা অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হলে,আমাদের সম্মুখে অজস্র শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলতে থাক। সকল চিরকালীন শক্তি তোমাতেই গমন করে ।।১৩৭৫।।

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্‌ৎস্বঃ ॥১৩৭৬॥

এই বিচিত্রবর্ণ সূর্যরশ্মি গমন করতে করতে মাতা (পৃথিবী), পিতা (দ্যুলোক) এবং অন্তরিক্ষলোককে অতিক্রম করে গিয়ে স্থিত হল ।।১৩৭৬।।

অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্ ॥১৩৭৭॥

এঁর দীপ্তি শরীরের ভিতরে অথবা, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বায়ুকে ঊর্ধ্বে ও নিম্নে গমন করিয়া বিচরণ করে, বিশালাকৃতি ইনি অন্তরিক্ষ প্রকাশিত করেন ।।১৩৭৭।।

ত্রিংশদ্ধাম[১] বি রাজতি বাক্‌পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥১৩৭৮॥

নেমে আসা সূর্যের জন্য স্তুতি ধারণ করা হয়। নিশ্চিতভাবে তিরিশ দিন ধরে প্রতি প্রভাতে কিরণসমূহ সহ বিরাজ করেন ।।১৩৭৮।।

১. ত্রিংশদ্ধাম— সৌরমাস তিরিশ দিনের কথা বলা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৫৬ ।। সূক্তসংখ্যা ২০ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৭।১০।১৩।১৪ অগ্নি, ৩।৬।৮।১১।১৫।১৭।১৮ পবমান সোম, ৪।৫।৯।১২।১৬।১৯।২০ ইন্দ্র ।। ছন্দ ১।২।৭।১০।১৪ গায়ত্রী, ৩।৯।১৯ (১-২), ২০ (২।৩) অনুষ্টুপ্, ৪।৬।১৩ কাকুভ প্রগাথ, ৫।১৯ (৩) বৃহতী, ৮।১১।১৫।১৮ ত্রিষ্টুপ্, ১২।১৬ প্রগাথ বার্হত, ১৭ জগতী, ২।২০ (১) স্কন্ধগ্রীব বৃহতী ।। ঋষি ১ (১-২) গৌতম রাহূগণ, ১(৩) বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২।৭ বীতহব্য ভরদ্বাজ বা বার্হস্পত্য, ৩ প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র বা বাক্‌পুত্র, ৪।১৩ সৌভরি কাণ্ব, ৫ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৬ (১) ঋজিস্বা ভারদ্বাজ, ৬ (২) উর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, ৯ তিরশ্চী আঙ্গিরস, ১০ সুতম্ভর আত্রেয়, ১২।১৮ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ১৪ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১৫ নোধা গৌতম, ১৬ মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি কাণ্ব, ১৭ রেনু বৈশ্বামিত্র, ১৮ কুৎস আঙ্গিরস, ২০ আগস্ত্য মৈত্রাবরুণ ।।

প্রথম খণ্ড

উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে ॥১৩৭৯॥

হিংসাহীন কর্মযজ্ঞের সমীপবর্তী হয়ে জ্ঞানাগ্নি পরমেশ্বরের উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করব যাতে দূরে ও আমাদের সমীপে স্থিত পরমাত্মা শ্রবণ করেন ।।১৩৭৯।।

যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্যঃ সংজগ্মানাসু কৃষ্টিষু। অরক্ষদ্দাশুষে গয়ম্ ॥১৩৮০॥

সৃষ্টির আদি কারণ জ্ঞান যিনি মরণশীল (পরলোকে) গমনকারী মানুষজনের মধ্যে ভক্তের জন্য (তিনি) ঐশ্বর্য রক্ষা করেন ।।১৩৮০।।

স নো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু শন্তমঃ। উতাস্মান্‌পাত্বংহসঃ ॥১৩৮১॥

সেই উত্তমমুখস্বরূপ জ্ঞানাগ্নি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন এবং আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুন ।।১৩৮১।।

উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি। ধনঞ্জয়ো রণেরণে ॥১৩৮২॥

সকল মানুষ বলুক অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশকারী জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছেন যিনি প্রতি সংগ্রামে ঐশ্বর্য এনে দেন ।।১৩৮২।।

অগ্নে যুংক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্ত্যাশবঃ ॥১৩৮৩॥

হে দেব অগ্নি! তোমার যে সৎকর্মসাধনকারী ব্যাপক আলোকরশ্মিগুলি আছে সেগুলিকে শীঘ্র নিযুক্ত কর, যারা তোমাকে যথাযথভাবে বহন করে নিয়ে যাবে ।।১৩৮৩।।

অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রয়াংসি বীতয়ে। আ দেবান্‌ৎসোমপীতয়ে ॥১৩৮৪॥

হে পরমেশ্বর)। আমাদের হৃদয়ের অভিমুখে সম্পূর্ণরূপে এস, (আমাদের হৃদয়ের) জ্ঞানরূপ আনন্দকে ভোগ করার জন্য, সৌম্যসত্বকে গ্রহণ করার জন্য দিব্যজ্যোতিসমূহ নিয়ে এস ।।১৩৮৪।।

উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ। শোচা বি ভাহ্যজর ॥১৩৮৫॥

হে পালক, হে চিরনবীন জ্ঞানাগ্নি! অবিচ্ছিন্ন তেজে দীপ্যমান, নিরন্তর প্রকাশমান তুমি তোমার জ্যোতিসহ প্রকাশিত হয়ে আমাদের (হৃদয়কে) আলোকিত কর ।।১৩৮৫।।

প্র সুন্বানাযান্ধসো মর্ত্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥১৩৮৬॥

(অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারজনিত কর্ম সম্পাদনের অভিমুখী হয় মরণশীল মানুষ। তার বাক্যকে আঘাত করো না। হে জ্ঞানিগণ! ঐশ্বর্যহীন কর্মকে ধ্বংস করো না। কুকুর(তুল্য) (কর্মবিঘ্নকারী ক্রোধাদিকে) হত্যা করো ।।১৩৮৬।।

আ জামিরকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোনিমাসদম্ ॥১৩৮৭॥

সৌম্যসত্ত্বকে হৃদয়ের বর্মে রক্ষা কর, যেমনভাবে পিতা-মাতা পুত্রকে বাহুতে আগলান, এবং স্তুতি যেমন জ্যোতিতে, আকাশ যেমন কারণস্বরূপ ব্রহ্মে স্থাপিত থাকে ।।১৩৮৭।।

স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী।
হরিঃ পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদম্ ॥১৩৮৮॥

সেই সাধনানিপুণ বীর পৃথিবী ও দ্যুলোকে বিস্তার লাভ করেন, যাঁর সদ্য সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপ পবিত্র হৃদয়ে রক্ষিত হয়, যেমনভাবে বিধাতা (জগৎ) কারণস্বরূপ আত্মায় স্থাপিত হন ।।১৩৮৮।।

দ্বিতীয় খণ্ড

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥১৩৮৯॥

হে ইন্দ্র! তুমি বাস্তবিক জন্মাবধি সকল সময় শত্রুরহিত, বন্ধুরহিত। কেবল যুদ্ধের দ্বারা সৌহার্দ্য ইচ্ছা কর। হে পরমেশ্বর তুমি সদাই অজাতশত্রু, অসহায়, অবন্ধন, তথাপি অন্তঃশত্রু দমনকারীর সঙ্গে সৌহার্দ্য চাও (তার সঙ্গে মিলিত হও) ।।১৩৮৯।।

ন কী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ।
যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিপিতেব হূযসে ॥১৩৯০॥

(হে পরমেশ্বর!) সৎকর্মহীন ধনীদের মিত্রতার জন্য তুমি ব্যগ্র হও না। সুরাপানকারী (নাস্তিকগণ) পানমত্ত থাকে। স্তুতিকারী যখন তোমায় স্তুতি করে, তখন তুমি তাদের কাছে আন এবং পিতার ন্যায় আহূত হও ।।১৩৯০।।

আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥১৩৯১॥

হে ইন্দ্র! তেজোময় রথের মত রমণীয় পিণ্ডে যুক্ত ব্রহ্মরূপ আত্মার কেশতুল্য সহস্র সহস্র কিরণ তোমাকে শত শত সোমপানের জন্য বহন করুক ।।১৩৯১।।

আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা।
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে ॥১৩৯২॥

তোমার এই (জ্ঞানরূপ) তৈজস (দেহ) রথে বহুবর্ণের জ্যোতি যা শুভ্রস্বচ্ছ শুদ্ধসত্ত্বকে আহ্বান করে আনে। সেই জ্যোতিসকল প্রশংসনীয় সৌম্যরসের পানের জন্য তোমাকে এই (প্রবুদ্ধ আধারে) বহন করুক ।।১৩৯২।।

পিবা ত্বাৎস্য গির্বণঃ সুতস্য পূর্বপা ইব।
পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায় পত্যতে ॥১৩৯৩॥

হে স্তবের দ্বারা স্তুত্য (পরমেশ্বর)! পূর্বে যেমন গ্রহণ করেছ সেই ভাবে এই সম্পন্ন (সৌম্যরসসুধা) পান কর। শোধিত শুদ্ধসত্ত্বের এই সম্পন্ন মধুররস উত্তম আনন্দের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে ।।১৩৯৩।।

আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্। বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥১৩৯৪॥

অশ্বের মত বেগবান্, কর্মের প্রেরক, কর্মশক্তির প্রেরক, শরীর মধ্যে শব্দকারী ঊর্ধ্বে প্রবাহিত (সোমকে) সম্পাদন কর এবং সবদিকে ছড়িয়ে দাও ।।১৩৯৪।।

সহস্রধারং বৃষভং পযোদুহং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ॥১৩৯৫॥

দিব্যস্বরূপের আবির্ভাবের জন্য সহস্রধারাসম্পন্ন, অভীষ্টবর্ষণকারী, অমৃতদোহনকারী প্রিয় সোমকে (সম্পন্ন কর)। দিব্যনিয়মজাত যে সোম দিব্য নিয়মের দ্বারা বাড়তে থাকে, (সেই সোম) প্রকাশমান, জ্যোতিস্বরূপ মহান দিব্য নিয়ম ।।১৩৯৫।।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥১৩৯৬॥

স্তুতির দ্বারা আহুত, ঐশ্বর্যপ্রদানকারী, প্রজ্বলিত, উজ্জ্বল অগ্নি বারবার (আলোর) আবরকদের হত্যা করেছেন ।।১৩৯৬।।

গর্ভে মাতুঃ পিতুঃ পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥১৩৯৭॥

দিব্য নিয়মের উৎসে আসীন হয়ে মাতা পৃথিবী ও পিতা দ্যুলোকের পালক পরমেশ্বর ক্ষরণরহিত হৃদয়াকাশের গর্ভে প্রকাশিত হন ।।১৩৯৭।।

ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে যদ্দীদয়দ্দিবি ॥১৩৯৮॥

হে সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা অগ্নি! ক্ষরণশীল সৃষ্টির কারণ, যিনি দ্যুলোকে দীপ্যমান, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করাও ।।১৩৯৮।।

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্মিতেব সদ্ম পশুমন্তি হোতা ॥১৩৯৯॥

এই (বেদের) হিরণ্ময় (জ্ঞানজ্যোতিসম্পন্ন) আত্মার দ্বারা সম্পন্ন ও শব্দকারী (সোম) চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। দেবতা (মুখ্য প্রাণ) অন্য দেবতাদের (সকল প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়) সকলকে নিয়ে পশুযজ্ঞে সংযত হোতা যেমন পশুর নিকটে যজ্ঞস্থলে মিলিত হয়, সেইভাবে শুদ্ধ রসের সঙ্গে মিলিত হয়।

এঁর (সাধকের) জ্যোতির্ময় আহ্বানে পবিত্রকারক অন্তরাত্মা সকল দেবভাবের সঙ্গে মধুর সৌম্যরস সম্পৃক্ত পবিত্র হৃদয়ে সম্যকরূপে প্রাপ্ত হন, যেমনভাবে সৎকর্মের সাধক রিপুনাশক সাধনক্ষেত্রে সখাদের আহ্বান করে প্রবেশ করেন ।।১৩৯৯।।

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যা বসানো মহান্কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ ॥১৪০০॥

মহান ক্রান্তদর্শী বিদ্বান রিপুনাশক সংগ্রামের যোগ্য, কল্যাণকর জ্ঞানের অস্ত্রে উদ্ভাসিত হয়ে সূক্তসমূহ পাঠ করতে থাকলে, পবিত্রকারী সর্বদ্রষ্টা, নিত্য জাগ্রত শুদ্ধসত্ত্ব দেবভোগ্য আনন্দে দ্যুলোক ও পৃথিবীতে আবির্ভূত হও ।।১৪০০।।

সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।
অভি স্বর ধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥১৪০১॥

আমাদের জন্য হৃদয়ের অক্ষয় আকাশে যশস্বিগণের মধ্যে অতিযশস্বী, প্রধান ও প্রিয় সৌম্যস্বরূপ সম্পন্ন হন। (হে শুদ্ধসত্ত্বসকল!) তোমরা জ্যোতির অভিমুখে আমাদের পবিত্র করতে করতে সর্বদা ঐশ্বর্যসমূহ সহ পালন কর ।।১৪০১।।

এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
[১]শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্বান্মমত্তু ॥১৪০২॥

এস, এস! পবিত্র সামগান সহ এবং পবিত্র স্তোত্রসমূহ দ্বারা অতি মহান, পবিত্র ইন্দ্রকে স্তুতি কর। পবিত্র স্তোত্রগুলির দ্বারা আশীর্বাদযুক্ত (ইন্দ্র) শীঘ্র আমাদের উপর প্রসন্ন হবেন ।।১৪০২।।

১. উক্থৈঃ— উক্থ শব্দের অর্থ স্তুতিবচন। সোমাভিষবকালে ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক উচ্চারিত আজ্য প্রউগাদি শস্ত্রবিশেষ।

ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ।
শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্য ॥১৪০৩॥

হে পরমেশ্বর! পবিত্র তুমি আমাদের কাছে এস। পবিত্র তুমি পবিত্র রক্ষণসমূহসহ এস, শুদ্ধ তুমি (আমাদের জন্য) (পবিত্র) ধন ধারণ কর, হে অমৃতস্বরূপ! শুদ্ধ তুমি আমাদের ওপর প্রসন্ন হও ।।১৪০৩।।

ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে।
শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি ॥১৪০৪॥

হে পরমেশ্বর! পবিত্র তুমি আমাদের ঐশ্বর্য দাও, ভক্তজনের জন্য পরম ধন দাও, পবিত্র তুমি (অজ্ঞানরূপ) পাপকে নাশ কর, পবিত্র তুমি কর্মানুসারে শক্তি দাও ।।১৪০৪।।

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নে স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ। দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ ॥১৪০৫॥

হে জ্ঞানাগ্নি! (জ্ঞান) ধনস্পৃহ আমরা দ্যুলোকস্পর্শকারী প্রকাশমান তোমার কাছে পুরুষার্থসাধক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছি ।।১৪০৫।।

অগ্নির্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেম্বা। স যক্ষদ্দৈব্যং জনম্ ॥১৪০৬॥

মানুষের মধ্যে বাসকারী জ্ঞানাগ্নি আমাদের স্তুতি দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিন। আমাদের প্রতি প্রীত হয়ে অনুগ্রহ করুন। শীঘ্র আমাদের দৈব ভাব সকল প্রাপ্ত করান ।।১৪০৬।।

ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে ॥১৪০৭॥

হে (জ্ঞানরূপ) অগ্নি! তুমি বরণীয় সেবিত হয়ে দেবত্বকে আহ্বান করে আন ও বিস্তৃত হও। তোমার সহায়ে সকল কর্মযজ্ঞ বিস্তার লাভ করে ।।১৪০৭।।

অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামাঙ্গোষিণমবাবশংত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূর্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥১৪০৮॥

(বেদ)বাণীসকল তিন লোক (ভূলোক, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক) বর্ষণের হেতু, আয়ুর ধারক, স্তুতির যোগ্যকে সর্বতোভাবে কামনা করে। যেমন ভাবে প্রাচুর্যের ধারক সমুদ্র বিশেষভাবে দান করে সেইভাবে বরণীয় পরমাত্মা (সোম) বরণীয় শ্রেষ্ঠ রত্ন বিশেষরূপে দান করেন ।।১৪০৮।।

শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবান্ জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাঢ়ঃ সাহ্বান্পৃতনাসু শত্রূন্ ॥১৪০৯॥

বহুবীর্যসমন্বিত, সর্বশ্রেষ্ঠবীর, শত্রুদমনকারী, জয়ী, ঐশ্বর্যের দাতা, তীক্ষ্ণ (জ্ঞানরূপ) অস্ত্রধারণকারী, দ্রুত (অজ্ঞানস্বরূপ) শত্রুহন্তারক, জ্যোতিধারণকারী, (অন্তঃশত্রুর সঙ্গে) সংগ্রামে অসহনীয় প্রতাপ, সকল যুদ্ধে (অজ্ঞানরূপ) শত্রুদের তিরস্কারকারী শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র কর ।।১৪০৯।।

উরুগব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্ৎসমীচীনে আ পবস্বা পুরন্ধী।
অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সং চিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্ ॥১৪১০॥

সর্বব্যাপী, পূর্ণস্বরূপ তুমি সকল অভয় প্রদান করে, হৃদয়ে মিলিত হয়ে পবিত্র কর। হৃদয়াকাশে আত্মজ্যোতির উদয়রূপ পরম ঐশ্বর্য আমাদের প্রদানের জন্য তুমি প্রকট হও ।।১৪১০।।

ত্বমিন্দ যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ।
ত্বং বৃত্রাণি হং স্যপ্রতীন্যেক ইৎপুর্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ ॥১৪১১॥

হে ইন্দ্র! তুমি যশস্বী, সমৃদ্ধ, বলের পতি, মনুষ্যের ধারক হও। তুমি অত্যন্ত অপ্রতিরোধ্য চৈতন্যজ্যোতির আবরক কামাদি শত্রুদের একাই স্বয়ংপ্রেরিত হয়ে নষ্ট কর ।।১৪১১।।

চর্ষণী শব্দটি যাস্করচিত নিঘন্টুতে মনুষ্যবাচক বাদসূচীর অন্তর্গত। চর্ষণীধৃতিঃ কথাটির অর্থ— মনুষ্যদের ধারক।

তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিবেমহে।
মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নবন্ ॥১৪১২॥

হে প্রাণদাতা! সেই সর্বজ্ঞ তোমার কাছে পুত্র যেমন পিতার কাছে দায়ভাগ কামনা করে সেইভাবে (পরমপদপ্রাপ্তিরূপ) ধন প্রার্থনা করি। হে পরমেশ্বর! ভববন্ধনকর্তনরূপ তোমার মহতী রক্ষণশক্তি এবং তোমার করুণা আমাদের ব্যাপ্ত করুক ।।১৪১২।।

যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥১৪১৩॥

দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক, হব্যবহনকারী, অমর, এই যজ্ঞের সুসংকল্পকারী দেবতা তোমাকে বরণ করি ।।১৪১৩।।

অপাং নপাতং[১] সুভগং সুদীদিতিমগ্নিমু শ্রেষ্ঠশোচিষম্।
স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপামা সুম্নং যক্ষতে দিবি ॥১৪১৪॥

কর্মফলের দাতা, শোভন ঐশ্বর্যশালী, সুপ্রকাশযুক্ত, শ্রেষ্ঠজ্যোতিষ্মান জ্ঞানাগ্নিকে (আরাধনা করি)। তিনি অনুকূল হয়ে আমাদের প্রাণ ও অপানবায়ুকে, তিনি আমাদের সাধনযজ্ঞকে প্রকাশের দিকে ত্বরান্বিত করে নিয়ে চলুন ।।১৪১৪।।

১. অপাং নপাৎ— অন্তরিক্ষে অবস্থিত বিদ্যুৎ।

পঞ্চম খণ্ড

যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥১৪১৫॥

হে (জ্ঞানরূপ) অগ্নি! যে মানুষকে তুমি (অন্তঃশত্রুদমনের) যুদ্ধে রক্ষা কর, বলধারণ করতে যাকে তুমি উৎসাহিত কর সেই মানুষ অনন্ত ঐশ্বর্যকে নিয়ত লাভ করে ॥১৪১৫॥

ন কিরস্য সহন্ত্য পর্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥১৪১৬॥

হে শত্রুনিবারক। (তোমাকে আরাধনাকারী) এঁর কোন আক্রমণকারী শত্রু নেই। কিন্তু প্রশংসনীয় পরমধন এঁর আছে ॥১৪১৬॥

স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা। বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥১৪১৭॥

সেই সর্বদ্রষ্টা জ্ঞানাগ্নি আমাদের পাপজাত কর্মফল থেকে পরিত্রাণ করুন। জ্ঞানিগণের সহায়তায় আমাদের কর্মযজ্ঞের সুফল দান করুন ॥১৪১৭॥

সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী ॥১৪১৮॥

ধ্যানশীল সাধকের দশটি ভগিনী (পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে দুঃখকে অতিক্রম করে (স্বীয় সাধককে) একসঙ্গে অভিষিক্ত করে মার্জনা করল। সোম (দেহ)কলসের কাছে এল, শীঘ্রগামী বলবান অশ্বের মত সূর্যজাত (কিরণসমূহকে) সবদিক থেকে প্রাপ্ত হল ॥১৪১৮॥

সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ৎসং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ॥১৪১৯॥

শিশু যেমন মায়েদের স্নেহের দ্বারা বেড়ে ওঠে, সেইভাবে প্রভূত বরণীয় অভীষ্ট বর্ষণকারী সোম সোম অমৃতধারা সহ বেড়ে ওঠে। পুরুষ যেমন স্ত্রীর অভিমুখে গমন করে সেইভাবে হৃদয়কলসে স্থিত সৌম্যস্বরূপ জ্ঞানজ্যোতিধারাসহ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয় ॥১৪১৯॥

উত প্র পিপ্য উধরঘ্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ।
মূর্ধানং গাবঃ পয়সা চমূষ্বভি শ্রীণন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ ॥১৪২০॥

উজ্জ্বল, জ্ঞানবান, শুদ্ধসত্ত্ব রাতের মেঘের মত অমৃতবর্ষণ সহ বাড়তে থাকে ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। দ্যুলোকের মস্তকে জ্ঞানের জ্যোতি বিকিরণ করে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীকে শুদ্ধ, পরিষ্কৃত বস্ত্রের ন্যায় অমৃতপ্রবাহের দ্বারা আচ্ছাদিত করে ।।১৪২০।।

পিৰা সুতস্ব রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
আপির্নো ৰোধি সধমাদ্যে বৃধে হস্মাং অবন্তু তে ধিয়ঃ ॥১৪২১॥

হে ইন্দ্র। তুমি ঐশ্বর্যযুক্ত রসিক যজ্ঞকর্তার অভিষুত সোম পান কর এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ব্যাপক তুমি আমাদের জ্ঞানদাতা। সোমযজ্ঞে বৃদ্ধির জন্য তোমার প্রজ্ঞা আমাদের রক্ষা করুক ।।১৪২১।।

ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং মা ন স্তরভিমাতয়ে।
অস্মাং চিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভিরা নঃ সুম্নেষু যাময় ॥১৪২২॥

(হে ইন্দ্র!) তোমার (বেদোপদেশরূপ) উত্তম বোধে আমরা বলবান হব। আমাদের অভিমানী করো না। তোমার বিচিত্র কাম্য রক্ষণসমূহ দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। আমাদের সুখ প্রদান কর ।।১৪২২।।

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥১৪২৩॥

যখন (সোম) দিব্য নিয়মে বাড়তে থাকল তখন সাতটি ছন্দ এর জন্য আশীর্বাদ নিয়ে এল। পরম আকাশে অন্য চার ভুবনকে (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও দিক্‌গুলি) শুদ্ধ করার জন্য (সোম) সুন্দর কল্যাণরূপ ধারণ করল ।।১৪২৩।।

স ভক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে।
তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ॥১৪২৪॥

সাধক সুন্দর অমৃতকে প্রাপ্ত হতে হতে বেদমন্ত্রপাঠের দ্বারা উভয় পৃথিবী ও দ্যুলোককে ভরে দেন। তাঁর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পূর্ণজ্ঞানসমন্বিত কর্মসকল ছড়িয়ে পড়ে। বেদমন্ত্র শ্রবণ দ্বারা দেবতার পরম পদকে তিনি জ্ঞাত হন ।।১৪২৪।।

তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনত আদিদ্রাজানং মননা অগৃভ্ণত ॥১৪২৫॥

যে জ্ঞানকিরণসমূহ দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব পৌরুষ ও দিব্য ভাবকে পবিত্র করেন সেই মৃত্যুহীন অহিংসনীয় জ্যোতিসমূহ উভয় দ্যুলোক ও পৃথিবীর প্রাণিদের অনুকূল হোক। তখনই মন্ত্রসমূহ প্রকাশমান সৌম্যসত্ত্বকে পরিগ্রহণ করে ।।১৪২৫।।

ষষ্ঠ খণ্ড

অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽভি মিত্রাবরুণা পূযমানঃ।
অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুম্ ॥১৪২৬॥

(হে সোম!) স্তুত হওয়াকালীন প্রাণ ও অপানকে অভিমুখী হয়ে পবিত্র করতে করতে বায়ুসামান্যের অভিমুখী হয়ে সকল আনন্দের উপহার বর্ষণ কর। দ্রুতবুদ্ধিসম্পন্ন দেহস্থ পুরুষকে প্রাপ্ত হও, জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন অভীষ্ট বর্ষণকারী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও ।।১৪২৬।।

অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূযমানঃ।
অভি চন্দ্রা ভর্ত্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বান্রথিনো দেব সোম ॥১৪২৭॥

(হে দ্যুতিমান সোম!) শোভনভাবে সংযুক্ত জ্ঞানের আচ্ছাদন দাও, সুদোহন যোগ্য পবিত্রকারী জ্ঞানের জ্যোতিসমূহ দাও। মনোরম মাধুর্য ও তেজ দাও, দেহ-রথে স্থিত আত্মাকে ব্যাপ্তি দাও ।।১৪২৭।।

অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূযমানঃ।
অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ ॥১৪২৮॥

সকল পার্থিব বল পবিত্র করে আমাদের অভিমুখে দিব্য ঐশ্বর্য বর্ষণ কর, আমাদের সেই ধন দাও যা আমরা সর্বভূক্ অগ্নির মত আত্মস্থ করতে পারি ।।১৪২৮।।

যজ্জাযথা অপূর্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়। তৎপৃথিবীমপ্রথযস্তদস্তভ্না উতো দিবম্ ॥১৪২৯॥

হে অনাদি, ঐশ্বর্যবান্! অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে হত্যা করে তুমি যা অভিব্যক্ত করলে তাতে পৃথিবীকে বিস্তার দিলে এবং দ্যুলোকে পৌঁছে দিলে ।।১৪২৯।।

তত্তে যজ্ঞো অজায়ত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ।
তদ্বিশ্বমভিভূরসি যজ্জাতং যচ্চ জন্ত্বম্ ॥১৪৩০॥

তোমার জন্যই জগতে কর্মযজ্ঞ ও আনন্দদায়ক জ্ঞানসূর্যের উদয় হল। যা জন্মেছে এবং যা জন্মাবে, সেই সবকিছুকেই তুমি তোমার শাসনে রেখেছ ।।১৪৩০।।

আমাসু পক্কমৈরয় আ সূর্যং রোহয়ো দিবি।
ঘর্মং ন সামং তপতা সুবৃক্তিভির্জুষ্টং গির্বণসে বৃহৎ ॥১৪৩১॥

কাঁচা (অজ্ঞানাচ্ছন্ন) আমাদের মধ্যে পক্কতা (জ্ঞান) প্রেরণ কর। আমাদের হৃদয়াকাশে জ্ঞান-সূর্যের উদয় ঘটাও, সূর্য যেমন (কিরণসমূহ দ্বারা) সকলকে সমানভাবে তাপ দেন সেই ভাবে হে স্তুতির দ্বারা সেবনীয় ইন্দ্র! সুন্দর স্তুতিসমূহের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে আমাদের ব্যাপ্তি দাও ।।১৪৩১।।

মৎস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ।
বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্বাজী সহস্রসাতমঃ ॥১৪৩২॥

হে পাপহরণকারী (পরমেশ্বর)! কামপূরক, আনন্দদায়ক, তৃপ্তিকারক, বলবান, সহস্র (ঐশ্বর্যের) দাতা সৌম্যরূপের মধুর রস যা তোমার রক্ষণতুল্য প্রসাদ, তাকে আমরা আত্মস্থ করেছি। তুমি আমাদের আনন্দ দান করেছ ।।১৪৩২।।

আ নস্তে গন্তু মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ।
সহাবাং ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাড়মর্ত্যঃ ॥১৪৩৩॥

(হে পরমেশ্বর!) আনন্দদায়ক, অভীষ্টবর্ষণকারী, তৃপ্তিকারক, বরণীয়, বলবান, সম্পূজনীয়, শত্রুনাশক তোমার অমৃত আমাদের কাছে আসুক ।।১৪৩৩।।

ত্বং হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্।
সহাবান্দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা ॥১৪৩৪॥

(হে পরমেশ্বর!) তুমিই বীর, দাতা, মনের গতিকে প্রেরণ কর, দুষ্টকে শাস্তি দাও, নীতিবর্জিত অধার্মিককে, অগ্নির দ্বারা পাত্রকে শুদ্ধ করার ন্যায় (আত্ম) দহনের দ্বারা শুদ্ধ কর ।।১৪৩৪।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৫৪ ।। সূক্ত সংখ্যা ২০ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।৩।১৫ পবমান সোম, ২।৪।৬।৭।১৪।১৯।২০ ইন্দ্র, ৫ সূর্য, ৮ সরস্বান্ ও সরস্বতী, ১০ সবিতা, ১১ ব্রহ্মণস্পতি, ১২।১৬।১৭ অগ্নি,১৩ মিত্র ও বরুণ, ১৮ অগ্নি বা হবি।। ছন্দ ১।৩।৪।৮।১৪।১৬ (২,৩)।১৮ গায়ত্রী, ২(১-৩) অনুষ্টুপ্, ২(৪) বৃহতী, ৫ জগতী, ৬।৭ প্রগাথ বার্হত, ১৪।১৯ ত্রিষ্টুপ্, ১৯(১) বর্ধমানা গায়ত্রী, ২০(১) অষ্টি, ২০(২,৩) অতি শক্করী।। ঋষি ১ কবি ভার্গব, ২।৯।১৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য; ৩ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ৪ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ বিভ্রাট্ সৌর্য, ৬।৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৭ ভর্গ প্রাগাথ, ১০।১৭ বিশ্বামিত্র গাথিন, ১১ মেধাতিথি কাম্ব, ১২ শত বৈখানস, ১৩ যজত আত্রেয়, ১৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ১৫ উশনা কাব্য, ১৮ হর্যথ প্রাগাথ, ১৯ বৃহদ্দিব আথর্বণ, ২০ গৃৎসমদ শৌনক।।

প্রথম খণ্ড

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি। অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ ॥১৪৩৫॥

(সৌম্যস্বরূপ!) আমাদের জন্য দ্যুলোকের অমৃতবারির তরঙ্গ (হৃদয়ে) বর্ষণ কর। আমাদের নিষ্পাপ পরম অভীষ্ট সকল দিক থেকে এনে দাও। ।।১৪৩৫।।

তয়া পবস্ব ধারয়া যযা গাব ইহাগমন্। জন্যাস উপ নো গৃহম্ ॥১৪৩৬॥

সেই অমৃতধারা এনে দাও যার দ্বারা জ্ঞানের জ্যোতিসমূহ এই হৃদয়ে আসে। আমাদের হৃদয়ে উপজাত হয়। ।।১৪৩৬।।

ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ। অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব ॥১৪৩৭॥

দেবভোগ্য অমৃত আমাদের সাধনযজ্ঞসমূহে ধারারূপে প্রবাহিত কর। আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করে পবিত্র কর ।।১৪৩৭।।

স ন উর্জং ব্যতব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া। দেবাসঃ শৃণবন্ হি কম্ ॥১৪৩৮॥

সেই সৌম্যসত্ত্ব আমাদের (আন্তর) শক্তিতে প্রবাহিত হয়ে পবিত্র অক্ষয় হৃদয়াকাশের প্রতি বিবিধরূপে ধাবিত হোক। জ্ঞানিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার (বেদবাণী) শ্রবণ করেন ।।১৪৩৮।।

পবমানো অসিষ্যদদ্রক্ষাংস্যপজঙ্ঘনৎ। প্রত্নবদ্রোচয়ন্রুচঃ ॥১৪৩৯॥

পবিত্রকারী শুদ্ধসত্ত্ব অন্তঃশত্রুদের নষ্ট করেন এবং জ্ঞানের কিরণসমূহ বর্ষণ করেন ।।১৪৩৯।।

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদধ্বনে নরঃ॥১৪৪০॥

হে মনুষ্য! এই বিদ্বান, পানেচ্ছু, সর্ববেত্তা, সদা গমনশীল, অগ্রগামী ইন্দ্রের কাছে সবকিছু সমর্পণ কর। তিনি প্রত্যুপকার করবেন ।।১৪৪০।।

এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্।
অমত্রেভির্ঋজীষিণমিন্দ্রং সুতেভিরিন্দুভিঃ ॥১৪৪১॥

(হে আমার পরিশুদ্ধ মন!) সম্পন্ন শক্তিশালী সৌম্যগুণগুলি সহ এই সম্পূর্ণরূপে অমৃত সৌম্যরসপানকারী পরমেশ্বরকে (হৃদয়াকাশের) প্রতি আকর্ষণ করে আন ।।১৪৪১।।

যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ।
বেদা বিশ্বস্য মেধিরো ধৃষত্তন্তমিদেষতে ॥১৪৪২॥

(হে সাধক!) যদি তুমি সম্পন্ন, উজ্জ্বল সৌম্যভাবসমূহের দ্বারা পরমাত্মাকে ভূষিত কর তাহলে বিশ্ববেত্তা জ্ঞানস্বরূপ (অজ্ঞানরূপ) শত্রুনাশক তিনি সেই সেই অভীষ্টই এনে দেবেন ।।১৪৪২।।

অস্মাঅস্মা ইদন্ধসোঽধ্বর্যো প্র ভরা সুতম্।
কুবিৎসমস্য জেন্যস্য শর্ধতোঽভিশস্তেরবসরৎ ॥১৪৪৩॥

হে অহিংস কর্মযজ্ঞকারী! সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপ এই পরমেশ্বরের জন্যই পূর্ণ কর। যাতে এই জয়ের যোগ্য, স্পর্ধাকারী, ক্ষতিকারীর মধ্যে যে- কোন রিপুকে তিনি অবদমন করেন ।।১৪৪৩।।

দ্বিতীয় খণ্ড

বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায় দিবিস্পৃশে। সোমায় গাথমর্চত ॥১৪৪৪॥

হে সাধকগণ! তোমার পিঙ্গলবর্ণ, আত্মশক্তিসম্পন্ন রক্তবর্ণ দ্যুলোক স্পর্শকারী সৌম্যজ্যোতির উদ্দেশ্যে গানের দ্বারা অর্চনা কর ।।১৪৪৪।।

হস্তচ্যুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং সোমং পুনীতন। মধাবা ধাবতা মধু ॥১৪৪৫॥

(হে সাধকগণ!) (প্রাণ ও অপানরূপ) দুই হস্তের কঠিন সাধনায় যে সৌম্যভাব সম্পন্ন হয়েছে তাকে পবিত্র কর। (পরমেশ্বরের) অমৃতরসে (হৃদয়স্থ) সৌম্য মাধুর্য বাহিত হোক ।।১৪৪৫।।

নমসেদুপ সীদত দধ্নেদভি শ্রীণীতন। ইন্দুমিন্দ্রে দধাতন ॥১৪৪৬॥

(হে সাধকগণ!) সৌম্যস্বভাবকে ভক্তি দিয়ে সেবা কর, রক্ষণের দ্বারা উজ্জ্বল কর, পরমেশ্বরে অর্পণ কর ।।১৪৪৬।।

অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব সোম শং গবে। দেবেভ্যো অনুকামকৃৎ ॥১৪৪৭॥

হে সৌম্যস্বরূপ! তুমি অন্তঃশত্রুনাশক, সর্বদ্রষ্টা, দেবতাদের (বা ইন্দ্রিয়গুলির) জন্য অভীষ্ট কর্ম কর। জ্যোতিলাভের জন্য মঙ্গলময় হয়ে ক্ষরিত হও ।।১৪৪৭।।

ইন্দ্রায় সোম পাতবে মদায় পরি ষিচ্যসে। মনশ্চিন্মনসম্পতিঃ ॥১৪৪৮॥

হে সোম! মনকে সচেতনকারী, মনের প্রভু তুমি পরমেশ্বরের গ্রহণের জন্য এবং আনন্দের জন্য সর্বতোভাবে সম্পন্ন হচ্ছ ।।১৪৪৮।।

পবমান সুবীর্যং রয়িং সোম রিরীহি নঃ। ইন্দবিন্দ্রেণ নো যুজা ॥১৪৪৯॥

হে শুদ্ধিকারক সৌম্যস্বরূপ! হে উজ্জ্বল জ্ঞানের জ্যোতি! আমাদের পরমধন দাও। পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের যুক্ত কর ।।১৪৪৯।।

উদ্ধেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য ॥১৪৫০॥

হে জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর! বিখ্যাত ঐশ্বর্যশালী, নরশ্রেষ্ঠ, মনুষোচিত কর্মকারী ও অন্তঃশত্রু বিনাশকারীকে তুমি অভ্যুদয়যুক্ত কর ।।১৪৫০।।

নব যো নবতিং পুরো ৰিভেদ ৰাহ্বোজসা। অহিং¹ চ বৃত্রহাবধীৎ ॥১৪৫১॥

(হে পরমেশ্বর!)বারবার যিনি নিজশক্তিসহায়ে অজ্ঞানরূপ শত্রুর দুর্গ ভেঙেছেন, যিনি আবরক অজ্ঞানকে নাশ করেছেন (তাঁকে তুমি অভ্যুদয়যুক্ত কর) ॥১৪৫১॥

১. অহি ও বৃত্র— দুই প্রকার জল প্রদানকারী মেঘ।

স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদেগামদ্যবমৎ। উরুধারেব দোহতে ॥১৪৫২॥

সেই শান্তস্বরূপ, বন্ধু পরমেশ্বর আমাদের ব্যাপ্তিযুক্ত জ্ঞানজ্যোতিযুক্ত ও শক্তিযুক্ত করুন। মানুষ তাঁর প্রাচুর্যের ধনধারাকে দোহন করে ॥১৪৫২॥

তৃতীয় খণ্ড

বিভ্রাড় ৰৃহৎপিৰতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পিপর্তি বহুধা বি রাজতি ॥১৪৫৩॥

প্রকাশমান সূর্য শান্ত মধুর রসকে পান করুন, যিনি যজ্ঞকারীর নিমিত্ত সকল আয়ুকে ধারণ করেন, বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে স্বয়ং প্রজাদের সব দিক থেকে রক্ষা করেন এবং বহুরূপে প্রকাশিত হন ॥১৪৫৩॥

বিভ্রাড় ৰৃহৎসুভৃতং বাজসাতমং ধর্মং দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা ॥১৪৫৪॥

দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপে (সূর্যে) জাজ্বল্যমান, বৃহৎ, শোভনরূপে ধৃত, পুষ্টিদাতা, দিব্য নিয়মধারণকারী সত্য প্রতিষ্ঠিত। শত্রুনাশকারী, অন্ধকারনাশকারী অধার্মিক হন্তারক, অশুভশক্তিনাশক, প্রতিদ্বন্দ্বিনাশক জ্যোতি জন্ম নিল ॥১৪৫৪॥

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড় ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্ ॥১৪৫৫॥

এই সর্বমহৎ, জ্যোতিসমূহের জ্যোতিস্বরূপ উত্তম জ্যোতি সকল বিশ্বের বিজেতা, সকল ধনের জেতা মহান ব্রহ্ম বলে কথিত হন। বিশ্বের প্রকাশক ব্যাপক প্রকাশস্বরূপ, অবিনাশী, সর্বদমনকারী অবিনাশী সূর্য(পরমেশ্বর) (সৃষ্টিকে) প্রকাশিত করার জন্য বহুবিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন ॥১৪৫৫॥

ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্পুরুহূত যামনি জীব জ্যোতিরশীমহি ॥১৪৫৬॥

হে পরমেশ্বর! পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করেন, তেমনি তুমি আমাদের সুসংকল্প জ্ঞান দাও। হে বহুস্তুত! সকলের নিয়ন্তা তুমি আমাদের শিক্ষা দাও। নিয়ন্তা এই পরমাত্মাতে আমরা জীবগণ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হই ।।১৪৫৬।।

মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যো মাশিবাসোঽব ক্রমুঃ।
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোতি শূর তরামসি ॥১৪৫৭॥

হে অনন্তবীর্য পরমেশ্বর! অজ্ঞাত পাপ এবং মানসিক উদ্বেগজনক অমঙ্গলসমূহ যেন আমাদের কাছে না আসে। তোমার সহায়তায় স্বর্গীয় উচ্চতায় পৌঁছে নিরন্তর (অসংখ্য জন্ম মৃত্যুদায়ক) কর্মফলকে যেন আমরা পার হয়ে যেতে পারি ।।১৪৫৭।।

অদ্যাদ্যা শ্বঃশ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ।
বিশ্বা চ নো জরিতৃন্ৎসৎপতে অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষঃ ॥১৪৫৮॥

হে সজ্জনের রক্ষক পরমেশ্বর! প্রতিটি বর্তমান দিন এবং প্রতিটি ভবিষ্যতের দিন, তার পরের দিন এবং সব দিন আমাদের পরিত্রাণ কর এবং তোমার আরাধনাকারী আমাদের দিনে এবং রাতে রক্ষা কর। ।।১৪৫৮।।

প্রভঙ্গী শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সম্মিশ্লো বির্যায় কম্।
উভা তে বাহূ বৃষণা শতক্রতো নি যা বজ্রং মিমিক্ষতুঃ ॥১৪৫৯॥

হে অসংখ্যক্রমা পরমেশ্বর! তোমার যে দুই বাহু অভীষ্ট বর্ষণ করে সেই দুটি দুষ্ট জনের জন্য বজ্র ধারণ করুক। তুমি প্রলয়কালে সর্বসংহারক অতিবিক্রমী, ঐশ্বর্যশালী, অনন্তধন এবং আমাদের বীর্য দানের জন্য সর্বব্যাপক প্রজাপতি ।।১৪৫৯।।

চতুর্থ খণ্ড

জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ। সরস্বন্তং হবাবহে ॥১৪৬০॥

স্ত্রীকামনাকারী, পুত্রকামনাকারী, সুদাতা উপাসক আমরা আজ সর্বজ্ঞ পরমাত্মাকে আহ্বান করি ।।১৪৬০।।

উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূত ॥১৪৬১॥

(পরমাত্মার স্তুতির জন্য) আমাদের সকল প্রিয়র থেকে প্রিয় গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দোজাতিরূপ ভগিনীবিশিষ্ট, (অভ্যাস দ্বারা) উত্তমরূপে সেবিত বাণী স্তুতিযোগ্য হোক ॥১৪৬১॥

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥১৪৬২॥[১]

উপাসক আমরা সর্বোৎপাদক পিতা, প্রকাশমান জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরের সেই (অনির্বচনীয়) বরণীয় তেজকে ধ্যান করি, যেন পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধিকে (সৎ কর্ম ও সদ্ভাবনায়) প্রেরণ করেন ॥১৪৬২॥

১. মন্ত্রটি ব্রাহ্মণদের পরম আরাধ্য গায়ত্রী মন্ত্র।

সোমানাং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥১৪৬৩॥

হে পরমেশ্বর! মেধাবী বিদ্বানের পুত্র আমাকে সকল প্রকার সোমের সুন্দর প্রস্তুতকারক শিল্পীর মত কর ॥১৪৬৩॥

অগ্ন আয়ূংষি পবসে আ সুবোর্জং ইষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥১৪৬৪॥

হে অগ্নি! আমাদের আয়ুসকল পবিত্র কর। আমাদের জন্য শক্তি ও কাম্যবস্তু প্রেরণ কর। দুষ্ট বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে দাও ॥১৪৬৪॥

তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য। মহি বা ক্ষত্রং দেবেষু ॥১৪৬৫॥

এঁরা দুজন আমাদের জন্য পার্থিব এবং দিব্য মহান ধন দিতে সক্ষম। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে এঁরা আমাদের বিশাল বল ॥১৪৬৫॥

ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে। অদ্রুহা দেবৌ বর্ধেতে ॥১৪৬৬॥

দিব্য নিয়মের দ্বারা সংযত সাধনায় অভীষ্ট শক্তি ব্যাপ্তি লাভ করে, দ্রোহরহিত প্রাণ ও অপান বৃদ্ধি পায় ॥১৪৬৬॥

বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ। বৃহন্তং গর্ত্তমাশাতে ॥১৪৬৭॥

অমৃতবর্ষী, দ্যুলোকস্থ, অমৃতবর্ষণকারী, বলযুক্ত অভীষ্টের পালক (দিব্যভাবাপন্ন) প্রাণ ও অপান ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয় ॥১৪৬৭॥

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥১৪৬৮॥

সকল দিক ছেয়ে থাকা পরমাত্মার প্রকাশমান কিরণসমূহ সূর্য এবং অগ্নি এবং প্রবহমান বায়ুকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে নেয় এবং দ্যুলোকে জ্যোতিকে প্রকাশ করে ।।১৪৬৮।।

যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥১৪৬৯॥

সূর্য (পরমেশ্বর) তাঁর রথে (গতিতে) দিন ও রাত (জ্ঞান ও অজ্ঞান) এই দুই বিরুদ্ধ পক্ষ শক্তিশালী, মনুষ্যগণের বাহক ঊর্ধ্বে ও নিম্নে গমনকারী (মুক্তি ও বন্ধনরূপ) দ্বিবিধ পাশিকে গোধূলিলগ্নে যুক্ত করে নেন ।।১৪৬৯।।

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥১৪৭০॥

হে মনুষ্যগণ! সূর্য (পরমেশ্বর) প্রজ্ঞানরহিত (বা রাত্রে সুপ্ত)কে প্রজ্ঞান (বা জাগরণ) দান মোহনিদ্রাগ্রস্তকে (বা রূপহীন রাত্রিকে) জ্ঞান জ্যোতিরূপ প্রকাশ (বা দিনের আলো) দান করে তপস্যার শক্তিসহ (বা [illegible] কিরণসহ) প্রকট হন ।।১৪৭০।।

পঞ্চম খণ্ড

[illegible] সুতে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
[illegible] ইন্দুঃ মদায় যুজ্যা সোমম্ ॥১৪৭১॥

[illegible] সোমস্বভাব তোমার জন্য সম্পন্ন হয়, তোমার জন্য পবিত্র করা হয়, [illegible] কর, তুমিই যাকে আকর্ষণ করে আন, আনন্দ ও সহায়ের জন্য তুমি [illegible] ।।১৪৭১।।

[illegible] মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি।
[illegible] বন ঊর্ধ্বা নবন্ত ॥১৪৭২॥

[illegible] ন্যায় বহুবহনকারী বৃহৎ নিজেকে নিযুক্ত করলেন যাতে অনন্তর সকল [illegible] সঙ্গে সংগ্রামে বহু ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য ঊর্ধ্বে মোক্ষপদ লাভ করে নব

শুষ্মী শর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্।
আপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ্ন যজ্ঞঃ ॥১৪৭৩॥

হে উৎসাহবান্ সৌম্যসত্ত্ব! প্রাণবায়ুর নাদধ্বনির মত আমাদের পবিত্র কর, যাতে তুমি, দিব্যা বাণী অনিন্দ্য অমৃতধারার মত শীঘ্র আমাদের জন্য সুন্দর জ্ঞানসম্পন্না হও। আমাদের সাধনযজ্ঞ অজস্র অমৃতপ্রদায়ক ও যুদ্ধজয়ীর মত হোক ।।১৪৭৩।।

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভির্মানুষে জনে ॥১৪৭৪॥

হে অগ্নি! তুমি সকল যজ্ঞে দেবতাগণের আহ্বানকারী। তুমি প্রত্যেক মানুষে দেবতাগণের সঙ্গে নিহিত ।।১৪৭৪।।

স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভির্যজা মহঃ। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥১৪৭৫॥

সেই (আমাদের) জ্ঞানাগ্নি আমাদের সাধনযজ্ঞে আনন্দদায়ক জ্ঞানকিরণ সমূহ দ্বারা মহান্ দিব্য (প্রকাশমান) জ্যোতিসমূহের আরাধনাকারী। তিনি দিব্যভাবসমূহকে আবাহন ও আরাধনা করেন ।।১৪৭৫।।

বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা। অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো ॥১৪৭৬॥

হে বিজ্ঞাতা, সুসংকল্প, প্রকাশমান জ্ঞানাগ্নি! সকল সাধনযজ্ঞে তুমি অবশ্যই (দূরস্থ মোক্ষলাভের) পথ ও নিকটস্থ (পার্থিব ধনলাভের) পথ জান ।।১৪৭৬।।

হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া। বিদথানি প্রচোদয়ন্ ॥১৪৭৭॥

হে (সাধনযজ্ঞের) পুরোধা, অমৃতস্বরূপ প্রকাশমান (অগ্নি)! জ্ঞানের পথে প্ররণ করে শক্তিসহ আমাদের সামনে এস ।।১৪৭৭।।

বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্রণীয়তে। বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ ॥১৪৭৮॥

বলবান জ্ঞানাগ্নি আমাদের প্রাণশক্তিসমূহে রক্ষিত হন, হিংসাহীন সাধনযজ্ঞে আনীত হন। জ্ঞান যজ্ঞের সাধন ।।১৪৭৮।।

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে। দক্ষস্য পিতরং তনা ॥১৪৭৯॥

বরণীয় জ্ঞানাগ্নি জ্ঞানের দ্বারা সকল জাতবস্তুর গর্ভ ধারণ করলেন। প্রজাপতির পিতাকে বিস্তৃত করলেন ।।১৪৭৯।।

ষষ্ঠ খণ্ড

আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ং রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্। রসা দধীত বৃষভম্ ॥১৪৮০॥

(হে জ্ঞানাগ্নি!) সৌম্যস্বরূপ সম্পন্ন হলে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত সম্মুখস্থ শ্রীকে (হৃদয়ে) সিঞ্চন কর। অমৃতবর্ষণকারী (শান্ত) রসকে ধারণ কর ॥১৪৮০॥

তে জানত স্বমোক্যং সং বৎসাসো ন মাতৃভিঃ। মিথো নসন্ত জামিভিঃ ॥১৪৮১॥

সেই সাধকগণ স্বস্থানকে জানেন। মায়েদের সঙ্গে সন্তানেরা যেমনভাবে মিলিত হয় সেইভাবে তাঁরা একসঙ্গে উৎসরূপ জ্যোতিসমূহে মিলিত হন ॥১৪৮১॥

উপ স্রক্কেষু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি। ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ ॥১৪৮২॥

সাধকগন দ্যুলোকে শক্তি ও জ্যোতিতে (পরমআনন্দের) ধারণকারীকে হৃদয়ের গুহায় নিহিত করে সমীপস্থ হয়ে প্রণাম করেন ॥১৪৮২॥

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যূমাঃ ॥১৪৮৩॥

সকল লোকে সেই সর্ববৃহৎ একমাত্র ছিলেন, যাঁর থেকে প্রকাশশীল শক্তিসম্পন্ন সূর্য (পরমেশ্বর) জন্মালেন। জন্মেই শত্রুদের (হৃদয়স্থ পাপবৃত্তিদের) নাশ করলেন। যে সূর্যোদয়ের পর (পরমাত্মজ্ঞানের পর) সকল প্রাণী (জ্ঞানী) আনন্দকে প্রাপ্ত হয় (হন) ॥১৪৮৩॥

বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥১৪৮৪॥

সেই (অভিব্যক্ত পরমাত্মা) বাড়তে বাড়তে অত্যন্ত তেজসম্পন্ন শত্রু হয়ে বলের দ্বারা হানিকারক রিপুর জন্য ভয়ংকররূপ ধারণ করেন, এবং স্থাবর অস্থাবর সকল সৃষ্ট বস্তু আশ্রয় লাভ করে ও শুদ্ধ হয়ে আনন্দের প্রাচুর্যে নতুন হয়ে ওঠে ॥১৪৮৪॥

ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥১৪৮৫॥

যখন এই কর্মানুষ্ঠাতৃগণ পুত্রজন্ম দ্বারা, পৌত্রজন্মের দ্বারা তৃতীয় পুরুষ হন তখন এই পরমেশ্বরেই কর্মফল অর্পণ করেন। স্বাদুর থেকে ক্রমশ স্বাদুতর এই সৃষ্টিকে স্বাদু রসের দ্বারা সৃষ্টি করে পরমাত্মা শুভকর্মানুষ্ঠাতৃগণকে সৌম্যস্বরূপের দ্বারা সুমধুর আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করলেন। বৃহৎ, প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, প্রসন্ন (পরমাত্মা) জ্ঞানজ্যোতিযুক্ত, দীপ্যমান, ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত সম্পন্ন সৌম্যসত্ত্বকে ব্যাপক বায়ুসামান্যের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, সেই সৌম্যস্বরূপ আনন্দকে ছড়িয়ে দিলেন। (সাধকের) সেই আধ্যাত্মিক সত্য, দিব্য, উজ্জ্বল সৌম্যস্বরূপ মহান, ব্যাপক পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হল ।।১৪৮৫।।

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥১৪৮৬॥

অতিতেজস্বী এবং মহান ইন্দ্র ব্যাপক বায়ুর সঙ্গে (জ্যোতি, গৌ এবং আয়ু নামক) গবাময়ন[১] যজ্ঞের (অভিপ্লবিক) নামক তিন দিনে অভিষুত সোম নিজের খুশিমত পান করেছিলেন এবং তৃপ্ত হয়েছিলেন, সেই সোম এই মহান ইন্দ্রকে মহৎ কর্ম করতে প্রভূত আনন্দিত করেছিল। সেই সত্য, দীপ্ত সোম এই সত্য, প্রকাশশীল ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হল ।।১৪৮৬।।

১. গবাময়ন— সংবৎসরসাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাকমোজসা ববক্ষিথ সাকং বৃদ্ধো বীর্যৈঃ সাসহির্মৃধো বিচর্ষণিঃ।
দাতা রাধ স্তুবতে কাম্যং বসু প্রচেতন সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥১৪৮৭॥

হে চৈতন্য স্বরূপ! তুমি সৎ কর্মের সঙ্গে এবং শক্তির সঙ্গে আবির্ভূত হও এবং আত্মবীর্যের সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে লোকসমূহকে ধারণ কর। অন্তঃ শত্রুদের বিনাশ কর। বিশ্বদ্রষ্টা তুমি স্তুতিকারীকে আরাধ্য ধন দাও, কাম্য চৈতন্য দাও। সাধকের সেই সত্য, দিব্য, উজ্জ্বল সৌম্য স্বরূপ ব্যাপক পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হল ।।১৪৮৭।।

অধ ত্বিষীমাং অভ্যোজসা কৃবিং যুধাভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্র বাবৃধে।
অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যত প্র চেতয় সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥১৪৮৮॥

অনন্তর তেজস্বী প্রকাশমান (পরমাত্মা) তেজবলের দ্বারা গতিসম্পন্ন হয়ে (সৃষ্টিতে) ওতপ্রোত হলেন। দ্যাবাপৃথিবীকে আপূরিত করলেন, বলের দ্বারা বাড়তে থাকলেন। অপরপক্ষে, চৈতন্যকে সাধকের হৃদয়াকাশে ধারণ করলেন ও জ্ঞানজ্যোতি ঢেলে দিলেন। সাধকের সেই সত্য, দিব্য, উজ্জ্বল সৌম্য স্বরূপ ব্যাপক পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হল ।।১৪৮৮।।

চতুর্দশ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৪৬ ।। সূক্ত সংখ্যা ১৬ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৫।৮।৯ ইন্দ্র, ৩।৭ পবমান সোম, ৪, ১০-১২, ২৩-২৬ অগ্নি, ৬ বিশ্বদেবগণ।। ছন্দ ১।৪।৫।১২-১৬ গায়ত্রী, ২।১০ প্রগাথ বার্হত, ৩।৭।১১ বৃহতী, ৬ অনুষ্টুপ্, ৮ উষ্ণিক্, ৯ নিচৃদ্ উষ্ণিক্।। ঋষি ১।৬ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ২ নৃমেধ ও পুরুষমেধ আঙ্গিরস, ৩।৭ ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ পৌরুকুৎস ত্রসদস্যু, ৪ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৫ বৎস কান্ব, ৬ অগ্নি তাপস, ৮ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ১০ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১১ সৌভরি কান্ব, ১২ ২শত বৈখানস, ১৩ বসূয়ব আত্রেয়গণ, ১৪ গোতম রাহূগণ, ১৫ কেতু আগ্নেয়, ১৬ বিরূপ আঙ্গিরস।।

প্রথম খণ্ড

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে। সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥১৪৮৯॥

আলোর পালক, সত্যের পুত্র, সজ্জনের রক্ষক ইন্দ্রকে যেমন জান সেইভাবে সকল স্তুতির দ্বারা সকল প্রকারে অর্চনা কর ।।১৪৮৯।।

আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি। যত্রাভি সংনবামহে ॥১৪৯০॥

আমাদের হৃদয়বেদিতে প্রকাশমান জ্ঞানের জ্যোতির আধারে পাপহরণকারী শুদ্ধসত্ত্বের দীপ্তিসমূহ সর্বতোভাবে উৎপন্ন হল। আমরা সেই (জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার) উদ্দেশে সম্যক্‌রূপে স্তুতি করি ।।১৪৯০।।

ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। যৎসীমুপহ্বরে বিদৎ ॥১৪৯১॥

পরমাত্মা যিনি বজ্রকঠিন শাসনে পাপ হরণ করেন তার জন্য জ্যোতির্ময় জ্ঞানামৃত আকর্ষণ করে আনলাম, সেই যাঁকে অনেক কঠোর সাধনায় জানলাম ।।১৪৯১।।

আ নো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্‌পরমজ্যা ঋচীষম ॥১৪৯২॥

হে স্তুত্য। পরম শক্তিশালি, অন্ধকারনাশক ইন্দ্র! যুদ্ধাদি থেকে রক্ষার জন্য আমাদের বৈদিক স্তোত্র এবং সোমাভিষবগুলি আহ্বানযোগ্য ইন্দ্রকে সুশোভিত করুক ।।১৪৯২।।

ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসিসত্য ঈশানকৃৎ।
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ ॥১৪৯৩॥

(হে পরমেশ্বর!) তুমি অনাদি ঐশ্বর্যসমূহের দাতা, সত্যস্বরূপ তুমি প্রভূতশক্তিদাতা। প্রভূত ঐশ্বর্যযুক্ত মহান শক্তিস্বরূপের কার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা তোমাকে বরণ করি ।।১৪৯৩।।

প্রত্নং পীযূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত।
ইন্দ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥১৪৯৪॥

যে অনাদি, সনাতন, প্রশংসনীয় অমৃত শুদ্ধসত্ত্বকে মহান দ্যুলোকের গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে আনা হল। সেই অভিব্যক্ত পরমাত্মজ্যোতিকে লক্ষ্য করে সাধকগণ একত্রে স্তুতি করলেন ।।১৪৯৩।।

আদীং কে চিৎপশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত।
দিবো ন বারং সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥১৪৯৫॥

কোন বিজ্ঞাতা এই অমৃতরূপ জ্ঞানজ্যোতিকে যখন দূর থেকে দর্শন করেন তখন দ্যুলোকের দীপ্তিকে লক্ষ্য করে স্তব করেন এবং দ্যুলোকের আবরণকে পরমেশ্বর অনাবৃত করেন ।।১৪৯৫।।

অধ যদিমে পবমান রোদসী ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
যূথে ন নিষ্ঠা বৃষভো বি রাজসি ॥১৪৯৬॥

হে পবিত্রকারী শুদ্ধসত্ত্ব! আর যখন এই দুই দ্যুলোক ও ভূলোক এবং এই বিশ্ব ভুবন মহত্ত্বের দ্বারা একত্রিত করে থাক তখন শক্তিমানের মত সম্মুখে প্রকাশিত হও ।।১৪৯৬।।

ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥১৪৯৭॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের গায়ত্রী ছন্দে রচিত নবীনতর স্তুতিরূপ উপহার দেবগণের নিকট সুন্দরভাবে প্রকাশ কর ।।১৪৯৭।।

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরুর্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥১৪৯৮॥

হে বিচিত্র জ্ঞানসূর্য! সমুদ্রের তরঙ্গের মত তুমি পৃথক পৃথক হয়ে সম্মুখে স্থিত ভক্তের জন্য অবিলম্বে অনুগ্রহ বর্ষণ কর ।।১৪৯৮।।

আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥১৪৯৯॥

(হে পরমেশ্বর!) আমাদের দ্যুলোকের পরম ঐশ্বর্যসমূহে (অমৃতরূপ চৈতন্যপ্রাপ্তিতে) পৌঁছে দাও। আমাদের অন্তরিক্ষস্থ ঐশ্বর্যে (স্বর্গসুখে) পৌঁছে দাও, আমাদের ভূলোকস্থ সকল ঐশ্বর্য (জ্ঞান ও শ্রী) দান কর ।।১৪৯৯।।

অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ। অহং সূর্য ইবাজনি ॥১৫০০॥

আমি পালকের (ইন্দ্রের) সত্যের ধারণাবতী বুদ্ধিকে গ্রহণ করেছি। আমি সূর্যের মত প্রকাশিত হয়েছি ।।১৫০০।।

অহং প্রত্নেন জন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্বরৎ। যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্দধে ॥১৫০১॥

আমি পূর্বজন্মের সংস্কারের দ্বারা জ্ঞানীর মত বেদমন্ত্রসমূহ উজ্জ্বল করে তুলেছি, যার দ্বারা পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের দিব্য বলকে ধারণ করেন ।।১৫০১।।

যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুর্ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদ্বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥১৫০২॥

হে (জ্ঞানস্বরূপ)পরমেশ্বর! যারা তোমার স্তুতি করেনি এবং যে জ্ঞানিগণ তোমার স্তুতি করেছেন, (তাদের মধ্যে) আমার দ্বারা স্তুত হয়ে তুমি আমার মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ।।১৫০২।।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভির্জোষি ব্রহ্ম সহস্কৃত।
যে দেবত্রা য আয়ুষু তেভির্নো মহয়া গিরঃ ॥১৫০৩॥

হে আত্মশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ (জ্ঞানরূপ) অগ্নি! সকল জ্ঞানের দীপ্তি সহ তুমি বৃহৎ জ্ঞানকে সেবা কর। যে তুমি জ্ঞানীদের মধ্যে আছ, আর যে তুমি সকল মানুষে আছ সেই সব (জ্ঞানের আলোক) সহ আমাদের স্তুতিকে সমৃদ্ধ কর ।।১৫০৩।।

প্র স বিশ্বেভিরগ্নিভিরগ্নিঃ স যস্য বাজিনঃ।
তনয়ে তোকে অস্মদা সম্যঙ্বাজৈঃ পরীবৃতঃ ॥১৫০৪॥

সেই জ্ঞানরূপ পরমাত্মা (অগ্নি), বিশ্বের সকল জ্ঞান যেগুলি তাঁর শক্তি, সেই শক্তিসকল সহ আমাদের মধ্যে, আমাদের পুত্রের, পৌত্রের মধ্যে সম্যকরূপে আবিষ্ট হন ।।১৫০৪।।

ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়।
ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয় ॥১৫০৫॥

হে পরমেশ্বর (অগ্নি)! সকল জ্ঞানজ্যোতিসহ আমাদের বেদবাণী ও সাধনযজ্ঞকে সমৃদ্ধ কর, তুমি আমাদের দেবতাভাবপ্রাপ্তির জন্য এবং পরম ধন প্রাপ্তির জন্য উদ্বুদ্ধ কর ।।১৫০৫।।

ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ।
স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয় ॥১৫০৬॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব বীর! আমরা প্রথমবার হৃদয়বেদিকে আরাধনার জন্য প্রস্তুত করেছি, (আমাদের) হৃদয় পরমৈশ্বর্যের জন্য, যশের জন্য চেতনাকে ধারণ করেছে, সেই তুমি আমাদের আত্মবীর্যের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ কর ।।১৫০৬।।

অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতম্।
শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥১৫০৭॥

হে সৌম্যস্বরূপ! যেমনভাবে জলপানের স্থানে উৎসকে শরের দ্বারা বিদীর্ণ করে (লোকে) জলের প্রবাহকে ভরে নেয় সেইভাবে প্রাণ ও অপান বায়ু সম্মুখস্থ হয়ে (জ্ঞানের) উৎসমুখ বিদীর্ণ করে জ্ঞানের প্রবাহে হৃদয়কে প্লাবিত করে হৃদয় জ্ঞানে পূর্ণ করল ।।১৫০৭।।

অজীজনো অমৃত মর্ত্যায় কমৃতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ।
সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥১৫০৮॥

হে অমৃত সৌম্যস্বরূপ! সত্য, সুন্দর, অমৃতের ধারক হৃদয়ে মানুষের জন্য সুখকে উৎপন্ন করেছ। শক্তির তরঙ্গসকলকে ভালভাবে প্রবাহিত করেছ ।।১৫০৮।।

এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু। প্র রাধাংসি চোদয়তে মহিত্বনা ॥১৫০৯॥

ইন্দ্রের জন্য সোমরস সিঞ্চন কর। সোমসম্বন্ধী মধু তিনি পান করেন এবং নিজের নিজের বৃদ্ধির দ্বারা ধনরাশি বৃদ্ধির জন্য প্রেরণা দেন ।।১৫০৯।।

উপো হরীণাং পতিং রাধঃ পৃঞ্চন্তমব্রবম্। নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য ॥১৫১০॥

(অজ্ঞানরূপ অন্ধকারহরণকারী) জ্ঞানজ্যোতিসমূহের পালক, প্রচুর জ্ঞানৈশ্বর্যের প্রদাতা, পরমেশ্বরের শরণাগত হয়ে স্তুতি করলাম। প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্তোতার স্তুতি অবশ্যই শ্রবণ কর ।।১৫১০।।

ন হ্যংতগ পুরা চ ন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ। ন কী রায়া নৈবথা ন ভন্দনা ॥১৫১১॥

হে প্রিয় পরমেশ্বর! পুরাকালে বা বর্তমানে আপনার থেকে বড় শক্তিসম্পন্ন কেউ জন্মায়নি। না ঐশ্বর্যের দ্বারা, না রক্ষণের দ্বারা, না স্তুতিযোগ্যতার দ্বারা (আপনার তুল্য কেউ নেই) ।।১৫১১।।

নদং ব ওদতীনাং নদং যোযুবতীনাম্। পতিং বো অঘ্ন্যানাং ধেনূনামিষুধ্যসি ॥১৫১২॥

তোমাদের (হৃদয়ে) জ্ঞানসূর্যের প্রথম উদয়ের প্রবহনকারীকে, জ্ঞানসূর্যকে উৎসে ফিরিয়ে নেওয়ার (কারণ) সমুদ্রকে, অমৃত জ্যোতিসমূহের প্রভুকে প্রার্থনা কর ।।১৫১২।।

তৃতীয় খণ্ড

দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥১৫১৩॥

ঐশ্বর্যদানকারী দীপ্তিমান পরমেশ্বর (অগ্নি) তোমাদের সৌম্যরসপূর্ণ হৃদয়স্থলীকে আলোকিত করুন। এই হৃদয়কে ভক্তিরসে সিঞ্চিত কর, জ্যোতিতে পূর্ণ কর, তোমাদের স্তুতি তখনই তাঁর কাছে পৌঁছায় ।।১৫১৩।।

তং হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্যমগ্নির্জনায় দাশুষে ॥১৫১৪॥

জ্ঞানিগণ সেই পরমাত্মাকে সাধনযজ্ঞে জ্ঞানের উন্মেষকারী প্রযোজক কর্তা রূপে জানেন। পরমাত্মা ভক্তজনের জন্য রমণীয় বীর্য দান করেন ।।১৫১৪।।

অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ব্রতান্যাদধুঃ।
উপো যু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ ॥১৫১৫॥

পথদ্রষ্টাদের মধ্যে যিনি উত্তম, যাঁতে সকল নিয়মনিষ্ঠ কর্ম অর্পিত হয়, তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হল। সেই উপাসকের সুন্দরভাবে উৎপন্ন জ্ঞানের বর্ধনকারী অগ্নির নিকট আমাদের স্তুতিগুলি উপনীত হোক ।।১৫১৫।।

যস্মাদ্রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃণ্বতঃ।
সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভির্নমস্যত ॥১৫১৬॥

যেহেতু মানুষেরা তোমার স্তুতি করতে করতে (ভয়ে, বিস্ময়ে) কম্পিত হয় বা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাই সাধন যজ্ঞে আত্মসমর্পণের মত পরমেশ্বর অগ্নিকে সহস্রবার (হৃদয়স্থ) জ্ঞানের অর্ঘ্য দিয়ে নমস্কার করব ।।১৫১৬।।

প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্‌মনা।
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্মণি ॥১৫১৭॥

ইন্দ্রের সমান বলবান, দ্যুলোকের অনুচর (বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়) অগ্নি মাতা পৃথিবীর চারদিক বলপূর্বক আবৃত করে দ্যুলোকের আশ্রয়ে অবস্থান করেন ।।১৫১৭।।

অগ্ন আয়ূংষি পবসে আসুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥১৫১৮॥

হে অগ্নি! আমাদের আয়ুসকল পবিত্র কর। আমাদের জন্য শক্তি ও কাম্যবস্তু প্রেরণ কর। দুষ্ট বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে দাও ।।১৫১৮।।

অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্ ॥১৫১৯॥

জ্ঞানাগ্নি ক্রান্তদর্শী, পবিত্রকারক, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের হিতসাধক, অগ্রগামী, সেই মহৈশ্বর্যশালীকে আমরা স্তুতি করি ।।১৫১৯।।

অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্। দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্ ॥১৫২০॥

হে (জ্ঞানরূপ) অগ্নি! সুকর্মফল দাতা তুমি আমাদের উত্তম বীর্যযুক্ত তেজ দাও, আমাতে সুকর্মফলরূপ পুষ্টিকে ধারণ কর ।।১৫২০।।

অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥১৫২১॥

হে অগ্নি! হে পবিত্রকারী দ্যুতিমান (পরমাত্মা) তোমার দীপ্তিযুক্ত (জ্যোতিকিরণরূপ) জিহ্বা দ্বারা আনন্দ দাও। তুমি (হৃদয়স্থ হয়ে) দেবভাবকে বহন কর ও সৎকর্ম করাও ।।১৫২১।।

তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্। দেবাং আ বীতয়ে বহ ॥১৫২২॥

হে বিচিত্র দীপ্তিশালী, অমৃতক্ষরণকারী! দিব্যজ্যোতি সেই তোমাকে আমরা আহ্বান করি। আনন্দের জন্য দিব্যভাবসমূহকে বহন করে আন ।।১৫২২।।

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥১৫২৩॥

হে ক্রান্তদর্শী অগ্নি! আনন্দযজ্ঞের হোতা দ্যুতিশীল তোমাকে আমরা বৃহৎ সৎকর্মযজ্ঞে (জ্ঞানরূপ) সমিধ্ দ্বারা হৃদয়ে প্রজ্বলিত করি ।।১৫২৩।।

চতুর্থ খণ্ড

অবা নো অগ্ন উতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি। বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য ॥১৫২৪॥

হে বন্দনীয় অগ্নি! গীতিযুক্ত সাম বা গায়ত্রী ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা রক্ষিত যজ্ঞে আমাদের সকল বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে রক্ষা কর ।।১৫২৪।।

আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্। বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরম্ ॥১৫২৫॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি! আমাদের অপ্রতিরোধ্য বরণীয় সকল (অন্তঃশত্রুজয়ের) সংগ্রামে দুঃসাধ্য (ভবযন্ত্রণা) পারের কড়ি ভরে দাও ।।১৫২৫।।

আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্। মার্ডীকং ধেহি জীবসে ॥১৫২৬॥

হে জ্ঞানরূপ অগ্নি! আমাদের প্রাণধারণের জন্য সুন্দর চেতনা সহ সুখহেতু, সকল মানুষের পালক সম্পদ সর্বতোভাবে ধারণ কর ।।১৫২৬।।

অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু। তেন জেষ্ম ধনংধনম্ ॥১৫২৭॥

যেমনভাবে সকল সংগ্রামে শীঘ্রগামী অশ্ব প্রেরিত হয় সেইভাবে আমাদের সকল বুদ্ধি প্রকাশকে প্রেরণ করুক যার দ্বারা সকল ঐশ্বর্যকে জয় করব ।।১৫২৭।।

যয়া গা আকরামহৈ সেনয়াগ্নে তবোত্যা। তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে ॥১৫২৮॥

হে অগ্নি! তোমার যে গতি বা রক্ষারূপ শক্তির দ্বারা জ্ঞানের কিরণসমূহকে আমরা আকর্ষণ করে আনব, পরমধন লাভের জন্য তাকে আমাদের কাছে প্রেরণ কর ।।১৫২৮।।

আগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্। অঙ্‌ধি খং বর্তয়া পবিম্ ॥১৫২৯॥

হে অগ্নি! আমাদের হৃদয়াকাশের আধারে শক্তিযুক্ত, বিপুল, জ্যোতির্ময় ব্যাপক ঐশ্বর্য এনে দাও এবং স্বচ্ছতা, শুদ্ধতা স্থাপন কর ।।১৫২৯।।

অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং রোহয়ো দিবি। দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ ॥১৫৩০॥

হে অগ্নি! সকল প্রাণীর জন্য প্রকাশকে ধারণ করে দ্যুলোকে স্থিত চিরনূতন দিব্য জ্যোতিকে নিকটে নিয়ে এসে (হৃদয়ের) আকাশে উদিত কর ।।১৫৩০।।

অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ। বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ॥১৫৩১॥

হে অগ্নি! তুমি প্রজাগণের উজ্জ্বল প্রিয়তম, শ্রেয়স্তম অন্তরস্থ জ্ঞান। আমাদের প্রার্থনায় শক্তিকে ধারণ করে তুমি চেতনা দাও ।।১৫৩১।।

অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥১৫৩২॥

এই অগ্নি দ্যুলোকের মস্তক, দ্যুতির শিখর, পৃথিবীর পালক। কর্মসকলের বীজকে অনুকূল হয়ে বহন করে নিয়ে যান ।।১৫৩২।।

ঈশিষে বার্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বঃ পতিঃ। স্তোতা স্যাং তব শর্মণি ॥১৫৩৩॥

হে অগ্নি! তুমি সুখের পালক, বরণীয় দেয়বস্তুর প্রভু। তোমার আশ্রয়ে থেকে (সুখ কামনা করে) তোমার স্তোতা হব ।।১৫৩৩।।

উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ঃ ॥১৫৩৪॥

হে অগ্নি! তোমার শুদ্ধ, প্রকাশমান, উজ্জ্বল (শুভ্র) প্রভা, তোমার তেজসমূহ উর্ধ্বে গমন করে ।।১৫৩৪।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৩৮ ।। সূক্ত সংখ্যা ১৪ ।। দেবতা অগ্নি।। ছন্দ (সূক্তানুসারে) ১।২।৩।৬।৯।১৪ গায়ত্রী; ৪।৭।৮ প্রগাথ, ৫ ত্রিষ্টুপ্, ১০ কাকভ প্রগাথ, ১১ উষ্ণিক্, ১২(১) অনুষ্টুপ্, ১২(২-৩) গায়ত্রী, ১৩ জগতী।। ঋষি ১।১১ গোতম রাহূগণ, ২।৯ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৩ বিরূপ আঙ্গিরস, ৪।৭ ভর্গ প্রাগাথ, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ উশনা কাব্য, ৮ সুদীতি ও পুরুমীঢ়, ১০ সোভরি কাণ্ব, ১২ গোপবন আত্রেয়, ১৩ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য বা বীতহব্য, ১৪ প্রয়োগ ভার্গব অগ্নি বা পাবক বার্হস্পত্য।।

প্রথম খণ্ড

কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ ॥১৫৩৫॥

হে পরমেশ্বর! প্রজাগণের মধ্যে কে তোমার বন্ধু। তোমার যজ্ঞে কে আহুতি দাতা? তুমি কে? তুমি কোথায় আশ্রিত? ।।১৫৩৫।।

ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥১৫৩৬॥

হে পরমেশ্বর! তুমি প্রজাগণের বন্ধু, প্রিয় মিত্র। তুমি চেতন, (তাই) সচেতন (যজ্ঞকারী) সখাদের দ্বারা তুমি স্তুতির যোগ্য ।।১৫৩৬।।

যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাং ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥১৫৩৭॥

হে পরমেশ্বর! আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণ ও অপান বায়ুকে মিলিত কর, ইন্দ্রিয়সকলকে মিলিত কর, দিব্য নিয়ম, স্বগৃহ এই বৃহতের (ব্রহ্ম) সঙ্গে মিলিত কর ।।১৫৩৭।।

ঈড়েন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ। সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥১৫৩৮॥

স্তুতির যোগ্য, নমস্য, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে জ্ঞানদ্বারা মার্গদর্শক, অভীষ্ট বর্ষণকারী অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকেন ।।১৫৩৮।।

বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ। তং হবিষ্মন্ত ঈড়তে ॥১৫৩৯॥

অভীষ্ট বর্ষণকারী অগ্নি, প্রাণ যেমন(দেহকে বা শরীরী আত্মাকে) বহন করে সেইভাবে সর্বব্যাপী অগ্নি প্রকাশকে বহন করে হৃদয়ে প্রকাশিত হন। সাধনযজ্ঞকারী তাঁকে স্তুতি করেন ।।১৫৩৯।।

বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্বৃষণঃ সমিধীমহি। অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥১৫৪০॥

হে কামনাপূরক! হে অগ্নি! আর্দ্রচিত্ত তোমার আরাধনারত আমরা বৃহৎ, প্রকাশমান, কামনাপূরক তোমাকে হৃদয়ে (ভক্তি বা জ্ঞানরূপ) ইন্ধনে প্রজ্বলিত করি ।।১৫৪০।।

উত্তে বৃহন্তো অর্চয়ঃ সমিধানস্য দীদিবঃ। অগ্নে শুক্রাস ঈরতে ॥১৫৪১॥

হে প্রকাশমান! হে অগ্নি! (হৃদয়ে) (ভক্তিরূপ বা জ্ঞানরূপ) ইন্ধনে প্রজ্বলিত তোমার বৃহৎ, শুদ্ধ, কিরণসমূহ ঊর্ধ্বগামী (ঊর্ধ্বমুখী চেতনায় অভিব্যক্ত) ।।১৫৪১।।

উপ ত্বা জুহ্বো মম ঘৃতাচীর্যন্তু হর্যত। অগ্নে হব্যা জুষস্ব নঃ ॥১৫৪২॥

হে প্রিয় পরমেশ্বর! আমার স্নেহার্দ্র অন্তকরণবৃত্তিসমূহ তোমাকে প্রাপ্ত হোক। উপাসক আমাদের নিবেদিত অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহকে অনুগ্রহ কর ।।১৫৪২।।

মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং চিত্রভানুং বিভাবসুম্। অগ্নিমীড়ে স উ শ্রবৎ ॥১৫৪৩॥

আনন্দস্বরূপ, বিশ্বযজ্ঞের হোতা ও ঋত্বিক, বিচিত্র প্রকাশযুক্ত, জ্যোতিরূপ ঐশ্বর্যশালী পরমেশ্বরকে স্তুতি করি। তিনি নিশ্চয়ই শুনছেন ।।১৫৪৩।।

পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া।
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥১৫৪৪॥

হে প্রাচীন অগ্নি, হে দ্যুতিশীল! তুমি মনুষ্যগণের রক্ষক, রাক্ষসগণের সন্তাপক, তুমি কখনও দূরে থাক না। হে গৃহপতি! তুমি মহান, আলোর পালক! তুমি ঘরে ঘরে ওতপ্রোত হয়ে আছ ।।১৫৪৪।।

পাহি বিশ্বস্মাদ্রক্ষসো অরাব্ণঃ প্র স্ম বাজেষু নোঽব।
ত্বামিদ্ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং নক্ষামহে বৃধে ॥১৫৪৫॥

হে পরমেশ্বর! অত্যন্ত সমীপবর্তী বন্ধু তোমার কাছে বৃদ্ধি এবং দেবত্বলাভের জন্য আমরা উপনীত হই। সকল বিদ্বেষী অধার্মিকদের থেকে আমাদের রক্ষা কর, রিপুসংগ্রামে আমাদের রক্ষা কর ।।১৫৪৫।।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাং অদর্শি।
চিকিদ্বি ভাতি ভাসা বৃহতাসিক্নীমেতি রুশতীমপাজন্ ॥১৫৪৬॥

শক্তিমান, দ্রুতগতি, প্রকাশমান, প্রজ্বলিত, প্রাণপ্রদ উষ্ণ, বলপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেরণাদায়ক, জ্ঞানসূর্যের উদয় দৃষ্ট হচ্ছে। জ্ঞানের পরিব্যাপ্ত বৃহৎ দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে এবং অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে উজ্জ্বল শুভ্র জ্ঞানের আলো আসছে ।।১৫৪৬।।

কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসাভূজ্জনয়ন্যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাম্।
উর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি ॥১৫৪৭॥

যখন বৃহৎ (ব্রহ্ম) পিতার থেকে শক্তিমতী উষারূপিনী জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়ে কালরাত্রিরূপিণী অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত করল, তখন দ্রুতগতিসম্পন্ন জ্ঞানরূপ পরমেশ্বর দ্যুলোকের জ্যোতিসমূহের দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশকে উর্ধ্বে ব্যাপ্ত করে স্বয়ং প্রকাশিত হলেন ।।১৫৪৭।।

ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎস্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্রুশদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ ॥১৫৪৮॥

মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর মঙ্গলরূপিণী শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিব্যক্ত হলেন। (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার বিনাশ করে দ্রুতগতিসম্পন্ন (জ্ঞানরূপ) আলো অনুসরণ করে আগত হলেন। জ্ঞানের জ্যোতিসমূহ সহ বিচিত্র প্রকারে স্থিত হয়ে উজ্জ্বল বর্ণ সহ রমণীয়রূপে সম্মুখে স্থিত হলেন ।।১৫৪৮।।

কয়া তে অগ্নে অঙ্গির উর্জো নপাদুপস্তুতিম্। বরায় দেব মন্যবে ॥১৫৪৯॥

হে অচ্যুতবল সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর! মঙ্গলময় দুষ্টদমনকারী ক্রোধান্বিত তোমাকে কোন্ বাণীর দ্বারা উপাসনাপূর্বক স্তুতি করব? ॥১৫৪৯॥

দাশেম কস্য মনসা যজ্ঞস্য সহসো যহো। কদু বোচ ইদং নমঃ ॥১৫৫০॥

হে শক্তিক্ষরণকারী! কোন্ উপাস্যদেবতার উদ্দেশে অন্তঃকরণ দিয়ে পূজা করব? এবং কোন্ মন্ত্র সহ এই নমস্কার করব?॥১৫৫০॥

অধা ত্বং হি নস্করো বিশ্বা অস্মভ্যং সুক্ষিতীঃ। বাজদ্রবিণসো গিরঃ ॥১৫৫১॥

তুমি আমাদের সকল প্রার্থনা সমূহকে গতি, শক্তি ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন কর ॥১৫৫১॥

অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
আ ত্বামনক্তু প্রযতা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে ॥১৫৫২॥

হে পরমেশ্বর! সকল জ্যোতির্ময় দিব্যশক্তিসহ এস। (সকল যজ্ঞের) হোতা তোমাকে বরণ করি। এই প্রযত্নপরায়ণ ভক্তি, তোমাকে নিয়ে আসুক। উত্তম আরাধনাপরায়ণ হৃদয়বেদিতে তোমাকে বসাই॥১৫৫২॥

অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরে।
উর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেঽগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥১৫৫৩॥

শক্তিকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত, গতিমান হে পরমেশ্বর। যেহেতু সকল সাধনযজ্ঞে তোমারই উদ্দেশ্যে প্রার্থনাবাণীগুলি প্রবাহিত হয়, সেই হেতু অচ্যুত শক্তি, স্নিগ্ধজ্ঞানরাশিস্বরূপ, অনাদি জগৎকারণ পরমেশ্বরকেই সকল সাধনায় আমরা স্তুতি করি ॥১৫৫৩॥

অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং গিরো যন্তু দর্শতম্।
অচ্ছা যজ্ঞাসো নমসা পুরূবসুং পুরুপ্রশস্তমূতয়ে ॥১৫৫৪॥

আমাদের স্তুতিগুলি পরমাত্মদর্শনকারী, প্রকাশশীল দিব্য জ্যোতির দিকে যথাযথরূপে গমন করুক। আমাদের জ্ঞানযজ্ঞ ভক্তির দ্বারা রক্ষার জন্য পূর্ণজ্যোতির্ময়, প্রভূত স্তুত (পরমাত্মাকে) সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হোক ॥১৫৫৪॥

অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্যাণাম্।
দ্বিতা যো ভূদমৃতো মর্ত্যেষ্বা হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥১৫৫৫॥

শক্তির দ্বারা অভিব্যক্ত, সর্বজ্ঞ, অমৃতস্বরূপ যিনি মরণশীলদের মধ্যে অগ্রণী, কর্মের প্রেরক এবং ব্যাপ্তিতে আনন্দতম—এই দুইরূপ হলেন, সেই পরমেশ্বরকে ঐশ্বর্যদানের জন্য আহ্বান করি ।।১৫৫৫।।

তৃতীয় খণ্ড

অদাভ্যঃ পুরএতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্। তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ ॥১৫৫৬॥

সকল মানুষে প্রবিষ্ট, যিনি আগে আগে যান, তিনি সরল শীঘ্রগামী বাহক, সদা নতুন ।।১৫৫৬।।

অভি প্রয়াংসি বাহসা দাশ্বাং অশ্নোতি মর্ত্যঃ। ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ॥১৫৫৭॥

পরমাত্মায় সমর্পিতহৃদয় ভক্ত পবিত্রজ্যোতি পরমেশ্বরের ধারণশক্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করেন ।।১৫৫৭।।

সাহ্বান্বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ। অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥১৫৫৮॥

সকল শত্রুদের অভিভবকারী, দিব্যভাবসমূহের উদ্বোধক, অক্ষত পরমাত্মা বহু উত্তম ঐশ্বর্যসম্পন্ন ।।১৫৫৮।।

ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥১৫৫৯॥

আমরা যাঁকে আহ্বান করি সেই অগ্নি আমাদের কল্যাণকারী হোন। আমাদের দান কল্যাণকর হোক, আমাদের যজ্ঞ সুফলযুক্ত হোক, আর আমাদের স্তুতিসকল কল্যাণী হোক ।।১৫৫৯।।

ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে যেনা সমৎসু সাসহিঃ।
অব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্ধতাং বনেমা তে অভিষ্টয়ে ॥১৫৬০॥

হে শোভন ঐশ্বর্যবান! অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের মনকে ধর্মানুকূল কর, যাতে সকল সংগ্রামে শত্রুদের পরাস্ত করতে পারি, রিপুসমূহের মধ্যে অত্যন্ত জড়শক্তিকে যেন অবনত করতে পারি। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তোমাকে স্তুতি করি ।।১৫৬০।।

১. বৃত্রতূর্যে— সংগ্রামে।

অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥১৫৬১॥

হে জাতবেদা (জন্মেই যিনি জ্ঞাতা)! হে অগ্নি আলোময় শক্তির প্রভু (অথবা, গবাদিধনযুক্ত অন্নের প্রভু), বলের সন্তান, আমাদের জন্য মহান বল দাও। (আলোয় আলোকময় করে দাও) ।।১৫৬১।।

* বাজ— ধনসম্পদ, অন্ন।

স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীডেন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি ॥১৫৬২॥

সেই প্রকাশশীল, জ্যোতিস্বরূপ, ক্রান্তদর্শী, স্তুতির দ্বারা আরাধ্য, বহুজ্যোতিধারাবিশিষ্ট পরমেশ্বর আমাদের ঐশ্বর্য দান করুন ।।১৫৬২।।

ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি ॥১৫৬৩॥

হে তীক্ষ্ণজ্যোতিরূপ অস্ত্রধারী, প্রকাশমান অগ্নি! দিনে রাতে উষাকালে সেই তুমি অশুভশক্তিকে নিবৃত্ত কর এবং নিজ তেজে ভস্ম কর ।।১৫৬৩।।

চতুর্থ খণ্ড

বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
অগ্নিং বো দুর্যং বচ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ ॥১৫৬৪॥

হে শক্তিকামী মনুষ্যগণ! তোমাদের জন্য অতি হিতকারী, নিরন্তর গমনশীল, সুখের ধাম অগ্নিকে মন্ত্রাত্মক বাক্যে তুষ্ট করি ।।১৫৬৪।।

যং জনাসো হবিষ্মন্তো মিত্রং ন সর্পিরাসুতিম্। প্রশংসন্তি প্রশস্তিভিঃ ॥১৫৬৫॥

সাধকগণ মিত্রের মত ভক্তিসহ আত্মসমর্পণ করেন যাঁর কাছে, সেই পরমেশ্বরকে স্তুতির দ্বারা আরাধনা করেন ।।১৫৬৫।।

পন্যাংসং জাতবেদসং যো দেবতাত্ব্যদ্যতা। হব্যান্যৈরয়দ্দিবি ॥১৫৬৬॥

যে অগ্নি দেবতাদের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন সহ উচ্চারিত প্রার্থনা দ্যুলোকে প্রেরণ করেন সেই আরাধ্য সর্বজ্ঞকে স্তুতির দ্বারা সাধকগণ আরাধনা করেন ।।১৫৬৬।।

সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরা গৃণে শুচিং পাবকং পুরো অধ্বরে ধ্রুবম্।
বিপ্রং হোতারং পুরুবারমদ্রুহং কবিং সুম্নৈরীমহে জাতবেদসম্ ॥১৫৬৭॥

(জ্ঞানরূপ) ইন্ধনের দ্বারা প্রজ্বলিত, শুদ্ধ, পাবক, সাধন যজ্ঞের অগ্রে স্থিত স্থির, জ্ঞানস্বরূপ, অগ্রণী, বহুরূপে বরণীয়, সকলের অনুকূল, ক্রান্তদর্শী, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে বেদমন্ত্র দ্বারা স্তুতি করি এবং সুখ সহ প্রার্থনা করি ।।১৫৬৭।।

ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগেযুগে হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যম্।
দেবাসশ্চ মর্ত্তাসশ্চ জাগৃবিং বিভুং বিশ্পতিং নমসা নি ষেদিরে ॥১৫৬৮॥

হে পরমেশ্বর! দেবতারা এবং মানুষজন যুগে যুগে অমৃত আহুতিবহনকারী দূতরূপে তোমাকে (হৃদয়ে) ধারণ করেছে, জাগ্রত এবং জাগিয়ে রাখা, সর্বব্যাপী, রক্ষাকারী, প্রশংসনীয় প্রজাপালক পরমেশ্বরকে নমস্কার দ্বারা উপাসনা করে ।।১৫৬৮।।

বিভূষন্নগ্ন উভয়াং অনু ব্রতা দূতো দেবানাং রজসী সমীয়সে।
যত্তে ধীতিং সুমতিমাবৃণীমহেঽধ স্মা নস্ত্রিবরূথঃ শিবো ভব ॥১৫৬৯॥

হে পরমেশ্বর! তুমি (ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতৃ) দেবতাদের (আগে আগে আসা) দূত। দেবতা ও মানুষ উভয়কে বিভূষিত করে দ্যুলোকে ও ভূলোকে আহূত হও। সেই কারণে অনুকূল সৎকর্মকারী আমরা তোমার জন্য সুন্দর বুদ্ধিযুক্ত কর্মানুষ্ঠানকে বরণ করি, এবং তুমিও তিন কালে ও লোকে রক্ষাকারী আমাদের জন্য সুখদায়ী হও ।।১৫৬৯।।

উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্ ॥১৫৭০॥

হে পরমেশ্বর! পরস্পর সংবদ্ধ স্তুতিগুলি বার বার উচ্চারিত হয়ে প্রাণবায়ুর সম্মুখে তোমাকে নিয়ে এল।

হে অগ্নি! যজ্ঞকারীদের বারবার উচ্চারিত স্তুতিগুলি তোমাকে প্রাণবায়ুর সমীপে উপস্থিত করে ।।১৫৭০।।

যস্য [1]ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিস্তস্থাবসন্দিনম্। আপশ্চিন্নি দধা পদম্ ॥১৫৭১॥

যে সাধকের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) এই তিন গুণ অনাবৃত্ত ও নির্লিপ্ত হয়ে হৃদয়ের বেদিতে অবস্থান করে সেখানে অমৃতস্বরূপ পরমপদ স্থাপিত হয় ॥১৫৭১॥

১. অর্থান্তর— ত্রিধাতু— ধাতু হচ্ছে স্তর। ত্রিধাতু- দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ ও ভূলোক= তিনলোক।

পদং দেবস্য মীঢুষোঽনাধৃষ্টাভিরূতিভিঃ। ভদ্রা সূর্য ইবোপদৃক্ ॥১৫৭২॥

অবারিত রক্ষণসমূহ দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ সাধকের হৃদয়ে আবিষ্ট হলে মঙ্গলময় সূর্যের মত (সকল বস্তুর) সমীপে দর্শন হয় ॥১৫৭২॥

ষোড়শ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৪১ ॥ সূক্ত সংখ্যা ২১ ॥ দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।৩।৪।৭।৮।১৫।১৭-১৯ ইন্দ্র, ২ ইন্দ্রাগ্নী, ৫ অগ্নি, ৬ বরুণ, ৯ বিশ্বকর্মা, ১০।২০।২১ পবমান সোম, ১১ পূষা, ১২ মরুৎগণ, ১৩ বিশ্বদেবগণ, ১৪ দ্যাবাপৃথিবী॥ ছন্দ ১।৩।৫।৮।১৭-১৯ প্রগাথ, ২।৬।৭।১১-১৬ গায়ত্রী, ৯ ত্রিষ্টুপ্, ১০ অত্যষ্টি, ২০ উষ্ণিক্, ২১ জগতী॥ ঋষি ১।৮।১৮ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ২ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৩।৪ ভর্গ প্রাগাথ, ৫ সোভরি কাণ্ব, ৬।১৫ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৭ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৮ বিশ্বকর্মা ভৌবন, ১০ অনানত পারুচ্ছেপি, ১১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১২ গোতম, রাহূগণ, ১৩ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ১৪ বামদেব গৌতম, ১৬ হর্যত প্রাগাথ, ১৭ দেবাতিথি কাণ্ব, ১৯ শ্রুষ্টিগু কাণ্ব, ২০ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, ২১ অত্রি ভৌম॥

প্রথম খণ্ড

অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্নুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥১৫৭৩॥

হে ইন্দ্র! তুমি প্রথমে সোমপান করবে বলে স্তোত্রসমূহের দ্বারা সনাতন তোমার উদ্দেশ্যে মেধাবী স্তোতারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাকে সিক্ত করে সামগান করছেন ॥১৫৭৩॥

অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি।
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ॥১৫৭৪॥

সর্বব্যাপী আনন্দের আধারে (সাধকের) সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপের বীর্য ও বল পরমেশ্বর বর্ধিত করে তোলেন। আজ এঁর সেই মহিমাকে মানুষেরা পূর্বের মত অনুসরণ করে স্তুতি করে ।।১৫৭৪।।

প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ। ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ॥১৫৭৫॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! স্তোতৃগণ, স্তোত্রজ্ঞ সামগান বেত্তা উদ্‌গাতা প্রভৃতি স্তোতারা তোমাদের দুজনকে অর্চনা করেন। অভীষ্টলাভের জন্য অতিশয় বন্দনা করি ।।১৫৭৫।।

ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্। সাকমেকেন কর্মণা ॥১৫৭৬॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! তোমরা দুজনে একত্রে সৎকর্মপ্রবাহের দ্বারা ক্ষতিকারক শত্রুদের পালকদের নব্বইটি দুর্গ কম্পিত করে দাও ।।১৫৭৬।।

টীকা— দেহস্থ ১০ প্রাণ, ১০ ইন্দ্রিয়, ৬রস, ৪অন্তঃকরণ—এই ৩০টি ৩ সত্ব, রজঃ, তমোগুণের ভেদে নব্বই হয়। আবার ব্রহ্মাণ্ডে ৬ ঋতু, ১০ প্রাণ, অপান,উদান, সমান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই ১০ প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয় ও ৪মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণের কারণ পদার্থ সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। এগুলিও ৩ গুণ ভেদে ৯০ প্রকার হয়। এই ৯০ পুর অনুকূল হলে হয় মিত্রপুরী, প্রতিকূল হলে হয় শত্রুপুরী। দিব্যশক্তির আরাধনায় এই ৯০ পুরের প্রতিকূল প্রভাব নষ্ট হয়।

ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ। ঋতস্য পথ্যা অনু ॥১৫৭৭॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! সৌম্যস্বরূপ বিদ্বানগণ দিব্য নিয়মের পথ অনুসরণ করে সৎকর্মসমূহকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করে তোমাদের কাছে নিয়ে চলেন ।।১৫৭৭।।

ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রয়াংসি চ। যুবোরপ্তূর্যং হিতম্ ॥১৫৭৮॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! তোমাদের দুজনের বল ও আনন্দ একসঙ্গে বর্তমান, সৎকর্মে প্রেরণাও তোমাদের দুজনের মধ্যে নিহিত ।।১৫৭৮।।

শগ্ধ্যূ ষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥১৫৭৯॥

হে অনন্ত পরাক্রমী, কর্ম ও বুদ্ধির অধিপতি ইন্দ্র। সমস্ত রক্ষণ সহ সূর্যের মত শোভন যশের সামর্থ্য দাও আর নিশ্চিতভাবে বিদ্যাদি ধনের (কর্মানুসারে) দাতা তোমার অনুকূলে চলব ।।১৫৭৯।।

পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্‌গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
ন কির্হি দানং পরি মর্ধিষত্বে যদ্যদ্যামি তদা ভর ॥১৫৮০॥

হে দ্যুতিমান পরমেশ্বর! তুমি প্রাণবায়ুকে পূরণ করে দাও, তুমি ইন্দ্রিয়গুলিকে বহু কর্ম প্রদান কর, তুমি তৈজস উৎস। তোমার দান অবশ্যই কেউ নষ্ট করতে পারে না। যা যা প্রার্থনা করি তাই-ই পূর্ণ করে দাও ।।১৫৮০।।

ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে।
উদ্বাবৃষস্ব মঘবন্‌গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥১৫৮১॥

হে ইন্দ্র! তোমার ভক্তের জন্য (বিদ্যাদি) ধন দানার্থে তুমি এস। হে অনন্ত বিদ্যাদি ধনযুক্ত! ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধরূপ যজ্ঞের জন্য (মনকে) সিক্ত কর, প্রাণকে যোগযজ্ঞের জন্য সিক্ত কর। যোগৈশ্বর্যকে লাভ করাও ।।১৫৮১।।

ত্বং পুরূ সহস্রাণি শতানি চ যূথা দানায় মংহসে।
আ পুরংদরং চকৃম বিপ্রবচস ইন্দ্রং গায়ন্তোঽবসে ॥১৫৮২॥

হে পরমেশ্বর! তুমি বহু সহস্র, বহু শত ধন তোমার ভক্তকে দাও। বেদ মন্ত্র উচ্চারণকারিগণ, সামগাণকারিগণ রক্ষা প্রার্থী হয়ে রিপুদুর্গভেদকারী ইন্দ্রকে সাক্ষাৎ করেন ।।১৫৮২।।

যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।
মঘোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্বগ্নয়ে ॥১৫৮৩॥

যিনি হোতা, আনন্দদাতা, মনুষ্যগণের জন্য সকল প্রকার বিদ্যাদি ধন দান করেন, এই সেই অগ্নির জন্য মধুপূর্ণ পাত্রের মত মুখ্য স্তুতিমন্ত্রগুলি যাক ।।১৫৮৩।।

অশ্বং ন গীর্ভী রথ্যং সুদানবো মর্মৃজ্যন্তে দেবয়বঃ।
উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিস্পতে পর্ষি রাধো মঘোনাম্॥১৫৮৪॥

হে আশ্চর্যকর্মকৃৎ! প্রজাপতি, পরমাত্মা! শোভনদাতা, দিব্যসত্তাকামী সাধকগণ কর্মফলের মার্গে বহনকারী তোমাকে স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করে, আরাধনাকারিদের পুত্র এবং পৌত্র উভয়েই যাতে (সংসার উত্তরণের) পারের কড়ি লাভ করে ।।১৫৮৪।।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়। ত্বামবস্যুরা চকে ॥১৫৮৫॥

হে বরণীয় পরমেশ্বর! আমার এই আহ্বান শোন। আজ আমায় সুখ দাও। রক্ষাপ্রার্থী আমি তোমাকে সর্বতোভাবে স্তুতি করি ।।১৫৮৫।।

কয়া ত্বং ন উত্যাভি প্র মন্দসে বৃষন্। কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১৫৮৬॥

হে অভীষ্টবর্ষক! তুমি কোন (অলৌকিক) রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে আনন্দ দাও? স্তোতৃগণের জন্য কোন সুখ ভরপুর করে দাও ।।১৫৮৬।।

ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে ॥১৫৮৭॥

আমরা ইন্দ্রকেই যজ্ঞের জন্য, ইন্দ্রকে যজ্ঞ আরম্ভ হলে, ইন্দ্রকে যজ্ঞ চলাকালীন, ইন্দ্রকে (যজ্ঞিয়) ধনের ভাগ দান করার জন্য আহ্বান করি ।।১৫৮৭।।

ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ৎ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে সুবানাস ইন্দবঃ ॥১৫৮৮॥

পরমেশ্বর মহত্ত্ব দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীকে ব্যাপ্তি দিলেন। পরমেশ্বর সূর্যকে জ্যোতি দান করলেন। পরমেশ্বরের আধারে সকল লোক (দিব্য নিয়মে স্থিত হয়ে) চলমান হল। পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধসত্ত্বসমূহ নাদধ্বনি করল ।।১৫৮৮।।

বিশ্বকর্মন্‌হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং স্বা হি তে।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥১৫৮৯॥

হে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর! জগৎরূপে নিজেই বাড়তে বাড়তে নিজের দ্বারা আধানকৃত নিজ শরীররূপ অগ্নিকুণ্ডে (ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি) হব্য দ্বারা যজ্ঞ করছ। সাধারণ অজ্ঞ জন এই বিষয়ে সর্বতোভাবে অচেতন হোক, কিন্তু আমরা সৎকর্মযোগিগণ এই সত্য জ্ঞাত হই ॥১৫৮৯॥

অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি সযুগ্বভিঃ সূরো ন সযুগ্বভিঃ।
ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।
বিশ্বা যদ্রূপা পরিযাস্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভির্ঋক্বভিঃ ॥১৫৯০॥

রসহরণকারী জ্যোতির ন্যায় সূর্য যেমন একত্রিত কিরণসমূহ দ্বারা সকল বিরোধী অন্ধকারকে নাশ করেন, সেইভাবে পবিত্রাত্মা পুরুষ সকল বিদ্বেষ একত্রীভূত প্রজ্ঞান দ্বারা নাশ করেন। সেইভাবে পবিত্রাত্মা পুরুষ সকল বিদ্বেষ একত্রীকৃত প্রজ্ঞান দ্বারা নষ্ট করেন, যেমনভাবে রূপবান সূর্য এবং ধরাপৃষ্ঠে সূর্যের কিরণধারা দীপ্তি পায় এবং সকল রূপবিশিষ্ট বস্তু শতরঙের মুখবিশিষ্ট হয়ে প্রশংসিত হয়ে ব্যাপ্ত হয়, সেইভাবে পবিত্রাত্মা পুরুষ প্রশংসার দ্বারা ব্যাপ্ত হন ॥১৫৯০॥

প্রাচীমনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎসং রশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ।
অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন্‌।
বজ্রশ্চ যদ্ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা ॥১৫৯১॥

যেমনভাবে জাগরণকারী, দিব্য দর্শনকারী ও দর্শনীয় সূর্যরূপ রথ কিরণসমূহ সহ পূর্ব দিক থেকে পরিক্রমা শুরু করেন ও স্বব্রত সাধন করেন, সেইভাবে দর্শনকারী ও দর্শনীয় পরমাত্মা (স্বসৃষ্টিতে) বিচরণশীল। ভক্তগণের স্তোত্র পরমাত্মাকে বিজয়ের জন্য উৎসাহিত করে তাঁর কাছে যায়, যাতে অশুভশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর বজ্র ও অন্য আয়ুধ কুণ্ঠিত না হয় ॥১৫৯১॥

ত্বং হ ত্যৎপণীনাং বিদো বসু সং মাতৃভির্মর্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দমে।
পরাবতো ন সাম তদ্যত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ।
ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে ॥১৫৯২॥

হে সোম! তুমি ওই স্তুতিকারী উপাসকদের পরমধন প্রাপ্ত করাও। মাতৃস্বরূপিণী সত্যের ধারণশক্তির দ্বারা স্বীয় গৃহরূপ পরমাত্মপদ প্রাপ্ত করিয়ে শুদ্ধ করাও। যে জ্ঞানপূর্বক সাধনকর্মে সাধকগণ স্তুতি করেন সেই সাম গানের মত দূরস্থ তোমার দীপ্তিও শুদ্ধ করে। তিনলোক ধারণকারী তোমার শক্তি প্রকাশমান জ্ঞানরূপ জ্যোতিসমূহের দ্বারা অমৃত আয়ুকে ধারণ করে। প্রকাশমান হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব অমৃত আয়ুকে ধারণ করে ।।১৫৯২।।

তৃতীয় খণ্ড

উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত। নৃবৎকৃণুহ্যূতয়ে ॥১৫৯৩॥

(হে জগৎ পোষক পরমেশ্বর!) আমাদের রক্ষার্থে জ্যোতিদাতা, গতিদাতা ও শক্তিদাতা বুদ্ধিকে মনুষ্যসহায়সম্পন্ন কর ।।১৫৯৩।।

শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ। বিদা কামস্য বেনতঃ ॥১৫৯৪॥

হে সত্যবলে বলীয়ান! (একনিষ্ঠ) পরিশ্রান্ত স্তুতিকারীদের, স্তোতা উপাসকদের কাম্য (পরমধন) লাভ করাও ।।১৫৯৪।।

উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে। সুমৃড়ীকা ভবন্তু নঃ ॥১৫৯৫॥

যারা অমৃত পরমাত্মার পুত্র তারা আমাদের স্তোত্রগুলি উপগত হয়ে শোন। আমাদের জন্য সুন্দর সুখদায়ক হও ।।১৫৯৫।।

প্র বাং মহি দ্যবী অভ্যুপস্তুতিং ভরামহে। শুচী উপ প্রশস্তয়ে ॥১৫৯৬॥

হে প্রকাশমান ও পবিত্র দ্যুলোক ও পৃথিবী! তোমাদের দুজনের কাছে এসে প্রশংসা করার জন্য মহতী কাছে টানা স্তুতিকে সম্মুখস্থ হয়ে প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করি ।।১৫৯৬।।

পুনানে তন্বা মিথঃ স্বেন দক্ষেণ রাজথঃ। উহ্যাথে সনাদৃতম্ ॥১৫৯৭॥

তোমরা দুজন পরস্পর বিস্তৃত হয়ে পবিত্র করতে করতে নিজ বলের দ্বারা বিরাজমান হও। অনবরত দিব্য নিয়মকে বহন করে চল ।।১৫৯৭।।

মহী মিত্রস্য সাধথস্তরন্তী পিপ্রতী ঋতম্। পরি যজ্ঞং নি ষেদথুঃ ॥১৫৯৮॥

মহান (দ্যুলোক ও পৃথিবী) তোমরা দিব্যনিয়মকে লাভ করে ও রক্ষা করে প্রাণের লক্ষ্য পূরণ কর এবং যজ্ঞকে সর্বতোভাবে আশ্রয়কর। (প্রাণের সাধনার দ্বারা পরমপদ লাভ হয়) ।।১৫৯৮।।

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥১৫৯৯॥

কপোত যেমন গর্ভধারিণী কপোতীকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি তোমার প্রজা (তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়), এইজন্য আমাদের প্রজাদের প্রার্থনাও প্রাপ্ত হও ।।১৫৯৯।।

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥১৬০০॥

হে বীর! হে ঐশ্বর্যের পালক! স্তুতি সমূহের বাহক আমরা যে তোমার উদ্দেশ্যে স্তুতি করি সেই তোমার ঐশ্বর্য (আমাদের জন্য) সুন্দর ও সত্য হোক ।।১৬০০।।

উর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন উতয়েঽস্মিন্বাজে শতক্রতো। সমন্যেষু ব্রবাবহৈ ॥১৬০১॥

হে বহুকর্মা! এই অন্তঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে রক্ষার জন্য তুমি মাথার ওপর থাক। সংগ্রামে তোমার সঙ্গে আমাদের ঐক্য থাকুক ।।১৬০১।।

গাব উপ বদাবট মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥১৬০২॥

হে বাক্যসমূহ! যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে (প্রকরণগত ইন্দ্রের) স্তুতি কর। যজ্ঞের ভূমি বেদপাঠের প্রবাহযুক্ত হোক। (শ্রোতৃগণের) কর্ণদ্বয় প্রকাশময় হোক ।।১৬০২।।

অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অবটস্য বিসর্জনে ॥১৬০৩॥

হৃদয় গুহার (শরীরী) কঠিন বাধা যখন পরিত্যক্ত হয়ে থেমে গেল তখন হৃৎপদ্মের অভিমুখে অমৃত নিষিক্ত হল ।।১৬০৩।।

সিঞ্চন্তি নমসাবটমুচ্চাচক্রং পরিজ্মানম্। নীচীনবারমক্ষিতম্ ॥১৬০৪॥

(সাধকগণ) ঊর্ধ্বে ব্যাপ্ত(পরিক্রমণকারী) নিম্নমুখী, অখণ্ড হৃদয়গুহাকে নম্রতা দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন ।।১৬০৪।।

চতুর্থ খণ্ড

মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব।
মহত্তে বৃষ্ণো অভিচক্ষ্যং কৃতং পশ্যেম তুর্বশং[১] যদুম্ ॥১৬০৫॥

(হে পরমেশ্বর!) তোমার সাহচর্যে আমরা ভয় পাই না, ক্লান্ত হই না। কামনাপূরক তোমার মহত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে। অভিভবকারী তোমাকে দর্শন করছি ।।১৬০৫।।

১. তুর্বশং— ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গলাভ কারী মানুষ— দেবরাজ যজ্বাকৃত নিঘন্টু।

সব্যামনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা ন দানো অস্য রোষতি।
মধ্বা সংপৃক্তাঃ সারঘেণ[১] ধেনবস্তুয়মেহি দ্রবা পিৰ ॥১৬০৬॥

পরমেশ্বর তাঁর (পূর্ণ অস্তিত্বের) একাংশের দ্বারা কার্য জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর দানবর্ষণ দুঃখদায়ক হয় না। অমৃতের দ্বারা সমৃদ্ধ জ্ঞানের ধারা সমূহ জ্ঞানিজনের মধ্যে প্রবাহিত। দ্রুত এস, গ্রহণ কর ।।১৬০৬।।

১. সারঘেণ— সরথ- মধুমক্ষিকা। বেদে বলা হয়েছে— আকাশ যেন মৌচাক। আর কিরণরাশি মক্ষিকা। এরা মেঘ থেকে মধুরূপ জল দোহন করে।

ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষত ॥১৬০৭॥

হে বহুধন! আমার যে স্তুতি সকল তোমার প্রতি, সেগুলি বৃদ্ধি পাক। যে অগ্নিসম তেজস্বী, পবিত্র বিদ্বান স্তোত্রারা গীয়মান স্তোতার দ্বারা স্তুতি করেন, তাঁরাও বৃদ্ধি লাভ করুন ।।১৬০৭।।

অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ॥১৬০৮॥

এই পরমেশ্বর ইন্দ্র জ্ঞানিগণের দ্বারা সহস্রভাবে বর্ধিত হলেন। সেই এঁর সত্য (চিরস্থায়ী) মহিমা বিদ্বানগণের জ্ঞানোদ্ভাসিত সাধনায় (পরমেশ্বরের) শক্তিকে বর্ষণ করে ।।১৬০৮।।

যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ।
তিরশ্চিদর্যে রুশমে পবীরবি তুভ্যেৎসো অজ্যতে রয়িঃ ॥১৬০৯॥

যে পরমেশ্বরের (বেদবিদ্যারূপ) ধনের রক্ষক ও ভৃত্য হন সৎপুরুষ, সেই প্রভু, নিয়ন্তা ও বাণীর পিতা পরমেশ্বরে নিহিত ধন তোমাদের (ভক্তদের) কাছে অবশ্যই প্রকাশিত হয় ॥১৬০৯॥

তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচুঃ।
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে স্বানাস ইন্দবঃ ॥১৬১০॥

শীঘ্র (বোধ) সম্পন্ন বিদ্বানগণ অমৃতময় উজ্জ্বলজ্ঞানবর্ষণকারী পরমেশ্বরকে অর্চনা করেন, আমাদের জন্য উজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্ব শব্দময় হন এবং বল বীর্যবর্ধক হয় ॥১৬১০॥

গোমন্ন ইন্দ্রো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধনিব। শুচিং চ বর্ণমধি গোষু ধারয় ॥১৬১১॥

হে সোম! হে সুদক্ষ! সম্পন্ন তুমি আমাদের জন্য জ্যোতির্ময় ও গতিযুক্ত ধন প্রাপ্ত করাও। ইন্দ্রিয়সমূহে সত্ত্বগুণ ধারণ করাও ॥১৬১১॥

স নো হরীণাং পত ইন্দো দেবপ্সরস্তমঃ। সখেব সখ্যে নর্যো রুচে ভব ॥১৬১২॥

হে পাপহরণকারীদের প্রভু, হে দেব, পরমেশ্বর! অত্যন্ত প্রকাশমান, কর্মসাধনরত জনের হিতকারী সেই তুমি আমাদের কাছে প্রকাশিত হও, যেমনভাবে সহৃদয়জন সহৃদয়ের কাছে প্রকাশিত হয় ॥১৬১২॥

সনেমি ত্বমস্মদা অদেবং কং চিদত্রিণম্। সাহ্বাং ইন্দো পরি বাধো অপ দ্বযুম্ ॥১৬১৩॥

হে পরমেশ্বর! তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছি! এস দেববিরোধী যে কোন শত্রুকে আমাদের থেকে দূর কর, বাধাকে সরিয়ে দাও, কপটাচারীকে পরিত্যাগ কর ॥১৬১৩॥

অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে ॥১৬১৪॥

জ্যোতির দ্বারা পবিত্র সাধকগণ (কর্ম) যজ্ঞকে সুন্দর করে তোলেন, সুপ্রকটিত করেন, সুন্দরভাবে একত্রে মিশিয়ে দেন। প্রকাশশীল সোমকে কর্মে গ্রহণ করেন এবং মধুময় করে সর্বতোভাবে কর্মে লেপন করেন। (হৃৎ)সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত পতনশীল (সোমকে) আস্বাদ করেন ॥১৬১৪॥

বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি।
অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো ন ক্রীড়ন্নসরদ্বৃষা হরিঃ ॥১৬১৫॥

হে সাধকগণ! জ্ঞানী পবিত্রকারী সৌম্যস্বভাবের উদ্দেশ্যে সামগান কর। বিপুল বৃষ্টিধারার মত (শুদ্ধসত্ত্ব) অমৃত বর্ষণ করেন, সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে যায় সেইভাবে অমৃতবর্ষণকারী পরমাত্মভাবাপন্ন সাধক লীলাপরায়ণ হয়ে জীর্ণ শরীরকে পিছনে ফেলে অশ্বের ন্যায় দ্রুত এগিয়ে যান। ।।১৬১৫।।

অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাং ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ ॥১৬১৬॥

দ্যুলোকের জন্য বিরাজমান, অগ্রগামী (সূর্যরূপী পরমেশ্বর) দিনের পরিমাপক (জগৎকারণ) লোকসমূহে অর্পিত হলেন ও গ্রহণযোগ্য হলেন। রসহরণকারী উজ্জ্বলশরীর, সুদর্শন, দিব্যশরীরস্থ জ্যোতির প্রবাহ সূর্য জ্যোতির্ময় গতিসহ ধন বর্ষণ করেন ।।১৬১৬।।

সপ্তদশ অধ্যায়

মন্ত্র সংখ্যা ৪০ ।। সূক্ত সংখ্যা ১৪ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।৩।৭।১২ অগ্নি, ২।৮-১১।১৩।১৪ ইন্দ্র, ৪ বিষ্ণু, ৫ ইন্দ্র-বায়ু, ৬ পবমান সোম ।। ছন্দ ১।২।৭।৯। ১০।১২।১৩ গায়ত্রী, ৩।৮ বার্হত প্রগাথ, ৪ ত্রিষ্টুপ্, ৫।৬ অনুষ্টুপ্, ১১, উষ্ণিক্, ১৪ এতৎসাম ।। ঋষি ১।৭ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ শংযু বার্হস্পত্য, ৪ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৫ বামদেব গৌতম, ৬ রেভসূনু কাশ্যপদ্বয়, ৮ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৯।১১ গোষুক্তি ও অশ্বসুক্তি কাণ্বায়ন, ১০ শ্রুতকক্ষ বা সূকক্ষ আত্রগিরস, ১২ বিরূপ আঙ্গিরস, ১৩ বৎস কাণ্ব, ১৪ অজ্ঞাত ।।

প্রথম খণ্ড

বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ। চনো ধাঃ সহসো যহো ॥১৬১৭॥

হে পরমেশ্বর! শক্তির আশ্রয়ে প্রকটিত! সকলজ্যোতিসমূহ সহ এই সাধনযজ্ঞ ও স্তুতির অভিমুখে এস। আনন্দ দান কর ।।১৬১৭।।

যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবংদেবং যজামহে। ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ ॥১৬১৮॥

(হে পরমেশ্বর!) যদিও তুমি সনাতন এক, তথাপি তোমার বিস্তার হেতু পৃথক পৃথক দেবতাকে আরাধনা করি। তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন অর্পিত হয় ।।১৬১৮।।

প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্পতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ। প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ম্ ॥১৬১৯॥

প্রজাপালক, সাধনযজ্ঞে অগ্রণী, আনন্দস্বরূপ, বরণীয় অগ্নি (পরমেশ্বর) আমাদের প্রিয় হোন। পরমেশ্বরের প্রিয় আমরা পরস্পরের প্রিয় হই ।।১৬১৯।।

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥১৬২০॥

বিশ্বের সকলের জন্য, তোমাদের জন্য পরমাত্মাকে আহ্বান করি, যাতে আমাদের পরমাত্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হই ।।১৬২০।।

স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥১৬২১॥

সর্বদা অনুগ্রহকারী হে অমৃতবর্ষী পরমেশ্বর! অপ্রতিহতশক্তি আমাদের সামনে থেকে ওই (অনাত্মবস্তু) (অজ্ঞানের) মেঘকে সরিয়ে দাও ।।১৬২১।।

বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা। ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥১৬২২॥

অপ্রতিহত শক্তি প্রভু (পরমেশ্বর)! যূথগামী বৃষের ন্যায় তুমি তেজের দ্বারা সকল জীবে গমন করে সৃষ্টি বীজ বর্ষণ কর ।।১৬২২।।

ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ ॥১৬২৩॥

হে অন্তরবাসী অগ্নি! তুমি আমাদের রক্ষণ সহ বিদ্যাদি ধন প্রাপ্ত করাও, তুমি এই ধনের বিচিত্র দাতা এবং আমাদের সন্তানের জন্য আশ্রয়দাতা! ।।১৬২৩।।

পর্ষি তোকং তনয়ং পর্তৃভিষ্টমদব্ধৈরপ্রযুত্বভিঃ।
অগ্নে হেডাংসি দৈব্যা যুযোধি নোঽদেবানি হরাংসি চ ॥১৬২৪॥

হে পরমেশ্বর! তুমি অবাধ ও সাবধান পালনের দ্বারা আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে পালন কর। দৈব ক্রোধ ও আসুরী কুটিলতা থেকে আমাদের বিযুক্ত কর ।।১৬২৪।।

কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষি নাম প্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।
মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে ৰভূথ ॥১৬২৫॥

হে পরমেশ্বর! তোমার নাম আমি কেমন করে বর্ণনা করব, যেহেতু তুমি বল— 'আমি জ্যোতিতে প্রবিষ্ট'। তোমার এই (জ্যোতির্ময়) রূপ আমাদের থেকে গুপ্ত রেখো না। যেহেতু দুষ্টদমনরূপ সংগ্রামে এই রূপ অন্যরূপ হয়ে যায় ।।১৬২৫।।

প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট হব্যমর্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥১৬২৬॥

সেই কারণে হে জ্যোতিতে প্রবিষ্ট! তোমার প্রশংসনীয় গুণগুলি জেনে তোমার অনুগত আমি আজ আরাধনীয় তোমাকে স্তব করছি। সেই বলবান তোমাকে দূরে এই ধূলির পৃথিবীতে থেকে দুর্বল আমি স্তুতি করছি ।।১৬২৬।।

বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥১৬২৭॥

হে জ্যোতিতে অনুপ্রবিষ্ট, সর্বব্যাপী পরমেশ্বর! তোমার মুখে বষট্কার পূর্বিকা আহুতি প্রদান করছি। তুমি আমার নিবেদন গ্রহণ কর। আমার সুস্তুত মন্ত্রগুলি দ্বারা তোমার বৃদ্ধি হোক। তুমি কল্যাণসমূহ দ্বারা সর্বদা আমাদের রক্ষা কর ।।১৬২৭।।

দ্বিতীয় খণ্ড

বায়ো শুক্রো অয়ামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু।
আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা ॥১৬২৮॥

হে বায়ু! দেবতার সাধনায় মুখ্য সৌম্যসত্ত্বরূপ আহুতি তোমার জন্য এনে তোমার দিকে ফিরেছি। স্পৃহনীয়, পবিত্র উজ্জ্বল তুমি সৌম্যস্বরূপকে গ্রহণের নিমিত্ত বেগরূপী অশ্বে এস ।।১৬২৮।।

ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।
যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্রযক্ ॥১৬২৯॥

হে বায়ু! তুমি ও পরমাত্মা দুজনে এই (মর্ত্যের সাধকের) শুদ্ধভাবসমূহ গ্রহণের যোগ্য। সৌম্যস্বরূপসমূহ (হৃদয়ে) তোমাদের দুজনকে প্রাপ্ত হয়। যেমনভাবে জল একসঙ্গে নিম্নে প্রবাহিত হয় ।।১৬২৯।।

বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসম্পতী।
নিযুত্বন্তা ন উতয় আ যাতং সোমপীতয়ে ॥১৬৩০॥

হে বায়ু! তুমি ও ইন্দ্র শক্তির প্রভু! তোমরা দুই বলবান বেগ রূপ অশ্ববাহন হয়ে একই গতিতে আমাদের রক্ষা করার জন্য, সৌম্যস্বরূপ গ্রহণের জন্য এস ।।১৬৩০।।

অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজাং অভি প্র গাহসে।
যদী বিবস্বতো ধিয়ো হরিং হিন্বন্তি যাতবে ॥১৬৩১॥

অজ্ঞানরূপ (অন্ধকার) রাত্রির শেষে (জ্ঞানোদয় রূপ উষাকালে) সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপ শক্তিকে লক্ষ্য করে পরিব্যাপ্ত হয়, যখন জ্যোতির্ময় পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি সদ্য জাগ্রত সৌম্যচেতনাকে (দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য) উত্থিত হতে প্রেরণা দেয় ।।১৬৩১।।

তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ।
যং গাব আসভির্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ ॥১৬৩২॥

এই সৌম্যরূপের সেই মাধুর্যকে আমরা শোধিত করি যা আনন্দজনক ও পরমাত্মার দ্বারা রক্ষিত হয়, যে অমৃতকে দ্যুলোকের জ্যোতি ও বিদ্বানগণ নিশ্চয়ই পূর্বকালে অন্তরে ধারণ করেছিলেন ।।১৬৩২।।

তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত।
উতো কৃপন্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥১৬৩৩॥

শোধিত সেই অমৃতকে সনাতন বেদমন্ত্র দ্বারা সর্বতোভাবে সাধনযজ্ঞের ঋত্বিগ্‌গণ স্তুতি করেন এবং দেবতাদের নাম ধারণকারী অঙ্গুলিগুলি (তাঁদের) সাধনে সমর্থ করে ।।১৬৩৩।।

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥১৬৩৪॥

যজ্ঞসমূহের মধ্যে সম্যকরূপে প্রকাশমান, পুচ্ছবিশিষ্ট অশ্বসদৃশ অগ্নি, তোমাকে প্রণামের দ্বারা বন্দনা করি ।।১৬৩৪।।

স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ। মীঢ়্বাং অস্মাকং ৰভূয়াৎ ॥১৬৩৫॥

সেই আমাদের (সত্ত্বশুদ্ধির) প্রেরক পরমেশ্বর শক্তি সহায়ে বিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট গতিসম্পন্ন, অত্যন্ত অভীষ্টপূরক ও আমাদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হোন ।।১৬৩৫।।

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ। পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ ॥১৬৩৬॥

সেই বিশ্বপ্রাণ পরমাত্মা সমীপস্থ এবং দূরস্থ পাপাত্মা মর্ত্যজন থেকে সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন ।।১৬৩৬।।

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥১৬৩৭॥

হে ইন্দ্র! (কামাদিশত্রু) সংগ্রামে সমস্ত শত্রুসেনাদের তুমি তিরস্কৃত কর। তুমি জনক, অজ্ঞাননাশক, পাপহরণকারী, আক্রমণকারীকে তুমি নাশ কর ।।১৬৩৭।।

অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা।
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥১৬৩৮॥

হে উদ্বুদ্ধ আত্মা! দ্যুলোক এবং পৃথিবী তোমার বেগবান বলের অনুকূলে গমন করে চলেছে, যেমনভাবে দুই মাতা শিশুর অনুগমন করে। যে কারণে তুমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে জয় কর, তোমার ক্রোধের সামনে সকল স্পর্ধাকারী পাপ শিথিল হয়ে যায় ।।১৬৩৮।।

তৃতীয় খণ্ড

যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ। চক্রাণ ওপশং দিবি ॥১৬৩৯॥

যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছে, ভূমিকে সুবৃত্ত করেছে, স্বর্গে আসন (নির্মাণ) করেছে ।।১৬৩৯।।

ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা। ইন্দ্রো যদভিনদ্বলম্ ॥১৬৪০॥

যখন উদ্বুদ্ধ আত্মা (অজ্ঞানের) বলকে ভেদ করেন তখন সৌম্যস্বরূপের আনন্দে জ্যোতির দ্বারা অন্তরিক্ষকে অতিক্রম করে যান ।।১৬৪০।।

উদগা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্‌গুহা সতীঃ। অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্‌ ॥১৬৪১॥

উদ্বুদ্ধ আত্মা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বারা লুক্কায়িত জ্ঞানের কিরণকে খুঁজে এনে প্রকট করেন। অজ্ঞানের শক্তিকে নীচে ফেলেন ।।১৬৪১।।

ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ধায়তম্। আ চ্যাবয়স্যূতয়ে ॥১৬৪২॥

সত্যের দ্বারা যিনি সব কিছু জয় করেন, সকল স্তুতিতে বিস্তারিতভাবে যিনি স্তুত হন; সেই তাঁকে (ইন্দ্রকে) রক্ষার জন্য কাছে নিয়ে এস ।।১৬৪২।।

যুধ্মং সন্তমনর্বাণং সোমপামনপচ্যুতম্। নরমবার্যক্রতুম্‌ ॥১৬৪৩॥

(রিপু) সংগ্রামে কুশল, অপ্রতিরোধ্য, শান্তস্বরূপ, সদ্ভাবাপন্ন, সাধনায় অভ্রষ্ট, সানন্দে যজ্ঞকারী, অনিবার্যব্রত (প্রবুদ্ধ আত্মাকে আহ্বান কর) ।।১৬৪৩।।

শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ পুরু বিদ্বাং ঋচীষম। অবা নঃ পার্যে ধনে ॥১৬৪৪॥

হে মন্ত্র- বর্ণিত স্তুতির অনুরূপ পরমেশ্বর! আমাদের জন্য বহু ঐশ্বর্য এনে দাও। কর্মফল রূপ ধন থেকে আমাদের রক্ষা কর ।।১৬৪৪।।

তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহত্তব দক্ষমুত ক্রতুম্। বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্‌ ॥১৬৪৫॥

হে পরমেশ্বর! তোমার সেই বৃহৎ দিব্য শক্তিকে, সামর্থ্য এবং দিব্য সংকল্পকে, তোমার বরণীয় রিপুনাশক অস্ত্রকে আমাদের বেদমন্ত্র সহ স্তুতি তীক্ষ্ণ করে। (জগতের কল্যাণসাধনে তুমি ব্রতী হও) ।।১৬৪৫।।

তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ। ত্বামাপঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥১৬৪৬॥

হে পরমেশ্বর! তোমার পুরুষার্থ ও যশকে দ্যুলোক ও পৃথিবী বাড়ায়। (প্রবাহিত) জল এবং (স্থির) পর্বতসমূহ তোমার আনন্দকে প্রকাশ করে ।।১৬৪৬।।

ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্‌ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ। ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্‌ ॥১৬৪৭॥

তোমার বৃহৎ আশ্রয়ে থেকে বিশ্বপ্রাণ, (শরীরস্থ) প্রাণ ও অপান তোমার স্তুতি করে। (ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্থ) মরুদ্‌গণের বলও তোমাকে অনুসরণ করে আনন্দিত হয় ।।১৬৪৭।।

চতুর্থ খণ্ড

নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয় ॥১৬৪৮॥

হে অগ্নি! তোমাকে নমস্কার। মানুষ তেজের নিমিত্ত তোমার স্তব করে। হে দেব। তোমার শক্তি দিয়ে তুমি শত্রুদের পীড়িত কর ।।১৬৪৮।।

কুবিৎসু নো গবিষ্টয়েঽগ্নে সংবেষিষো রয়িম্। উরুকৃদুরু ণস্কৃধি ॥১৬৪৯॥

হে অগ্নি (পরমেশ্বর)! আমাদের জ্ঞানের কিরণলাভের জন্য সুকর্মফল এনে দাও। বহুলরূপে অনুকূল আমাদের জন্য বহুল আনুকূল্য কর ।।১৬৪৯।।

মা নো অগ্নে মহাধনে পরা বগ্‌র্ভারভৃদ্যথা। সংবর্গং সং রয়িং জয় ॥১৬৫০॥

হে অগ্নি! ভারবহনকারীর মত আমাদের জীবনসংগ্রামের কর্মফলের ভার তুমি ছেড়ে যেয়ো না। আমাদের সংগৃহীত (কর্মফলরূপ) ধন তুমি সম্যক্‌ভাবে জয় কর ।।১৬৫০।।

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥১৬৫১॥

যেমন সমুদ্রের কাছে নদীসকল নিজেদের সমর্পণ করে, সেইভাবে সকল সংস্কার সম্পন্ন মানুষ এঁর (ইন্দ্রের) তেজের কাছে নত হয় ।।১৬৫১।।

বি চিদ্বৃত্রস্য দোধতঃ শিরো ৰিভেদ বৃষ্ণিনা। বজ্রেণ শতপর্বণা ॥১৬৫২॥

হে পরমেশ্বর! তুমি ভয়ঙ্কর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অশুভ শক্তিকে তোমার দীপ্যমান অস্ত্রের শতশক্তির বর্ষণে ভেঙে দিয়েছ ।।১৬৫২।।

ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎসমবর্ত্তয়ৎ। ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥১৬৫৩॥

ইন্দ্র চর্মের ন্যায় দ্যুলোক ও পৃথিবীকে যেভাবে বর্তুলাকার করলেন তাতে তাঁর বল উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেল ।।১৬৫৩।।

সুমন্মা বস্বী রন্তী সূনরী ॥১৬৫৪॥

সুন্দর জ্ঞানবতী, ঐশ্বর্যবতী, রমণীয়া এবং সত্য বেদবাণী ।।১৬৫৪।।

সরূপ বৃষন্না গহীমৌ ভদ্রৌ ধুর্যাবভি। তাবিমা উপ সর্পতঃ ॥১৬৫৫॥

প্রত্যেক বস্তুতে সমরূপে বর্তমান পরমেশ্বর, হে শক্তিমান! এই দুই ভারবহনক্ষম মঙ্গলময়ের (প্রাণ ও অপানের) অভিমুখে এস। সেই দুটি তোমার দিকে এগিয়ে আসছে ।।১৬৫৫।।

নীব শীর্ষাণি মৃঢ়্বং মধ্য আপস্য তিষ্ঠতি। শৃঙ্গেভির্দশভির্দিশন্ ॥১৬৫৬॥

দশ অঙ্গুলির দ্বারা দর্শনীয়ের (বা দশ দিকে দর্শনীয়ের) মত, (সূর্য, চন্দ্র) আকাশের জলের মধ্যে স্থিত, তুমি মাথা ঢেকে নাও ।।১৬৫৬।।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মন্ত্র সংখ্যা ৭৪ ।। সূক্ত সংখ্যা ১৯ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২।৪।৬।৭।৯।১০।১৩। ১৫ ইন্দ্র, ৩।১১।১৮।১৯ অগ্নি, ৫ বিষ্ণু, ৮।১২।১৬ পবমান সোম, ১৪।১৭ ইন্দ্রাগ্নী।। ছন্দ ১-৫।১৪।১৬-১৮।১৯ গায়ত্রী, ৬।৭।৯।১২।১৩ প্রগাথ বার্হত, ৮ অনুষ্টুপ্ ১০ উষ্ণিক্, ১১ প্রগাথ কাকুভ, ১৫ বৃহতী, ১৯ ইতি সাম ।। ঋষি ১ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ২ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ৪ শংযু বার্হস্পত্য, মেধাতিথি কাণ্ব, ৬।৯ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৭ বালখিল্য (আয়ু কাণ্ব), ৮ অম্বরীষ বার্ষাভিঃ, ১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ১১ সোভরি কাণ্ব, ১২ সপ্ত ঋষি (পূর্বে দ্রষ্টব্য), ১৩ কলি প্রগাথ, ১৪।১৭ বিশ্বামিত্র গাথিন, ১৬ নিধ্রুবি, ১৮ ভারদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১৯ বামদেব ।।

প্রথম খণ্ড

পন্যংপন্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায়। সোমং বীরায় শূরায় ॥১৬৫৭॥

হে সোমাভিষবকারিগণ! হর্ষযোগ্য, বিক্রমশীল, শৌর্যবান ইন্দ্রের জন্য উত্তম সোম প্রাপ্ত করাও ।।১৬৫৭।।

এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা বক্ষতঃ সখায়ম্। ইন্দ্রং গীর্ভির্গির্বণসম্ ॥১৬৫৮॥

পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, শক্তিসম্পন্ন, পাপহরণকারী প্রাণ ও অপান স্তুতিপ্রিয় পরমেশ্বরকে বেদমন্ত্রসহ এখানে (হৃদয়ে) বহন করে আনুক ।।১৬৫৮।।

পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা গমন্নারে অস্মৎ। নি যমতে শতমূতিঃ ॥১৬৫৯॥

সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপকে গ্রহণকারী, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিদীর্ণকারী, শতরূপে রক্ষাকারী পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়ে আগমন করে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করবেন ।।১৬৫৯।।

আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব[১] সিন্ধবঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥১৬৬০॥

হে ইন্দ্র! নদীসকল যেমন সমুদ্রে (প্রবেশ করে), তেমনই মনের বৃত্তিগুলি তোমাতে প্রবেশ করে। তোমাকে ছাড়িয়ে কিছুই থাকতে পারে না ।।১৬৬০।

১. সমুদ্রে— ভূতসকল যার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তাদৃশ সমুদ্রে অর্থাৎ পরমাত্মায়। সায়ণাচার্য শব্দটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন— 'সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা'।

বিব্যক্থ মহিনা বৃষন্ভক্ষং সোমস্য জাগৃবে। য ইন্দ্র জঠরেষু তে ॥১৬৬১॥

হে অভীষ্টবর্ষণকারী চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর! তুমি মহত্ত্বের দ্বারা সেবনীয় সৌম্যসত্ত্বকে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত কর, যে শান্তস্বরূপ তোমার মধ্যে স্থিত ।।১৬৬১।।

অরং ত ইন্দ্র কুক্ষয়ে সোমো ভবতু বৃত্রহন্। অরং ধামভ্য ইন্দবঃ ॥১৬৬২॥

হে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক ইন্দ্র (পরমেশ্বর)! তোমার এই শান্তস্বরূপ হৃদয়ের জন্য পর্যাপ্ত হোক। সকল লোকের জন্য পর্যাপ্ত হোক ।।১৬৬২।।

জরাবোধ তদ্বিবিড়্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥১৬৬৩॥

হে স্তুতির দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নি! জনে জনে আমাদের মন তুমি জান। যোগযজ্ঞের হিতকারী তীব্র প্রজ্বলিত রুদ্রের দর্শনযোগ্য স্তুতি করি ।।১৬৬৩।।

স নো মহাং অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্তঃ। ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥১৬৬৪॥

সেই মহান, বন্ধনমুক্ত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জগৎ যে চেতনায় বিধৃত, তিনি জ্ঞান ও শক্তির জন্য আমাদের প্রেরণা দিন ।।১৬৬৪।।

স রেবোং ইব বিশ্পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ। উক্থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥১৬৬৫॥

সেই ঐশ্বর্যবান, প্রজাপালক, দিব্য জ্যোতি, বৃহৎ প্রকাশমান চৈতন্য (পরমেশ্বর) স্তোত্রসমূহের দ্বারা আমাদের (প্রার্থনা) শুনুন ।।১৬৬৫।।

তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদগবে ন শাকিনে ॥১৬৬৬॥

যিনি পৃথিবীর মত সুখদায়ক তোমাদের সোমাভিষবে বহুস্তুত সেই শত্রুগণকে পরাভূতকারী শক্তিমান ইন্দ্রের জন্য একসঙ্গে গান কর ।।১৬৬৬।।

ন ঘা বসুর্নি যমতে দানং বাজস্য গোমতঃ। যৎসীমুপশ্রবদ্গিরঃ ॥১৬৬৭॥

যখন চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের বেদমন্ত্রের স্তুতি স্বীকার করেন তখন চৈতন্যময় ঐশ্বর্যের দান কখনও গুটিয়ে রাখতে পারেন না ।।১৬৬৭।।

কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমন্তং দস্যুহা গমৎ। শচীভিরপ নো বরৎ ॥১৬৬৮॥

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের হন্তারক পরমেশ্বর যে-কোন সাধকেরই চৈতন্যময় সাধনক্ষেত্রে অবশ্যই আগমন করেন ও জ্ঞানের আলোর দ্বারা (মোক্ষপদ) অনাবৃত করেন ।।১৬৬৮।।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্[1]। সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥১৬৬৯॥

সর্বব্যাপী পরমেশ্বর (বিষ্ণু) এই জগৎকে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক— এই তিনপ্রকারে নিজ স্বরূপ দ্বারা ব্যাপ্ত করেছেন। এই জগতের প্রত্যেক ধূলিকণায় অদৃশ্য তাঁর স্বরূপকে ধারণ করে রেখেছেন ।।১৬৬৯।।

১. মন্ত্রটিতে ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু অন্তরীক্ষে অবস্থান করে তিন প্রকার পদ স্থাপনের দ্বারা উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি তিন কালেই এই সমগ্র বিশ্বপরিক্রমা করেন। এইক্ষেত্রে বিষ্ণু অর্থে সূর্যকেও বোঝায়।

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥১৬৭০॥

সেই হেতু দিব্য নিয়মগুলিকে ধারণ করে সত্যস্বরূপ, ব্যাপক ও পালক পরমেশ্বর তিন লোকেই নিজ গতির দ্বারা বিচরণ করলেন ।।১৬৭০।।

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥১৬৭১॥

ব্যাপক পরমেশ্বরের কর্মগুলি দর্শন কর। যেহেতু সাধক সত্যদর্শন ও সংযমসহ সৎকর্ম সকল সম্পন্ন করেন তাই তিনি পরমেশ্বরের যোগ্য সখা ॥১৬৭১॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্দি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥১৬৭২॥

বিদ্বানগণ পরমাত্মার সূক্ষ্ম স্বরূপ সদা দর্শন করেন, যেন তাঁদের চক্ষু দ্যুলোকে বিস্তৃত ॥১৬৭২॥

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্ ॥১৬৭৩॥

সেই ব্যাপক পরমেশ্বরের সূক্ষ্মতম স্বরূপকে সত্যদ্রষ্টা, স্তুতিপরায়ণ, জাগ্রতচৈতন্য জ্ঞানিগণ অন্যের জন্য প্রকাশ করেন ॥১৬৭৩॥

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যা অধি সানবি ॥১৬৭৪॥

যেহেতু পৃথিবীর আধারে নিম্নস্থানে ব্যাপক পরমেশ্বর পরিব্যাপ্ত হন, সেই কারণে সকল প্রকাশক শক্তি সমূহ আমাদের রক্ষা করুন ॥১৬৭৪॥

মো ষু ত্বা বাঘতশ্চ নারে অস্মন্নি রীরমন্।
আরাত্তাদ্বা সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি ॥১৬৭৫॥

বিদ্বান ঋত্বিগগণ আমাদের থেকে দূরদেশে যেন স্তুতি না করে, কিন্তু সমীপে বসে যেন স্তুতি করে। আমাদের কাছে এসে অবশ্যই যজ্ঞ ভূমিকে প্রাপ্ত হও। অথবা আমাদের অন্তঃকরণে থেকে প্রার্থনা শ্রবণ কর ॥১৬৭৫॥

ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সু তে সচা মধৌ ন মক্ষ আসতে।
ইন্দ্রে কামং জরিতারো বসূয়বো রথে ন পাদমা দধুঃ ॥১৬৭৬॥

মধুতে যেমন মৌমাছিরা একসঙ্গে এসে বসে সেইভাবে এই বৃহতের সাধনারত স্তোতৃগণ (পরাজ্ঞানরূপ) ঐশ্বর্য কামনা করে তোমার জন্য শান্তভাবসম্পন্ন হয়ে একসঙ্গে বসেছেন। যেমন ভাবে (গতিসম্পন্ন) রথে মানুষ পা রাখে সেইভাবে নিজেদের অভীষ্ট (সর্বব্যাপী) তোমাতে অর্পণ করেছে ॥১৬৭৬॥

অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।
পূর্বীঋতস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥১৬৭৭॥

পরমেশ্বরের জন্য সনাতন মননযোগ্য বেদমন্ত্র পাঠ কর। (এর দ্বারা) (পরমেশ্বরের) স্তুতি কর। দিব্য নিয়মের ধারক বেদের সনাতন বৃহতী ছন্দে রচিত মন্ত্রগুলির স্তব কর। তোমাদের ধারণশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধি পরমেশ্বর সৃজন করেছেন ।।১৬৭৭।।

সমিন্দ্রো রায়ো বৃহতীরধূনুত সং ক্ষোণী সমু সূর্যম্।
সং শুক্রাসঃ শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ সোমা ইন্দ্রমমন্দিষুঃ ॥১৬৭৮॥

পরমেশ্বর বৃহৎ ঐশ্বর্য (আমাদের) সম্যকরূপে প্রদান করুন। এই পৃথিবীতে আনন্দ ক্ষরিত হোক, এই দ্যুলোকে আনন্দ ক্ষরিত হোক, পবিত্র, উজ্জ্বল জ্ঞানের আশ্রয় (সাধকদের) সৌম্যভাবগুলি পরমেশ্বরকে অতীব সন্তৃপ্ত করুক ।।১৬৭৮।।

ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে ॥১৬৭৯॥

(অজ্ঞানরূপ) শত্রুনাশকারী সাধনযজ্ঞাসনে আসীন নিষ্কাম কর্মী দাক্ষিণ্যবান পুরুষে পবিত্রকারী, শক্তিমান ইন্দ্রের (পরমেশ্বরের) জন্য, হে সোম! তোমার সৌম্যরসধারা সিঞ্চন কর ।।১৬৭৯।।

তং সখায়ঃ পুরূরুচং বয়ং যূয়ং চ সূরয়ঃ।
অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজস্পত্যম্ ॥১৬৮০॥

হে সহৃদয় বিদ্বানগণ! অত্যন্ত দীপ্তিশালী, (অন্তঃশত্রুর সংগে) সংগ্রামে জিত পরমধন, ঐশ্বর্যসম্পন্ন শান্তস্বরূপকে আমরা অন্তরে গ্রহণ করব, (সেই শুদ্ধসত্ত্বের) পরিচর্যা করব ।।১৬৮০।।

পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাং ইপরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥১৬৮১॥

সেই কামনার যোগ্য বহনকারী ও পালনকারী (সোমকে) প্রত্যেক দিনের দ্বারা (বিদ্বানগণ) সর্বতোভাবে শোধন করেন, যে সোম শান্তভাব সকল ইন্দ্রিয়গুলির নিকট সানন্দে সব দিক থেকে গমন করেন ।।১৬৮১।।

কস্তমিন্দ্র ত্বা বসো মর্ত্যো দধর্ষতি।
শ্রদ্ধা ইত্তেমঘবন্ পার্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি ॥১৬৮২॥

হে সমুজ্জ্বল ইন্দ্র! তোমাকে কোন মানুষ বলে অতিক্রম করতে পারে? যোগবলসম্পন্ন তোমার (ভক্ত) শ্রদ্ধাপূর্বক (মর্ত্যের) ওপারে দ্যুলোকে, নিশ্চয় তেজ লাভ করতে চায় ।।১৬৮২।।

মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু চোদয় যে দদতি প্রিয়া বসু।
তব প্রণীতী হর্যশ্ব সূরিভির্বিশ্বা তরেম দুরিতা ॥১৬৮৩॥

হে হরণশীল পরিব্যাপ্ত পরমেশ্বর! যে সৌম্যস্বরূপে ঐশ্বর্যশালী সাধকগণ তোমাকে শুদ্ধ সত্ত্ব অর্পণ করেন তাঁদের তুমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশে প্রেরণা দাও। বিদ্বানদের দ্বারা প্রকাশিত তোমার প্রণীত বাণী। (তার দ্বারা) সকল পাপকে আমরা পার হয়ে যাব ।।১৬৮৩।।

তৃতীয় খণ্ড

এদু মধোর্মদিন্তরং সিঞ্চাধ্বর্যো অন্ধসঃ। এবা হি বীর স্তবতে সদাবৃধঃ ॥১৬৮৪॥

হে যজ্ঞের নেতা! মধুর রসযুক্ত হব্য অন্নের অত্যন্ত আনন্দকর অংশ সেচন কর। তার ফলে সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বীর ইন্দ্র স্তুত হন ।।১৬৮৪।।

ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং ন কিষ্টে পূর্ব্যস্তুতিম্। উদানংশ শবসা ন ভন্দনা ॥১৬৮৫॥

হে প্রকাশমান জ্যোতির স্থাপক পরমেশ্বর! তোমার সনাতন বেদোক্ত স্তুতিকে কেউই বর্ণনা করতে পারে না, না বলের দ্বারা, না প্রার্থনার দ্বারা ।।১৬৮৫।।

তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ। অপ্রাযুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্ ॥১৬৮৬॥

ব্যাপ্তি প্রার্থী আমরা ঐশ্বর্যের পালক নিরন্তর সযত্ন সাধনযজ্ঞে আমাদের প্রেরিত করে আমাদের সমৃদ্ধকারী সেই তোমাকে আহ্বান করি ।।১৬৮৬।।

তং গূর্দ্ধযা স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে ॥১৬৮৭॥

প্রাণাদি দেবতার নিকট হব্য পদার্থ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুখের নেতা গতিশীল দেবতাকে (অগ্নিকে) বিদ্বানগণ প্রাপ্ত হন। তাঁকে স্তুতি কর ।।১৬৮৭।।

বিভূতরাতিং বিপ্র চিত্রশোচিষমগ্নিমীডিষ্ব যন্তুরম্।
অস্য মেধস্য সোম্যস্য সোভরে প্রেমধ্বরায় পূর্ব্যম্ ॥১৬৮৮॥

হে জ্ঞান পোষণকারী বিদ্বানগণ! এই শুদ্ধসত্ত্বপ্রযুক্ত সাধনযজ্ঞের প্রেরয়িতা, প্রভূত ঐশ্বর্যশালী, বিচিত্ররূপে প্রকাশমান, সনাতন এই পরমেশ্বরকে হিংসাহীন যজ্ঞে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি কর ।।১৬৮৮।।

আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধ্রিষে ॥১৬৮৯॥

প্রাণায়ামের দ্বারা গৃহীত, সূর্যের অক্ষয় কিরণরাশিকে তিরস্কারকারী সর্বাপহারী সোম দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকে সর্বত্র প্রবেশ করে বর্তমান, যেমন প্রাণিবর্গ নগরে সর্বত্র প্রবিষ্ট থাকে। (এই সোম) একান্ত ধ্যানযোগ্য স্থানে (বনে), (হৃৎকমলরূপ) গৃহে ধারণযোগ্য হন ।।১৬৮৯।।

স মামৃজে তিরো অণ্বানি মেষ্যো মীঢ্বাংৎসপ্তির্ন বাজয়ুঃ।
অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ সোমো বিপ্রেভির্ঋক্বভিঃ॥১৬৯০॥

মেধাবী, বিদ্বান, স্তুতিকারিগণের দ্বারা প্রবাহিত আনন্দজনক সৌম্যস্বরূপ অজস্র দানশীল, অনুকূল ও সূর্যের সপ্ত রশ্মির সমান বলপ্রাপ্ত হয়ে সাধকগণের (শরীরের) অনুতে পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়ে শোধিত করলেন ।।১৬৯০।।

বযমেনমিদা হ্যোঽপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥১৬৯১॥

আমরা এই বজ্রধারীকেই অতীতে সর্বতোভাবে প্রসন্ন করেছি। আজ বিখ্যাত সোমযজ্ঞে অভিষুত সোম অবশ্যই নিয়ে এস এবং তাঁকে ভূষিত কর ।।১৬৯১।।

বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি।
সেমং ন স্তোমং জুজুষাণ আ গহীন্দ্র প্র চিত্রযা ধিযা ॥১৬৯২॥

মেষহত্যাকারী বৃকের ন্যায় হৃদয়বিদারক অন্তঃশত্রু পরমেশ্বরের প্রজ্ঞানমার্গে গমন করে শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই তুমি, হে পরমেশ্বর! আমাদের এই স্তোত্রকে স্বীকার করে বিচিত্র প্রজ্ঞা সহ প্রাপ্ত হও ।।১৬৯২।।

ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ। তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্ ॥১৬৯৩॥

হে দ্যুলোকের প্রকাশক শক্তি ও জ্যোতির দেবতাদ্বয়! সাধকের সকল সাধন সংগ্রামে তোমরা সর্বতোভাবে অলঙ্কৃত কর। তাই তোমাদের তেজ চৈতন্যময় হয় ।।১৬৯৩।।

ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পরি উপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ। ঋতস্য পথ্যা অনু ॥১৬৯৪॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! সৌম্যস্বরূপ বিদ্বানগণ দিব্য নিয়মের পথ অনুসরণ করে সৎকর্মসমূহকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করে তোমাদের কাছে নিয়ে চলেন ।।১৬৯৪।।

ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রযাংসি চ। যুবোরপ্তূর্যং হিতম্ ॥১৬৯৫॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! তোমাদের দুজনের বল ও আনন্দের উপভোক্তা একসঙ্গে বর্তমান, সৎকর্মে প্রেরণাও তোমাদের দুজনের মধ্যে নিহিত ।।১৬৯৫।।

ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্বযো দধে।
অযং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দ্রানঃ শিপ্রযন্ধসঃ ॥১৬৯৬॥

সোমরস সম্পন্ন হওয়ার পর (বায়ু আদি দেবতাসহ) একসঙ্গে পানকারী এঁকে কোন শক্তি ধারণ করতে পারে? সোমরসরূপ ভোজ্যে তৃপ্ত তিনি তেজে পূর্ণ হয়ে দেহ দুর্গকে ভেঙে দেন ।।১৬৯৬।।

দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
ন কিষ্টা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥১৬৯৭॥

যেমন ভাবে হাতী বনমার্গে বহুস্থলে গমন কালে নিজ মদবারি ধারণ করে, সেই রূপ মহান পরমেশ্বর নিজ বলে (একাকী) ভ্রমণ করেন ও নিজ আনন্দ নিজেই ধারণ করেন। তাঁকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সাধকের শুদ্ধসত্ত্ব সম্পন্ন হলে তাঁর আনন্দ সাধকের হৃদয়ে নেমে আসে ।।১৬৯৭।।

য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ স্থিরো রণায সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥১৬৯৮॥

যিনি তেজস্বী, অপ্রতিরোধ্য হয়ে (অন্তঃশত্রুর সঙ্গে) সংগ্রামে স্থির থাকেন, সাধনযজ্ঞে প্রেরণাদাতা ইন্দ্র (পরমেশ্বর) যদি সেই স্তবকারীর আহ্বান শোনেন তাহলে পরাঙ্মুখ হন না, আগমন করেন ।।১৬৯৮।।

চতুর্থ খণ্ড

পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥১৬৯৯॥

উজ্জ্বল, রমণীয় সৌম্যস্বরূপের জ্ঞানজ্যোতি সকল প্রবাহিত হয়ে পরমেশ্বর রচিত বিশ্বকৃতির অভিমুখে ব্যাপ্ত হল ।।১৬৯৯।।

পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত। পৃথিব্যা অধি সানবি ॥১৭০০॥

(সৌম্যস্বরূপের) জ্ঞানজ্যোতিসকল প্রবহমান হয়ে দ্যুলোককে পরিব্যাপ্ত করে, অন্তরিক্ষ থেকে পৃথিবীর আশ্রয়ে ভূতলে ক্ষরিত হল ।।১৭০০।।

পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিন্দবঃ। ঘ্নন্তো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥১৭০১॥

শীঘ্রগতি প্রবহমান রমণীয় শুদ্ধসত্ত্বের ধারা সকল রিপু নাশ করে (সাধকের হৃদয়ে) ক্ষরিত হল ।।১৭০১।।

তোশা বৃত্রহণা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা ॥১৭০২॥

অনুগ্রহকারী, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক, সমান জয়শীল, অপরাজিত, শক্তিদাতা (অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত ও ভূতলে অধিষ্ঠিত) শক্তি ও দীপ্তিরূপ পরমেশ্বরের বিভূতি দুই দেবতাকে[১] আহ্বান করি ।।১৭০২।।

১. ইন্দ্র ও অগ্নি

প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ। ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ॥১৭০৩॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! স্তোতৃগণ, স্তোত্রজ্ঞ সামগান বেত্তা উদ্গাতা প্রভৃতি স্তোতারা তোমাদের দুজনকে অর্চনা করেন। অভীষ্টলাভের জন্য অতিশয় বন্দনা করি ।।১৭০৩।।

ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্। সাকমেকেন কর্মণা ॥১৭০৪॥

হে অন্তরিক্ষে অভিব্যক্ত দেবতা! হে ভূলোকে অধিষ্ঠিত দেবতা! তোমরা দুজনে একত্রে সৎকর্মপ্রবাহের দ্বারা ক্ষতিকারক শত্রুদের পালকদের নব্বইটি দুর্গ কম্পিত করে দাও।।১৭০৪।।

দেহস্থ ১০ প্রাণ, ১০ ইন্দ্রিয়, ৬রস, ৪অন্তঃকরণ—এই ৩০টি ৩ সত্ত্ব ,রজঃ, তমোগুণের ভেদে নব্বই হয়। আবার ব্রহ্মাণ্ডে ৬ ঋতু, ১০ প্রাণ, অপান,উদান, সমান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই ১০ প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয় ও ৪মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণের কারণ পদার্থ সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। এগুলিও ৩ গুণ ভেদে ৯০ প্রকার হয়। এই ৯০ পুর অনুকূল হলে হয় মিত্রপুরী, প্রতিকূল হলে হয় শত্রুপুরী। দিব্যশক্তির আরাধনায় এই ৯০ পুর প্রতিকূল প্রভাব নষ্ট হয়।

উপ ত্বা রণ্বসংদৃশং প্রযস্বন্তঃ সহস্কৃত। অগ্নে সসৃজ্মহে গিরঃ ॥১৭০৫॥

হে শক্তিসহায়ে অভিব্যক্ত পরমেশ্বর! রমণীয় ও দর্শনীয় তোমাকে লাভ করার জন্য প্রয়াসী আমরা তোমাকে লক্ষ্য করে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছি ।।১৭০৫।।

উপ চ্ছায়ামিব ঘৃণেরগন্ম শর্ম তে বযম্। অগ্নে হিরণ্যসংদৃশঃ ॥১৭০৬॥

হে পরমেশ্বর! সুবর্ণসদৃশ তেজোময়, প্রদীপ্ত তোমার আনন্দকে আমরা ছায়ার মত করে প্রাপ্ত হই ।।১৭০৬।।

য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ। অগ্নে পুরো রুরোজিথ ॥১৭০৭॥

হে পরমেশ্বর! যে তুমি তেজস্বীর মত, তীক্ষ্ণশিঙ্ ষাঁড়ের মত তোমার জ্ঞানরশ্মির তীরে অজ্ঞানরূপ অপশক্তিকে নাশ কর, (সেই তুমি) অগ্রগামী হয়ে শত্রুদুর্গ ভগ্ন কর ।।১৭০৭।।

ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্। অজস্রং ঘর্মমীমহে ॥১৭০৮॥

দিব্য নিয়মের ধারক, বিশ্বের নিয়ন্তা, জ্যোতিসমূহের পালকের কাছে নিরন্তর জ্ঞানপ্রবাহ ও কর্মশক্তিপ্রবাহকে প্রার্থনা করি ।।১৭০৮।।

য ইদং প্রতিপপ্রথে যজ্ঞস্য স্বরুত্তিরন্। ঋতূনুৎসৃজতে বশী ॥১৭০৯॥

যিনি দ্যুলোক থেকে নেমে এসে (শক্তি সহায়ে) কর্মে বিধৃত এই স্বপ্রতিবিম্বরূপ জগৎকে বিস্তার দিলেন, তিনি জগন্নিয়ন্তা হয়ে ঋতুসমূহ সৃজন করলেন ।।১৭০৯।।

অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য। সম্রাডেকো বিরাজতি ॥১৭১০॥

পূর্বকাল ও ভবিষ্যৎকালকে চেয়ে (কালের আধারে) সম্যক প্রকাশমান এক পরমেশ্বর প্রিয় তিনলোকে প্রকাশিত হন ।।১৭১০।।

উনবিংশ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ৫৪ ।। সূক্ত সংখ্যা ১৮ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।১০।১৩ অগ্নি, ২।১৮ পবমান সোম, ৩-৫ ইন্দ্র, ৬।৮।১১।১৪ (১ উত্তরার্ধ রাত্রি), ১৬ উষা, ৭।৯।১২। ১৫।১৭ অশ্বিদ্বয়।। ছন্দ ১।২।৬।৭।১৮ গায়ত্রী, ৩।১৩।১৪।১৫ ত্রিষ্টুপ্, ৪।৫ প্রগাথ, ৮।৯ উষ্ণিক্, ১০-১২ পঙ্ক্তি ১৬।১৭ জগতী ।। ঋষি ১ বিরূপ আঙ্গিরস, ২।১৮ অবৎসার কাশ্যপ, ৩ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৪ দেবাতিথি কাণ্ব, ৫।৮।৯।১৬ গোতম রাহুগণ, ৬ বামদেব গৌতম, ৭ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ১০ বসুশ্রুত আত্রেয়, ১১ সত্যশ্রবা আত্রেয়, ১২ অবস্যু আত্রেয়, ১৩ বুধ ও গবিষ্ঠি আত্রেয়, ১৪ কুৎস আঙ্গিরস, ১৫ অত্রি ভৌম, ১৭ দীর্ঘতমা ঔচথ্য ।।

প্রথম খণ্ড

অগ্নিঃ প্রত্নেন জন্মনা শুম্ভানস্তন্বং স্বাম্। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে ॥১৭১১॥

হে ক্রান্তদর্শী পরমেশ্বর! সনাতন সৎস্বরূপ থেকে বিস্তার লাভ করে, প্রকাশমান তুমি জ্ঞানের দ্বারা বাড়তে থাকলে ।।১৭১১।।

উর্জ্জো নপাতমা হুবেঽগ্নিং পাবকশোচিষম্। অস্মিন্যজ্ঞে স্বধ্বরে ॥১৭১২॥

শক্তিকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত পাবক জ্ঞানজ্যোতিসম্পন্ন অগ্নিকে এই সুন্দর হিংসারহিত সাধনযজ্ঞে আহ্বান করি ।।১৭১২।।

স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে শুক্রেণ শোচিষা। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥১৭১৩॥

হে পরমেশ্বর! তুমি বহু মিত্রসমন্বিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানের জ্যোতি সহ সকল প্রকাশমান শক্তি সহ আমাদের (হৃদয়) বেদিতে এসে বোস ।।১৭১৩।।

উত্তে শুষ্মাসো অস্থু রক্ষো ভিন্দন্তো অদ্রিবঃ। নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ ॥১৭১৪॥

হে পাষাণ কঠিন তপস্যার দ্বারা লব্ধ সৌম্যস্বরূপ তোমার প্রাণবেগসমূহ (অজ্ঞানরূপ) শত্রুকে নাশ করে ঊর্ধ্বগামী হয়, যেগুলি দ্বারা স্পর্ধাকারী বাধাসমূহকে তুমি সর্বতোভাবে সরিয়ে দাও ।।১৭১৪।।

অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসঙ্গে ধনে হিতে। স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা ॥১৭১৫॥

এই (সৌমসত্ত্বের) বলের দ্বারা অন্তঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে রথের ন্যায় গতিসম্পন্ন প্রাণশক্তির দ্বারা আত্মধন লাভ করে নির্ভয় হৃদয়ে স্তবসমূহের দ্বারা আরাধনা করি ।।১৭১৫।।

অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা। রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি ॥১৭১৬॥

এই পরিশুদ্ধ সৌমসত্ত্বের শুভ কর্মসমূহ দুর্বুদ্ধিদের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। যে শুদ্ধসত্ত্বকে দ্বেষ করে সে বিনষ্ট হয় ।।১৭১৬।।

তং হিন্বন্তি মদচ্যুতং হরিং নদীষু বাজিনম্। ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥১৭১৭॥

সেই আনন্দক্ষরণকারী, আনন্দজনক, পাপহরণকারী, শক্তিমান সৌম্যস্বরূপকে সাধক নাদধ্বনির প্রবাহে পরমেশ্বরের জন্য প্রেরিত করে ।।১৭১৭।।

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিন্নি যেমুরিন্ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাং ইহি ॥১৭১৮॥

হে ইন্দ্র! ময়ূরের রোমগুলির ন্যায় আনন্দদায়ক রশ্মিগুলি সহ এস। তোমাকে যেন কেউ না বাধা দিতে পারে বরং (বাধা প্রদানকারী) তাদের তুমি অতিক্রম কর যেমনভাবে ব্যাধ পক্ষিদের মেরে ফেলে, ধনুর্ধর যেমন শত্রুদের মেরে ফেলে ।।১৭১৮।।

বৃত্রখাদো বলং রুজঃ পুরাং দর্মো অপামজঃ।
স্থাতা রথস্য হর্যোরভিস্বর ইন্দ্রো দৃঢা চিদারুজঃ ॥১৭১৯॥

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশকারী (চরাচরের) শক্তির ক্ষয়কারী, সকল শরীরের বিদীর্ণকারী, অমৃত অনাদি, সাধকের দেহরথে প্রাণ ও অপানে স্থিত পরমেশ্বর যখন নিজের দিকে আকর্ষণ করেন তখন দৃঢ় বস্তুকেও বিনষ্ট করেন ।।১৭১৯।।

গম্ভীরাং উদধীংরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব।
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত ॥১৭২০॥

জলধারা যেমন গম্ভীর সমুদ্রকে পোষণ করে সেই ভাবে (তোমার শক্তিধারায়) শুভ কর্মকে পুষ্ট কর। জ্ঞানরূপ জ্যোতির আরাধনাকারী যেমন জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়গুলি যেমন বিষয় সমূহকে প্রাপ্ত হয়, ছোট নদীগুলি যেমন গভীর জলাশয়কে প্রাপ্ত হয় (সেইভাবে পরমেশ্বরে সকল সৃষ্ট বস্তু বিলীন হয়) ।।১৭২০।।

যথা গৌরো অপা কৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূযমা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব ॥১৭২১॥

যেমন তৃষ্ণার্ত মৃগাদি জন্তু মরুভূমি জলের দ্বারা সংস্কৃত হলে সেই দিকে যায়, সেইভাবে (আমরা) স্তুতি করতে থাকলে আমাদের মিত্রতা লাভের জন্য শীঘ্র এস একসঙ্গে (আনন্দামৃত) পান কর ।।১৭২১।।

মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো রাধোদেয়ায় সুন্বতে।
আমুষ্যা সোমমপিবশ্চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং তদ্দধিষে সহঃ॥১৭২২॥

হে ঐশ্বর্যদাতা পরমাত্মা! সৌম্যস্বরূপ সম্পন্নকারীকে পরম ধন দেওয়ার জন্য তোমাকে (সাধকের) শুদ্ধসত্ত্ব হৃষ্ট করুক। দ্যাব্যাপৃথিবী ওই সাধকের সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হোক এবং সেই শ্রেষ্ঠ বীর্যকে তুমি ধারণ কর ।।১৭২২।।

ত্বমঙ্গ[১] প্র শুংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্।
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ ॥১৭২৩॥

শোন, তুমি প্রশংসা করে বল, হে অনন্তধন ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন অন্য কোন দেবতা মরণশীল মানুষের সুখদায়ক নয়। হে অতিবল, তোমার উদ্দেশ্যে স্তুতি বচন উচ্চারণ করি ।।১৭২৩।।

১. অঙ্গ— অঙ্গ ইতি অভিমুখীকরণার্থঃ নিপাতঃ— অঙ্গ অর্থ প্রিয়। সামনাসামনি সম্বোধনের জন্য অঙ্গ এই নিপাত অর্থাৎ অব্যয় শব্দের ব্যবহার।

মা তে রাধাংসি মা ত উতযো বসোঽস্মান্কদা চনা দভন্।
বিশ্বা চ ন উপমিংমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ ॥১৭২৪॥

মানুষের হিতকারী হে পরমেশ্বর! হে জ্যোতির্ময়! তোমার ঐশ্বর্য আমাদের যেন কখনও দুঃখ না দেয়। তোমার রক্ষণসমূহও যেন দুঃখ না দেয়। সকল (বিদ্যাদি) সম্পদ মনুষ্যগণের জন্য সর্বতোভাবে সমীপস্থ হয়ে দাও ।।১৭২৪।।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ। দিবো অদর্শি দুহিতা[১] ॥১৭২৫॥

উদীয়মানা, মনুষ্যগণকে সুমার্গে চালনাকারী, কর্মফলদাত্রী, ভগিনীস্বরূপা (অজ্ঞান বা) রাত্রির শেষে অজ্ঞান বা অন্ধকারকে নিবারণ করে ফুটে উঠতে উঠতে দ্যুলোকের দুহিতা জ্ঞানস্বরূপিনী সরস্বতী বা ঊষা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন ।।১৭২৫।।

১. দুহিতা— ঊষাদেবীকে দ্যুলোকের কন্যা বলা হয়।

অশ্বেব চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী। সখা ভূদশ্বিনোরুষাঃ ॥১৭২৬॥

কিরণ বা জ্ঞানের মাতৃস্বরূপিনী, শুভদা, ঊষা বা দেবী সরস্বতী ব্যাপক আলোর ছটার মত, নবোদয়ের আরক্তিম (অস্ফুট) বর্ণ নিয়ে প্রাণ ও অপানের সখী হয়ে আবির্ভূত হলেন ।।১৭২৬।।

উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি। উতোষো বস্ব ঈশিষে ॥১৭২৭॥

হে ঊষা! তুমি আরও প্রাণ ও অপানের সহচরী এবং কিরণসমূহের জননী এবং বিদ্যাদি ধনের অধীশ্বরী ।।১৭২৭।।

এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥১৭২৮॥

এই নবীনা, প্রিয়া উষা দ্যুলোক থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। হে বেদের অধ্যাপক ও অধ্যেতা! তোমরা বৃহৎ পরমাত্মার স্তুতি কর ।।১৭২৮।।

যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাম্। ধিয়া দেবা বসুবিদা ॥১৭২৯॥

যে দুটি আশ্চর্যকর্মকারী, প্রবাহমাতৃক, মনসহায়ে পরমধনের অভিলাষী, বোধের সাহায্যে পরমধনবিৎ, সেই প্রাণ ও অপানকে স্তুতি করি ।।১৭২৯।।

বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণাযামধি বিষ্টপি। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥১৭৩০॥

এই ক্ষয়শীল পৃথিবীতে তোমাদের রমণীয় বেগ যেহেতু মুক্ত পক্ষিগণের সঙ্গে দ্যুলোকের আশ্রয়ে গমন করে, সেইজন্য তোমাদের মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করা হয় ।।১৭৩০।।

উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥১৭৩১॥

হে ঐশ্বর্যময়ী উষা (জ্ঞানপ্রদায়িনী)! আমাদের জন্য সেই বিচিত্র আলো (জ্ঞান) নিয়ে এস, যার দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে ধারণ করি ।।১৭৩১।।

উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি। রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি ॥১৭৩২॥

হে কিরণযুক্ত (জ্ঞানবতী) প্রকাশকারিণী সত্য (বাণী) ধারণকারিণী উষা (জ্ঞানপ্রদায়িনী)! আজ আমাদের জন্য চৈতন্যময় (জ্ঞানের) আলো, জড় (অজ্ঞানের) অন্ধকার দূর করে এনে দাও ।।১৭৩২।।

যুঙ্ক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাং অদ্যারুণাং উষঃ। অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ ॥১৭৩৩॥

হে ঐশ্বর্যশালিনী, উষা (জ্ঞানপ্রদায়িনী)! আজ আরক্তিম (নবীন) ব্যাপক কিরণ যুক্ত করে নাও। অনন্তর আমাদের জন্য সকল সুন্দর ঐশ্বর্য নিয়ে এস ।।১৭৩৩।।

অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতম্ ।।১৭৩৪।।

আশ্চর্যকর্মকারী ব্যাপনশীল প্রাণ ও অপান! ইন্দ্রিয় [illegible] আবর্তনশীল তোমাদের গমনাগমন আমাদের অনুকূলে আবর্তিত কর ।।১৭৩৪।।

এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী। উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥১৭৩৫॥

সদ্য জ্ঞানের আলোয় প্রবুদ্ধ সাধক সুখদায়ী (মঙ্গলবহনকারী) আশ্চর্য কর্মকারী তেজ সহ আবর্তিত প্রাণ ও অপানকে সম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য আবাহন করে আনুন ।।১৭৩৫।।

যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ। আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবম্ ॥১৭৩৬॥

হে প্রাণ ও অপান! যে তোমরা দ্যুলোক থেকে জীবাত্মার জন্য (সত্যের) প্রকাশ এই ভাবে (অনুভবের মধ্যে এনে) আবর্তিত হও, সেই তোমরা প্রশংসনীয় তেজসম্পন্ন অমৃত আমাদের জন্য বহন করে আন ।।১৭৩৬।।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১৭৩৭॥

আমি সেই অগ্নিকে মানি যিনি রশ্মিময়, যাঁতে সকল হব্য বস্তু লয় পায়, সকল দ্রুতগতিশীল বিলুপ্ত হয়, সকল নিত্য ধন বিলীন হয়। (হে অগ্নি) স্তোতাদের অভীষ্ট পূরণ কর ।।১৭৩৭।।

অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণিঃ।
অগ্নী রায়ে স্বাভুবং স প্রীতো যাতি বার্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১৭৩৮॥

(পরমেশ্বর) অগ্নি প্রজাদের জন্য ঐশ্বর্য (বা অন্ন) দান করেন। সর্বদ্রষ্টা পরমেশ্বর সুন্দর সর্বব্যাপী বরণীয় জ্ঞানের জ্যোতিকে প্রাপ্ত করান, ভক্তির দ্বারা প্রীত হয়ে পরমধনের জন্য স্তোতৃগণের অভীষ্টকে পূর্ণ করেন ।।১৭৩৮।।

সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ।
সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১৭৩৯॥

সেই পরমেশ্বর (প্রজ্ঞানরূপ) পরমধন যাঁর বেদবাণী (বা জ্ঞানের জ্যোতি), (মানুষের) হৃদয়ে সমাগত হন। সজ্জন বিদ্বানগণ সমাগত হয়ে এঁকে স্তব করেন, ইনি স্তোতৃদের অভীষ্টকে পূর্ণ করেন ।।১৭৩৯।।

মহে নো অদ্য বোধযোষো রাযে দিবিত্মতী।
যথা চিন্নো অবোধযঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥১৭৪০॥

সত্যের দ্বারা খ্যাতা, শোভাযুক্ত হয়ে উদিতা, ব্যাপ্তিপ্রিয়া, ছড়িয়ে পড়া উষা, যেভাবে আমাদের আগে জাগিয়েছ সেইভাবে প্রকাশবর্তী তুমি মহাধনের জন্য আমাদের জাগাও ।।১৭৪০।।

যা সুনীথে শৌচদ্রথে ব্যৌচ্ছো দুহিতর্দিবঃ।
সা ব্যুচ্ছ সহীযসি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥১৭৪১॥

সুন্দর প্রাপ্তি রূপে স্থিতা, রমণীয় জ্যোতির্ময় গতিশালিনী, শক্তিমতী, সত্যজ্যোতিস্বরূপিণী বা সত্যবাণীময়ী, ব্যাপক আনন্দরূপিণী, গতিময়ী, সুজাতা— যে তুমি পূর্বে অন্ধকার নাশ করে উদিত হয়েছ, সেই তুমি (আজও) (অজ্ঞান) অন্ধকার দূর করে উদিত হও ।।১৭৪১।।

সা নো অদ্যাভরদ্বসুর্ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
যো ব্যৌচ্ছঃ সহীযসি সত্যশ্রবসি যায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥১৭৪২॥

দ্যুলোকে পুত্রী। শক্তিমতী, সত্যজ্যোতিস্বরূপিণী বা সত্যবাণীময়ী, ব্যাপক আনন্দরূপিণী, গতিময়ী, সুজাতা— যে তুমি জ্যোতির্ময় ধন ধারণ করে পূর্বে (অজ্ঞান) অন্ধকারকে নাশ করে পূর্বে উদিত হয়েছ, সেই তুমি আজও (অজ্ঞান) অন্ধকার দূর করে উদিত হও ।।১৭৪২।।

প্রতি প্রিযতমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্।
স্তোতা বামশ্বিনাবৃষি স্তোমেভির্ভূষতি প্রতি মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥১৭৪৩॥

হে সৌম্যস্বরূপসম্পন্ন প্রাণ ও অপান! স্তোতা সত্যদ্রষ্টা (ঋষি) তোমাদের কামপূরক, পরমধনপ্রাপক, প্রিয়তম রমণীয় পথকে অলঙ্কৃত করতে সমর্থ হয়েছে। আমার আহ্বান শ্রবণ কর ।।১৭৪৩।।

অত্যাযাতমশ্বিনা তিরো বিশ্বা অহং সনা।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী সুষুম্ণা সিন্ধুবাহসা মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥১৭৪৪॥

আশ্চর্যকার্যকারী, তেজসহ আবর্তনকারী, সুষুম্না নাড়ীপথে প্রবাহকে বহনকারী, মধুর প্রাণ ও অপান— তোমরা এসেছ। আমার আহ্বান শুনেছ। আমি (প্রকটিত) সকল বিশ্বকে অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হলাম ।।১৭৪৪।।

আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।
রুদ্রা হিরণ্যবর্তনী জুষাণা বাজিনীবসূ মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥১৭৪৫॥

উজ্জ্বল রত্নসমূহ ধারণকারী হে প্রাণ ও অপান। তোমরা দুজন (সাধনাকারী) আমাদের কাছে এস। নাদধ্বনিকারী, তেজোময় আবর্তনযুক্ত, সাধন অভ্যাসকারী, শক্তিমান, পরমধনযুক্ত, মধুর তোমরা আমার আবাহন শোন ।।১৭৪৫।।

চতুর্থ খণ্ড

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবাযতীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্র বযামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ ॥১৭৪৬॥

দুগ্ধদাত্রী গাভীর মতন উষাকাল আগত হলে অগ্নি যজ্ঞকর্তা মানুষদের হাতে প্রজ্বলিত হন। পক্ষিশাবককে ত্যাগকারী বড় পাখির মত দ্যুলোকের দিকে অগ্রসর হন ।।১৭৪৬।।

অবোধি হোতা যজথায় দেবানূর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ।
সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্ দেবস্তমসো নিরমোচি ॥১৭৪৭॥

সাধনযজ্ঞে অগ্রণী পরমেশ্বর প্রকাশস্বরূপ দেবতাদের সাধনার জন্য বোধরূপে (সাধকের হৃদয়ে) প্রদীপ্ত হন। জ্ঞানোদয়ে সুন্দর মন সহ ঊর্ধ্বগামী হন, প্রদীপ্ত জ্ঞানের প্রকাশমান বল দর্শনীয় হয়। মহান প্রকাশমান পরমাত্মা (জীবাত্মাকে) (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার থেকে মুক্ত করেন ।।১৭৪৭।।

যদীং গণস্য রশনামজীগঃ শুচিরঙ্‌ক্তে শুচিভির্গোভিরগ্নিঃ।
আদ্দক্ষিণা যুজ্যতে বাজযংত্যুত্তানামূর্ধ্বো অধযজ্জুহূভিঃ ॥১৭৪৮॥

যখন সম্মুখস্থ পরমেশ্বর সমূহাত্মক শরীরে বদ্ধ জীবাত্মাকে অজ্ঞানাত্মক অন্ধকার থেকে মুক্ত করেন তখন পবিত্র আত্মা পবিত্র জ্ঞানের কিরণ সহ প্রকট হন, তখন কারুণ্যময়ী অমৃতধারা ঐশ্বর্যদান পূর্বক সাধকের সঙ্গে যুক্ত হন। দ্যুলোক থেকে আগত সেই অমৃতধারার ঊর্ধ্বগামী স্রোতকে সাধক আহ্বানপূর্বক পান করেন ।।১৭৪৮।।

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ৈবা রাত্র্যষসে যোনিমারৈক্ ॥১৭৪৯॥

সকল জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি (পরাজ্ঞান) বিভূ স্বরূপ পরমাত্মা থেকে বিচিত্র প্রকাশসম্পন্ন হয়ে উৎপন্ন হল। যেমনভাবে সূর্যের দ্বারা প্রেরিত গর্ভধারিণী পৃথিবী ভোগ্য অন্ন প্রসব করে গর্ভকে রিক্ত করেন সেইভাবে অব্যক্ত রাত্রি (অজ্ঞানের অন্ধকার) উষা (জ্ঞানের প্রকাশ)কে উৎপন্ন করে নিজেকে রিক্ত করলেন ।।১৭৪৯।।

রুশাদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥১৭৫০॥

প্রকাশমানা (প্রজ্ঞান) প্রকাশমান সূর্যকে (হৃদয়ে জ্ঞানসূর্যকে) প্রসবকারী উজ্জ্বল উষা-(জ্ঞানের প্রকাশ) উদিত হল। কৃষ্ণা রাত্রি (অজ্ঞানের অন্ধকার) উষার জন্য সকল স্থান (সাধকের হৃদয়) রিক্ত করে দিল। (ব্যক্ত সৃষ্টিতে) সমানবন্ধু রাত্রি ও উষা (অজ্ঞান ও প্রজ্ঞান) নিত্য কালের আধারে একে অন্যের পিছনে চলতে থাকে। এক অন্যের বরণীয়কে নষ্ট করে এবং দ্যুলোকের (হৃদয়ের) আশ্রয়ে চলতে থাকে ।।১৭৫০।।

সমানো অধ্বা স্বস্রোরনংতস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥১৭৫১॥

রাত্রি ও উষা (অজ্ঞান ও প্রজ্ঞান) দুই সহোদরা পরমেশ্বরের শাসনে একই অনন্ত পথে পৃথক পৃথক রূপে বিচরণ করে চলেছে। একই মনোজাত (পরমেশ্বরের মননজাত) বিরুদ্ধ রূপ বিশিষ্ট (অন্ধকার ও আলো;/অজ্ঞান ও প্রজ্ঞান) অপরিবর্তনীয় পরস্পর বিরূদ্ধ রাত্রি ও উষা (অজ্ঞান ও প্রজ্ঞান) মিলিত হয় না, থামে না (নিরন্তর চলতে থাকে) ।।১৭৫১।।

আ ভাত্যগ্নিরুষসামনীকমুদ্বিপ্রাণাং দেবযা বাচো অস্থুঃ।
অর্বাঞ্চা নূনং রথ্যেহ যাতং পীপিবাং সমশ্বিনা ঘর্মমচ্ছ ॥১৭৫২॥

প্রাতঃকালের মুখ (জ্ঞানোদয়ের মুখ) অগ্নি (প্রকাশ) দীপ্যমান হচ্ছে। সাধকগণের দেবকাম মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। সম্মুখে আগত রমণীয় গতিযুক্ত প্রাণ ও অপান নিশ্চয়ই এই অমৃতময়, শুদ্ধিকারক সাধনায় সম্যকরূপে প্রেরিত হচ্ছে ।।১৭৫২।।

ন সংস্কৃতং প্র মিমীতো গমিষ্ঠান্তি নূনমশ্বিনোপস্তুতেহ।
দিবাভিপিত্বেঽবসাগমিষ্ঠা প্রত্যবর্তিং দাশুষে শম্ভবিষ্ঠা ॥১৭৫৩॥

এই সাধনযজ্ঞে সমীপে প্রশংসিত প্রাণ ও অপান সাধনের দ্বারা শুদ্ধ পুরুষকে বিনষ্ট হতে দেন না, নিশ্চয়ই সন্মুখে গমন করে স্থিত হন, জ্ঞানোদয়ে ব্যাপ্ত হয়ে রক্ষণের দ্বারা অত্যন্ত নিকটস্থ হয়ে জ্ঞান প্রদানকারী পরমেশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন করে সুখস্বরূপে স্থিত হন ।।১৭৫৩।।

উতা যাতং সংগবে প্রাতরহ্নো মধ্যন্দিন উদিতা সূর্যস্য।
দিবা নক্তমবসা শন্তমেন নেদানীং পীতিরশ্বিনা ততান ॥১৭৫৪॥

প্রাণ ও অপান বর্তমানের সায়ংকালে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে সূর্য উদিত থাকাকালীন দিনে এবং রাতে রক্ষণের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত এই সাধকের নিকটস্থ হন এবং জ্ঞানরূপ অমৃতের অনুভবকে বিস্তার দান করেন ।।১৭৫৪।।

পঞ্চম খণ্ড

এতা উ ত্যা উষসঃ কতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিষ্কৃণ্বানা আযুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ ॥১৭৫৫॥

এই সেই আরক্তিম মাতৃস্বরূপিণী সূর্যকিরণসমূহ (শক্তি সহায়ে নবোদিত জ্ঞান) উষার (জ্ঞান দ্যুতির) প্রকাশকে সূর্য (পরমেশ্বরের কাছ থেকে) নিয়ে এল। অন্তরিক্ষের (সাধকের) পূর্ব অর্ধভাগে (হৃদয়ে) সূর্যকে (জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে) প্রকট করল। যেভাবে বিজয়ী যোদ্ধা অস্ত্রগুলিকে শাণিত করে সেই ভাবে প্রকাশের কিরণসমূহ (পরমাত্মার) দিকে নিত্য গমন করে ।।১৭৫৫।।

উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ ॥১৭৫৬॥

আরক্তিম উষার (উদীয়মান জ্ঞানের) দীপ্তিসকল স্বাভাবিক নিয়মে উদিত হয়। শোভনভাবে সূর্যের (পরমাত্মার) সঙ্গে যুক্ত শুভ্র উজ্জ্বল জ্যোতিসমূহ উদ্‌গত হয়ে পূর্বের নিয়মানুসারে পথপরিক্রমণ করে। শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ উষার (জ্ঞানের) কিরণসমূহ প্রকাশমান সূর্যকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় করে ।।১৭৫৬।।

অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ।
ইষং বহন্তীঃ সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে ॥১৭৫৭॥

শুভ কর্মকারী, সুদাতা এবং সৌম্যস্বরূপ সম্পাদনকারী সাধকের জন্য সকল অভীষ্টই বহন করে প্রকাশদানে অগ্রণী উষা (নব জ্ঞানোদয়) প্রবিষ্টকারী তেজসমূহের দ্বারা একই উদ্যোগে দূরস্থকেও জলের বর্ষণধারার ন্যায় সংকৃত করে ।।১৭৫৭।।

অবোধ্যগ্নির্জ্ম উদেতি সূর্যো ব্যূষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চিষা।
আযুক্ষাতামশ্বিনা যাতবে রথং প্রাসাবীদ্দেবঃ সবিতা জগৎপৃথক্ ॥১৭৫৮॥

সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রদীপ্ত হল, পৃথিবীতে সূর্যের উদয় হল। রমণীয় মহতী উষা (প্রথম পরাজ্ঞানের উদয়) তেজের দ্বারা অন্ধকার (অজ্ঞান) দূর করল। সাধক প্রাণ ও অপানকে রমণীয় গতিতে অন্তরে পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য যাত্রা করালেন। দেব সবিতা পৃথকরূপে বাইরে জগৎ কে প্রবৃত্ত করলেন ।।১৭৫৮।।

যদ্যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্ ।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতং বযং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ॥১৭৫৯॥

হে প্রাণ ও অপান! যখন বলিষ্ঠ রমণীয় গতিকে প্রাপ্ত হও তখন আমাদের তেজকে উজ্জ্বল অমৃতে স্নিগ্ধ কর। আমাদের ব্রহ্মতেজকে অন্তঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে সাহায্য কর। আমরা বীরভোগ্য পরমধনকে লাভ করি ।।১৭৫৯।।

অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু সুষ্টুতঃ।
ত্রিবন্ধুরো মঘবা বিশ্বসৌভগঃ শং ন আ বক্ষদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥১৭৬০॥

পরমাত্মার অনুকূলে গমনকারী (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীর) তিন চক্রবিশিষ্ট অমৃতবাহন শীঘ্র ও ব্যাপক গতিযুক্ত ত্রিলোক সহায় ঐশ্বর্যশালী সর্ব সৌভাগ্য সম্পন্ন প্রাণ ও অপানের রথ (শোভনভাবে সাধকের দ্বারা) স্তুত হয়ে যাত্রা করুক, আমাদের মধ্যে বোধযুক্ত এবং অবোধ সকল প্রাণী সুখকে প্রাপ্ত হোক ।।১৭৬০।।

প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যন্তি বৃষ্টয়ঃ। অচ্ছা বাজং সহস্রিণম্ ॥১৭৬১॥

হে সৌমসত্ত্ব! বৃষ্টির মত দ্যুলোক থেকে নেমে আসা তোমার অনিঃশেষ অমৃত ধারা অজস্র শুভ সম্পদ (পরম ধন) এনে দেয় ।।১৭৬১।।

অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি। হরিস্তুঞ্জান আয়ুধা ॥১৭৬২॥

জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর সম্মুখে (সত্ত্বগুণের দ্বারা) বিশ্বকে দর্শন করে প্রিয় এই ক্রান্তদর্শনজাত জগৎ কে (মননরূপ) অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে (জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হয়ে) চললেন ।।১৭৬২।।

স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ। শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥১৭৬৩॥

দিব্য নিয়মে জগৎ পালন রূপ কর্মকৃৎ সেই পরমেশ্বরের শুদ্ধসত্ত্ব প্রাণসমূহের দ্বারা শোধিত হয়ে সপারিষদ রাজার ন্যায়, দ্রুতগতি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সাধকগণের হৃদয়দেশে আসন গ্রহণ করেন ।।১৭৬৩।।

স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি। পুনান ইন্দবা ভর ॥১৭৬৪॥

হে রমণীয় সৌম্যসত্ত্ব! পবিত্রকারী সেই তুমি দ্যুলোক থেকে পৃথিবীর আধারে দিব্য ঐশ্বর্য এনে দাও ।।১৭৬৪।।

বিংশ অধ্যায়

।। প্রথম অংশ ।।

মন্ত্র সংখ্যা ৫১ ।। সূক্ত সংখ্যা ১৮ ।। দেবতা (সুক্তানুসারে) ১।১৭ পবমান সোম, ২।৩।৭।১০।১৬ ইন্দ্র ৪-৬, ১৮ অগ্নি, অগ্নিদ্বয় ও উষা, ৮ মরুদ্‌গণ, ৯ সূর্য।। ছন্দ ১।৮।১০।১৫-১৭ গায়ত্রী, ৪ উষ্ণিক্, ১১ ভুরিগনুষ্টুপ্, ১৩ বিরাডনুষ্টুপ্, ৫ পদপঙ্‌ক্তি, ৬।৯।১২ প্রগাথ বার্হত, ৭ ত্রিষ্টুপ্, ১৪ শক্করী, ১৬ অনুষ্টুপ্, ১৭ দ্বিপদা গায়ত্রী ১৮ অত্যষ্টি, ২ দ্বিপদা ককুপ্।। ঋষি ১ নৃমেধ আঙ্গিরস, ২।৩ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ দীর্ঘতমা ঔচথ্য, ৫ বামদেব গৌতম, ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৭ বৃহদুক্‌থ্ বানদেব্য, ৮ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস, ৯।১৭ জমদগ্নি ভার্গব, ১০ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ১১-১৩ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১৪ সুদা পৈজবন, ১৫ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ১৬ নীপাতিথি কাণ্ব, ১৮ পরুচ্ছেপ দৈবোদাসি।।

প্রথম খণ্ড

প্রাস্য ধারা অক্ষরন্বৃষ্ণঃ সুতস্যৌজসা। দেবাং অনু প্রভূষতঃ ॥১৭৬৫॥

অভীষ্টবর্ষণকারী, তেজস্বী, সকল ইন্দ্রিয়কে প্রকৃষ্টরূপে অলংকৃতকারী সম্পন্ন সৌম্যস্বরূপের অমৃতমধু অজস্র ধারায় ক্ষরিত হল ।।১৭৬৫।।

সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো গৃণন্তঃ কারবো গিরা। জ্যোতির্জজ্ঞানমুক্‌থ্যম্ ॥১৭৬৬॥

বিদ্বানগণ, সাধনযজ্ঞকারিগণ বেদমন্ত্র দ্বারা সম্পদ্যমান, প্রশংসনীয় সপ্তলোকে গমনকারী জ্যোতিকে (হৃদয়ে) শোধনের দ্বারা আবাহন করছেন ।।১৭৬৬।।

সুষহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো। বর্ধা সমুদ্রমুক্‌থ্য ॥১৭৬৭॥

হে অতুলজ্যোতির্ময়, স্তুতিযোগ্য সৌম্যসত্ত্ব! পবিত্রকারী তোমার সহনযোগ্য শক্তির দ্বারা দিব্য অমৃতরস হৃদয়ে বাড়িয়ে তোল ।।১৭৬৭।।

এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে ॥১৭৬৮॥

ইনি (ভক্তের) বৃদ্ধিকারী, যিনি প্রত্যেক ঋতুতে হিতকারী, ইন্দ্র নামে খ্যাত। এঁকে স্তুতি করি ।।১৭৬৮।।

ত্বামিচ্ছবসস্পতে যন্তি গিরো ন সংযতঃ ॥১৭৬৯॥

হে বলপতি পরমেশ্বর! সংযত আমাদের প্রার্থনা তোমার কাছেই যাচ্ছে ।।১৭৬৯।।

বি স্রুতযো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্যন্তু রাতযঃ ॥১৭৭০॥

ইনি (ভক্তের) বৃদ্ধিকারী, যিনি প্রত্যেক ঋতুতে হিতকারী, ইন্দ্র নামে খ্যাত। এঁকে স্তুতি করি ।।১৭৭০।।

আ ত্বা রথং যথোতযে সুম্নায় বর্ত্তযামসি।
তুবিকূর্মিমৃতীষহমিন্দ্রং শবিষ্ঠ সপতিম্ ॥১৭৭১॥

হে (আত্মিক) বলযুক্ত! বহুকর্মকারী, শত্রুদমনকারী তোমাকে আমার রক্ষা ও সুখের জন্য সবদিক দিয়ে রথের মত ভ্রমণ করাচ্ছি ।।১৭৭১।।

তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বযা মতে। আ পপ্রাথ মহিত্বনা ॥১৭৭২॥

হে মহাবল, বহুকর্মা, অনুগ্রহকারী, বোধস্বরূপ পরমেশ্বর! তুমি মহত্ত্বের দ্বারা বিস্তারকে প্রাপ্ত হও ।।১৭৭২।।

যস্য তে মহিনা মহঃ পরি জ্মাযন্তমীযতুঃ। হস্তা বজ্রং হিরণ্যযম্ ॥১৭৭৩॥

মহত্ত্বের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে তোমার দুই হস্ত (তারা) পৃথিবী ভরে তৈজস রক্ষাস্ত্রকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয় ।।১৭৭৩।।

আ যঃ পুরং নার্মিণীমদীদেদত্যঃ কবির্নভন্যো নার্বা। সূরো ন রুরুক্বাং ছতাত্মা ॥১৭৭৪॥

নিরন্তর ভ্রমণশীল, ক্রান্তদর্শী, দিব্যজ্যোতি, অশ্বের ন্যায় গতিশীল বহুরূপবিশিষ্ট প্রকাশমান সূর্যের ন্যায় যিনি বর্তমান তিনি মানুষের হৃদয়ে প্রকাশিত হন ।।১৭৭৪।।

অভি দ্বিজন্মা ত্রী রোচনানি বিশ্বা রজাংসি[১] শুশুচনো অস্থাৎ।
হোতা যজিষ্ঠো অপাং সধস্থে ॥১৭৭৫॥

(সাধকের অন্তরে সত্যজ্ঞান রূপে প্রকাশিত হয়ে) দ্বিতীয়বার জন্ম নেন যে পরমাত্মা, ত্রিলোকের প্রকাশক, সকল অনুপরমাণুতে প্রকাশিত, সকল কর্মসাধনে অগ্রণী, শ্রেষ্ঠব্রতী তিনি অমৃতের অভিমুখে সাধকের হৃদয়স্থলে স্থিত হন ।।১৭৭৫।।

১. রজাংসি— রজস্ শব্দের বহুবিধ অর্থের উল্লেখ যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথা—"রজো রজতেঃ জ্যোতী রজউচ্যতে, উদকং রজ উচ্যতে লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে, অসৃগহনী রজসী উচ্যতে"(নিরুক্ত— ৪।১৯)। অর্থাৎ রজঃ শব্দের অর্থ— জ্যোতি, উদক, লোকসমূহ, অসৃক্ অর্থাৎ রক্ত এবং দিবাভাগ।

অযং স হোতা যো দ্বিজন্মা বিশ্বা দধে বার্যাণি শ্রবস্যা।
মর্তো যো অস্মৈ সুতুকো দদাশ ॥১৭৭৬॥

এই সেই বিশ্বযজ্ঞে অগ্রণী দ্বিজন্মা, প্রশংসীয় বিশ্বের সকল বরণীয় পদার্থকে ধারণ করেন। এঁর কাছে যে মর্ত্য সাধক আত্মসমর্পণ করেন তিনি ব্যাপ্তি লাভ করেন ।।১৭৭৬।।

অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃষম্। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥১৭৭৭॥

হে অগ্নি! তোমার সামগান স্তুতি সমূহের দ্বারা তোমার নিকটবর্তী হয়ে অশ্বের মত (বেগবান) এবং বুদ্ধির মত (কল্যাণকর) হৃদয়স্পর্শী সুখকে আজ আমরা বাড়িয়ে তুলব ।।১৭৭৭।।

অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ। রথীর্ঋতস্য বৃহতো ৰভূথ ॥১৭৭৮॥

পুনরায়, হে পরমেশ্বর! তুমি মঙ্গলময়, নিপুণ, সাধনাকারীর সত্য ও বৃহৎ সাধনযজ্ঞে প্রেরক রূপে থেকেছ ।।১৭৭৮।।

এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্বাঙ্স্বর্ণ জ্যোতিঃ। অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ ॥১৭৭৯॥

(বহির্বিশ্বে) সূর্যের ন্যায় (অন্তরস্থিত) পরমাত্মজ্যোতি আমাদের এই সকল স্তব সহ আমাদের জন্য সফল জ্যোতিসহ সুমনা হয়ে সম্মুখবর্তী হও ।।১৭৭৯।।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য।
আ দাশুষে[1] জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাং উষর্বুধঃ ॥১৭৮০॥

হে সকল জাতবস্তুর বেত্তা। অমর অগ্নি! তুমি ভক্তিধনের দাতার জন্য প্রভাত বেলার বিচিত্র আলোর উদ্ভাস এবং প্রভাতবেলায় প্রবুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে আজ প্রাপ্ত করাও ।।১৭৮০।।

১. দাশুষে— হবির্দানকারী যজমানের জন্য। দাশ্ + ক্বসু + ৪র্থীর একবচন। ক্বসু প্রত্যয়ের ব-কারের স্থানে সম্প্রসারণ উ-কার হয়েছে। 'দাশ্বান্ সাহবান্' সূত্রানুসারে পদটি নিপাতনে সিদ্ধ।

জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্।
সজূরশ্বিভ্যামুষসা সবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥১৭৮১॥

হে পরমেশ্বর! তুমি (সাধকের দ্বারা) সেবিত হয়ে (পরমজ্ঞানোদয়ের) বার্তাবাহক হয়ে আস, (সাধকের) নিবেদিত অর্ঘ্যের বহনকর্তা হয়ে, মঙ্গলযজ্ঞের নিয়ন্তা হয়ে প্রাণ, অপান ও নবোদিত জ্ঞান সহ মিলিত হয়ে আমাদের জন্য সুবীর্যযুক্ত বৃহৎ রক্ষণ ধারণ কর ।।১৭৮১।।

বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥১৭৮২॥

সত্যের পুত্র, শক্তিমান, একাকী বিচরণশীল, বহুর সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষীণশক্তিকে বার্ধক্য গ্রাস করে। দেবতার কাব্যের মহত্ত্ব দেখ— আজ যে মৃত, কাল সে গৌরবযুক্ত ছিল ।।১৭৮২।।

শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীডঃ।
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্ন মোঘং বসু স্পার্হমুতং জেতোত দাতা ॥১৭৮৩॥

যিনি শক্তিসহায়ে বলবান, রক্তবর্ণ, সহায়বান, বিশাল, বীর, চিরন্তন, মুক্ত, তিনি যে প্রজ্ঞা দান করেন তা সত্য, মিথ্যা হয় না। স্পৃহনীয় ধন তিনি জয় করেন ও দান করেন ।।১৭৮৩।।

ঐভির্দদে বৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি যেভিরৌক্ষদ্বৃত্রহত্যায় বজ্রী।
যে কর্মণঃ ক্রিয়মাণস্য মহ্ন ঋতে কর্মমুদজায়ন্ত দেবাঃ ॥১৭৮৪॥

যে দিব্যভাবসম্পন্ন সাধক ক্রিয়মাণ কর্মের মহত্ত্ব দ্বারা ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন, যাঁদের দ্বারা দিব্যাস্ত্রধারণকারী (পরমেশ্বর) অন্তঃশত্রু হননের জন্য অস্ত্র বর্ষণ করেন, সেই বীর সাধকদের সঙ্গে বীর্যযুক্ত পৌরুষকে তিনি সত্যকর্মে গ্রহণ করেন ।।১৭৮৪।।

অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিৰন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥১৭৮৫॥

এই সোম প্রস্তুত হয়েছে। স্বয়ং প্রকাশ প্রাণসমূহ তা পান করে, এবং দিন, রাত বা দ্যুলোক, ভূলোক বা সূর্য, চন্দ্র (পান করে) ।।১৭৮৫।।

পিৰন্তি মিত্রো অর্যমা তনা পূতস্য বরুণঃ। ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ ॥১৭৮৬॥

প্রাণ পিতৃপুরুষ, এবং অপান উত্তরপুরুষের দ্বারা পবিত্রীকৃত ও সম্পন্ন ত্রিলোকস্থ সৌম্যসত্ত্বের অমৃতজ্যোতি গ্রহণ করেন ।।১৭৮৬।।

উতো ন্বস্য জোষমা ইন্দ্রঃ সুতস্য গোমতঃ। প্রাতর্হোতেব মৎসতি ॥১৭৮৭॥

পরমেশ্বর সদ্য সম্পন্ন এই জ্যোতির্ময় সৌম্যস্বরূপের সঙ্গে মিলনের আনন্দে সাধনযজ্ঞের অগ্রণীর মত আনন্দিত হন ।।১৭৮৭।।

ৰণ্মহাং অসি সূর্য ৰডাদিত্য মহাং অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহ্না দেব মহাং অসি ॥১৭৮৮॥

হে কর্মে প্রেরণদাতা সূর্য! তুমি প্রকৃতই মহান। হে রসশোষণকারী! তুমি সত্যই মহান। সৎস্বরূপ তোমার মহিমা বিশাল। তুমি প্রশংসনীয়, হে জ্যোতির্ময়! মহৎ কর্মের দ্বারা তুমি মহান ।।১৭৮৮।।

ৰট্ সূর্য শ্রবসা মহাং অসি সত্রা দেব মহাং অসি।
মহ্না দেবানামসুর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥১৭৮৯॥

হে পরমেশ্বর! সত্যই তুমি যশের দ্বারা মহান। সত্যই, হে দীপ্যমান! মহান তুমি মহত্ত্বের দ্বারা সকল দিব্য সত্তার অগ্রে স্থিত, অজ্ঞানের অন্ধকার নাশক সত্য, সর্বব্যাপক মহান্ জ্যোতি ।।১৭৮৯।।

তৃতীয় খণ্ড

উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥১৭৯০॥

হে আনন্দের পতি! ব্যাপক কিরণরূপ অশ্ব দ্বারা আমাদের সোমযজ্ঞে এস, ব্যাপক কিরণরূপ অশ্ব দ্বারা আমাদের সোমযজ্ঞে এস ।।১৭৯০।।

দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো বিদ ইন্দ্রঃ শতক্রতুঃ। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥১৭৯১॥

যিনি (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার নাশক, অসংখ্য কর্মকৃৎ তিনি দুপ্রকারে (অন্তরাত্মা পরব্রহ্ম এবং জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বররূপে) জ্ঞাত হন। আমাদের সম্পন্ন সৌম্যসত্ত্বের নিকট তোমার ব্যাপক জ্যোতি সহ আগত হও ।।১৭৯১।।

ত্বং হি বৃত্রহন্নেষাং পাতা সোমানামসি। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥১৭৯২॥

হে (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের নাশক! তুমি এই অভিষূয়মান সৌম্যসত্ত্বের পালক। আমাদের সম্পন্ন সৌম্যসত্ত্বের নিকট তোমার ব্যাপক জ্যোতি সহ আগত হও ।।১৭৯২।।

প্র বো মহে মহেবৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চর চর্ষণিপ্রাঃ ॥১৭৯৩॥

তোমাদের মহান বৃদ্ধিকারী মহান প্রজ্ঞাবানের উদ্দেশ্যে স্তুতি কর। অনুকূলতা কর। (হে ইন্দ্র!) মনুষ্যদের পালক তুমি, সনাতনী প্রজাদের অনুকূল রাখ ।।১৭৯৩।।

উরুব্যচসে মহিনে সুবৃক্তিমিন্দ্রায় ব্রহ্ম জনযন্ত বিপ্রাঃ।
তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ ॥১৭৯৪॥

বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ বহু বিস্তৃত, মহান পরমেশ্বরের জন্য যে সুন্দর প্রশস্তি বেদমন্ত্র দ্বারা প্রকট করেন, জ্ঞানিগণ তাঁর আরাধনা কখনও ত্যাগ করেন না ।।১৭৯৪।।

ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমেব সত্রা রাজানং দধিরে সহধ্যৈ। হর্যশ্বায় বর্হয়া সমাপীন্ ॥১৭৯৫॥

অন্তঃশত্রুদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য (প্রশংসারূপ) বেদবাণীসকল অবশ্যই জ্যোতির্ময়, অপ্রতিহতক্রোধ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করে। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের জন্য সকল পরস্পর সহায় ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে সম্যকরূপে উন্নত কর ।।১৭৯৫।।

যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্দধিষে রদাবসো ন পাপত্বায় রংসিষম্ ॥১৭৯৬॥

যদি তোমার যত ধন আছে আমি ততটা ধনের স্বামী হই, তাহলে ধর্মাত্মাকে ধারণ পোষণ করব। হে ধনদাতা! পাপ কর্মের জন্য দেব না ।।১৭৯৬।।

শিক্ষেয়মিন্মহযতে দিবেদিবে রায আ কুহচিদ্বিদে।
ন হি ত্বদন্যন্মঘবন্ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চ ন ॥১৭৯৭॥

হে পরম ঐশ্বর্যশালী পরমাত্মা! প্রতিদিন তুমি যেকোন জ্ঞানলাভেচ্ছু আরাধনাকারীকে সর্বতোভাবে (পরম) ধন দান করো। তুমি ভিন্ন অন্য কেউ আমাদের পরম বন্ধু নয় এবং পিতা নয় ॥১৭৯৭॥

শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রের্বোধা বিপ্রস্যার্চতো মনীষাম্।
কৃষ্বা দুবাংস্যন্তমা সচেমা ॥১৭৯৮॥

হে পরমেশ্বর! অমৃতলাভেচ্ছু শরীরী আত্মার আহ্বান শোন। তোমার স্তুতিকারী ব্রাহ্মণদের মননকে বোধযুক্ত কর। আমাদের হৃদয়ে এসে সহায় হয়ে আমাদের ক্লেশ দূর কর ॥১৭৯৮॥

ন তে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য ন সুষ্টুতিমসুর্যস্য বিদ্বান্।
সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি ॥১৭৯৯॥

(হে পরমেশ্বর) শক্তিমান! তোমার বেদোক্ত দণ্ডাজ্ঞা কেউ অমান্য করতে পারে না। তোমার যোগিগম্য সুন্দর স্তুতিকে বিদ্বান অমান্য করতে পারেন না। অসাধারণ যশস্বী তোমার নাম সব সময় স্তুতি করি ॥১৭৯৯॥

ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ।
মারে অস্মন্মঘবং জ্যোক্কঃ ॥১৮০০॥

(হে পরমেশ্বর!) মানুষদের মধ্যে তোমার সৌমস্বরূপপ্রাপ্তি বহু হয়েছে এবং বিদ্বান্ উপাসক তোমাকে প্রচুর আরাধনা করেন। আমাদের সামনে আবির্ভূত হতে তুমি দেরি কোর না ॥১৮০০॥

চতুর্থ খণ্ড

প্রো ষ্বস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত। অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহা।
অস্মাকং বোধি চোদিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥১৮০১॥

এই পরমেশ্বরের জন্য এই শরীরে প্রাণ ও অপানের গতি ও বলকে সংস্কৃত কর। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নাশক (ভূলোকাদি) লোকের ধারক ইনি অন্তঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে কামাদি শত্রুর সামীপ্যে এসেও মিলিত শত্রুবলের বিরুদ্ধে আমাদের চৈতন্যকে প্রেরণা দেন। ধনুতে আরোপিত জ্যা (ক্ষতি করতে উদ্যত) শত্রু অবদমিত হয় ॥১৮০১॥

ত্বং সিংধূংরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্। অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যম্।
তং ত্বা পরি ষ্বজামহে নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥১৮০২॥

হে পরমেশ্বর! তুমি অমৃতপ্রবাহকে এই ভূমিস্থের (সাধকের) শরীরে ক্ষরণ করলে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নাশ করে বিশ্বকে অমৃতময় করে তুলে পালন কর, বন্ধুরূপে প্রকটিত হও। সেই তোমাকে আমরা উপাসনা করি। তোমার দ্বারা ধনুতে আরোপিত জ্যা (ক্ষতি করতে উদ্যত) শত্রুও অবদমিত করে ।।১৮০২।।

বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ। অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি।
যা তে রাতির্দদিবসু নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥১৮০৩॥

(হে পরমেশ্বর!) যে আমাদের হিংসা করে সেই শত্রুর উদ্দেশ্যে তুমি অস্ত্র নিক্ষেপ কর। আমাদের সকল এগিয়ে আসা অনৌদার্য রূপ শত্রুদের তুমি বিনষ্ট কর। আমাদের বুদ্ধি সমূহকে শুভ কর। তোমার যে অনুগ্রহ তা আমাদের পরমধন দান করে। তোমার দ্বারা ধনুতে আরোপিত জ্যা (ক্ষতি করতে উদ্যত) শত্রুকেও অবদমিত করে ।।১৮০৩।।

রেবাং ইদ্রেবত স্তোতা স্যাত্ত্বাবতো মঘোনঃ। প্রেদু হরিবঃ সুতস্য ॥১৮০৪॥

হে পাপহরণশীল! পরমধনে ধনী তোমার স্তোতা পরমধনী হয়। তোমার স্বরূপ প্রাপ্ত সাধক তোমার মত পরম ধনে ধনী হয় ।।১৮০৪।।

উক্থং চ ন শস্যমানং নাগো রয়িরা চিকেত। ন গায়ত্রং গীয়মানম্ ॥১৮০৫॥

জ্ঞানী ইন্দ্র স্পষ্টবক্তার দ্বারা স্তূয়মান স্তোত্র এবং গীয়মান গায়ত্রী ছন্দের গান বোঝেন না এমন নয় ।।১৮০৫।।

মা ন ইন্দ্র পীযত্নবে মা শর্ধতে পরা দাঃ। শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ॥১৮০৬॥

হে পরমাত্মা! বিদ্বেষপরায়ণতার দিকে আমায় ছেড়ে দিও না। দুষ্ট বলের দিকেও ছেড়ে দিও না। হে জ্যোতির্ময়! সকল বুদ্ধি দ্বারা আমাকে শিক্ষা দাও ।।১৮০৬।।

এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয দিবাবসো ॥১৮০৭॥

হে ইন্দ্র! হরণশীল কিরণগুলি সহ দ্যুলোক শাসনকারী ওই মেধাবীর সুন্দর স্তুতিগুলি প্রাপ্ত হও এবং প্রকাশকে দাও ।।১৮০৭।।

অত্রা বি নেমিরেষামুরাং ন ধূনুতে বৃকঃ[১]।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয দিবাবসো ॥১৮০৮॥

বৃক যেভাবে মেষীকে কম্পিত করে সেইভাবে এই সাধনযজ্ঞে এই সাধকদের হৃদয়স্থ প্রাণ ও অপানের পরিক্রমাকে তুমি কম্পিত কর। হে প্রকাশধন! দ্যুলোকের শাসক তোমার জ্যোতিকে দাও ॥১৮০৮॥

১. বৃকঃ— নেকড়েবাঘ।

আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ সোমী ঘোষেণ বক্ষতু।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয দিবাবসো ॥১৮০৯॥

হে সৌম্যস্বরূপের অধিপতি! পাষাণ কঠিন তপস্যায় রত প্রাণ ও অপান নাদধ্বনির দ্বারা এই হৃদয়ে তোমায় আহ্বান করছে। হে প্রকাশধন! দ্যুলোকের শাসক তোমার জ্যোতিকে দাও ॥১৮০৯॥

পবস্ব সোম মন্দয়ন্নিন্দ্রায় মধুমত্তমঃ ॥১৮১০॥

হে সৌম্যস্বরূপ! শ্রেষ্ঠ মধু তুমি অমৃত! পরমেশ্বরের জন্য আনন্দিত করতে করতে তুমি পবিত্র কর ॥১৮১০॥

তে সুতাসো বিপশ্চিতঃ শুক্রা বায়ুমসৃক্ষত ॥১৮১১॥

সেই জ্ঞানালোকিত, উজ্জ্বল সম্পন্ন সৌম্যভাবসমূহ প্রাণবায়ুকে বর্দ্ধিত করল ॥১৮১১॥

অসৃগ্রং দেববীতয়ে বাজয়ন্তো রথা ইব ॥১৮১২॥

ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের আনন্দের জন্য শক্তিমান দ্রুতগতি রথসমূহের ন্যায় (অমৃত প্রাপ্ত সাধকের) আধারে ছড়িয়ে পড়ল ॥১৮১২॥

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্।
য ঊর্ধ্বরো স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা। ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥১৮১৩॥

জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত বিদ্বানের ন্যায় আমি অগ্নিকে হোতা, ধনের দাতা, বলের পুত্র, জন্মমাত্রেই জ্ঞাতা বলে মনে করি, যিনি যজ্ঞশুদ্ধিকারী, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে গমন করেন, নিজ সামর্থ্যে হব্য ঘৃতাহুতি দ্বারা উজ্জ্বলশিখাযুক্ত হয়ে ঘৃতের নাশের পরে ঊর্ধ্বগামী হন ।।১৮১৩।।

যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং বিপ্র মন্মভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ।
পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্। শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জূতয়ে বিশঃ ॥ ১৮১৪॥

হে উজ্জ্বল! (নিজ সৃষ্টিতে) আলো, শব্দাদি বিষয় তরঙ্গ! আমরা উপাসকগণ শ্রেষ্ঠ আরাধনীয়, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, কারণ ব্রহ্ম তোমাকে মননশীল বিদ্বানগণের সঙ্গে স্তুতি দ্বারা আরাধনা করি, আত্মোৎকর্ষশীল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অগ্রণী সর্বত্র গতিমান, সূর্যের ন্যায় (জ্ঞান) কিরণতন্তুযুক্ত, অভীষ্টবর্ষণকারী যাঁকে এই সকল মানুষ পরমজ্ঞান লাভের জন্য আরাধনা করবে ।।১৮১৪।।

স হি পুরূ চিদোজসা বিরুক্মতা দীদ্যানো ভবতি দ্রুহন্তরঃ পরশুর্ন দ্রুহন্তরঃ।
বীড়ু চিদ্যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্বনেব যৎ স্থিরম্। নিষ্‌ষহমাণো যমতে নায়তে ধন্বাসহা নায়তে ॥১৮১৫॥

সেই পরমেশ্বর বিশেষ প্রকাশশীল বলের দ্বারা প্রকাশমান হয়ে বিদ্বেষপরায়ণ রিপুসমূহকে নাশ করেন, যেমন ভাবে কুঠার শত্রুদের বিনাশ করে। যার সংস্পর্শে অত্যন্ত দৃঢ় জড়বস্তু জলের মত দ্রবীভূত হয় (পাষাণ হৃদয় গলে যায়), (সাধকের অন্তরে থেকে) শত্রুদের পরাস্ত করে থামেন। (সাধককে) ত্যাগ করেন না, ধনুর ন্যায় কঠিন হৃদয়কেও (দুঃখদাহে ভেঙেচুরে) নম্র করেন, ত্যাগ করেন না ।।১৮১৫।।

বিংশ অধ্যায়

।। দ্বিতীয় অংশ ।।

মন্ত্র সংখ্যা ৩৩ ।। সূক্ত সংখ্যা ১৩ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১-৪।৭।৮।১২ **অগ্নি ৫।৬ বিশ্বদেবগণ, ৯ ইন্দ্র, ১০ আপ, ১১ বায়ু, ১৩ বেন।। ছন্দ ১(১-২) বিষ্টার পঙ্‌ক্তি, ১(৩-৫) সতোবৃহতী, ১(৬) উপরিষ্টজ্যোতি, ২ কাকুভ প্রগাথ, ৩ জগতী, ৫-৬।১২।১৩ ত্রিষ্টুপ্, ৪।৭-১১ গায়ত্রী।। ঋষি ১ অগ্নি পাবক, ২ সৌভরি কাণ্ব, ৪ অরুণ বৈতহব্য, ৫।৬ অবৎসার কাশ্যপ, ৮ বৎসপ্রী ভালন্দন, ৯ গোষুক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন, ১০ ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র বা সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ, ১১উল বাতায়ন, ১৩ বেন ভার্গব, ৪।৭।১ স্যম ।।**

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবসো।
বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যাং দধাসি দাশুষে কবে ॥১৮১৬॥

হে পরমেশ্বর! তোমার অজর, মুক্ত স্বরূপ শ্রবণযোগ্য। জ্যোতির্ময়, ক্রান্তদর্শী, বৃহৎ জ্যোতি তোমার জ্ঞানের দীপ্তিসমূহ মহানরূপে প্রকাশমান হয়। তুমি (তোমাকে) আত্মসমর্পণকারী সাধকের জন্য বলসহ প্রশংসনীয় পরম ধন দান কর ।।১৮১৬।।

পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা।
পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ॥১৮১৭॥

পবিত্রকারী জ্ঞানজ্যোতি, উজ্জ্বল জ্যোতি, পূর্ণতেজস্বরূপ তুমি প্রকাশ সহ উদীয়মান হও। দ্যুলোক, ভূলোকের আধারে অভিব্যক্ত হয়ে উভয় দ্যাবাপৃথিবীতে বিচরণ করে সম্মুখে থেকে রক্ষা কর, দুই লোককে সংযুক্ত করে বাড়িয়ে তোল ।।১৮১৭।।

ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ।
ত্বে ইষঃ সং দধুর্ভূরিবর্ষসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ ॥১৮১৮॥

শক্তি সহায়ে অভিব্যক্ত, অভিব্যক্ত হয়েই জ্ঞানী তুমি উত্তম স্তুতি, ধ্যান, আরাধনা, আবাহনের দ্বারা (সাধকের হৃদয়ে) স্থিত হও এবং প্রদীপ্ত হও। বহুরূপধারণকারী, বিচিত্রভাবে রক্ষাকারী, অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত তোমাতেই (পরাজ্ঞানরূপ সাধকের) অভীষ্ট ধারণ কর ।।১৮১৮।।

ইরজ্যন্নগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য।
স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি দর্শতং ক্রতুম্ ॥১৮১৯॥

হে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা! জায়মান তেজের দ্বারা বাড়তে বাড়তে তুমি আমাদের (অন্তরের) ঐশ্বর্য বাড়াও। তুমি দর্শনীয় রূপের মধ্যে শোভা পাও, এবং দর্শনীয় সাধনযজ্ঞকে (অমৃতফল দিয়ে) পূর্ণ কর ॥১৮১৯॥

ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ।
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্ ॥১৮২০॥

হিংসারহিত সাধনযজ্ঞের সংস্কারকর্তা, পূর্ণচেতনাদাতা, পরমধনের দাতা, (মরণশীলকে) মৃত্যুহীন জীবন দাতা পরমেশ্বর, তুমি ঐশ্বর্যশালী মহান অভীষ্ট এবং প্রার্থনীয় ধনকে ধারণ কর ॥১৮২০॥

ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যং মানুষা যুগা ॥১৮২১॥

(হে পরমাত্মা!) দিব্যনিয়মের ধারক, মহান, বিশ্বজনের দর্শনদাতা অগ্নি তোমাকে সুখপ্রাপ্তির জন্য লোকে (পথপ্রদর্শক)রূপে সম্মুখে ধ্যান করে। দ্রুত শ্রবণকারী, পরম বিস্তারযুক্ত, দ্যুতিবিশিষ্ট তোমাতে মানুষেরা প্রার্থনা সহ সংযুক্ত হয় ॥১৮২১॥

ষষ্ঠ খণ্ড

প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবিরাভিস্তরতি [১]বাজকর্মভিঃ।
যস্য ত্বং সখ্যমাবিথ ॥১৮২২॥

হে অগ্নি! তুমি যার সখ্য জান, সে তোমার বলযুক্ত কর্মের দ্বারা, সুন্দর বীর্যবান রক্ষণসকলের দ্বারা পার হয়ে যায় ॥১৮২২॥

১. বাজ— যাস্ক রচিত নিরুক্ত গ্রন্থে (১১।২৬) বাজ শব্দের অর্থ "অন্ন"।

তব দ্রপ্সো নীলবান্বাশ ঋত্বিয় ইন্ধানঃ সিষ্ণবা দদে।
ত্বং মহীনামুষসামসি প্রিয়ঃ ক্ষপো বস্তুষু রাজসি ॥১৮২৩॥

হে শীঘ্রদাতা! তোমার ক্ষরণ অজ্ঞান অন্ধকার সহ শব্দায়মান। যথাকালে হৃদয়ে তুমি প্রদীপ্ত হলে (সাধক) তোমাকে লাভ করেন। তুমি মহান দিব্যজ্ঞানোদয়ের ক্ষণে প্রিয় হয়ে আস। অজ্ঞানস্থ বস্তুসমূহে বর্তমান যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ কর ।।১৮২৩।।

তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ।
তমিৎসমানং বনিনশ্চ বীরুধোঽন্তর্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা ॥১৮২৪॥

সেই জ্ঞান বীজকে মোক্ষফলদানকারী, সাধনা দ্বারা সাধক হৃদয়ে ধারণ করলেন। যথাকালে (সৌম্যস্বরূপ প্রাপ্ত সাধকের অন্তরস্থ) পরাজ্ঞানের অমৃতধারা মাতার ন্যায় পরমেশ্বরকে হৃদয়ে আবির্ভূত করল। একইভাবে স্তোতারা অন্তরস্থ কামনার আগাছাগুলিকে অনবরত আঘাত করে সৌম্যসত্ত্ব সম্পন্ন করলেন ।।১৮২৪।।

অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি শুক্রো বি রাজতি। মহিষীব বি জায়তে ॥১৮২৫॥

জীবাত্মা পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য পবিত্র হন। দ্যুলোকে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করেন। সম্রাজ্ঞীর মত মহান স্বরূপে নতুন ভাবে আবির্ভূত হন ।।১৮২৫।।

যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি।
যো জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥১৮২৬॥

যিনি জাগরুক তাঁকে ঋক্ সমূহ কামনা করে, যিনি জাগ্রত সামগানসমূহ তাঁকে লক্ষ্য করে প্রবাহিত হয়, যিনি (হৃদয়ে) জাগ্রত, (সাধকের) সৌম্য স্বরূপ তাঁকে বলে— 'আমি তোমার, তোমার সখ্যে আমি নিয়ত স্থান পেয়েছি' ।।১৮২৬।।

অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কামযন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥১৮২৭॥

পরমেশ্বর জাগ্রত, তাঁকে ঋক্ সমূহ কামনা করে। পরমাত্মা জাগ্রত, সামগান তাঁকে লক্ষ্য করে ছড়িয়ে পড়ে। পরমেশ্বর জাগ্রত, সাধকের সৌম্য স্বরূপ বলে—'আমি তোমার সখ্যে নিত্যকালের জন্য বাঁধা পড়েছি' ।।১৮২৭।।

নমঃ সখিভ্যঃ পূর্বসদ্ভ্যো নমঃ সাকংনিষেভ্যঃ। যুঞ্জে বাচং শতপদীম্ ॥১৮২৮॥

নিত্যকাল বিরাজমান সখাদের (দেবগণকে) নমস্কার। যাঁরা একই সঙ্গে বসেন, (ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাত্রী প্রকাশক দেবগণ) সেই সখাদের নমস্কার। অসংখ্য পদসহ প্রশস্তি (তাঁদের উদ্দেশ্যে) প্রয়োগ করি ।।১৮২৮।।

যুঞ্জে বাচং শতপদীং গায়ে সহস্রবর্তনি। গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগৎ ॥১৮২৯॥

অসংখ্য পদসহ স্তুতি (দেবতাদের উদ্দেশ্যে) প্রয়োগ করি। অনেক প্রকার রাগ সহ সাম গান করি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দে (এগুলি বিধৃত) ।।১৮২৯।।

গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগদ্বিশ্বা রূপাণি সম্ভৃতা। দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥১৮৩০॥

গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দে বিশ্বের সকল রূপ ধারণকারী দিব্য শক্তিসমূহ (সাধকদের জন্য) পরমধাম গুলি দান করেন ।।১৮৩০।।

অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ।
সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ ॥১৮৩১॥

অগ্নি (জ্ঞান রূপ) জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, ইন্দ্র (বলসহায় পরমেশ্বর) জ্যোতি, জ্যোতি ইন্দ্র, সূর্য (পরমাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ) জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য। (অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য একাত্ম) ।।১৮৩১।।

পুনরূর্জা নি বর্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা। পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ ॥১৮৩২॥

হে জ্যোতির্ময় প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা। (অমৃতের পুত্র) আমাদের পুনরায় বল সহ তোমার (পরমাত্মার) অভিমুখী কর। পুনরায় অভীষ্ট ও (অমৃত) আয়ু দাও। পুনরায় আমাদের (অজ্ঞানরূপ অন্ধকার) পাপ থেকে মুক্ত কর ।।১৮৩২।।

সহ রয্যা নি বর্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপস্ন্যা বিশ্বতস্পরি ॥১৮৩৩॥

হে পরমেশ্বর! পরমধন সহ তুমি ফিরে এস। বিশ্বের সর্বত্র তোমার সর্বব্যাপী অমৃতধারার দ্বারা পোষণ কর ।।১৮৩৩।।

সপ্তম খণ্ড

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ ॥১৮৩৪॥

হে ইন্দ্র! যেমনভাবে (পূর্ব মন্ত্রোক্ত যজ্ঞ দ্বারা) তুমি (একাই ধন লাভ করেছ) সেইভাবে আমি ঐশ্বর্যের প্রভু হব, আমার স্তুতিকারী ধনযুক্ত হবে ।।১৮৩৪।।

শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে। যদহং গোপতিঃ স্যাম্ ॥১৮৩৫॥

হে শক্তির প্রভু! যদি আমি দিব্যজ্ঞানের পালক হতে পারি তাহলে বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসুদের অনুশীলন দিতে পারি। (আমার প্রাপ্ত জ্ঞান) দান করতে পারি ।।১৮৩৫।।

ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে। গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে ॥১৮৩৬॥

হে পরমেশ্বর! তোমার বেদবাণী রূপ জ্ঞানের জ্যোতি সত্য এবং (সাধকের জন্য) সমৃদ্ধকারী। সৌম্যস্বরূপ প্রাপ্তির সাধনায় রত আরাধনাকারীর জন্য জ্যোতি এবং ব্যাপ্তিকে আকর্ষণ করে আনে ।।১৮৩৬।।

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥১৮৩৭॥

হে অমৃতধারা! তোমরা নিশ্চয়ই সুখদায়ক। তোমরা আমাদের মহান শক্তি ও রমণীয় দর্শনের জন্য ধারণ কর ।।১৮৩৭।।

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥১৮৩৮॥

হে অমৃতধারা! তোমাদের যে মঙ্গলতম রস, সেই রসের দ্বারা মায়েরা যেমন স্তন্যরসসুধায় শিশুকে পালন করে সেই ভাবে এখানে আমাদের পালন কর ।।১৮৩৮।।

তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনযথা চ নঃ ॥১৮৩৯॥

হে অমৃতপ্রবাহ! যে অজ্ঞানের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমাদের নিকটে শীঘ্র প্রাপ্ত হব, তার জন্য প্রণোদিত কর, আমাদের জন্য (অমৃতময় জ্ঞানের) আবির্ভাব ঘটাও ।।১৮৩৯।।

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ॥১৮৪০॥

অনুকূল প্রাণবায়ু প্রবাহিত হোক, মঙ্গলময়, সুখদায়ক পরাজ্ঞান হৃদয়ে (আবির্ভূত হোক), আমাদের অমৃত আয়ুতে প্রকৃষ্টরূপে পার করে নিয়ে চল ।।১৮৪০।।

উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। স নো জীবাতবে কৃধি ॥১৮৪১॥

হে প্রাণবায়ু! তুমি আমাদের পিতা, ভ্রাতা, এবং আমাদের সখা, সেই তুমি আমাদের অমৃত আয়ুর জন্য সমর্থ কর ।।১৮৪১।

যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতং নিহিতং গুহা। তস্যো নো ধেহি জীবসে ॥১৮৪২॥

হে প্রাণবায়ু! ওই তোমার যে হৃদয় গুহায় স্বধামের অমৃত লুক্কায়িত আছে, সেই অমৃত জীবনের জন্য আমাদের ধারণ কর ।।১৮৪২।।

অভি বাজী বিশ্বরূপো জনিত্রং হিরণ্যয়ং বিভ্রদৎকং সুপর্ণঃ।
সূর্যস্য ভানুমৃতুথা বসানঃ পরি স্বয়ং মেধমৃজ্রো জজান ॥১৮৪৩॥

বলবান, বিশ্বরূপ, সৃষ্টির কারণ, তেজোময়, তেজস্বরূপ, সুন্দর জ্যোতিবিশিষ্ট, সূর্যকিরণের প্রকাশক, সরলগতি স্বয়ং অজ্ঞান-আবরণকে সর্বত অভিব্যাপ্ত করে জন্মালেন ।।১৮৪৩।।

অপ্সু রেতঃ শিশ্রিয়ে বিশ্বরূপং তেজঃ পৃথিব্যামধি যৎসংবভূব।
অন্তরিক্ষে স্বং মহিমানং মিমানঃ কনিক্রন্তি বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ ॥১৮৪৪॥

বিশ্বকে রূপদানকারী (পরমেশ্বরের) তেজ অমৃতজলপ্রবাহে (সৃষ্টির) বীজমিশ্রিত করলেন, যা পৃথিবীর আধারে উৎপন্ন হল। অন্তরিক্ষে স্ব-মহিমাকে প্রকাশ করে ঝরে পড়া ব্যাপ্তিমান প্রাণের বীর্যকে লক্ষ্য করে অমৃতধারাসমূহ ক্রন্দন করে উঠল। মুক্ত আত্মা অজ্ঞানের দুর্গে বন্দী ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে ক্রন্দন করে ।।১৮৪৪।।

অয়ং সহস্রা পরি যুক্তা বসানঃ সূর্যস্য ভানুং যজ্ঞো দাধার।
সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা ধর্ত্তা দিবো ভুবনস্য বিশ্‌পতিঃ ॥১৮৪৫॥

(সর্বলোকব্যাপী) কর্ম যজ্ঞ (নিজের সঙ্গে) যুক্ত অজস্র (সহস্র) কিরণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত পরমেশ্বরের দীপ্তিকে ধারণ করল। সহস্রদাতা, শতদাতা, অপরিমিত (কর্মফল) দাতা দ্যুলোকের ধারক, পৃথিবীর প্রজাদের পালক ।।১৮৪৫।।

নাকে সুপর্ণমুপ যৎপতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যম্ ॥১৮৪৬॥

যেমনভাবে দ্যুলোকে পতনশীল হিরণ্ময় পক্ষযুক্ত, বৃষ্টিকারক বায়ুর দূত, বিদ্যুৎসম্বন্ধী অগ্নির স্থানে বর্তমান পক্ষিতুল্য আকাশে স্থিত সূর্যকে হৃদয় দিয়ে কামনাকারী মানুষগণ সবদিক থেকে দেখে, তেমনভাবে তোমাকেও দেখে ।।১৮৪৬।।

উর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎপ্রত্যঙ্‌চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বার্ণ নাম জনত প্রিয়াণি ॥১৮৪৭॥

দ্যুলোকের আধারে উর্ধ্ব আকাশে (অমৃতের রক্ষক, বিশ্ব প্রকাশকারী) গন্ধর্ব স্থিত আছেন। এঁর বিচিত্র রশ্মিরূপ অস্ত্রসকলকে ধারণ করে ইনি (সৃষ্ট জীবসমূহের) দর্শনের জন্য সুন্দর (অবিদ্যার) আচ্ছাদন পরিধান করে প্রিয় সৃষ্টি প্রবাহকে উৎপন্ন করলেন ।।১৮৪৭।।

দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যন্ গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥১৮৪৮॥

(আলো ও তাপ) ক্ষরণশীল সূর্য দূরদর্শনকারী গৃধ্রের চক্ষুর ন্যায় দৃষ্টির দ্বারা দর্শন করতে করতে, উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা দীপ্যমান হয়ে তৃতীয় লোক দ্যুলোকে, অনন্ত আকাশে চক্রাকারে ভ্রমণ করেন, লোকহিতকর ব্রত সাধন করেন ।।১৮৪৮।।

একবিংশ অধ্যায়

মন্ত্রসংখ্যা ২৭ ।। সূক্ত সংখ্যা ৯ ।। দেবতা (সূক্তানুসারে) ১।২(২-৩)।৩।৪।৬।৭।৯(১) ইন্দ্র, ৫(২) ইন্দ্র অথবা মরুদ্‌গণ, ২(১) বৃহস্পতি, ৫(১) অপা, ৫(৩) ইযুগণ, ৬।৮ লিঙ্গোক্তা সংগ্রামাশিষ, ৯(২-৩) বিশ্বদেবগণ।। ছন্দ ১-৪।৫(১)।৬(১)।৮(১)।৯(১-২) ত্রিষ্টুপ, ৫(২-৩)।৬ (২)।৭(১-২)।৮(২) অনুষ্টুপ্, ৬(২) পঙ্ক্তি, ৯(৩) বিরাট্‌স্থান। ৭(৩) জগতী।। ঋষি ১-৪।৫ (১২) অপ্রতিরথ ঐন্দ্র, ৫(৩)।৩(৩)।৮(১,৩) পায়ু ভরদ্বাজ; ৭(১,২) শাস ভরদ্বাজ, ৯(১) জয় ঐন্দ্র, ৯(২৩) গাতম রাহূগণ।।

আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সঙ্ক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎসাকমিন্দ্রঃ ॥১৮৪৯॥

ভয়ংকর ষাঁড়ের মত সহজে যুদ্ধে শত্রুদমনকারী সংস্কারসম্পন্ন মানুষের বুদ্ধিতে নাড়া দিয়ে যিনি শীঘ্র তাঁদের তীক্ষ্ণধী করেন, নিমেষহীন (চৈতন্যস্বরূপ) একক শক্তি স্বরূপ (সাধকের সাধনায় বর্তমান হয়ে) যিনি নাদধ্বনিপূর্বক শত অন্তঃশত্রুদের একসঙ্গে জয় করেন তিনি পরমেশ্বর ।।১৮৪৯।।

সঙ্ক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥১৮৫০॥

হে হিংসাহীন কর্মযোগী! নাদধ্বনিকারী, চৈতন্যস্বরূপ, জয়শীল, যুদ্ধশীল, অপ্রতিহতশক্তি, শত্রুনিষ্পীড়নকারী, জ্যোতিরূপবাণধারণকারী, (জ্ঞানজ্যোতি) বর্ষণকারী পরমেশ্বরের সহায়তায় যুদ্ধ কর, অন্তঃশত্রুদের পরাস্ত কর এবং জয় লাভ কর ।।১৮৫০।।

স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সং সৃষ্টজিৎসোমপা ৰাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥১৮৫১॥

(সৃষ্টি) যাঁর বশে সেই পরমেশ্বর তাঁর জ্ঞানজ্যোতিরূপ অস্ত্রসমূহ দ্বারা এবং তাঁর শরণাপন্ন সাধকগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্তঃশত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধরত হন। সাধকের সৌমসত্ত্বকে গ্রহণকারী পরমেশ্বর (সাধকের প্রাণ ও অপানরূপ) দুই বাহুতে আশ্বস্ত হয়ে উগ্রতেজরূপ ধনুর (টঙকারের) দ্বারা সাধনাবিঘ্নকারী রিপুদের দূরে নিক্ষেপ করেন ।।১৮৫১।।

ৰৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাং অপৰাধমানঃ।
প্রভঞ্জন্‌ৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্ ॥১৮৫২॥

হে বৃহতের পতি! তোমার যুদ্ধ রথে এসে সর্বতোভাবে শত্রুদের নাশ কর। বিষয় লুব্ধদের হনন কর, অন্তঃশত্রুদের বাধা দাও। শত্রুসৈন্যদের বলভঙ্গ করে উগ্রতার সঙ্গে নাশ কর। যুদ্ধে জয়লাভ করে আমাদের সন্মার্গ সমূহের রক্ষক হও ।।১৮৫২।।

ৰলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্বাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিৎ ॥১৮৫৩॥

বলের বিজ্ঞাতা, (সর্বকারণ স্বরূপ) পুরাতন, প্রকৃষ্ট বীর, শত্রু অভিভবকারী, শক্তিমান, বিজেতা, ভয়ংকর, শক্তিসমূহ দ্বারা পরিবৃত, সকল যুদ্ধকৌশলে সজ্জিত, ওজস্বী, ইন্দ্রিয় সকলের সামর্থ্যের জ্ঞাতা, বিজয়ী রথে আরোহণ কর ।।১৮৫৩।।

গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রৰাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা।
ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্ ॥১৮৫৪॥

হে আমার সহজাত চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহ! জড় শক্তিভেদকারী, ইন্দ্রিয়সকলের শক্তিসমূহের জ্ঞাতা, বজ্রবহনকারী, জয়শীল, এগিয়ে আসা শত্রুদের বলের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হননকারী, এই পরমেশ্বরকে অনুসরণ করে বীরত্ব দেখাও, তাঁকে অনুসরণ কর ।।১৮৫৪।।

অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাড়যুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥১৮৫৫॥

অমিত্রসেনাং মঘবন্নস্মাং ছত্রুয়তীমভি।
উভৌ তামিন্দ্র বৃত্রহন্নগ্নিশ্চ দহতং প্রতি ॥১৮৬৫॥

হে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশকারী, ঐশ্বর্যশালী পরমেশ্বর! তুমি ও তোমার দাহিকাশক্তি দুয়ে মিলে আমাদের সম্মুখবর্তী শত্রুতাকারী (মোহরূপ) শত্রুসেনার সম্মুখীন হয়ে দগ্ধ কর ।।১৮৬৫।।

যত্র ৰাণাঃ সংপতন্তি কুমারা বিশিখা ইব।
তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু ॥১৮৬৬॥

যে শত্রুসংগ্রামে ব্রহ্মচারী বালকগণের মত (সংযমরূপ) অস্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হয়, সেই সংগ্রামে পরব্রহ্ম তাঁর অখণ্ডনীয়া শক্তি সহ আমাদের সুখ দিন, চিরকালীন সুখ দিন ।।১৮৬৬।।

বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥১৮৬৭॥

হে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশকারী পরমেশ্বর! (জড় ধন) রক্ষণকারী শত্রুদের নষ্ট কর। বিদ্বেষকারী শত্রুদের নষ্ট কর। সম্মুখস্থ হয়ে অনিষ্টকারী শত্রুর (কাম ও ক্রোধ রূপ) দুই চোয়াল ভেঙে দাও, ক্রোধ নষ্ট কর ।।১৮৬৭।।

বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
যো অস্মাং অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ ॥১৮৬৮॥

হে পরমেশ্বর! আমাদের শত্রুদের বিনষ্ট কর। যারা যুদ্ধ করতে চায় তাদের নিম্নলোকে প্রেরণ কর, যে আমাদের শত্রু বলে মনে করে তাকে নিম্নলোকে মৃত্যুর অন্ধকারে প্রেরণ কর ।।১৮৬৮।।

ইন্দ্রস্য ৰাহূ স্থবিরৌ যুবানাবনাধৃষ্যৌ সুপ্রতীকাবসহ্যৌ।
তৌ যুঞ্জীত প্রথমৌ যোগ আগতে যাভ্যাং জিতমসুরাণাং সহো মহৎ ॥১৮৬৯॥

বীর (পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক) জীবাত্মার (সাধকের) (প্রাণ ও অপান রূপ) দুই বহনক্ষম শক্তি পুরাতন ও চির নবীন, অপ্রতিহত শক্তি, সুন্দর, (কামাদি শত্রুর কাছে) অসহনীয়, যাদের দ্বারা (সাধক) (অজ্ঞান মোহাদিরূপ) শত্রুদের বৃহৎ বলকে জয় করেন। (পরমাত্মার সঙ্গে) যুক্ত হওয়ার সংগ্রামে এই দুটিকে প্রথমে নিযুক্ত কর ।।১৮৬৯।।

মর্মাণি তে বর্মণা চ্ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাম্।
উরোর্বরীযো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু ॥১৮৭০॥

হে পরমেশ্বর! তোমার রক্ষাস্ত্র দ্বারা আমার দুর্বল স্থানগুলিকে আচ্ছাদিত করব। (হে আমার চেতনা) বিরাজমান প্রকাশস্বভাব অমৃতের দ্বারা তোমাকে আচ্ছাদিত করুক। বেশির থেকে বেশি (উপচে পড়া) সুখ পরমেশ্বর তোমায় দিন, জয়ের পথে এগিয়ে চলা তোমাকে দিব্য ভাবসমূহ উৎসাহিত করুক ।।১৮৭০।।

অন্ধা অমিত্রা ভবতাশীর্ষাণোঽহয় ইব।
তেষাং বো অগ্নিনুন্নানামিন্দ্রো হন্তু বরংবরম্ ॥১৮৭১॥

অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হে রিপুগণ! কর্তিতশির (বিষবর্জিত) সাপের মত ভয়ঙ্কর শক্তি থেকে তোমরা বর্জিত হও। সাধকগণের অগ্নির ন্যায় অসহনীয় তেজের দ্বারা বিতাড়িত তোমাদের পরমেশ্বর পরিতৃপ্তি সহকারে হত্যা করুন ।।১৮৭১।।

যো নঃ স্বোঽরণো যশ্চ নিষ্ঠ্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরং শর্ম বর্ম মমান্তরম্ ॥১৮৭২॥

যে আমাদের নিজের হয়েও দূরস্থ (বিধর্মী) এবং যে (অভিশাপাদি দ্বারা) গুপ্তভাবে আমাদের নাশ করতে চায়, তাকে সকল দিব্যশক্তি ধ্বংস করুক। প্রার্থনা আমার রক্ষা কবচ, আমার অন্তরাত্মা সুখদায়ক, আমার অন্তরাত্মা আমার রক্ষা কবচ ।।১৮৭২।।

মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগন্থা পরস্যাঃ।
সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূং তাঢ়ি বি মৃধো নুদস্ব ॥১৮৭৩॥

হে পরমেশ্বর! বনবিহারী ভয়ংকর পশুর ন্যায় পার্থিব জড় শরীরে বিচরণকারী তুমি দূর অনন্তের সুখতম স্থান থেকে এসেছ। পবিত্রকারী জ্ঞানরশ্মিকে তীক্ষ্ণ কর। কামক্রোধাদি (উদ্ধত) শত্রুদের বিতাড়িত করে দূরে নিক্ষেপ কর ।।১৮৭৩।।

ভদ্রং[১] কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরংগৈস্তুষ্টুবাং সস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ ॥১৮৭৪॥

হে সকল দেবতা! আমরা কান দিয়ে ভালো কথা শুনব, চোখ দিয়ে ভাল দৃশ্য দেখব, সংযত অঙ্গসমূহ দ্বারা তোমাদের স্তব করব, শরীরের দ্বারা ঈশ্বর- প্রদত্ত আয়ুকে বিশেষরূপে ভোগ করব ।।১৮৭৪।।

১. ভদ্রম্— ভদ্র শব্দ কল্যাণবাচক। বিশেষপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, এই কল্যাণ হল— বিত্ত-গৃহ-প্রজা-পশুরূপ। শাট্যায়ণ প্রমুখ ভাষ্যকারগণ বলেছেন—'যদ্বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ ভদ্রং গৃহা ভদ্রং প্রজা ভদ্রং পশবো ভদ্রম্' ইতি।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥১৮৭৫॥

দেবাদিদেব, পরমযশস্বী (সর্বাপেক্ষা অধিক স্তুত) পরমেশ্বর আমাদের জন্য কল্যাণ ধারণ করুন। সর্বজ্ঞ জগৎ পোষণকারী দেবতা আমাদের জন্য কল্যাণ ধারণ করুন, রোগাদিরহিত কালচক্রের গতি আমাদের জন্য কল্যাণ, অবিনাশ ধারণ করুক, দিব্যজ্যোতিসমূহের পালক পরমেশ্বর আমাদের জন্য সুখ, কল্যাণ ও অবিনাশকে ধারণ করুন ।।১৮৭৫।।

॥ ইত্যুত্তরার্চিকঃ সমাপ্তঃ ॥

॥ ইতি সামবেদসংহিতা সমাপ্তা ॥